শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-গৌরব-গ্রন্থগুচ্ছ

শ্রীশ্রীগীতচন্দ্রোদয়

(পূর্ব্বরাগ)

শ্রীমন্নরহরি (ঘনশ্যাম) চক্রবর্ত্তি-
প্রণীত

শ্রীধাম নবদ্বীপ, হরিবোল কুটীর হইতে
শ্রীহরিদাস দাস কর্ত্তৃক প্রকাশিত

প্রথম সংস্করণ

৪৬২ শ্রীগৌরাব্দ

ভিক্ষা—২৷৷০

শ্রীশ্রীগৌরগদাধরৌ বিজয়েতাম্

নিবেদন

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের অপার করুণায় শ্রীনরহরি (ঘনশ্যাম) চক্রবর্ত্তি-প্রণীত "শ্রীশ্রীগীতচন্দ্রোদয়" নামক বিরাট পদ-সংগ্রহ গ্রন্থের সামান্যতম অংশমাত্র প্রকাশিত হইল। শ্রীনরহরি-ঘনশ্যামের অলোকসামান্য প্রতিভাদি-সম্বন্ধে বহু কথা পূর্বে'ই আলোচিত হইয়াছে *। গীতচন্দ্রোদয়ে আটটি প্রধান বিভাগ— (১) গৌরকৃষ্ণরসামৃত, (২) গৌরকৃষ্ণভাবনামৃত, (৩) গৌরকৃষ্ণ-চরিতামৃত, (৪) গৌরকৃষ্ণ-বিলাসামৃত, (৫) গৌরকৃষ্ণলীলামৃত, (৬) নিত্যসেবামৃত, (৭) নামামৃত এবং (৮) প্রার্থনামৃত। এই বিভাগগুলি প্রায়শঃই কতিপয় আস্বাদে উপবিভক্ত হইয়াছে। শ্রীগৌরকৃষ্ণরসামৃতের অন্তর্গত **পূর্বরাগ** প্রকরণ অবলম্বন করিয়াই প্রায় ১১৭০টি পদ এক্ষণে প্রকাশিত হইতেছে। সংক্ষিপ্ত মান, প্রবাস ও প্রেমবৈচিত্ত্য প্রভৃতির কোনও পদ এখনও সংগৃহীত হয় নাই, শ্রীশ্রীরূপগোস্বামিপাদ-প্রণীত শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থের অনুসরণে এই গীতাবলি গুম্ফিত হইয়াছে। গ্রন্থকার শ্রীগৌরকৃষ্ণরসামৃত গ্রন্থের সূচনায় জানাইতেছেন—

গীতচন্দ্রোদয় এই গ্রন্থ রসায়ন। ইথে অষ্টামৃত পূর্ব্বে কৈল নিরূপণ ॥
প্রথমে কহিল গৌরকৃষ্ণরসামৃত। ইথে শ্রীউজ্জ্বল গ্রন্থ মতে বদ্ধ গীত ॥

---

* শ্রীগৌরচরিত্রচিন্তামণির অবতরণিকা, 'শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যের' ২১৩-২১৫, ২।৪১-৪৩ এবং ২।৮৯-৯০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

মুগ্ধা, মধ্যা, প্রগল্‌ভা কিঞ্চিৎ সূচাইয়া। অভিসারিকাদি অষ্ট গাব বিস্তারিয়া॥
প্রথমে মুগ্ধাদি নায়িকাভেদ গীত। তারপর গাব রাগানুরাগা কিঞ্চিৎ॥
ইহার পরেতে গীতে হইব প্রকাশ। পূর্ব্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য, প্রবাস॥
ইথে গাব সংক্ষিপ্তাদি সম্ভোগ ক্রমেতে। তদুপরি সন্দর্শনাদি পৃথক্ মতে॥

ইহাতে বুঝা যায় যে গ্রন্থকার মুগ্ধাদিনায়িকাত্রয় এবং অভিসারিকাদি অষ্টবিধ নায়িকার অবস্থাবিশেষ-অবলম্বনে গীতবন্ধেই প্রথম বিভাগ পূর্ণ করিয়াছেন। সংগৃহীত গীতচন্দ্রোদয়ে মঙ্গলাচরণ [শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহাদের পরিকরগণের বন্দনাদি প্রাচীন কবিগণের নামগুণ গান], কাব্যের দোষগুণাদি-নিরূপণ প্রসঙ্গে নাদ, গীত, গীতভেদ, [অনিবদ্ধ, নিবদ্ধ] ধাতু, প্রবন্ধের ছয় অঙ্গ—পদ, তাল, স্বর, পাঠ, তেন ও বিরুদ ইত্যাদির লক্ষণ ও বিভাগাদির সুনিরূপণ করিয়া শ্রীগৌরচন্দ্র-গীতের কারণ-নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক সংকীর্ত্তনাধিবাসের পদগুলি সংগ্রহ হইয়াছে। [ইহাতে প্রধানতঃ ৬০টি পদ দৃষ্ট হইতেছে]. তৎপরে অষ্টামৃতের প্রথম বিভাগ **গৌরকৃষ্ণরসামৃত** পরিবেষণ আরম্ভ করিয়া গ্রন্থকার মুগ্ধামধ্যাদি প্রকরণের রূপামৃতে [গীতসংখ্যা—৩০] শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার রূপ-বর্ণনা করিয়াছেন। তৎপরে শ্রীগৌরচন্দ্র [মুগ্ধা, মধ্যা, প্রগল্‌ভা, অভিসারয়িত্রী (শরদাদি ঋতুক্রমে ছয় প্রকার, জ্যোৎস্না ও অন্ধকারভেদে দুই প্রকার এবং দিবাভিসারে এক প্রকার) বাসকসজ্জা, উৎকন্ঠিতা, খণ্ডিতা, বিপ্রলব্ধা, কলহান্তরিতা, প্রোষিতভর্ত্তৃকা এবং স্বাধীনভর্ত্তৃকাভেদে অষ্ট প্রকার, বিবিধ বিলাস, রসোদ্গার] শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্র ও শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্রাদি সহ এই সামান্য প্রকরণে প্রথম আস্বাদে ৭২টি পদ ধৃত হইয়াছে। এই সামান্য প্রকরণ সর্ব্বপ্রকার গীতে প্রথমতঃ প্রযুক্ত হইতে পারে বলিয়াই বোধ হয় গ্রন্থকার ইহাকে **কল্পতরু** (মঙ্গলাচরণে) **কামধেনু** এবং **চিন্তামণি** (পূর্ব্বরাগ ১৫ পৃষ্ঠায়) প্রভৃতি শব্দে নির্দিষ্ট করিয়াছেন।

দ্বিতীয়ে তত্ত্বাবাঢ্য প্রকরণ এবং তৃতীয়ে নাগরীভাবের পদাবলি উদাহৃত হইয়াছে। সর্ব্বসমেত পদসংখ্যা —২৬৭।

প্রথমে সামান্যরূপ কল্পতরুসম। দ্বিতীয়ে বিশেষ তত্ত্বাবাঢ্য-নিরূপণ॥
তৃতীয়ে সে নবদ্বীপাঙ্গনার যে মত। সদা প্রেমাবিষ্ট শ্রীগৌরাঙ্গানুগত॥

অন্যত্র—

এবে গাইব তৃতীয় প্রকার গৌরগীত। যাতে ব্যক্ত নবদ্বীপাঙ্গনার চরিত॥
পূর্ব্বভাবোদয় নবদ্বীপ-নায়িকার। প্রেমতারতম্যে ভেদ অনেক প্রকার॥
প্রভুভার্য্যা লক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়া প্রেমাদ্ভুত। আস্বাদিবে গীতক্রমে যথা যে উচিত॥
মুগ্ধাদি-প্রভেদ ইথে হইব প্রকাশ। এ অতি মধুর কহ ঘনশ্যাম দাস॥
[তৃতীয় প্রকরণের মঙ্গলাচরণে]

তৎপরে অষ্টপ্রকরণে মুগ্ধাদিনায়িকাত্রয়ের ৭৫ পদ বর্ণনা করত কবি নবম আস্বাদের ৬টি পদে অভিসারস্ত্রিত্রীবর্ণন আরম্ভ করিয়াছেন। ইহার পর গ্রন্থ খণ্ডিত।

রাগানুরাগ-প্রকরণে ১২০টি পদ, রূপামৃত ৬, সামান্য ৩৪, তত্ত্বাবাঢ্য ১৩ এবং রাগানুরাগ ৬৭, তৎপরে খণ্ডিত।

তৎপরে **পূর্ব্বরাগ**-প্রকরণ—রূপামৃত ৩০, সামান্য প্রকার ৭০, তৎপরে শ্রীরাধিকার পূর্বরাগে শ্রীগৌরচন্দ্র (ভাবাঢ্য+নাগরীভাবে) ১৬৭ পদ—তৎপরে ৬৫ আস্বাদে শ্রীরাধার পূর্বরাগে ৫২২ পদ, এবং শ্রীকৃষ্ণ-পূর্বরাগে প্রথমতঃ শ্রীগৌরচন্দ্র ১০৩ পদ, তৎপরে ৩১ আস্বাদে ২৭৮ পদ সঙ্কলিত হইয়াছে। সুতরাং এই পূর্বরাগের সর্বসমেত ১১৭০ টি পদ দৃষ্ট হইতেছে। অন্যান্য অংশ খণ্ডিত।

দ্বিতীয় বিভাগ **গৌরকৃষ্ণভাবনামৃতের** মাত্র দুইটি আস্বাদ আগরতলা রাজমালা-সংস্করণে পাওয়া যাইতেছে, তত্রত্য মূল পুঁথিতেও অন্যান্য বিভাগ নাই। ইহার শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত বর্ণন নামক আস্বাদদ্বয়ের

প্রথমে ৫৩ টি পদের মধ্যে নরহরির স্বরচিত দুইটি পদ এবং শ্রীগোবিন্দ দাসের ৫১টি পদ উদ্ধৃত। দ্বিতীয় আস্বাদেও কবিশেখরের ১২৪, শ্রীগোবিন্দ দাসের ২ এবং স্বরচিত ৩টি পদ সংযোজিত হইয়াছে। অতঃপর-খণ্ডিত।

পঞ্চম বিভাগ—**গৌরকৃষ্ণলীলামৃতের** প্রারম্ভ তালার্ণব মাত্র আগরতলা পুঁথিতে দৃষ্ট হইতেছে। এই বিভাগের বর্ণনক্রমটি কবি এই ভাবে সূচনা দিয়াছেন—

"ওহে গৌরকৃষ্ণলীলামৃত এবে গাই। ইথে যে গায়নক্রম সংক্ষেপে জানাই॥
প্রথমে শ্রীগৌরজন্মোৎসব জানাইব। তদুপরি নিত্যানন্দাদ্বৈতজন্ম গাবো॥
তদুপরি গৌরাঙ্গের হোলিকাদিলীলা। ক্রমেতে গাইব, যা' শুনিয়া দ্রবে শিলা॥
তদুপরি কিছু বলদেব জন্ম কৈয়া'। শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব গাব বিস্তারিয়া॥
শ্রীরাধিকা-জন্মোৎসব গাব তারপর। তদুপরি হোরিকাদি যাত্রা মনোহর॥
শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব আদির প্রথমে। গাব গৌরভাবাবেশ সংক্ষেপ-সুক্রমে॥
নানা তালে সংযোগ করিব গীতগণ। তালার্ণবে দেখ এই তালের লক্ষণ॥
শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-কৃষ্ণপদ ধ্যান করি। গৌরকৃষ্ণলীলামৃত কহে নরহরি॥

অতঃপর খণ্ডিত : দুঃখের বিষয় অন্যান্য বিভাগগুলি এখনও হস্তগত হইতেছে না। শ্রীবৃন্দাবন, বরাহনগর শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থমন্দির এবং আগরতলা রাজমালা অফিস প্রভৃতিস্থানে বহু অনুসন্ধানেও সমগ্র পুঁথি দেখা গেল না। যদি কোনও মহানুভবের গৃহে বা অনুসন্ধানে এই গ্রন্থের সম্পূর্ণ বা অংশ-বিশেষ থাকে, তবে দয়াবলোকনে এই দীনহীন সেবককে জানাইলে তাহাদের সংরক্ষণ, সঙ্কলন ও প্রকাশনাদি বিষয়ে চেষ্টা চলিবে।

শ্রীমন্নরহরি-ঘনশ্যামের কবিতায় ব্যঞ্জনা বা ভাবোৎকর্ষ না থাকিলেও, কবিহিসাবে তিনি তত সমাদৃত না হইলেও, তাঁহার রচনা আড়ম্বর-শূন্য সাদাসিদা গদ্যের ন্যায় হইলেও তিনি যে একাধারে সুনিপুণ গায়ক, বাদক,

ছন্দোবিৎ, পাচক, বৈষ্ণব কবি ও ঐতিহাসিক হিসাবে পরম সম্মাননীয় একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আমার মনে হয় এই একমাত্র শ্রীশ্রীগীতচন্দ্রোদয় গ্রন্থখানা সম্যক্ প্রকাশিত হইলে শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দের স্মরণমননাদি যাবতীয় বিষয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতের একটা মহা অভাব দূরীকৃত হয়। প্রকাশিত পূর্বরাগ-প্রকরণ আলোচনা করিলেই সহৃদয় মহাত্মগণ আমার একথার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিবেন—'রস সাবশেষ হইলেই পুষ্টিকর হয়' এই ন্যায়টি লঙ্ঘনপূর্বক ইনি সমগ্র রসই অশেষ বিশেষে চর্বণ করিয়া সকলকে উপহার দিয়াছেন। সহজ সুখবোধ্য বঙ্গভাষায় পাণ্ডিত্য প্রকাশের চেষ্টা ব্যতিরেকেও ইনি যে কবিতার মধ্য দিয়া চরিতাবলীর সুস্পষ্ট রেখাপাত করিয়াছেন—তাহা অনুভাবনীয় বলিয়াই ধারণা করি। তৎকালে গীতচন্দ্রোদয় হইতে বৃহত্তর পদাবলি-সংগ্রহ গ্রন্থ ছিল না; ইহা আমি দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি। যদিও 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' লিখিত হইয়াছে যে আউল মনোহর দাস 'পদসমুদ্র' নামক গ্রন্থে প্রায় পনর হাজার পদাবলির সঙ্কলন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার অস্তিত্ব ও প্রামাণ্য সম্বন্ধে বহুবিধ সন্দেহের অবকাশ আছে।

এই সংস্করণটি কাগজের দুর্ভিক্ষ, অর্থাভাব এবং দেশের দুরবস্থাদি-সত্ত্বেও কোনও অজ্ঞাত প্রেরণায় প্রকাশিত হইতেছে। পদগুলির বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র দেওয়ার ইচ্ছাসত্ত্বেও কাগজের অভাবে তাহা হইল না। আমার এই বাতুল চেষ্টা যদি একটিমাত্র সহৃদয় সাহিত্যিকেরও হৃদয় আকর্ষণ করে, তবেই সকল পরিশ্রম সার্থক হয়। ইতি অক্ষয়-তৃতীয়া ৪৬২ শ্রীগৌরাব্দ।

শ্রীধাম নবদ্বীপ
শ্রীহরিবোল কুটীর

কাঙ্গাল—
হরিদাস দাস

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যায় নমঃ।

শ্রীশ্রীগীতচন্দ্রোদয়

(*)
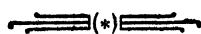
যঃ শ্রীবৃন্দাবনভুবি পুরা সচ্চিদানন্দসান্দ্রো
গৌরাঙ্গীভিঃ সদৃশরুচিভিঃ শ্যামধামা ননর্ত্ত।
তাসাং শশ্বদ্দৃঢ়তর-পরীরম্ভ-সম্ভেদতঃ কিং
গৌরাঙ্গঃ সন্ জয়তি স নবদ্বীপমালম্বমানঃ ॥১॥

জয় জয় গৌরকৃষ্ণ রসিকশেখর। রাইরূপে ঢাকা অঙ্গ অতিমনোহর ॥
কে বুঝে দুর্গম চেষ্টা ভক্তগোষ্ঠী বিনে। যাহারে করয়ে কৃপা সেইমাত্র জানে ॥
জয় জয় গৌরভক্তগণ-পদরেণু। তাহাতে নিছিয়ে চিন্তামণি-কামধেনু ॥
সে মোর সর্বস্ব, তাহা হৃদয়ে ধরিয়া। গাইব শৃঙ্গার রস যতন করিয়া ॥
বিপ্রলম্ভ, সম্ভোগ—এ দ্বিবিধ শৃঙ্গার। বিপ্রলম্ভ ভেদ হয়—এ চারি প্রকার ॥
পূর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য, প্রবাস। বিবিধ প্রকারে ইহা উজ্জ্বলে প্রকাশ ॥
মুখ্যগৌণ-রূপে সম্ভোগ অষ্টপ্রকার। ক্রমে এ সকল গীতে হইব প্রচার ॥
এবে পূর্বরাগাদি প্রথমে রূপামৃত। আস্বাদন কর সভে হৈয়া সাবহিত ॥
নরহরি অভিলাস করয়ে সদাই। গৌরকৃষ্ণ রাইরূপ যতনে ধিয়াই ॥১॥

অত্র শ্রীগৌরচন্দ্রস্য—(ভাটিয়ালী রাগ)

গোরারূপে কি দিব তুলনা। তুলনা নহিল রে কসিল বাণ সোণা ॥
মেঘের বিজুরি নহে রূপের উপাম। তুলনা নহিল রূপে চম্পকের দাম ॥
তুলনা নহিল রূপে কেতকীর দল। তুলনা নহিল গোরোচনা নিরমল ॥
কুঙ্কুম জিনিয়া রূপ অতিমনোহরা। কহে বাসু কি দিয়া গড়িল বিধি গোরা ॥১॥

পুনঃ ধানসী

অতি অপরূপ রূপ মনোহর তাহা না কহিব কে ?
সুরধনী তীরে নদীয়া নগরে উয়ল রসের রসে ॥
পিরীতি রসের অঙ্গের ঠাম ললিতলাবণ্যকলা ।
নদীয়ানাগরী কহিতে পাগলী না জানি কোথা না ছিলা ॥
সোণার বন্ধান মণির পদক উরে ঝলমল করে ।
ও চাঁদ মুখের মাধুরী হেরিতে তরুণী হিয়া না ধরে ॥
যৌবনতরঙ্গ রূপের বাণ পড়িয়া অঙ্গেতে ভাসে ।
শেখরের পঁহু বৈভব কে কহু ভুবন ভরল যশে ॥২॥

পুনঃ তোড়ি

একে সে কনয়া কসিল তনু । শশী নিকলঙ্ক বদন জনু ॥
তাহাতে লোটন চাঁচর কেশে । মাতায় রঙ্গিণী সুষমা-লেশে ॥
কিবা অপরূপ গৌরাঙ্গ শোভা । এ তিন ভুবন রঙ্গিণী-লোভা ॥
অরুণ পাটের বসন ছলে । তরুণী-হৃদয় রাগ উছলে ॥
বাহু উঠাইয়া মোড়য়ে তনু । ছটায়ে বিজুরি ঝলকে জনু ॥
পিছলে লোচন চাহিতে অঙ্গ । তনুতে তনুতে রঙ্গ তরঙ্গ ॥
কিশোর-কেশরি-সোসর মাঝ । এ যদুনন্দন ভাঙ্গল লাজ ॥৩

পুনঃ দেশী তোড়ী

কুসুমে খচিত রতনে রচিত চিকণ চিকুর-বন্ধ
মধুয়ে মুগধ সৌরভে লুবধ ক্ষুবধ মধুপ বৃন্দ ॥
ললাট ফলক পটির তিলক কুটিল অলক সাজে ॥
তাণ্ডব-পণ্ডিত কুণ্ডল-মণ্ডিত গণ্ড-মণ্ডল রাজে ॥
কি আজু পেখিলু কি আজু পেখিলু গৌরাঙ্গ রসিকরাজ ॥
ওরূপ দেখিতে যুবতি উমতি হরল ধৈরজ লাজ ॥ধ্রু

অপাঙ্গ ইঙ্গিত ভাঙ বিভঙ্গিত তুঙ্গিত রঙ্গ-তরঙ্গ ॥
মদন-কদন বিকল সকল জগত যুবতি অঙ্গ ॥
অধর বন্ধূক মাধ্বীক অধিক আধ মধুর হাসি।
বোলনি অলসে কলসে কলসে ঢালয়ে অমিয়া রাশি ॥
কুন্দ দাম ঠাম হি ঠাম সুসম-কুসুম পাতি ॥
ততহি লোলুপ মধুপী মধুপ উড়য়ে পড়য়ে মাতি ॥
হিরণ হীর বিজুরি থীর মোহন মোহন দেহে।
অরুণ কিরণ- হরণ বরণ বসনে ভুবন মোহে ॥
কাম চমক ঠাম ঠমক কুন্দন কনক গোরা ॥
গন্ধ-সিন্ধুর মন্দ মন্থর গমনে ভুবন ভোরা ॥
কঞ্জ চরণ খঞ্জন-গঞ্জন মঞ্জু মঞ্জীর ভাষ ॥
ইন্দু নিকর- নখরচন্দ্র বলি বলরাম দাস ॥৪॥

পুনঃ সিন্ধুড়া

কনয়া কশিল মুখশোভা। হেরইতে জগমন-লোভা ॥
বিনি হাসে গোরামুখ হাস। পরিধান পীত পট বাস ॥
অঙ্গের সৌরভ-লোভ পাঞা। নবীন ভ্রমরী আইল ধাঞা ॥
ঘুরি ঘুরি বুলে পদতলে। গুণ গুণ শবদ রসালে ॥
গোবিন্দ ঘোষের মনে জাগে। গোরা বিনু সব বিষ লাগে ॥৫॥

পুনঃ দেশাগ রাগ

গৌরাঙ্গ সুন্দর নট পুরন্দর প্রকট প্রেমের তনু।
কিয়ে রসঘন পুরট মদন সুধায় গড়ল জনু ॥
গৌরাঙ্গ আনন্দ-সিন্ধু।
বদন-মাধুরি মধুর হাসনি নিছিয়ে শরদ ইন্দু ॥ধ্রু ॥
ভাঙর বন্ধান কামের কামান নয়ন-অঞ্চল বাণ।

যুবতি-নয়ান পরশে পরাণ নিছি আন কহে আন ॥
গতি গজপতি মহাভুজ অতি অজানুলম্বিত শোভা ॥
অরুণ কমল চরণ মাধুরী ও যদুনন্দন-লোভা ॥৬॥

পুনঃ শ্রীরাগ

নিরুপম কাঞ্চন রুচির কলেবর লাবণি বরণি না হোয় ।
নিরমল বদন বচন অমিয়া রস লাজে সুধাকর রোয় ॥
হেরলু রসময় গৌরকিশোর ।
বেশ-বিলাসে মদন ভেল ভোর ॥
লোল অলককুল তিলক সুরঞ্জিত নাসা খগপতি উন ॥
ভাঙু কামান বাণ দিঠি অঞ্চল চন্দন-রেখ তাহে গুণ ॥
কম্বু কণ্ঠে মণি- হার বিরাজিত কাম কলঙ্কিত শোভা ॥
চরণ অলঙ্কৃত মঞ্জীর ঝঙ্কৃত রায় শেখর-মনোলোভা ॥৭॥

পুনঃ বিহাগড়া

লাখবাণ কাঁচা কাঞ্চন আনিয়া তাহে মেলি বিজুরি সমূহে ।
বিহি অতি বিদগধ অমিয়া সাঁচ ভরি নিরমিল গৌর-সুদেহে ॥
সজনি ! অপরূপ গৌরাঙ্গরাজে ।
রসময় জলধি মাঝে নিতি মাজল সাজল লাবণি-সাজে ॥ধ্রু
কোটি কোটি কিয়ে শরদ সুধাকর নিরমঞ্ছল মুখচাঁদে ।
জগমন মথন সঘন রতিনায়ক নাগরী হেরি হেরি কাঁদে ॥
ঝলমল অঙ্গ কিরণ মণিদরপণ দীপ-দীপতি যিনি শোভা ॥
অত এ সে নিতি নিতি গোবিন্দ দাস মনে লাগল লোচন-লোভা ॥৮॥

পুনঃ বেলাবলী

চম্পক হেম দলিত নব কুঙ্কুম দামিনী দাম-দমন তনুকাঁতি ।
চাঁচর চিকুর চারু কুসুমাঞ্চিত চঞ্চল অলকভৃঙ্গকুল ভাঁতি ॥

পেখলু অপরূপ গৌরকিশোর।

চন্দন তিলক ভাল ভুরুভঙ্গিম হেরইতে জগত-যুবতি মতি ভোর ॥ধ্রু॥

ঝলকত বদন মদনমদ-মরদন মধুরিম অধরে মধুর মৃদুহাস।
নিন্দি কমলদল অমল বিলোচন- কোণে করই কত রস-পরকাশ ॥
নিরুপম ভুজযুগ জানুবিলম্বিত সুবলিত কণ্ঠ কলিত বনমাল।
নরহরি নিছনি রণিত মণিনূপুর পদতল তরুণ অরুণ ছবিজাল ॥ ৯

পুনঃ সুহই—

সুন্দর গৌর সুন্দর নটরাজ। মনমথ ভূপ ভুবনজয়ী সাজ ॥
মঞ্জুগমন মদ-কুঞ্জর ভাঁতি। পহিরণ চারু বসন ঘন কাঁতি ॥
কুন্তল কুটিল অলক ছবিজাল। ফণি রসনা জিনি তিলক কপাল ॥
কুণ্ডল শ্রবণে গণ্ড অনুপাম। নাসা গরুড়চঞ্চু ভুরু বাম ॥
ডগমগ কঞ্জনয়ন গতি বঙ্ক। হাস অমিয় মৃদু বদন-ময়ঙ্ক ॥
সিংহগ্রীম ভুজ কনক মৃণাল। পীন বক্ষ বিলসত বনমাল ॥
নাভি গভীর ক্ষীণ কটিদেশ। উলটি কদলি উরু শোহে অশেষ ॥
চরণ ভঙ্গি রঙ্গিনী-চিতচোর। নরহরি নিছনি নিরখি ভেল ভোর ॥ ১০।১১ ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণস্য

শ্রীরাগঃ—

সুরপতি ধনুকি শিখণ্ডক চূড়ে। মালতি-ঝুরিকি বলাকিনী উড়ে ॥
ভালে কি ঝাপল বিধু আধ খণ্ড। করিবর-কর কিয়ে ও ভুজদণ্ড ॥
ও কি শ্যাম নটরাজ। জলদ-কলপতরু তরুণি-সমাজ ॥ ধ্রু ॥
কর-কিশলয় কিয়ে অরুণ-বিকাশ। মুরলী খুরলী কিয়ে চাতকভাষ ॥
হাস কি ঝরয়ে অমিয়া মকরন্দ। হার কি তারক দোতিক ছন্দ ॥
পদতল সুথল-কমল অনুরাগ। তাহে কলহংসক নূপুর জাগ ॥
গোবিন্দদাস কহয়ে মতিমন্ত। ভুলল যাহে দ্বিজ রায় বসন্ত ॥ ১ ॥

মায়ূর—

কুন্দন কুসম-সুকোমল কাঁতি। মাথে ময়ূর-শিখণ্ডক পাঁতি ॥
আকুল অলিকুল বকুলকি মাল। চন্দনচান্দ-বিরাজিত ভাল ॥
মদন-বিমোহন মূরতি কান। হেরত উনমত যুবতি-পরাণ ॥ ধ্রু ॥
ভাঙ বিভঙ্গিম লোচন লোর। নাসা উন্নত মোতিম জোর ॥
বঙ্কিম গীম অমিয়মিঠি বোল। কাঞ্চন কুণ্ডল গণ্ড হিলোল ॥
মণিময় অভরণ অঙ্গে বিরাজ। পীত নিচোল তাহি পর সাজ ॥
অরুণ চরণ মণি মঞ্জীর রাওএ। গোবিন্দ দাস-চিতে আন নাহি ভাওএ ॥২

বেলাবলী—

বিকচ সরোজ ভান মুখমণ্ডল দিঠি ভঙ্গিম নট খঞ্জন জোর।
কিয়ে মৃদু মাধুরী হাস উগারই পিবি আনন্দে আঁখি পড়ল বিভোর ॥
বরণি না হোয় রূপ বরণ-চিকণিয়া।
কিয়ে ঘনপুঞ্জ কিয়ে কুবলয়দল কিয়ে কাজর কিয়ে ইন্দ্রনীলমণিয়া ॥ ধ্রু॥
অঙ্গদ বলয় হার মণি কুণ্ডল চরণে নুপূর কটি কিঙ্কিণী-কলনা।
অভরণ বরণ কিরণ কিয়ে ঢরঢর কালিন্দীজলে যৈছে চাঁদকি চলনা॥
কুঞ্চিত কেশ খচিত কুসুমাবলি তছুপর শোহে শিখিচান্দ কি ছান্দে ॥
অনন্ত দাস পঁহু অপরূপ লাবণি সকল যুবতি-মন পড়ল হি ফান্দে ॥ ৩

সারঙ্গ—

মরকত-মুকুর মিলিত মুখমণ্ডল মুখরিত মুরলী-সুতান।
শুনি পশু পাখী শাখিকুল পুলকিত কালিন্দী বহই উজান ॥
কুঞ্জে সুন্দর শ্যামরচন্দ।
কামিনী মনহী মূরতিময় মনসিজ জগজন-নয়ন আনন্দ ॥ ধ্রু ॥
তনু অনুলেপন ঘনসার চন্দন মৃগমদ কুঙ্কুম-পঙ্ক।
অলিকুলচুম্বিত অবনি-বিলম্বিত বনি বনমাল বিটঙ্ক ॥

অতি সুকুমার চরণতল শীতল জীতল শরদরবিন্দ।
রায় সন্তোষ মধুপ অনুসন্ধিত নন্দিত দাস গোবিন্দ ॥ ৪ ॥

কামোদ—

উজরহার উর পীত বসনধর ভাল হি চন্দনবিন্দু।
মিলিত বলাকিনী তড়িত জড়িত ঘন উপরে উজোরল ইন্দু ॥
অপরূপ শ্যামর ধাম।
কুঞ্জ সমীপ নীপ অবলম্বন রহই ত্রিভঙ্গিম ঠাম ॥ ধ্রু ॥
চরণ-অবধি বনমাল বিরাজিত হেরইতে উনমত হোই।
মধুকর ছলে কত ব্রজরমণীচিত তহি রহু মতি গতি খোই ॥
মুরলি আলাপি ঝাঁপি গগনাবধি গায়ত কতহু সুতান।
ভণ ঘনশ্যাম দাস চিত ঝুরত মদন রায় মন মান ॥ ৫ ॥

নটনারায়ণ—

নব নীরদ তনু তড়িত লতা জনু পীত উড়নি বনি ভাল।
মালতী বকুল বলিত অতি আকুল মৌলি-মিলিত বনমাল ॥
পেখলু কালিন্দী-কূলবিলাসী।
হেরি কলপতরু তরুণী-বিমোহন বাউয়ে বিনোদিনী বাঁশী ॥ ধ্রু ॥
মণিময় অভরণ নূপুর রণঝন মদমন্থর গতি ভাঁতি।
গীম বিভঙ্গিম নয়ন তরঙ্গিম কত কুলবতী মতি মাতি
কমলা লালিত চরণকমল মধু পীঅয়ে সোই সুজান।
রাজা নরসিংহ রূপনারায়ণ গোবিন্দ দাস অনুমান ॥৬॥

কামোদ—

মুখমণ্ডল জিতি শরদ সুধাকর তনুরুচি তরুণ-তমাল।
চূড়া চারু শিখণ্ডক-মণ্ডিত মালতি মধুকরমাল ॥
ধনি ধনি বনি নব নাগর কান

রহই ত্রিভঙ্গ ভুবন মনোমোহন মধুর মুরলী করু গান ॥ধ্রু॥
টলমল অলক তিলক ঝলঝলকই ভাঙকি ধনুয়া ধুনান।
কুলবতী বরত বিমোচন লোচন বিষম কুসুমশর-বাণ ॥
বান্ধুলি বন্ধু অধরে মধু মাখল মধুর মধুর মৃদু হাস।
যদু আমোদে মদন-মদ-মন্থর ভণত হি গোবিন্দ দাস ॥৭॥

ভাটিয়ালি—

এ সখি ! মোহন রসময় অঙ্গ। পীতবসন তনু তরুণ ত্রিভঙ্গ ॥
মণিময় আভরণ-রাজিত অঙ্গ। কনক হার হিয়ে বিজুরি-তরঙ্গ ॥
মকর কুণ্ডল শোহে ঝলমল মুখ। দেখিয়া রমণিমনে পরশের সুখ ॥
অমল অমিয়া ফল অধর সুরঙ্গ। হাসির হিলোলে হিয়া উপজয়ে রঙ্গ ॥
মুরলি মধুর ধ্বনি মদন-তরঙ্গ। রমণীরমণ চূড়া অলিকুল সঙ্গ ॥
চরণকমলে মণিনূপুর বাজে। রায় বসন্ত মন নখমণি-মাঝে ॥৮॥

ধানসী—

এসখি ! এ সখি ! কর অবধান। পুন কি অনঙ্গ ভেল নিরমাণ ॥
অলকাবৃত মুখ মুরলি-সুতান। রমনীমোহন চূড়া আনহি বন্ধান ॥
সুন্দর নাসিকাপুট ভাঙ কামান। অপাঙ্গ ইঙ্গিতে কত বরিষয়ে বাণ ॥
অধর সুরঙ্গ ফুল বান্ধুলি সমান। হাসিতে হরয়ে মন, পরশে পরাণ ॥
তিলকে হরয়ে কুল-কামিনীর মান। রায় বসন্ত ঐছে নিছয়ে পরাণ ॥৯॥

বরাড়ি—

কি মোহন নন্দকিশোর। হেরইতে রূপ মদন ভেল ভোর ॥
অঙ্গহি অঙ্গ বিথার। জলদ পটল বরিষত রসধার ॥
মুখে হাসিমিশা বাঁশী বায়। অমিয়া রমিয়া বিধু জগত মাতায় ॥
গলে গজমোতিম মাল। করিবর-কর কিয়ে বাহু বিশাল ॥
কুলবতী পরশ না পাই। অনুখণ চঞ্চল থির নাহি তাই ॥
শুনিতে বচন সুধা খানি। জ্ঞানদাস আশ করত সোই বাণী ॥১০॥

ধানসী—

কিবা কালিয়া রূপের ছটা। কুবলয়দল-দলিত অঞ্জন জিনিয়া জলদঘটা॥
কিবা বদনে মধুর হাসি। ঝরঝর ঝর ঝরয়ে অমিয়া জিনি শরদের শশী॥
কিবা তেরছ নয়ানে চায়। ভেদয়ে অন্তর করে জর জর কি দিব উপমা তায়॥
কিবা ভুরু ভ্রমরের পাঁতি। চন্দন তিলক ভালে ঝলমল মজায় যুবতি-জাতি॥
কিবা মকর কুণ্ডল কাণে। দোলে ঘন ঘন ভুবন ভুলয়ে মদন না জিয়ে প্রাণে॥
কিবা ময়ুর চন্দ্রিকা মাথে। কহে নরহরি হেরি কুলবতী দাঁড়াইল কনক পথে॥১১॥২২॥

অথ শ্রীরাধিকায়াঃ

রাগ আসাবরী

রাই-রূপ অমিয়ার ধারা। সুকোমল তনু নবনীতপারা॥
ঝলমল করে মুখশশী। ঈষৎ হাসিতে সুধা ঢালে রাশি রাশি॥
নাসা এবে সব ভাল সাজে। উপমা দিবার ঠাঁই নাই জগমাঝে॥
অঞ্জনে রঞ্জিত দুটী আঁখি। সদাই চঞ্চল জিনি খঞ্জনিয়া পাখী॥
চাচর চিকুরে বনি বেণী। পিঠেতে লোটায় কিয়ে কালভুজঙ্গিনী॥
ভুজযুগ চারু করাঙ্গুলী। কনক মৃণালে কি বিলসে চাঁপা কলি?
কিবা ভঙ্গি রসের হিলোলে। মণিময় মালা সুললিত গলে দোলে॥
অসিত কাঁচুলি কুচে শোভে। ঝাঁপিল কি অলিকুল কমলের লোভে॥
অতিশয় খীণ মাজাখানি। ভাঙ্গিয়া পড়িবু তেঞি বেড়িল কিঙ্কিনী॥
নরহরি নিছনি চরণে। জগত করয়ে আলো নখের কিরণে॥১॥

সুহই—

ধনী কনক কেশর কাঁতি। বনি বদন বিধুর ভাঁতি॥
জিনি নীল নলিন বাস। কিয়ে অমিয়া মধুর হাস॥
কিবা চিকণ কবরিভার। হিয়ে লম্বিত মণিহার॥
কুচ কনক দাড়িম শোহে। মনমোহন মন মোহে॥

ভুজ হেম মৃণাল জিনি। তাহে নীল বলয়া মণি॥
নখ শরদ পূর্ণিম চাঁদ। তল হেরি অরুণ কাঁদ॥
কটী কেশরী জিনি খীণ। তিন রেখ ত্রিবলি ভীন॥
থল পঙ্কজ পদতল। মণিমঞ্জীর ঝলমল॥
হেরি তাহি অনন্তদাস। করু সেবন-অভিলাষ॥২॥

ধানসী—

কষিল কনয়া কমল কিয়ে। থির বিজুরি নিছনি দিয়ে॥
কিয়ে সে শোণ চম্পক ফুল। রাইর বরণ জগদতুল॥
বদনে শরদ শশীর ঘটা। কিবা সে ঝলকে কিরণ-ছটা॥
চাঁচর চিকুর সিঁথায় মণি। দশন কুন্দ-কলিকা জিনি॥
অরুণ অধর বচন মধু। অমিয়া উগারে কি নববিধু॥
চিবুকে শোভয়ে কস্তুরিবিন্দু। কনক কমলে ভ্রমরে নিন্দু॥
গলায় মুকুতা দোথরি ঝুরি। সুরধনী বেড়া কনকগিরি॥
শঙ্খ ঝলমলি ছ'বাহু দোলা। কিয়ে সরু সরু শশির কলা॥
কর কোকনদ নখর মণি। অঙ্গুলে মুদরি মুকুর জিনি॥
খীণ মাজাখানি ভাঙ্গিয়া পড়ে। বান্ধল কিঙ্কিণী নিতম্বভরে॥
রামরম্ভা উরু চরণশোভা। কি হয় অরুণ কিরণ আভা॥
নখর মুকুর অঙ্গুলাবলী। জনু সারি সারি চম্পক-কলি॥
নীল উড়নি ঢাকিল তনু। সব বিধু রাহু ঝাঁপিল জনু॥
অলপে অলপে তেয়াগে তায়। যতুনাথ-চিতে ঐছন ভায়॥৩॥

আশাবরী—

নবীন বয়েস বেশ নিরুপম রূপের নাহিক লেখা।
কনক কমল জিনি তনুখানি পিরিতি অমিয়া মাখা॥

আহা মরি কিবা রাইর শোভা।

অঞ্জনে রঞ্জিত খঞ্জন নয়ন চাহনি ভুবন-লোভা॥
দশন মুকুতা পাঁতি অরুণিত অধরে মধুর হাসি।
ঝলমল মুখ নিরখি গগনে লাজে পলাইল শশী॥
ভুরুযুগ চারু ভঙ্গিমা কিবা সে পিঠে বিলোলিত বেণী।
নরহরি ভণে মদনে দংশিতে বিধি এ গঢ়ল ফণী॥৪॥

রাগ গান্ধার—

দামিনী দাম-দমন মনহারী। রঙ্গিণীরূপ কি অমিয় উগারি॥
ঝলমল সিঁথে সিন্দুর কচপাশ। মেহ-নিয়রে কি অরুণ পরকাশ॥
অঞ্জনে উজর তরল যুগ আঁখি। নাচত কিয়ে নব খঞ্জন পাখী॥
মধুরিম বদনে হাস অতি মন্দ। বিকচ কমলে কি ঝরই মকরন্দ॥
উচ কুচ কঞ্চু নিলীম রুচিকারি। মেরুশিখরে কিয়ে জলদ বিথারি॥
সুরুচির কর অঙ্গুলি নখরাজি। চম্পক-কলি কি মল্লী সহ সাজি॥
মাঝহি খীণ খিরজভর মেটি। নেল শরণ কি সিংহ কটী ভেটি॥
পদতল লাল লসত অনুপাম। যাবক ছলে কি রহল ঘনশ্যাম॥৫॥

মালবশ্রী

খঞ্জননয়নী রমণীমণি রাই।

কো সিরজল তনু কনকলতা জনু মাজল বিজুরি মিশাই॥ধ্রু॥
সুরুচির চিকুর ভার জনু চামর সিঁথে সিন্দূর জনু ভান।
গণ্ড মুকুর জনু জলদ লতা ভুরু ললিত ললাট সুঠান॥
নাসা তিল ফুল কীর চঞ্চু জনু বেশর মনমথ ফান্দ।
মঞ্জু বদনে মৃদু মধুর হাস জনু অমিয় উগারই চান্দ॥
অধর বিম্ব জনু দশন মোতিবর লসে রসনা অনুপাম।
বৈঠল কমলে মধুপ জনু মৃগমদ চিবুকে নিছনি ঘনশ্যাম॥৬॥

বেলাবলী—

থিরবিজুরী জিনি তনুরুচি সুরুচির পহিরণ নীল জলদরুচি বাস।
শরদ সুধাকর জিনি মুখ মধুরিম পীযূষ-গরবহারি মৃদু হাস॥
রঙ্গিণী ধনী বনি নিরুপম বেশ।
ফণি-জিনি বেণী বিমল মণিমণ্ডিত ঝলকই অলক ললিত ভুরুদেশ॥ ধ্রু॥
খঞ্জন মীন হরিণী জিনি লোচন ডগমগ গরবে চলই শ্রুতিওর।
কণ্ঠ-কলিত কত রতন হার জিনি মদন ফান্দ উরে উরোজ উজোর॥
ভুজ জিনি কনক- মৃণাল ভঙ্গি নব মৃগপতি-জিতি কটি কিঙ্কিণী ভাঁতি।
জিনি গজকুম্ভ নিতম্ব মঞ্জু পদ কঞ্জে ভ্রমর নরহরি মাতি॥ ৭॥

মালবশ্রী—

রমণীমণি ধনী রঙ্গিণী জিনি কনক-নবনীত অঙ্গ।
গঞ্জি খঞ্জন নয়ন-চাহনি নিরখি মুরুছে অনঙ্গ॥
ভাঙ যুগবর ভঙ্গি মধুরিম অধরে মৃদু মৃদু হাস।
বলিত কুন্তলে কুন্দ কলি জনু জলদে উড়ু পরকাশ॥
সরল সিন্দূর বিন্দু ললিত ললাট অলক-উজোর।
শ্রবণে মণি তাড়ঙ্ক ঝলমল চিবুকে মৃগমদ থোর॥
গীম বলনি সুচারু করযুগ নীল বলয় বিরাজ।
অসিত কঞ্চুক রচিত উচ কুচ হার উরে বর সাজ॥
উদর নিরুপম নাভিপঙ্কজ লোম ভ্রমর বিথারি।
বলিত কিঙ্কিণী খীণ কটিতট সিংহ-মদভর-হারি॥
মঞ্জু বিপুল নিতম্ব সুগঠন জানু যুগ ছবি ভূরি।
নিন্দি বিধুপদ নখর নরহরি হৃদয় তম করু দূরি॥ ৮॥৩০॥

ইতি শ্রীরূপামৃতগীতং॥

অথ পূর্বোক্তং তৎ পূর্বরাগাদৌ শ্রীগৌরচন্দ্রগীতং ক্রম পূর্বকং যথা-

তত্র চ— সিংহস্কন্ধং মধুরমধুরং স্মেরগণ্ডস্থলান্তং
দুর্বিজ্ঞেয়োজ্জ্বলরস মহাশ্চর্য্য নানাবিকারম্।
বিভ্রৎ কান্তিং বিকচকনকাম্ভোজগর্ভাভিরামা—
মেকীভূতং বপুরবতু বো রাধয়া মাধবস্য ॥ ১

পুনঃ— অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্ব-সন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥ ২

গুজ্জরী রাগ—

জয় জয় রসরাজ মহাভাব-মূর্ত্তি গৌরচন্দ।
সুন্দর নদীয়ানগর পুরন্দর কন্দরপ ফন্দ ॥
জগজন-মনরঞ্জন ধৃতিভঞ্জন মৃদু মধুর দেহ।
ঝরঝর ঝর নিরুপম রস বরষত জনু কনকমেহ ॥
বিহি-হর-সুরপতি-নুত নবনন্দিত নহু চরিত অন্ত।
ধরণী কৃত ধন্য ধন্য কলিযুগ অতি সুকৃতিমন্ত ॥
শ্রীরাধাপ্রেম বিতরি উলসিত করু সকল দেশ।
নরহরি মতিমন্দ কভু না পাওল উহ পরশলেশ ॥ ১ ॥

ধানসী—

জয় জয় রাইক নিরুপম প্রেম। ঝলকই নিরত নিন্দি নব হেম ॥
জগতে পরাবধি অধিক বিলাস। ভণইতে কো-না করয়ে অভিলাষ ॥
প্রবল প্রভাব রহল জগ জাগি। শ্যাম গৌর ভেল যাকর লাগি ॥
লছিমী আদি যছু অন্ত না পায়। নরহরি দাস নিছনি রহু তায় ॥ ২ ॥

ভৈরব—

শুন শুন অতি অপরূপ চিতে চিন্তিলে হইবে পরম সুখী।

মহাভাবচিন্তা মণিরূপা রাই কায়ব্যূহ ললিতাদিক সখী ॥
শ্রীরাধিকা প্রতি কৃষ্ণচন্দ্রস্নেহ সুগন্ধি উদ্বর্ত্তন নাহি হেন।
তাথে অতিশয় সুগন্ধি শরীর সুচারু উজ্জ্বল বরণ মেন ॥
ক্রমে স্নান কারুণ্যা মৃত ধারাএ তারুণ্যামৃতএ লাবণ্যামৃতে।
নিজলজ্জা শ্যাম পট্টশাড়ী পরিধান অতিশয় কৌতুক ই'থে ॥
কৃষ্ণ অনুরাগ দ্বিতীয় অরুণ বসন নিরত বিলসে দেহে।
প্রণয় মান কাঁচুলি সুললিত নিরুপম বক্ষ গোপন তাহে ॥
সৌন্দর্য্য প্রণয় সখী কুঙ্কুম চন্দন কর্পূরে লেপিত অঙ্গ ॥
কৃষ্ণের উজ্জ্বল রস মৃগমদ তাহে চিত্র তনু এ অতিরঙ্গ ॥
প্রচ্ছন্নমান বাম্য কেশ-বিন্যাস ধীরাধীরাত্মগুণাংশুক দেহে।
রাগ তাম্বূলরাগে অধরোজ্জ্বল প্রেম- কৌটিল্য কজ্জলাক্ষে শোহে ॥
সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক হর্ষ সঞ্চারী কিলকিঞ্চিতাদি ভাবভূষা চারু।
গুণশ্রেণী পুষ্প- মালা সুসৌভাগ্য তিলকে ললাট উজ্জ্বল করু ॥
প্রেমবৈচিত্ত্য রত্ন হিয়ে তরল নিরুপম মধ্যাবয়সে স্থিতি।
সখীস্কন্ধে কর- ন্যাস সখী আশপাশ শ্রীকৃষ্ণলীলা মনোবৃত্তি ॥
নিজাঙ্গ সৌরভ আলয়েতে গর্ব পর্য্যঙ্ক তাহাতে বসিয়া মেনে।
সদা চিন্তে কৃষ্ণ- সঙ্গকৃষ্ণনাম গুণ যশ অবতংস সুকাণে ॥
শ্রীকৃষ্ণের চারু গুণনাম যশ-প্রবাহ বচনেতে অবিরাম।
শ্যামরস মধু পিয়াইয়া পূর্ণ করয়ে কৃষ্ণের সকল কাম ॥
হেন শ্রীরাধিকা- ভাবমূর্ত্তি গোরা চাঁদের অন্তরে আনে কি জানে।
সেইরূপ দশা হয় নিরন্তর আস্বাদয়ে নিজ ভকতগণে ॥
সেই কৃষ্ণ এই শচীসুত রাই- প্রেমে ঋণী হৈয়া কিবা না কৈল।
নরহরি পঁহু লীলা অতিগূঢ় ব্রহ্মাদিক কেহ পার না পাইল ॥৩॥

যথারাগ—

জয় জয় গৌর লীলা সুললিত কে ধরে ধৈরজ শুনি।
গায়য়ে কবীন্দ্র গণ নানা ভাঁতি তাহা কি কহিতে জানি॥
এবে শ্রীরাধিকা পূর্বরাগ গীত প্রথম পূরুব রীতে।
সামান্য বিশেষ রূপে গৌরগীত গাইব যে স্ফুরে চিতে॥
নদীয়ানাগরী সদা ভোরা গোরা- প্রেমে না করয়ে কি?
এই ক্রমে কিছু গাব সে চরিত উপমা নাহি যে দি॥
এ তিন প্রকার সহ সে বিলাস বিলসে হৃদয়ে তার।
কহে নরহরি গৌরনিত্যানন্দ অদ্বৈত জীবন যার॥৪॥

যথারাগ—

আহা মরি ভুবনমোহন গোরা মোর। নিতাই অদ্বৈত সহ সদাই বিভোর॥
যখন যেভাবে মত্ত হন গৌরচন্দ্র। সেইভাবে আপনা পাসরে নিত্যানন্দ॥
সেই ভাব-সমুদ্রেতে অদ্বৈত ভাসয়। শ্রীবাসাদি সেই ভাবামৃত আস্বাদয়॥
অলৌকিক ভাবচেষ্টা বুঝিতে কে পারে। নরহরি সে রস পরশ আশা করে॥৫

যথারাগ—

শুন শুন শ্রোতাগণ কহি বারবার। পূর্বরাগ রস এই অতি চমৎকার॥
দর্শন-শ্রবণ-লালসাদি আর যত। অতি সঙ্গোপনে আস্বাদহ অবিরত॥
সামান্যতঃ প্রথমেতে গাব গৌরগীত। চিন্তামণি যৈছে তৈছে এ গীতের রীত।
অন্যত্র সঙ্গতি এথা সে ক্রমে কহিব। ভেদ ছাড়ি দর্শন শ্রবণ জানাইব॥
লালসাদি যথাযোগ্য ইথে প্রকাশিব। নিত্যানন্দাদ্বৈতগীত সংক্ষেপে গাইব॥
গ্রন্থের বাহুল্য ভয় উপজিল চিতে। এ হেতু নারিয়ে ইহা সে ক্রমে গাইতে॥
প্রভুগণ সহ এই দিগদরশন। নরহরি কহে ইথে রহু মোর মন॥৬॥

তত্র প্রথমতো সামান্যপ্রকারঃ শ্রীগৌরচন্দ্রস্য—

(তত্রাদৌ ভাববিতর্কে)

ধানসী—

আজু কি লাগি এমন গোরা রায়। ছুটি নয়ানের জলে ভাসি যায়॥
কাঁচা কনক জিনিয়া তনুছটা। তাহে ঘটিয়াছে পুলকের ঘটা॥
সদা বসিয়া রহয়ে নিরজনে। কিবা কহয়ে আপন মনে মনে॥
রহি রহি কি ভঙ্গিতে মৃদুহাসে। ইহা বুঝিবে কি নরহরি দাসে॥১॥

পুনঃ সুহই—

গোরা আজু কি রসে বিভোর। নিবারিতে নারে ছুটি নয়ানের লোর॥
ধরিতে ধৈরজ নাহি রয়। মরম-কাহিনী কারে কিছুই না কয়॥
ঘন ঘন চায় চারি পানে। হরয়ে পরাণ সে যে হাসির সন্ধানে॥
হিলিহুলি পথে চলি যায়। গায়ের বাতাসে কত যুবতি মাতায়॥
কেশবেশ পড়ে আউলাইয়া। তাহা না সম্বরে সদা পুলকিত হিয়া॥
নরহরি কি বুঝিব তায়। মধুর ভঙ্গিতে সে মদন মুরুছায়॥২॥

অথ দর্শনে—শ্রীরাগ—

কাঁচা কাঞ্চন তনু চন্দন ভালে। আজানুলম্বিত উরে মালতীর মালে॥
পুলকের শোভা কিবা নবনীপফুলে। কুন্তলে কুসুম কত শত অলিকুলে॥
ভুবনমোহন রূপ মনমথ লীলা। চাঁদের অধিক মুখ শশিষোলকলা॥
হেম করিকর জিনি ভুজযুগশোভা। গমন মাতঙ্গ-জিনি জগমনলোভা॥
আবেশে অবশ অঙ্গ বোলে হরি হরি। কি লাগি ঝরয়ে আঁখি বুঝিতে না পারি॥
গদাধর আদি যত সহচরসঙ্গে। নিজনিজভাবে সবে সংকীর্ত্তন রঙ্গে॥
যাহাতে ধরণী ধন্য, বিশেষে নদীয়া। জ্ঞানদাস বড় দুঃখী তাহা না দেখিয়া॥৩

পুনঃ তোড়ী—

দেখ দেখনা নদিয়া চান্দ। কনককেতকী জিনি কাঁতি কিয়ে ভুবনমোহন ফান্দ॥
কিবা চাচর কেশের ঝুটা। পিঠের উপরে পড়ে লুটাইয়া যুবতিযৌবন-লুটা॥
মুখে মধুর মধুর হাসি। না জানি কি নব রস বরিষয়ে অমিয়া-গরব নাশি॥

ভাবে বিভোর হইয়া চায়। অরুণ কমল নয়নের জলে ও বুক ভিজিয়া যায়॥
তাহে পুলক-বলিত তনু। অতিসুললিত সঘনে ঝলকে কদম্বকেশর জনু॥
মরি ধৈরজ ধরিতে নারে। নরহরি-কর ধরি ধীরে ধীরে কি কথা কহয়ে তারে॥৪

অথ শ্রবণে— মায়ুর—

মধুর মধুর মধুর মুখ। সুমধুর হাসি মধুর সুখ॥
সুন্দর সুন্দর গৌরাঙ্গ অঙ্গ। মধুর মধুর রস-তরঙ্গ॥ধ্রু॥
মধুর মধুর বচনকলা। কঠিন হৃদয় পাষাণ-গলা॥
অতিসুমধুর নয়ানকোণে। হেরি কুলবতী কুল কি গণে॥
মধুর লোটন লোটনি কেশে। রসবতীকুল রাখে কি দেশে॥
কে জানে কি লাগি পুন কি কাঁপে। গগনে উঠয়ে সে জোড়া লাফে॥
কি ভাবে কান্দয়ে কে জানে খেলা। যদু কহে রস বরজ মেলা॥৫॥

পুনঃ ধানসী—

গোরা নটবর বরণ বিজুরি জগত-নয়নলোভা।
পুলক-বলিত ধুলি ধূসরিত তনু অনুপম শোভা॥
মরি কিবা সে প্রেমের গতি।
সুরধনীতীরে চলে ধীরে ধীরে মাতল কুঞ্জর জিতি॥ধ্রু॥
প্রিয় গদাধর বুঝিয়া অন্তর গায়য়ে মধুর গীত।
সে নব অমিয়া পিয়া শ্রুতিভরি ধরিতে নারয়ে চিত॥
শ্রীবাসাদি সহ চর চারি পাশে নিরিখে ও মুখচান্দে।
নরহরি পঁহু গুণ গণইতে কেহো না ধৈরজ বান্ধে॥৬॥

অথ লালসায়াং—(সুহই)

সহজই গোরা কলেবরে। হেরইতে আঁখি মন ঝুরে॥
তাহে কত ভাব-পরকাশ। কে বুঝয়ে কি রসবিলাস॥
কি কহব পঁহুক চরিত। রোদইতে উদয় পিরিত॥ধ্রু॥

পুলকয়ে প্রেম-অঙ্কুর।	প্রতি অঙ্গ সুখভরি পুর॥
মেঘ জিনি ঘন গরজন।	বরিষয়ে প্রেমবরিষণ॥
পুলক রচিত সব তনু।	কিশোর কুসুমধনু জনু॥
করুণায় কান্দে সব দেশ।	জ্ঞানদাস না পায় উদ্দেশ॥৭॥

পুনঃ আসাবরী—

হেম ধরাধর	গোরা কলেবর	এ ধূলি ধূসর তায়।
তাহে কি উপমা	কত মনমথ	মরমে মুরুছা পায়॥
হরি হরি হরি	বোলয়ে সঘনে	কিবা সে মুখের ছটা॥
আহা মরি যেন	কে ধরে ধৈরজ	নিরখি পুলক-ঘটা॥
দুনয়ানে বারি	ঝরে ঝর ঝর	ধরণি বাহিয়া যায়।
চাচর চিকুর	পড়ে আউলাইয়া	দুবাহু পসারি ধায়॥
চাহি চারি পাশে	হাসে লহু লহু	এ রঙ্গ বুঝিব কে?
কহে নরহরি	সেই সে জানয়ে	সঙ্গের সঙ্গিয়া যে॥৮॥

অথোদ্বেগে—(গান্ধার রাগ)

জাম্বুনদ তনু	বদন অম্বুজে	সঘনে হরি হরি বোল।
নয়ন অম্বুজে	বহই সুরধনী	কম্বু কন্ধরে দোল॥

দেখ দেখ গৌরবর দ্বিজরাজ।

সঙ্গে সহচর	সুঘড়শেখর	উয়ল নবদ্বীপ মাঝ॥ ধ্রু॥
তরলপ্রেমে দিন	রজনি নাচত	অরুণ চরণ অথির।
করুণ প্রেমজলে	অবনি ভাসল	বরুণনিলয় গভীর॥
ভাবে টলমল	অঙ্গ ঝলমল	মধুর মধুরিম হাস।
বচন গদগদ	চলত আধপদ	গদত গোবিন্দ দাস॥৯॥

পুনঃ মায়ুর রাগ—

নীরদ নয়নে	নীর ঘন সঞ্চরু	পুলক-মুকুল অবলম্ব।

স্বেদ-মরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত বিকসিত ভাব-কদম্ব ॥
পেখলু নটবর গৌরকিশোর ।
অভিনব হেম কলপতরু সঞ্চরু সুরধনীতীরে উজোর ॥ধ্রু॥
চঞ্চল চরণ- কমল তলে ঝঙ্করু ভকত ভ্রমরগণ ভোর ॥
পরিমলে লুবধ সুরাসুর ধাবই অহনিশি রহত অগোর ॥
অবিরত প্রেম- রতনফল বিতরণে অখিল মনোরথ পূর ।
তাকর চরণে দীন হীন বঞ্চিত গোবিন্দ দাস রহু দূর ॥১০॥

অথ জাগর্য্যে— (সিন্ধুড়া)

কনয়া কিশোর সে বয়স রসময় কি নব কুসুমসুধনু ।
লাবণ্যসার কিয়ে সুধায়ে নিরমিত গৌর সুবলিত তনু ॥
পঁহু গুণ সাধ করি হেন শুনি ।
শ্রবণ-পরশে সরস সব তনু অন্তরে জুড়ায় পরাণি ॥ধ্রু॥
কনকনীপ ফুল পুলক সমতুল স্বেদ বিন্দু বিন্দু মুখে ॥
বিভোর প্রেমভরে অন্তর গর গর উজোর মরমের সুখে ॥
অরুণ নয়ানেতে করুণা নিরমিত সঘনে বোলে হরিবোল ॥
জ্ঞানদাসে বোলে পঁহুর পদভরে আনন্দে অবনি হিলোল ॥১১॥

পুনঃ সুহইরাগ—

রসভরে জগমন পগ নাহি চলই । দিঠি জলপিছল মহিমাহা থলই ॥
গৌর কলানিধি বিধি আনি দেল । তপত জগতজন শীতল ভেল ॥ধ্রু॥
জাগল তনুরুহ তিলহু ন নিঁদই । অন্তর গরগর তরল কি বিঁদই ॥
থরহরি কম্পই চম্পক দেহা । যতুনন্দন ভণ ধনী-নবলেহা ॥১২॥

অথ তানবে (ধানসী)

গোরা কেনে চমকি উঠে ঘন । কাঁপয়ে সকল অঙ্গ, অথির বচন ॥
ক্ষণে অঙ্গ পুলকিত ক্ষণে তনু ক্ষীণ । লোটায় মুকুল কেশ বদন মলিন ॥

নয়ানের কোণে কত বহে প্রেমজল। বসন তিতিয়া পড়ে অবনিমণ্ডল ॥
ক্ষণেকে উঠিয়া গোরা কান্দে ফুকরিয়া। শ্রীবাসের গলে ধরি পড়ে মুরুছিয়া ॥
গোরার কান্দনে কান্দে সকল নদিয়া। দুধের ছাওয়াল কান্দে ভূমে লোটাইয়া॥
কান্দে বাসু মুকুন্দ যে মাধব মুরারি। গৌরীদাস গদাধর আর নরহরি ॥
গলিত পাষাণ, দারু তাহে কত ভাষে। নহিল পরশ কিছু দ্বিজ রামদাসে ॥১৩॥

পুনঃ সুহই রাগ—

গদাইর পরাণ ধন গোরা। পুরুব পিরিতিরসে ভোরা ॥
বিজুরি-বরণ-তনু চোরা। কমল নয়ানে বহে লোরা ॥
কনক কমল মুখ কাঁতি। হাসিতে খসয়ে মনি মোতি ॥
বিপুল পুলক ভরে কম্প। হরি হরি বলি দেই ঝম্প ॥
না জানে অহনিশ নিজরসে। সঘনে চিকুর চীর খসে ॥
ঘন ঘন মহি গড়ি যায়। হেমগিরি ধরণি লুটায় ॥
ভাসল ভুবন প্রেমরসে। যদু এড়াইল দিনবশে ॥১৪॥

অথ জড়িমায়াং **(বালা ধানশী)**

নিরবধি নয়নে স জল নাহি তেজ। ভাবভরে অবনি সাধ করু সেজ ॥
হেরইতে গৌরকিশোর। চমক লাগল হিয় অন্তরে মোর ॥
পুলকিত তনু থরহরি কম্প। কিশোর-কেশরী জনু রহি রহি ঝম্প ॥
ক্ষণে রহু জনু কনকাচল থির। আকুল চিকুর না সম্বরে চীর ॥
গোরা প্রেমে অখিল ভুবনজন ভাস। বঞ্চিত সবে যদুনন্দন দাস ॥১৫॥

পুনঃ ধানশী—

গোরা পঁহু কিনা ভাবে ভোর। অরুণ নয়ানে বহে লোর ॥
কিবা চান্দ মুখের মাধুরি। সঘনে বোলয়ে হরি হরি ॥
ঘন ঘন কাঁপে সব গা। চলিতে না চলে আধ পা ॥
মুকুন্দ মাধব বাসু গায়। হেমতনু ধুলায় লোটায় ॥

জগজ্জনে সদয় হইয়া। প্রেমধন বিলায় যাচিয়া॥
নরহরি হেন অবতারে। না ভজিয়া গেল ছারেখারে ॥১৬॥

অথ বৈয়গ্র্যে— করুণ ভাটিয়ারী

কান্দে পঁহু হরি হরি বলিয়া। গোরাগায়ে লাগিয়াছে ধূলিয়া ॥ধ্রু॥
আদরশে আপনা দেখিয়া। আঁখিজলে ভাসি গেল হিয়া ॥
হেন তনু পুলক ভরিয়া। গড়ি যায় ধরণি ধরিয়া ॥
উমড়ি উমড়ি উঠে হিয়া। কান্দনাতে ভাসিল নদিয়া ॥
রাখিল রাখিল নহে চিত। ফুকরিয়া কান্দে বিপরীত ॥
প্রেমে গেল পাষাণ গলিয়া। কুলবধূ কান্দে লোটাইয়া ॥
কহিতে কহিতে নারে ভাষ। এ যদুনন্দন করু আশ ॥১৭॥

পুনঃ ধানসী—

পুরুবে আছিল যত সাধ ॥ এবে সেই ভেল পরমাদ।
গৌরকিশোর রসরাজ। অনুভব অলখিত কাজ ॥
গোরাতনু ধরণি লোটায়। মহী ভেল কনক ছটায় ॥
কমল নয়ানে ঝরু বারি। মধু পিয়ে ভ্রমরা উগারি ॥
সুবদনে হরি হরি বোল। চান্দে বহে অমিয়া-কলোল ॥
চলিতে না পারে পদ আধ। পুরুব পিরিতি উনমাদ ॥
ভাসল ও রসে নরনারী। এ যদুনন্দন বলিহারি ॥১৮॥

অথ ব্যাধৌ— (বরাড়ি)

দেখ হেমকিশোর দ্বিজরাজ। প্রেম মূরতি নট সাজ ॥ধ্রু॥
সঘনে পুলক ভরু অঙ্গ। ফুটল কি কনয়া কদম্ব ॥
নয়ানে বহয়ে জলধার। সুরনদী ভেল অবতার ॥
কাঁপি কাঁপি ক্ষণে দেই ঝম্প। হেমগিরি জনু মহি কম্প ॥
গদ গদ হরি হরি ভাষ। ক্ষণে তনু মল্লিকা-আভাস ॥

ক্ষণে আধপদ নাহি যায়। ক্ষণে ক্ষণে ধরণি লোটায়॥
শ্রমজলে সিনাওল অঙ্গ। যদু কহে কে জানে এ রঙ্গ॥১৯॥

পুনঃ বিহাগড়া—

বকুল তরুতলে বিরলে বৈঠল কি রসে মজাওল চিত।
নয়ন চরচর বহয়ে ঝরঝর কাঁপয়ে থরহরি শীত॥
কি পেখলু দ্বিজবর ধীর।
উঠত বৈঠত ছুটত খেনে খেনে লুঠত পরি পরি চীর॥ধ্রু॥
কাঁচা কাঞ্চন- কিরণ কলেবর কি লাগি মহি গড়ি যাতি।
কণ্ঠ গরগর কান্দয়ে উচ্চৈস্বর বিদরে কুলবতী ছাতি॥
অন্তর সুখভরে পুলক কলেবরে তিলেক নাহি রহে থির।
এ যদুনন্দন ভণয়ে অনুভব ভাবিতে হিয়া মেনে চির॥২০॥

অথোন্মাদে— **(দেশপাল)**

ভাবে বিভোর গৌর গুণমণিয়া॥
অরুণ কমল দল- দলন বিলোচন শাওন ঘনকি সঘন বরখণিয়া॥ধ্রু॥
ডগমগ দেহ দলিত নব কুঙ্কুম তড়িতপুঞ্জ জিনি বরণ চিকণিয়া।
কুসুম সুবেশ বসন নাহি সম্বরু বিগলিত কুন্তল লুঠই ধরণিয়া॥
নিন্দি শরদবিধু বদনে নিরন্তর হরি হরি ভণত ভূরি গরজনিয়া।
চুয়ত ঘরম কম্প কিয়ে অদভুত গতি মত্ত কুঞ্জর গরব-হরণিয়া॥
নিখিল ভুবন জন- রঞ্জন ভুজযুগে ঝাঁপি পতিতে করুণা রসথনিয়া।
বিতরই প্রেম- রতন কত আদরে নরহরি কহ কলিযুগ ধনি ধনিয়া॥২১

পুনঃ বালা ধানসী—

মরি মরি কি নব গৌরহরি বরণা। অভিনব ভঙ্গি মদনমদ-হরণা॥
নিরুপম অমিয় ঝরই শশিবয়নে। টলমল জল জলজারুণ নয়নে॥
ভাবে বিভোর থিরজ নাহি রহই। গরজি সঘনে ঘন হরি হরি কহই॥

ধূসর ধূলি ধরণিতলে লুঠই। পবনবেগে পঁহু চহুদিশ ছুটই ॥
সুরগণ দুলহ প্রেম নবরতনে। বিতরই পতিত দুখিতে কত যতনে ॥
কিয়ে অপরূপ করুণা পরচরই। ভণ ঘনশ্যাম ভুবনে যশ ভরই ॥২২॥

অত্রান্তে কামলেখায়াং— (ধানশী)

অখিল ভুবন মনমোহন গোরা। অনুখন সংকীর্ত্তনরস-ভোরা ॥
সুরধনীতীরে বিহরে বহুরঙ্গে। নিরুপম ভাবভূষণ শোহে অঙ্গে ॥
গরগর প্রেমরতন ধনদানে। ঝরই নয়ন, দিন রজনি না জানে ॥
নরহরি কি বুঝব কিয়ে অভিলাষে। পরিকর-কর গহি কহে কি সুভাষে॥২৩॥

তত্র মাল্যার্পণে-- (গান্ধার)

গৌর করুণ তনু অনুপম রীত। পামর পতিত দুখিতে অতিপ্রীত ॥
দেবদুলহ ধন জগভরি দেল। সংকীর্ত্তন সুখে দিনগন কেল ॥
অনুখণ পুরুব প্রেমরসে ভোর। মহী বহি যাত সঘনে দিঠিলোর ॥
নরহরি পঁহু আজি নিরজনে যাপি। ধরি প্রিয় পরিকর-কর কিয়ে আপি ॥২৪॥

অথ মোহে— (সুহই)

গোরা পঁহু কি না লাগি লোটায় খিতিতলে।
ভাসয়ে দীঘল দু'টি নয়ানের জলে ॥
প্রিয় পারিষদ পানে চাহিয়া চাহিয়া।
না জানি কি কহিতে উথলি উঠে হিয়া ॥
সঘনে কাঁপয়ে তনু কনক দামিনী।
তাহা নিরখিতে প্রাণে জীয়ে কি কামিনী ॥
নরহরি এ ভাব বুঝিতে নাহি পারে।
চাহিতে সে মুখপানে পরাণ বিদরে ॥২৫॥

পুনঃ সৌরাষ্ট্র—

অখিল ভুবন মনচোরা গোরা রায়রে। জগত করয়ে আলো অঙ্গের ছটায়রে ॥

কি ভাবে ভাবিত সদা অথির হিয়ায়রে। মুরুছি পড়িয়া ভূমে ঘন গড়ি যায়রে॥
ধূলায় ধূসর পঁহু পুন উঠি ধায়রে। অরুণ নয়ানে ঘন চারিপানে চায়রে॥
পতিতে ধরিয়া কোরে প্রেমেতে মাতায়রে। নরহরি কুমতি বঞ্চিত ভেল তায়রে॥২৬

অথ মৃত্যুদশায়াং— (সুহই)

কাঞ্চন-কঞ্জ-পুঞ্জ জিনি সুবরণ মনমথ-মোহন ফান্দ।
কুলবতী যুবতী ধরমভয় ভঞ্জন হাসমিলিত মুখচান্দ॥
নিরুপম গৌরকিশোর।
কো জানে কৈছে ভাবভরে গরগর মুরুছই সহচর-কোর॥ধ্রু॥
চাচর চিকণ চিকুর কুসুমাঞ্চিত বিগলিত ধূরি বিথারি।
শিরিষ কুসুমসম কোমল তনু ঘন কম্পই রহি ন সম্ভারি॥
হরি হরি সঘণে ভণত ঘন বারিজ- দিঠি জলে মহি বহি যায়।
হেরইতে কাঠ- কঠিন হিয়া দরবই নরহরি কি কহব তায়॥২৭॥

পুনঃ মালবশ্রী—

ভাবে গরগর গৌরসুন্দর ধরই সহচর-পাণি।
ঝরই ঝরঝর নয়নযুগ ঘন ভণই গদগদ বাণী॥
সুঘর পরিকর বরঙ্গ-চরিত সুমধুর সুরসঞ্চে গাত।
শ্রবণ পরশত ধিরজ ধরত ন ধরণি ঘন গড়ি যাত॥
থকিত বহুখণে কম্প নিরুপম ঝম্পি গরজে গভীর।
স্বেদবিন্দু- বিনিন্দি মোতিম ঝলকে কনক শরীর॥
করভকর-মদ হারি ভুজ ভুরু পতিত দুরগত দেখি।
প্রেম অমিয় পিয়ায়ে ঘন ঘন- শ্যাম কুমতি উপেখি॥২৮॥

অথাপ্তদূতীগত্যুক্ত্যাদৌ— (তিরোতা ধানসী)

নদীয়াবিনোদ গোরা রায়। রূপে গুণে ভুবন মাতায়॥
মধুর অধরে মৃদু হাসি। অমিয়া বরিষে রাশি রাশি॥

সদাই বিভোর প্রেমরসে। অরুণ নয়ান জলে ভাসে ॥
পুলকে পূরিত হেম গা। চলিতে না চলে আধ পা ॥
কাঁপিয়া কাঁপিয়া ঘন উঠে। সদাই ধরণিতলে লুঠে ॥
ক্ষণেক ধৈরয নাই চিতে। নরহরি নারে প্রবোধিতে ॥২৯॥

পুনঃ বালা ধানসী—

হেরনু গৌরকিশোর। সুরধনীতীরে উজোর ॥
সুঘড় ভকতগণসঙ্গ। করতহি কত কত রঙ্গ ॥
মন্দ মধুর মৃদু হাস। কুন্দ কুমুদ পরকাশ ॥
আজানুলম্বিত ভুজদণ্ড। জীতল করিবর-শুণ্ড ॥
অহনিশি ভাবে বিভোর। কুলকামিনী-চিতচোর ॥
মন্দমন্থর গতি ভাঁতি। মুরছিত মনমথ হাতী ॥
সো পদপঙ্কজবায়। কহ কবিশেখর রায় ॥৩০॥

অথ সংক্ষিপ্ত সম্ভোগে— (ধানসী)

আঁখি রহ অনুখন সুরধনী ধার। মুখবিধু হাসনি অমিয়-সঞ্চার ॥
সুমেরু জিনিয়া গোরা অঙ্গ। পদতল অখিল সঘন নটরঙ্গ ॥ধ্রু॥
ভাব কলপতরু তহি হিয়মাহ। বাহিরে ফুটল পুলকফুল ছাহ ॥
কত কত রসিক ভকতদিঠিভৃঙ্গ। যামিনী দিবস ন ছোড়ই সঙ্গ ॥
পাওল প্রেমরতন নরনারী। তহি যদুনন্দন কথি লাগি ছাড়ি ॥৩১॥

পুনঃ সুহই—

সহজই কাঞ্চন গোরা। মদনমনোহর বয়স কিশোরা ॥
তাহে ধরু নটবরবেশ। প্রতি অঙ্গে তরঙ্গিত রসের আবেশ ॥
নাচত নবদ্বীপচন্দ। জগজন নিমগন প্রেম আনন্দ ॥ধ্রু॥
বিপুল পুলক অবলম্ব। বিকসিত কিয়ে নব ভাবকদম্ব ॥
নয়নে গলয়ে ঘন লোর। খেণে হাসে খেণে কাঁদে ভকতহি কোর ॥

রসভরে গদগদ বোল। চরণ-পরশে মহী আনন্দে হিলোল॥
পূরল জগজন আশ। বঞ্চিত ভরসে গোবিন্দ দাস॥৩২॥

অথ স্বাপ্নসংক্ষিপ্ত সম্ভোগে— (ধানশী)

ভুবনমোহন গৌর নটবর বিহরে সুরধনী-তীর।
পূরব সোঙরত সঘনে দিঠি ভরি ঢরকে আনন্দ নীর॥
হসত লহু লহু ললিত তরল সু- দশনগণ জনু মোতি।
পুলক-বলিত সু- বলিত তনু জিনি কনক চম্পক জ্যোতি॥
নিরখি পরিকর পরম প্রমোদিত নিছই নিজ নিজ দেহ।
মরম সমুঝি সুছন্দে গায়ে কি অমিয় বরষত মেহ॥
তৃষিত তিরপিত পতিত পামর ধাই চলু চহুঁ ভর॥
কুমতি নরহরি শ্রুতি না পৈঠল ঐছে পহুঁ গুণ থোর॥৩৩॥

অথ সংক্ষিপ্ত সম্ভোগরসোদগারে—(শ্রীরাগ)

আজু গৌর গরগর দেহ। কিয়ে ভাবে ধরই না থেহ।
কছু কহই কহই ন পারি। ঘন ঢরকি রহু দিঠি-বারি॥
তহি পারিষদ চহুঁ পাশ। হেরি হোত পরম উলাস॥
হিয় উমড়ি বিবিধ তরঙ্গ। কো বুঝব উহ নব রঙ্গ॥
মরি মরি কি কীর্ত্তন নাট। জনু প্রকট প্রেমক হাট॥
নরহরি কি পাওব অন্ত। সুখে ভাসি চলল দিগন্ত॥৩৪॥৪০॥

ইতি শ্রীগৌরচন্দ্রগীতং॥

অথ শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রস্য— (গান্ধার রাগ)

জয় জয় পদ্মাবতী-সুত সুন্দর নিত্যানন্দচন্দ্র গুণভূপ।
জগজন-নয়ন- তাপভয়-ভঞ্জন জিনি কনকারুণ অপরূপ রূপ॥
শশধর-নিকর- দরপহর আনন ঝরত অমিয় ঝলকত মৃদুহাস॥
গৌরপ্রেমভরে গরগর অন্তর নিরুপম নব নব বচন-বিলাস॥

টলমল অমল কমল লোচন জল গিরত নিরত জনু সুরধনী ধার ॥
পুলক কদম্ব- বলিত সুললিত অতি পরিসর বক্ষে তরল মণিহার ॥
কুঞ্জর-নন্দন গমন মনোরঞ্জন বাহু পসারি অথির অবিরাম ॥
পতিত কোরে করি বিতরই সো ধন বঞ্চিত জগতে দুঃখিত ঘনশ্যাম ॥১॥

ধানসী—

গোরাপ্রেমে গরগর নিতাই আমার। অরুণ নয়ানে বহে সুরধুনী ধার ॥
বিপুল পুলকাবলি শোহে হেম গায়। গজেন্দ্রগমনে হেলি দুলি চলি যায় ॥
পতিতেরে নিরখিয়া দুবাহু পসারি। কোরে করি সঘনে বোলায় হরি হরি ॥
এমন দয়ার নিধি কে হইবে আর। নরহরি অধম তারিতে অবতার ॥২

সিন্ধুড়া—

জয় জয় নিত্যানন্দ রোহিণী-কুমার। পতিত-উদ্ধার লাগি দুবাহু পসার ॥
গদগদ মধুর মধুর আধ বোল। যারে দেখে তারে প্রেমে ধরি দেই কোল ॥
ডগমগ নয়ন ঘুরয়ে নিরন্তর। সোণার কমলে যেন ফিরয়ে ভ্রমর ॥
দয়ার ঠাকুর নিতাই পরদুঃখ জানে। হরিনামের মালা গাঁথি দিল জগজনে ॥
পাপ পাষণ্ডী যত করিলা দমনে। দীন হীন জনে কৈল প্রেম বিতরণে ॥
আহা শ্রীগৌরাঙ্গ বলি পড়ে ভূমিতলে। শরীর ভিজিল নিতাইর নয়ানের জলে॥
বৃন্দাবন দাস এই মনে বিচারিল। ধরণী উপরে কিবা বিজুরী পড়িল ॥৩॥

মঙ্গল—

গজেন্দ্র গমনে যায়, সকরুণ দিঠে চায় পদভরে মহী টলমল।
মহামত্ত সিংহ জিনি কম্পমান্ মেদিনী পাষণ্ডিগণ শুনিয়া বিকল ॥
আয়ত অবধূত করুণার সিন্ধু।
প্রেমে গরগর মন করে হরি-সংকীর্ত্তন পতিতপাবন দীনবন্ধু ॥ধ্রু॥
হুঙ্কার করিয়া চলে অচল সচল নড়ে প্রেমে ভাসে অমর-সমাজ।
সহচরগণ সঙ্গে বিবিধ খেলন রঙ্গে অলখিত করে সব কাজ ॥

শেষশায়ী সঙ্কর্ষণ অবতারী নারায়ণ যার অংশ কলায় গণন।
কৃপাসিন্ধু ভক্তিদাতা জগতের হিতকর্তা সেই রাম রোহিণীনন্দন॥
যার লীলা লাবণ্যধাম আগমনিগমে গান যার রূপ মদনমোহন।
এবে অকিঞ্চন বেশে ফিরে পঁহু দেশে দেশে উদ্ধার করয়ে ত্রিভুবন॥
ব্রজের বৈদগধি সার যত যত লীলা আর পাইবারে যদি থাকে মন।
বলরাম দাসে কয় মনোরথ সিদ্ধি হয় ভজ ভাই শ্রীপাদ-চরণ ॥৪॥

পঠমঞ্জরী—

নিতাইচাঁদ দয়াময়, নিতাইচাঁদ দয়াময়।
কলি জীবে এত দয়া কভু নাহি হয়॥
খেনে কালা খেনে গোরা খেনে অঙ্গ শীত।
খেনে হাসে খেনে কাঁদে না পায় সম্বিত॥
খেনে গো গো করে, গোরা বলিতে না পারে।
গোরা-রাগে রাঙ্গা আঁখি-জলেই সাঁতারে॥
আপনি ভাসিয়া রসে ভাসাইল ক্ষিতি।
এ ভব-অচলে যদু রহল অবধি ॥৫॥

মঙ্গল—

অনুখন অরুণ নয়ন ঘন চুয়ত চরকত লোরে বিথার।
কিয়ে ঘন অরুণ বরুণালয় সঞ্চরু অমিয়া বরষে অনিবার॥
নাচেরে নিতাই বরচাঁদ।
সিঞ্চই প্রেম- সুধারস জগজনে অদভুত নটন-সুছাঁদ ॥ধ্রু॥
পদতলতাল রণিত মণি মঞ্জীর, চলতহি টলমল অঙ্গ।
মেরু শিখর কিয়ে তনু অনুপাম রে ঝলমল ভাবতরঙ্গ॥
রোয়ত হসত চলত গতি মন্থর হরি বলি মূরছি বিভোর।
খণে খণে গৌর গৌর বলি ধাবই আনন্দে গরজত ঘোর ॥

পামর পঙ্গু অধম জড় আতুর দীন অবধি নাহি মান।
অবিরত দুর্ল্লভ প্রেম রতন ধন যাচি জগতে করু দান॥
অবিচল দুলহ প্রেমধন বিতরণে নিখিল তাপ দূরে গেল।
দীনহীন সবহি মনোরথ পূরল অবলা উনমত ভেল॥
ঐছন করুণ নয়ন অবলোকনে কাহুঁ না রহু দুরদিন।
বলরাম দাস তাহে ভেল বঞ্চিত দারুণ হৃদয় কঠিন ॥৬॥

মঙ্গল—

খঞ্জন গঞ্জন লোচন রঞ্জন গতি অতি ললিত সুঠান।
চলত খলত পুন পুন উঠি গরজত চাহনি বঙ্ক নয়ান॥
গৌর গৌর বলি ঘন দেই করতালি কঞ্জ-নয়ানে বহে লোর।
প্রেমেতে অবশ হইয়া পতিতেরে নিরখিয়া আইস আইস বলি দেই কোর॥
হুঙ্কার গরজন মালসাট পুন পুন করু কত ভাব বিথার।
কদম্বকেশর জনু পুলক পূরল তনু ভাইয়ার ভাবে মাতোয়ার॥
আগম নিগম পর বেদবিধি অগোচর তাহা কৈল পতিতেরে দান।
কহে আত্মারাম দাসে না পাইনু কৃপালেশে রহি গেনু পাষাণ সমান॥৭॥

ধানসী—

আরে আমার আরে আমার নিত্যানন্দ রায়।
আপে নাচে আপে গায় গৌরাঙ্গ বোলায়॥
লম্ফে ঝম্ফে যায় নিতাই গৌরাঙ্গ-আবেশে।
পাপিয়া পাষণ্ডী আর না রাখিল দেশে॥
পট্টবাস পরিধান মুকুতা শ্রবণে।
ঝলমল ঝলমল করে নানা আভরণে॥
সঙ্গে রঙ্গে যায় নিতাইর রামাই সুন্দর।
গৌরীদাস আদি করি যত সহচর॥

চৌদিকে নিতাই মোর হরিবোল বোলায়।
জ্ঞানদাস নিশি দিশি নিতাইর গুণ গায় ॥৮॥

শ্রীরাগ—

নিতাই গুণমণি আমার নিতাই গুণমণি।
আনিয়া প্রেমের বন্যা ভাসাইলে অবনী।
প্রেমের বন্যা লৈয়া নিতাই আইল গৌড়দেশে।
ডুবিল ভকতগণ, দীন হীন ভাসে॥
দীন হীন পতিত পামর নাহি বাছে।
ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম সভাকারে যাচে॥
অবাধে করুণাসিন্ধু কাটিয়া মুহান।
ঘরে ঘরে বুলে প্রেম অমিয়ার বান॥
লোচন বোলে মোর নিতাই যে বা না ভজিল।
জানিয়া শুনিয়া সেই আত্মঘাতী হৈল ॥৯॥৪৯॥

অথ শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্রস্য (বিভাস)

জয় জয় সীতাপতি পহুঁ মোর। কনকাচল জিনি মূরতি উজোর ॥ধ্রু॥
অবিরত গৌরপ্রেমরসে মাতি। ঝলমল অবিরল পুলকক পাঁতি ॥
গরগর অঙ্গ অথির অনিবার। ঝরই নয়ন জনু সুরধুনীধার ॥
হসই মধুর মৃদু গদগদবাণী। জপই কি কোই মরম নাহি জানি ॥
দীন হীন পামর পতিত নেহারি। করই কোরে ভুজ যুগল পসারি ॥
বিতরত সোই রতন অনুপাম। বঞ্চিত করমদোষে ঘনশ্যাম ॥১॥

বেলাবলী—

শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র পঁহু মোর।
গৌর প্রেমভরে গরগর অন্তর অবিরত অরুণ নয়নে ঝরু লোর ॥ধ্রু॥
পুলকিত লোলিত অঙ্গ ঝল ঝলকত দিনকর-নিকর-নিন্দি বর জোতি।

কুঞ্জরদমন গমন মনোরঞ্জন হসত সুলসত দশন জনু মোতি ॥
সিংহ-গরব-হর গরজত ঘন ঘন কম্পিত কলি দূরে দুরজন গেল ।
প্রবল প্রতাপে তাপত্রয় কুণ্ঠিত জগজন পরম হরষ হিয় ভেল ॥
করুণাজলধি উমড়ি চলু চহুঁ দিশ পামরপতিত ভকতি রসে ভাসি ।
নরহরি কুমতি কি বুঝব রঙ্গ নব গৌরচরিত গুণ ভুবনে প্রকাশি ॥২॥

তোড়ীরাগ —

জয় জয় অদ্বৈত আচার্য্য দয়াময় । যাঁর হুহুঙ্কারে গৌর অবতার হয় ॥
প্রেমদাতা সীতানাথ করুণাসাগর । যাঁর প্রেমবশে আইলা গৌরাঙ্গ নাগর ॥
যাহারে করুণা করি কৃপাদিঠে চায় । প্রেমাবেশে সেজন চৈতন্যগুণ গায় ॥
তাঁহার চরণে যেবা লইল শরণ । সেজন পাইল গৌর প্রেমমহাধন ॥
এমন দয়ার নিধি কেনে না ভজিনু । লোচন বোলে নিজ মাথে বজর পাড়িনু ॥৩॥

কামোদ —

শান্তিপুর-পতি পরম সুন্দর চরিত বরণি ন যাত ।
ভাবভরে অতি মত্ত অনুখন বিপুল পুলকিত গাত ॥
প্রবল কলিমদ- দমন ঘনঘন ঘোর গরজি বিভোর ।
গৌর হরি হরি ভণত কম্পই গিরত সহচর-কোর ॥
অবনি ঘন গড়ি যাত অপরূপ ধূরিধূসরিত দেহ ।
কঞ্জলোচন ঝরই ঝরঝর জনু সুশাঙন মেহ ॥
দীন দুখিত নেহারি করু করুণা ভুবনে পরচার ।
দাস নরহরি পহুঁক বলি বলিহারি পরম উদার ॥৪॥

কর্ণাট—

শ্রীমদদ্বৈত মুদসদন গুণভূপ । কনকভূধর-গরব হারি বররূপ ॥
ঝলকত সুললিত অবিরল পুলক পাঁতি । সঘন গরজত গৌরপ্রেমরস মাতি ॥
বিদিত ব্রহ্মাণ্ডমধি বিক্রম অপার । প্রবল পাষণ্ডকুল দলই অনিবার ॥

ভবভয়-বিভঞ্জন মহাকরুণধাম। পতিতপাবন পহুঁক নিছনি ঘনশ্যাম ॥৫॥

কামোদ—

দেখ মোর অদ্বৈত গুণের নিধি।

না জানিয়ে কত সাধে সুধা দিয়া এ দেহ গড়ল বিধি ॥ ধ্রু ॥

কনককেতকী কুঙ্কুম জিনি সুচারু রূপের ছটা।

গরগর গোরা প্রেমে অতিশয় শোভয়ে পুলক-ঘটা ॥

নিরুপম বিধু- বদন ঝলকে ঘন গোরা গোরা বলি।

দুনয়ানে ধারা বহে অবিরত নাচয়ে দুবাহু তুলি ॥

পতিত পামরে ধরি করি কোরে অমূল্য রতন যাচে।

নরহরি পহুঁ বিনে কি এমন দয়ালু ভুবনে আছে ॥৬॥

সুহই—

সীতানাথ মোর অদ্বৈতচাঁদ। প্রেমময় মহামোহন ফাঁদ ॥

যার হুঙ্কারে প্রকট গোরা। নিত্যানন্দসহ আনন্দে ভোরা ॥

অনুপম গুণ করুণাসিন্ধু। পতিত অধম জনের বন্ধু ॥

ত্রিজগত মাঝে দ্বিতীয় ধাতা। সংকীর্ত্তন-ধন দুলহ দাতা ॥

ব্রজলীলারসে ভাসিবে যে। অচ্যুতজনকে ভজুক সে।

নরহরি পহুঁ যে নাহি ভজে। সেই অভাগিয়া ভুবন মাঝে ॥৭॥৫৬

পুনঃ সংক্ষেপঃ, শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দয়ো র্যথা

তথাহি— আজানুলম্বিতভুজৌ কনকাবদাতৌ
সংকীর্ত্তনৈকপিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ।
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্ম্মপালৌ
বন্দে জগৎপ্রিয়করৌ করুণাবতারৌ ॥১॥

পুনঃ— বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ ॥২॥

সুহই—

জয় গৌর বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দ দ্বিজবর পরম কারুণ্য অবতার।
যুগধর্ম্ম রক্ষা করে জগতের দুখ হরে সংকীর্ত্তন করিয়া প্রচার॥
জিনি হেম ধরাধর সুকোমল কলেবর ভুবনমোহন মধুরিমা।
বদন পূর্ণিমাশশী তাহে মন্দ মন্দ হাসি নিরুপম বচন ভঙ্গিমা॥
আকর্ণ পর্য্যন্ত আঁখি জিনিয়া খঞ্জন পাখী অনুখণ চঞ্চল চাহনি।
হেরি কে ধৈরজ বাঁধে জগত যুবতী কাঁদে দিতে চাহে পরাণ নিছনি॥
মালতীর মালা গলে পরিসর বক্ষে দোলে ভুজ চারু আজানুলম্বিত।
কিবা অপরূপ শোভা নরহরি নেত্র লোভা মণিময় ভূষণে ভূষিত॥১॥

বেলাবলী—

জয় জয় পহুঁ মোর গৌর-নিতাই।

নিরুপম নিখিল ভুবনজন-রঞ্জন সুরধনী-তীরে বিহরে দোন ভাই॥ধ্রু॥
সুখময় পরম রসালয় কীর্ত্তনে অনুখণ উনমত ধরই না থেহ।
ধনি ধনি ধরণী ভাগ অগণিত যহি লোটই কনক ধরাধর দেহ॥
কলিযুগ বিপুল পুলক কুল আবৃত হেরইতে অপরূপ করুণ অপার॥
পামর পতিত দুখিত দুরগত জন প্রেম অমিয় পিবইতে মাতোয়ার॥
সুরগণ গগনে মগন গুণ-মাধুরী করি কত যতন ধরই হিয় মাহ।
ভণ নরহরি না রহল কোই বঞ্চিত পায়ল সকলে শীতল পদ ছাহ॥

ধানশী —

জীবের ভাগ্যে অবনি বিহরে দুই ভাই। ভুবনমোহন গোরাচাঁদ নিতাই॥
কলিযুগে জীব যত ছিল অচেতন। হরিনামামৃত দিয়া করাইলা চেতন॥
হেন অবতার ভাই কভু শুনি নাই। পাতকী-উদ্ধার কৈল ঘরে ঘরে যাই॥
হেন অবতার ভাই নাহি কলিযুগে। কোন্ অবতারে সে পাপির পাপ মাগে॥
রুধির পাড়িল অঙ্গে করিয়া প্রহার। যাচি প্রেম দিয়া তার করিলা উদ্ধার॥
নাম-প্রেম-সুধাতে ভরিল ত্রিভুবন। একেলা বঞ্চিত ভেল এ দাস লোচন॥৩

সুহই—

নিতাই-চৈতন্য দুই দয়ার অবধি। ব্রহ্মার দুর্ল্লভ প্রেম যাচে নিরবধি॥
চারি বেদ অন্বেষয়ে যে প্রেম পাইতে। হেন প্রেম দুই ভাই যাচে অবিরতে॥
পতিত দুর্গত পাপী কলিহত যারা। নিতাই চৈতন্য বলি নাচে গায় তারা॥
ভুবন মঙ্গল ভেল সঙ্কীর্ত্তন রসে। রায় অনন্ত কহে না পাইয়া লেশে॥৪

সুহই সিন্ধুড়া—

এই কলিযুগ ধন্য নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্য পতিত লাগিয়া অবতার।
দেখি জীব বড় দুখী হৈয়া সকরুণ আঁখি হরিনাম গাঁথি দিল হার॥
জড় অন্ধ পঙ্গু যত পশু-পাখী আদি কত কাঁদাইল নিজ প্রেম দিয়া।
প্রেমে সব মত্ত হৈয়া অন্নজল তেয়াগিয়া ফিরে তারা নাচিয়া গাইয়া॥
হেন পহুঁ না ভজিলু জনমিয়া কিবা কৈলু হাত হৈতে হারাইলু নিধি।
হরিদাস দাস ছার কোন গতি নাই আর হেন যুগে বঞ্চিত কৈলা বিধি॥৫

গান্ধার—

জয় জগজীবন গৌর নিতাই। কলিযুগে প্রেম বিতরে দোউ ভাই॥ধ্রু॥
পামর পতিত দুখী, সুখী ভেল। বিষময় বিষম তাপ দূরে গেল॥
সুরগণ পরম দুলহ রসে মাতি। বিলসই সংকীর্ত্তনে দিন রাতি॥
ধনি ধনি অবনী না ভেল কোই বাম। করম বিপাকে রহল ঘনশ্যাম॥৬॥৬২॥

———:•:———

পুনঃ শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দাদ্বৈতদেবানাং

তথাহি — নিত্যানন্দাদ্বৈতচৈতন্যমেকং
তত্ত্বং নিত্যালঙ্কৃত-ব্রহ্মসূত্রং।
নিত্যৈর্ভক্তৈর্নিত্যয়া ভক্তিদেব্যা
ভান্তং নিত্যে ধাম্নি নিত্যং ভজামঃ॥

সুহই—

জয় গৌর-নিত্যানন্দ- অদ্বৈত আনন্দকন্দ ভুবন-মঙ্গল অবতার ॥
পরম অদ্ভুত লীলা নিজগুণে প্রকাশিলা সংকীর্ত্তন সুখের পাথার ॥
সদা সেই রসে ভাসি না জানয়ে দিবানিশি সঘনে অবনী পড়ি যায় ।
খেনে কাঁদে খেনে হাসে নানা ভাব পরকাশে পারিষদগণে যশ গায় ॥
ধন্য কলিযুগ মেন আর কি হইবে হেন দয়ালু নাহিক ত্রিভুবনে ।
তিলেক নাহিক ক্ষেমা দেবের দুর্ল্লভ প্রেমা অযাচিত যাচে জনে জনে ॥
পতিত দুর্গত যত তারা অতি উনমত ঘুচিল সকল বিপরীত ।
কহে নরহরি দাস পূরিল সভার আশ নিজদোষে মো হইনু বঞ্চিত ॥১

বেলাবলী—

ধনি কলিযুগ মহী মহিম অনুপ ॥
বিহরই গৌর নিতাই প্রেমময় শ্রীঅদ্বৈত দেবগণভূপ ॥ধ্রু॥
কো সম্ভবব অব- তার রুচির নব নিগম-অগোচর চরিত অপার ।
কত কত কাম- ধেনু সুরতরু অরু চিন্তামণি জিনি পরম উদার ॥
দেবদুল্লভ শুভ ভুবন-বিমোহন বিদিত অসীম সুকরুণ জিনি মেহ ।
অনুক্ষণ বিমল ভকতি রস বরিষই মুদিত ভকতগণ পুলকিত দেহ ॥
পামর পতিত দুখিতজন-বান্ধব প্রবল তাপত্রয় ভঞ্জনকারী ।
সংকীর্ত্তন ধন- বিতরণ পণ্ডিত নরহরি দাস পহুঁক বলিহারি ॥২

পঠমঞ্জরী—

গৌর নিত্যানন্দ অদ্বৈত চাঁদ । পরম সুখকন্দ জগজন-নয়নচাঁদ ॥ধ্রু॥
প্রেমরসবিবশ নিশি দিবস নাহি জান । জীবে করু দেবদুল্লভ রতন দান ॥
অতুল করুণানিলয় ভুবনে পরচার । ধন্য কলিযুগে প্রকট চরিত নহু পার ॥
পাই নিজ পহুঁ চরণ শরণ সভে নেল । দাস ঘনশ্যাম নিজদোষে রহি গেল ॥৩

ধানসী—

শ্রীগৌরনিতাই চাঁদ অদ্বৈত আমার। ধন্য কলিযুগে প্রেমময় অবতার॥
ভুবনপাবন নিজ-পারিষদ সনে। সংকীর্ত্তনে মাতিয়া মাতায় জগজনে॥
এমন দয়ালু দাতা আর কেবা আছে। ব্রহ্মার দুর্ল্লভ ধন অধমেরে যাচে॥
আপন গুণেতে কৈল জগত উদ্ধার। কেবল বঞ্চিত নরহরি দুরাচার॥৪॥

কামোদ—

পহুঁ মোর অদ্বৈত নিতাই গোরা।

সুরধুনী-তীরে নদীয়া নগরে বিহরে আনন্দে ভোরা॥
পারিষদ সঙ্গে সংকীর্ত্তন রঙ্গে করয়ে ধরণী ধনী।
উঘারয়ে অতি নিরুপম প্রেম ভকতিরতন খনি॥
সেধন বিতরে পায়া যারে তারে ধরিয়া করয়ে কোলে।
কিবা উঠে চিতে নারে থির হৈতে ভিজায় আঁখির জলে॥
করুণা পাথারে সবাই সাঁতারে হেরি সুরলোকে ধন্দ।
হেন অবতারে গেল ছারে খারে নরহরি মতিমন্দ॥৫॥

সুহই—

ধন মোর নিত্যানন্দ প্রভু মোর গৌরচন্দ্র প্রাণ মোর অদ্বৈত গোঁসাই।
তিনে ভেদবুদ্ধি যার সেই পাপী দুরাচার তার গতি কোন কালে নাই॥
কোন অন্ধ মূঢ়মতি চৈতন্যে করয়ে রতি নিত্যানন্দ-অদ্বৈত না মানে।
আপনি চৈতন্য তারে করিবেন সংহারে নরকে পড়িবে সেই জনে॥
প্রভু অবধূত হৈতে নীচ হইল ভাগবতে জগতে বহয়ে প্রেমবন্যা।
প্রভু শ্রীঅদ্বৈত হৈতে প্রভু আইলা অবনীতে তেঞি কলিযুগ হ'ল ধন্যা॥
এক তত্ত্ব দেহ তিন লীলা কারুণ্যেতে ভিন নাহি জানে পাপী দুরাচার॥
পুরুষোত্তম দাস কয় তিনে ভেদ যার হয় তার সঙ্গ না হোক আমার॥৬॥

সুহই—

গাও গাওরে ভাই অতি সুমধুর। অদ্বৈত নিতাই গোরা প্রেমের ঠাকুর ॥ধ্রু
এ তিনে ভেদবুদ্ধি না করিও কভু। দয়ার সমুদ্র মোর এই তিন প্রভু ॥
গণসহ এ তিন চরণে কর রতি। ইহা বিনু জীবের নাহিক অন্য গতি ॥
এ তিন ভজিতে সাধ করে যেইজনে। নরহরি বিকাইল তাহার চরণে ॥৭॥৬৯

কিঞ্চ সুহই—

আজু কি আনন্দ-সংকীর্ত্তনে।

নাচে প্রভু বিশ্বম্ভর বামদিগে গদাধর প্রেমদাতা নিতাই দক্ষিণে ॥ধ্রু॥
সমুখে অদ্বৈত নাচে শ্রীনিবাস তার কাছে রামাই মুরারি বক্রেশ্বর।
হরিদাস হরি বোলে জগত পড়িল ভোলে দেখি হাসে দাস গদাধর ॥
সঞ্জয় বিজয় ভাল বায় খোল-করতাল জগদীশ শঙ্কর উদার।
নরহরি গৌরীদাস মাধব মুকুন্দ পাশ গায় বাসু রসের পাথার ॥
কিবা সে মণ্ডলী শোহে সুরগণ মন মোহে গগন ছাড়িয়া তারা ধায়।
পতিত পামর যত সব ভেল উনমত ঘনশ্যাম বঞ্চিত ইহায় ॥৮॥৭০

ইতি প্রথমে সামান্যপ্রকারে প্রথম আস্বাদঃ ॥১॥

রূপামৃত।

অথ বিশেষমাহ— **(যথারাগ)**

জয় জয় শ্রীগৌরচন্দ্রের ভাবাবেশ। অন্ত নাহি পায় যার ব্রহ্মা-শিব-শেষ ॥
শ্রীগৌরগণের পদরেণু ধরি শিরে। গাইয়ে মনের সাধে যখন যে স্ফুরে ॥
সামান্য বিশেষরূপ দুই ত' প্রকার। গাইল সামান্য প্রভুগণের বিস্তার ॥
বিশেষ গৌরের রাই-পূর্ব্বরাগ মত। বিবিধ তরঙ্গ তায় বুঝে অনুগত ॥
প্রথমে রাধিকারীত দেখি সখীগণ। কহয়ে লালসাময় বিতর্কবচন ॥
সেইরূপে কিছু গীত প্রথমে গাইব। তদুপরি দর্শন শ্রবণ জানাইব ॥
সাক্ষাৎ চিত্রপট আর স্বপ্নাদি দর্শন। বন্দী-দূতী-সখীমুখে গীতাদি-শ্রবণ ॥

তৃতীয়ে এ আদিপদে কিছু না বর্ণিব। এথা আদি পদদ্বয়ে গীতদ্বয় গাব ॥
পুন লালসাদি দশ দশা তার পর। ক্রমেতে গাইব এই অতিমনোহর ॥
শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি-সম্মত এ প্রথা। নরহরি গায় গৌর-ভাবাবেশ-গাথা ॥১॥

তত্র প্রথমতঃ শ্রীরাধিকায়াঃ পূর্ব্বরাগে সখীবিতর্কোচিতং
কিঞ্চিল্লালসাময়ং গীতং—

যথা বেলাবলী—

পেখনু অপরূপ গৌর উদার।
নিবসই নিরত সুললিত লতাতরু নিকর রচিত নব ভবন মাঝার ॥ধ্রু॥
চম্পক কনক কোকনদ কুঙ্কুম পুঞ্জ গঞ্জ অতি মঞ্জুল দেহ।
অবিরল বিপুল পুলককুল-মণ্ডিত কাঁপই বিজুরি বিজই নহু থেহ ॥
মনমথ-মদ-মর- দন বিশাল যুগ লোচন চপল গলত জলধার।
মেরুশিখরে সুর- সরিত নিসরে জনু গিরত ধরণীমধি মোতিমহার ॥
শরদ-সুধাকর- দরপ-বিভঞ্জন মধুরিম বদনে বিগলত মৃদুহাস।
অবনত মাথ বাত-বিরহিত ধরু ধ্যান কি সমুঝব নরহরি দাস ॥২॥

পুনঃ বিভাষ—

শ্রীশচীতনয় প্রাণ পঁহু মোর। রচই আনমনে বচন না থোর ॥
কি কহব অরু দোসর নাই পাশ। অনুখণ নিরজনে করই নিবাস ॥
চমকি চমকি চহুদিশ রহু হেরি। লোচন যুগল মুদই পুন বেরি ॥
মরি মরি কাহে ধৈরজ ভেল ভঙ্গ। নরহরি ভণ বুঝি প্রেমতরঙ্গ ॥৩॥

পুনঃ ধানসী—

আজু না জানি কি ভাবে ভোরা গোরা গরগর বর বিরলে বসি।
নখে লিখে ক্ষিতি মতি গতি নব মলিন সুচারু বদনশশী ॥
আন সনে বাণী- বিরহিত কারু পানে না বারেক ফিরিয়া চাহে।
নিরুপম-নব বাউলের পারা অনুখণ মনে মনে কি কহে ॥

বিগলিত চারু কুন্তল লোটয়ে ঘন ঘটা যেন মণ্ডিত ক্ষিতি।
পরিধান বাস ভূষণ খসে কি সম্বরিব কিছু নাহিক স্মৃতি॥
ভোজন পানে বিরতি অতিশয় ঝামরু সুচারু কনকদেহা।
দুনয়নে বহে বারিধারা হেরি নরহরি চিতে না বাঁধে থেহা॥৪॥

পুনঃ মালব—

আহা মরি মরি কেন বা এমন হইল পরাণ গোরা।
নিরজন বিনে রহিতে নারয়ে না জানি কি ভাবে ভোরা॥
খেণে খেণে দীঘ নিশাস ছাড়িয়া গণ্ডে আরোপয়ে পাণি।
খেণে খেণে নানা ভঙ্গী করি ভণে খেণে বিরহিত বাণী॥
খেণে দুটী আঁখি মুদি রহে খেণে চকিত চৌদিকে চায়।
খেণে পুলকিত তনু কাঁপে খেণে খেণে না সম্বিত পায়॥
খেণে ধীরে ধীরে ধুনাত্তই শির খেণে সুহাসয়ে মন্দ।
খেণে কাঁদে উঠে ছুটে আঁখিধারা হেরি নরহরি ধন্দ॥৫॥

পুনঃ সিন্ধুড়া—

আজু কি হইল গোরাচাঁদে।

কে জানে মরম কারে সুধাইব কি দিলে ধৈরয বাঁধে॥ধ্রু॥
ইতি উতি গতা- গতি করু কারু কথায়ে না পাতে কাণ।
মনে মনে কিবা জপে নিরন্তর ধরিতে নারয়ে প্রাণ॥
উরে কর ধরি মরি মরি করি উঠয়ে নিশাস ছাড়ি।
নরহরি হেরি কি হবে বলিয়া কাঁদয়ে ভূমিতে পড়ি॥৬॥

পুনঃ শ্রীরাগ—

গোরা কেনে আজু এমন ধারা। না জানি কি ধন হৈয়াছে হারা॥
হাস পরিহাস সকল দূরে। আহা মরি বলি সতত ঝুরে॥
ঘন ঘম মনে মনে কি গুণে। আন বাণী কিছু না শুনে কাণে॥

পুছিতে নয়নে বহয়ে নীর। সঘনে নিশাস না রহে থির॥
কাতর হইয়া চৌদিকে চায়। মূরছই খেণে কিছু না ভায়॥
তাহে নরহরি পড়ল ধান্দে। বিপরীত হেরি পরাণ কান্দে॥৭॥

পুনঃ আশাবরী—

গোরা গুণমণি মোর। না জানি কি ভাবে ভোর॥
বসিয়া রহিতে নারে। সদা আনচান করে॥
খেণে পথে চলি যায়। চকিত চৌদিকে চায়॥
ঘরে প্রবেশয়ে খেণে। রহয়ে বিরস মনে॥
না শুনে কাহার কথা। না কহে অন্তর-ব্যথা॥
নরহরি মনে ভাবে। ইথে কি উপায় হবে॥৮॥

পুনঃ কানড়—

আজু হাম কি পেখলু নবদ্বীপচন্দ্র। করতলে বদন সঘন অবলম্ব॥
পুন পুন গতাগতি করু ঘর পন্থ। খণে খণে ফুলবনে চলই একান্ত॥
ছল ছল নয়নকমল সুবিলাস। কিয়ে নবভাব করত পরকাশ॥
পুলক মুকুল বর ভরু সব দেহ। রাধামোহন কছু না পাওল থেহ॥৯॥

পুনঃ বেলাবলী—

শ্রীশচীতনয় প্রেমভরে গর গর নিয়ত মধুরতর তরল দৃগন্ত।
চহুদিশ চাহি চাহ চিত অতিশয় নীলকমল বনে চলই তুরন্ত॥
শিখিকুল ললিত কণ্ঠ কিরণাবলি, লখইতে সুধি বুধি সকল বিসারি।
সো পর ফরকি ফরকি ধরু কেকণ তাকর নিয়রে ফিরয়ে চুচুকারি॥
বিপরীত বিকল কলিত কর কানড় কুসুম সুষমপর সোঁপই দিঠ।
কোকিল নিকর ফিরত তঁহি কুহরত কুহু কুহু শবদ লাগি বহু মিঠ॥
পহিরত নীল বসন ঘন ঘন, ঘন ধরইতে গগনে পসারই পাণি।
পুলকিত গাত বাত কত ভাখত নরহরি ধন্দ মরম নাহি জানি॥১০॥

পুনঃ ভূপালী—

অপরূপ ভাব না সমুঝয়ে থোরি। লখই ন যাত গৌর কিয়ে গোরী॥
খণে খণে অতিশয় হোয়ই উলাস। খণে খণে অন্তর রহই উদাস॥
খণে খণে মোড়ই সুললিত অঙ্গ। খণে খণে চলত হোত গতি ভঙ্গ॥
খণে খণে মধুর বচন মৃদু হাস। ইথে কি বুঝব ইহ নরহরি দাস॥১১॥

ইতি সখীবিতর্কে।

অথ দর্শনে

বেলাবলী—

গুণমণি গৌরচন্দ্র চিতচোর।
কো সমুঝব নব চরিত সুধাময় অনুখণ নিরুপম ভাবে বিভোর॥
ছোড়ত নিশাস মোড়ত তনু খণে খণে গীম ধুনত মনে মনে কি বিচারি।
খণে ঘন শ্যামরু মূরতি বিচিত্র নব নিরখি তরল দিঠি জল না সম্ভারি॥
খেণে ভণে স্বপনে শ্যাম সুরসিক হসি আয়লু মঝু এ নয়নদ্বয় মাহ।
খণে ভণে নীপ নিকট নটবর তিরিভঙ্গ ভঙ্গী নিরখলু নব নাহ॥
ইহ মৃদু বচন ভণত পুন পুন গুণ শুনইতে নীরব হোই পুন বেরি।
পুন ঘন চকিত চমকি চিত চঞ্চল নরহরি বিবশ প্রেমগতি হেরি॥১২॥

পুনরেতৎ ক্রমেণাহ—সাক্ষাৎ দর্শনে যথা (মালবশ্রী)

শ্রীশচীতনয় গৌর দ্বিজরাজ। অনুখণ বিলসই মিরজন মাঝ॥ধ্রু॥
ভাবে বিভোর অথির অনিবার। লোচনকমলে গলই জলধার॥
গদ গদ হৃদয় ভণয়ে অতি থোর। পেখলু নিরুপম নওলকিশোর॥
পৈঠল হিয়মধি নিধরক সোই। জীউ কি করই না অনুভব হোই॥
কহে ভেটলু হাম হোওল অকাজ। অব না রহব কছু ধৈরজ লাজ॥
ঐছে ভণই পুন না তেজই নিশাস। মরি মরি বুঝব কি নরহরি দাস॥১৩॥

চিত্রে যথা— **(ভূপালী)**

গৌর গুণমণি ভাবে গরগর ভণই কি হোয়ল আজ।
শ্যামসুন্দর মুরতি চিত্র নেহারি করলু অকাজ॥
ভুবনমোহন রূপ অনুপম পৈঠি রহল হিয়ায়।
চন্দ্রবদনে সু- হাস মধুরিম মাতি মন রহু তায়॥
চপলগতি সু- বিশাল লোচন কুটিল কাল ভুজঙ্গ।
সরমে কি করব মরমে দংশল অবশ করল এ অঙ্গ॥
অথির পঁহু ইহ ভাতি ভণইতে নয়নে ঝরু জলধার।
দাস নরহরি নিছনি অপরূপ চরিত ভুবন বিথার॥১৪॥

স্বপ্নে যথা— **(সুহই)**

গুণমণি গৌর ভাবভরে ভোর।
টলমল দেহ থেহ নহু নিরুপম নয়নে অগোরই লোর॥ধ্রু॥
ঘন ঘন ভণই স্বপনে হাম পেখনু জনু নব মনমথভূপ।
নীলকমল দলি- তাঞ্জন-মদভর- ভঞ্জন অপরূপ রূপ॥
সুবলিত অঙ্গ ললিত বর পরিমল তঁহি মন মধুকর ভেল।
মৃদু মৃদু হাসি চপল দিঠি অঞ্চলে মঝু সরবস হরি নেল॥
বাউরী করল ন রহল লাজ কছু কৌনে পুছব ইহ কেহ।
ভণি ইহ বাণী নীরব নরহরি-পঁহু সঘনে নেহারই মেহ॥১৫॥

কিম্বা ধানশ্রী—

ভাবে ভোরা গোরা রহয়ে বিরলে। ভাসে সদা দুটি নয়ানের জলে॥
খেণে খেণে যদি মুদিয়ে নয়ান। হিয়া মাঝে দেখি সে চাঁদ বয়ান॥
খেণে কহে যদি মেলি দুটি আঁখি। শ্যাম তনু বিনা আন নাহি দেখি॥
একি হৈল বলি ব্যাকুলিত চিত। কি বুঝিব নরহরি এ চরিত॥১৬॥

অথ শ্রবণে— (বেলাবলী)

কি কহব আজু গৌর পহুঁ মোর।

নিরজনে চকিত চাহি চহুদিশ বর বারিজ- নয়নে নিঝরে ঝরু লোর ॥ ধ্রু
ঘন ঘন ভণ বন- মাঝ মধুর ধ্বনি ভুবন মোহই কিয়ে বংশীক রাব।
খণে ভণে দূতী কি করব অব তুহুঁ সব যদু গুণ ভণ তছু দরশ কি পাব ॥
খণে করযোড়ি ভণই শুন এ সখি! ভণ ঘনশ্যামরু চরিত অনুপ।
খণে কবিবচন- শ্রবণে শ্রুতি পাতই সো ভণে বংশীবদন-গুণরূপ ॥
গুণিগণ-গানে প্রাণ নিরমঞ্ছই কানু কানু করি সঘনে ফুকারি।
খণে খণে বৈঠি উঠই নরহরি পহুঁ করই যতন ধৃতি ধরই না পারি ॥১৭

পুনরেতৎ ক্রমেণাহ। বন্দিমুখাৎ শ্রবণে যথা (ধানশ্রী)

গৌরচন্দ্র বর পরম উদার। ভাবে বিভোর অথির অনিবার ॥
ঘন ঘন ভণই বন্দিগণ-ভূপ। ভণই শ্যাম নব চরিত অনুপ ॥
শুনইতে শ্রবণে প্রাণ হরি নেল। অব কি উপায় বিষম মোহে ভেল ॥
ভণি ইহ বাণী মুদই নয়ান। বুঝব কি নরহরি মরম না জান ॥১৮॥

দূতীবক্ত্রাৎ শ্রবণে যথা—(গুর্জ্জরী)

শচীর দুলাল সুন্দর গোরা। অনুখণ কিবা ভাবেতে ভোরা ॥
খেণে ভণে দূতি কি কব তোরে। কেনে শুনাইলে সে কথা মোরে ॥
কি হইল মনে কিছুই না ভায়। সে রসসায়রে ডুবিতে চায় ॥
খেণে কহে মুই অকাজ কনু। কেনে সে কথাতে শ্রবণ দিনু ॥
খেণে কহে প্রাণ কি করে জানি। কহ কানুরূপ-মাধুরী শুনি ॥
খেণে কহে নারি প্রবোধ দিতে। শুনি নরহরি ভাবয়ে চিতে ॥১৯॥

সখীবক্ত্রাৎ শ্রবণে যথা— (তোড়ী)

কি ভাব-আবেশে শচীসুত সদা ভাসয়ে আঁখির জলে।

টলমল তনু জনু হেমলতা পবন-পরশে দোলে ॥
যুড়ি দুই কর কহে ওহে সখি ! শুনাইলে নবীন নাম ।
আহা মরিমরি অমিয়ার ধারা কিবা এ আনন্দ ধাম ॥
লাখে লাখে যদি হইত এ শ্রুতি তবে সে জুড়াত হিয়া ।
ধিক ধিক বিধি কি সিধি সাধিলে এ দুটি শ্রবণ দিয়া ॥
ইহা বলি পুন বাউলের পারা সঘনে বোলয়ে বোল ।
ধৈরজ ধরিতে নারে নরহরি হেরি বেয়াকুল ভেল ॥২০॥

গীতে যথা— **(শ্রীরাগ)**

সুন্দর সুখময় গৌরকিশোর । আজু কি অপরূপ ভাবে বিভোর ॥ধ্রু॥
খেণে খেণে চকিত নিরখে চহু পাশ । খেণে খেণে তেজই তীখিণ নিশাস ॥
খেণে ভণে কি মধুর কানু-গুণ । শুনইতে জীউ কি করই না জান ॥
বিষম মন্ত্র ইহ বুঝলু বিচারি । নাশব সব ঘর ধরম হামারি ॥
ঐছে ভণই পহুঁ কত শত বার । লোচনকমলে গলই জলধার ॥
হোত নীরব খণে খণে গতি মন্দ । নরহরি হেরি রহল তহি ধন্দ ॥২১॥

কিঞ্চ (সিন্ধুড়া)—

গুণমণি গৌর অখিল সুখকারী ।
নিরজনে আজু কি জপই নিরন্তর অন্তর বুঝই না পারি ॥ধ্রু
মৃদু মৃদু হাসই বদনবিধু গোপই নিরুপম নয়নতরঙ্গ ।
চহুঁ দিশ চাহি চকিত গতিবিরহিত পুলকবলিত প্রতি অঙ্গ ॥
খণে ভণে ললিত নীপ নবকাননে বিলসই বংশীনিসান ।
দূরে রহু অমিয় প্রবাহ ভুবন ভরু কো শুনি ধরব পরাণ ॥
খণে ভণে ভবন তেজি বনে যায়ব মরু গুরুজন মতিমন্দ ।
যাকর বংশী তাহে অব ভেটব শুনইতে নরহরি ধন্দ ॥২২॥

অথ লালসাদৌ। তত্র লালসায়াং যথা (সিন্ধুড়া)

পেখনু অপরূপ ভাবতরঙ্গ।

ভণই নয়ান কি শুনই পাতি শ্রুতি হসত মন্দ পুনঃ পুলকিত অঙ্গ ॥ধ্রু॥
মন নহু পাশ পাশ নহু দোসর দোসর কি করব অথির অপার।
নীপবিপিনে যুগ নয়ন সোঁপি পুন নীল কমল তুলি গাঁথই হার ॥
তিলে তিলে কত শত বেরি করত ঘর বাহির চহুদিশ চকিত নেহারি।
ছোড়ই দীঘ নিশাস কাহে করু ত্রাস অধিক কছু বুঝই না পারি ॥
নব নব নিত নিপুণ পুন সাহসে লালস তীখিণ অনুপ গতি গোই।
সো করু বেকত দাস নরহরি পহুঁ ভাবত যাক ভাব কিয়ে সোই ॥১॥

পুনঃ মায়ুর—

পহুঁ মোর গৌরচন্দ্র গুণভূপ।

নিরজনে নিরব ধিয়ান ধরয়ে কভু না পেখনু কৈছে ভাব অপরূপ ॥ধ্রু
শ্যামরু মধুর নাম অনুসঙ্গত বচন তাক প্রথম বরণ থোর।
দূর সঞে এক শ্রবণে শুনইতে উনমাদকি কৈছে বুঝব নহুঁ ওর ॥
হেমদমন তনু কম্পই ঘন ঘন খঞ্জন নয়নে অগোরই বারি।
চাহত পন্থ বিলোকি জলদ পুন গমন তুরিত ভুজযুগল পসারি ॥
মৃদু মৃদু হসত বদন সুকুচায়ত কো জানই কি জপই অনিবার।
ধরইতে ধৃতি কত যতন করই নরহরি কি ভণব নব চরিত অপার ॥২

পুনঃ আশাবরী—

শচীর কোঙর গোরাচাঁদ মোর না জানি এমন কেনে।
ঘরে নাহি মন রহে অনুখণ নবীন কদম্ববনে ॥
সদাই ভাবিত এবা কি চরিত না ভায় ভোজন-পান।
থরহরি কাঁপে কিবা মন্ত্র জপে বদনে নাহিক আন ॥
পুছিতে বচন না কহে এমন না মানে আঁখির ধারা।

ধূলায় ধূসর • চারু কলেবর কনক কমলপারা ॥
আঁখি মেঘপাশে কিবা অভিলাষে ধৈরজ ধরিতে নারে।
নরহরি ভাবে কিসে থির হবে এ কথা সুধাব কারে ॥৩

অথোদ্বেগে যথা— (বেলাবলী)

পেখনু নিরজনে গৌরকিশোর।
নীলজলদ মৃগ- মদ দলিতাঞ্জন হেরইতে কঞ্জনয়নে বহে লোর ॥
চিন্তিত হৃদয় সুহৃদগণে গোপই ঘনে নিশাস কি প্রলয়-সমীর।
জিনি জ্বর জনিত কি বিষম কম্প ক্ষণে চপলাচপল অচল সম থির ॥
চুয়ত ঘরম ছরম বিন্দু অনুখণ মেরু শিখর কি বরিষে জলধার।
মনমথ কোটি দমন দ্যুতি দমকই সো অব মলিন চিনই নাহি পার ॥
দূরে রহু দহন- দাহ অতি উতপত শিরিষ কুসুম জিতি কোমল অঙ্গ।
বিগলিত বেশ ধরণীতলে বিলুঠই নরহরি বুঝব কি কৈছন রঙ্গ ॥৪

পুনঃ মল্লার—

গৌরচরিত কিয়ে বুঝই ন যাত।
চিন্তা জলধি- মগন মন আতুর ধরণী নিরখি রহু অবনত মাথ ॥
ভোজন পান যতনে নাহি ভায়ত পল ছন শয়ন-স্বপন সম ভেল।
কেশর কনক কঞ্জ জিনি লাবণি তিলে তিলে অধিক মলিন ভই গেল ॥
চলইতে চকিত থকিত পুন কম্পই বিগলিত বসন না সম্বরু তায়।
তিতই ঘরমে মরম নহ বেকত ঘনে নিশসই কর ধরই হিয়ায় ॥
তপন-তাপ জিনি তনু অতি উতপত শাওন ঘন সম ঝরই নয়ান।
গদ গদ বাণী ভণই পুন নিশবদ নরহরি হেরি না ধরই পরাণ ॥৫

পুনঃ মল্লার— (পঠমঞ্জরী)

আজু একি ভাবে ভাবিত এমন না দেখি কখন যেন।
গৌর সুবরণ বিবরণ হল দিনে নিশাকর যেন ॥

জ্বলন্ত অনল সম জ্বলে হিয়া ধৈরয ধরিতে নারে।
কদম্বকানন এ বাণী শুনিতে ভাসয়ে নয়ান-নীরে ॥
কি কথা কহিতে মনে করে তাহা কহিতে বিষম হয়।
ঘন ঘন কাঁপি নিশাস ছাড়িয়া ভূমেতে পড়িয়া রয় ॥
অনুখণ তনু আনছান করে পুছিতে দ্বিগুণ বাড়ে।
নরহরি হেরি ব্যাকুল কি জানি পরাণ না রহে ধড়ে ॥৬।২৮॥

অথ জাগর্য্যে— **(মালব)**

কি কহব গৌরচরিত অনুপাম।
কনক ধরাধর- গরবহারী তনু পীড়িত অতিশয় নহত বিরাম॥ধ্রু॥
অমল কমলদল- দলন চারু যুগ লোচনে অরুণ-উদয় বুঝি ভেল ॥
যামিনী যাম যাম কত যতন করই উহ নিন্দ দরশ নাহি দেল ॥
শীতল নলিনী শেয শিখী সম পগ পরশিল ধূরি ধূসর অনিবার।
ঘন ঘন পাণি হানে উর পর পরবোধত দ্বিগুণ দরদ পরচার ॥
সুরুচির চাঁদ বদন রস-বিরহিত কহইতে বচন না নিকসত থোর।
মরি মরি অধিক অবশ এ দশা হেরি নরহরি রোই রজনী করু ভোর ॥১॥

পুনঃ সুহই—

আজু মোর গোরা চাঁদের অন্তরে না জানি কি হল ব্যথা ॥
দুনয়ানে বারি ঝরে নিরন্তর না কহে কোনই কথা ॥
শিরীষ কুসুম জিনি মৃদু তনু সে ধূলি ধূসর ভেল।
তিলে তিলে এত অবশ এবে সে অলস কোথা বা গেল ॥
মরি মরি নব তপসীর পারা একাকী বিরলে বসি।
না জানিয়ে মনে মনে কি জপিয়া জাগিয়া পোহায় নিশি ॥
সুচারু শরদ বিধু জিনি মুখ সঘনে শুকায়া যায়।
নরহরি হিয়া বিদরে তা হেরি কি হবে উপায় হায় ॥২॥

পুনঃ শ্রীরাগ—

গোরা প্রাণধন জীবন মোর। মরি মেন আজু কি ভাবে ভোর॥
সঘনে জপিয়া কালিয়া নাম। জাগিয়া পোহায় যামিনী-যাম॥
কালা নাম শুনি শ্রবণ-পুটে। ফুকরি ফুকরি কাঁদিয়া উঠে॥
পাগলের পারা অথির হইয়া। এই কালা বলি চলয়ে ধাইয়া॥
সদা আনছান্ করয়ে তনু। বেড়ল বিষম পীড়ায় জনু॥
নরহরি নারে প্রবোধ দিতে। না জানি কি হবে ভাবয়ে চিতে॥৩।৩১॥

অথ ভানবে— **(দেশী তুড়ি)**

কি কহব পহুঁকর চরিত অপার।

অসিত চতুরদশী শশী সম পেখলু কনক নবনী জিনি তনু সুকুমার॥
মনমথ নিকর দরপভর-ভঞ্জন ঝামরু বদনে না নিকসত বাত।
বিরচিত চাঁচর চিকুর খসত নব ভূষণ বসন সম্ভার ন যাত॥
কি মধুর মধুর নাম জপইতে অতি আতুর হিয় সুধী সকল বিসারি।
চলই ন শকতি চলত পুন সাহসে নিকট নীপবর বিপিন নেহারি॥
টলমল অমল কমলদল লোচন মুদই খণে জনু ধরই ধেয়ান।
চাহি চকিত খণে রোয়ত নরহরি কত পরবোধব বিদরে পরাণ॥১

পুনঃ দ্রাবিড় গৌড়—

গৌর বিধুবর পরম সুন্দর কনক ভূধর দেহ।
হোত ছল ছল ছিন জনু নব- দলিত কেশর রেহ॥
ধূরি ঢরকত নিয়ত তুবয় দূর করু উরহার।
সহই শকত ন আন কছু পরি- ধেয়ব অম্বরভার॥
বৈঠি রহই না পারি অতিশয় চাহ চহু দিশ ফেরি।
জপই কৈছন মন্ত্র অনুখণ নীল উতপল হেরি॥
থেহ নহ হিয় উমড়ি আয়ত নয়নে গল জলধার।

দাস নরহরি রোই রহু মৌন হোই কছু ন বিচার ॥২॥

পুনঃ ভূপালী—

মরি মরি গৌরভাব কহ কৈছন। তনু অতি খীণ খীণবিধু যৈছন ॥
বিগলিত কেশ নিন্দি ঘন ড'ম্বর। দোলত কনক দণ্ডে জনু চামর ॥
আপে পড়ই খসি ললিত ভূষণ সব। কুসুমবিহীন জনু রহই লতা নব ॥
অতি দুবর পুন ভ্রমই নিরন্তর। নরহরি ধন্দ কি সমুঝব অন্তর ॥৩॥

পুনঃ সিন্ধুড়া—

আজু গোরাচান্দে যে রূপ দেখিনু কি কব সে কথা আর।
না জানি এ ভাব কেবা সিরজিল কেমন পরাণ তার ॥
কি ছার কনক- রুচি সুরুচির কিবা সুকোমল দেহ।
খেণে খেণে খীণ মলিনতা হেরি কেহ না বাঁধয়ে থেহ ॥
সিংহের গরব হরয়ে যে তার বসন পরিতে ভার ॥
না জানিয়ে বল কে নিল হরিয়া কি দোষ করল কার ॥
তাহাতে দারুণ ভ্রমণ কি আর পরাণ রহব ধড়ে।
নয়ানের ধারা হেরি নরহরি অমনি মুরুছি পড়ে ॥৪॥

অত্র বিলাপে যথা (ধানশী)

আজু গুণমণি গৌর অনুখণ অনুপ ভাবে বিভোর।
ভণত ভানুসুতা সমীপ অব লসত নন্দকিশোর ॥
নিন্দি জলধর অঙ্গ-ভঙ্গী অনঙ্গমোহন হাস।
বঙ্ক লোচন চপল ঝলকত ললিত ভূষণ বাস ॥
বিবিধ কৌতুক- নিপুণ বিরহিত প্রিয়সখাগণ সঙ্গ।
নীপ কানন- মাঝ রহি তিল আধ পেখনু রঙ্গ ॥
দৈব দগধই খিপত করু মোহে কবহুঁ সুখ নাহি দেল।
ঐছে ভণি পুন নিরব অতিশয় ধন্দ নরহরি ভেল ॥৫।৩৬

অথ জড়িমায়াং (গুর্জ্জরী)

পেখলুঁ গৌর মরম নাহি জানি।

গর গর মদন- গরব ভয়হর তনু অনুখণ ভণত ভরমময় বাণী ॥ধ্রু॥
মন রহু অনত ন বনত গতাগতি নিকসত দৃতিসম সঘনে নিশাস।
সতত রচই হুঙ্কার অথির অতি সুমধুর অধরে রহিত মৃদু হাস ॥
সুললিত লোচন- যুগল মুদি রহু নিমিখ না নিরখই কাহুঁক ওর।
নিজজন নিকটে আলাপত কত কত সো ন শ্রবণপুটে পৈঠত থোর ॥
করি কত ভাতি যতনে কছু পুছইতে শুনই না শুনই উতর নাহি তায় ॥
তিলে তিলে বিষম সশঙ্কিত হেরইতে নরহরি হৃদয় দহনে দহি যায় ॥১॥

পুনঃ পঠমঞ্জরী—

কিভাবে ভরল গোরা গা। চলিতে না চলে আধ পা ॥
মুদই নয়ান অনিবার। নিঝরে ঝরই জলধার ॥
দূরে রহল মৃদুহাস। তেজই সঘনে নিশাস ॥
গুমরি গুমরি অবিরাম। জপই কি মধুরিম নাম ॥
শ্রবণে শুনই নাহি আন। অনুখণ অথির পরাণ ॥
ভণই ভরমময় বাত। শুনইতে হিয় আকুলাত ॥
পুছইতে উতর নাহি। কৈছে করই হিয় মাহি ॥
রচই সঘনে হুঙ্কার। নরহরি বুঝইতে ভার ॥২॥

পুনঃ সুভগা—

আহা মরি মরি আজু গোরাচাঁদে দেখিতে পরাণ কাঁদে।
মুদিত নয়ান নিঝরে ঝরই খেণে না ধৈরয বাঁধে ॥
ছাড়য়ে বিষম নিশাস তাহাতে পরাণ উড়িয়া যায়।
নিজ প্রিয়জন ভণে নানা ভাঁতি তাহা না শ্রবণে ভায় ॥
সঘনে হুঙ্কার রচয়ে কি লাগি এমন কভু না শুনি।

কি কাজ করিতে কিবা করে পুন ভণয়ে ভরম বাণী ॥
পুছিতে উত্তর না করয়ে কিছু ইহাতে বিদরে হিয়া।
না বুঝি কিরূপে নরহরি ইথে রাখিবে প্রবোধ দিয়া ॥৩১

অথ বৈয়গ্র্যে— (নটনারায়ণ)

নদীয়া নগর পুরন্দর সুন্দর গৌরচন্দ্রবর পরম উদার।
নিরজনে রহই না হসই কাহুঁ সঞে শুনই ন আন অথির অনিবার ॥
আপহি আপ ভণত ঘন ঘন শুন এ মন, নিকরুণ কি হোয়ব তোর।
অতিশয় মুরুখ সমুঝি নাহি সমুঝহ কাহে কঠিন দুখ দেয়হ মোয় ॥
চঞ্চল শ্যাম শ্যামরু সো লম্পট বহুবল্লভ গুণ ভুবন-বিথার।
তেজহ তাহে বিষয়রসে মাতহ যোড়ি যুগলকর করোঁ পরিহার ॥
ইহ নব বচন উচারি বিরমি পুন চহুঁ দিশ চাহি নয়নে ঝরু লোর।
বিসরিত সকল বিকল ইথে নরহরি ভাবই কৈছে ভাবে ভেল ভোর ॥১

পুনঃ সুহই—

পেখলু গৌর অথির অনিবার। টলমল নয়নযুগলে জলধার ॥
নিরজনে নিবসই দোসর-হীন। আপন মনহি মানি অতি দীন ॥
ঘন ঘন ভণই বিফল মঝু রোষ। দৈব কি করব ইহ করমক দোষ ॥
খণে ভণে বুঝলু এ সকল বিরূপ। লোচন বিসরহ শ্যামরু রূপ ॥
শ্রবণ না শুনহ তাক গুণগাম। হে রসনা, না জপহ তছু নাম ॥
ভণইতে ঐছে নিরব পুনবেরি। কাতর নরহরি পহুঁ মুখ হেরি ॥২॥

পুনঃ পঠমঞ্জরী—

শচীর দুলাল গোরাচাঁদে আজু দেখিতে পরাণ ঝুরে।
হাস পরিহাস বিবিধ বিলাস সে সব রহল দূরে ॥
বাউলের পারা বিরলে রহয়ে সদাই ধূসর ধূলি।
অতিসুমধুর সুধামাখা বাণী না কহে বদন তুলি ॥

সুচারু অরুণ আঁখিকোণে কারু পানে না ফিরিয়া চায়।
আপনি আপনে ঘন ঘন ভণে বিহি কি করিলে হায় ॥
পুন বারে বারে কতেক প্রকারে প্রবোধ দেওয়ে মনে।
পুন মৌন ধরি স্বহে নরহরি ভাবয়ে এমন কেনে ॥৩।৪২

অথ ব্যাধৌ— (অমরপঞ্চম)

পেখলু বিরলে গৌর দ্বিজরাজ।
নীরজ নয়নে নীর ঝরু ঝর ঝর না বুঝল ঐছে কাহে ভেল আজ ॥ধ্রু॥
দামিনী কুঙ্কুম কনক কঞ্জ জিনি মঞ্জু মূরতি অতি পাণ্ডুর ভেল।
তপনতাপ-দব দাহ দমন ঘন হৃদয়ক দাহে দগধ ভই গেল ॥
শুনইতে নিজজন বচন চাহু পুন ভণইতে কণ্ঠে বেকত নহ ভাষ।
লাগই দশনে দশন শীতে কম্পই অবিরত খরতর বহই নিশাস ॥
বিলুঠই ধরণী ধূরি-পরিমণ্ডিত কেশ খসল না সম্ভারল তায়।
তিলে তিলে অবশ এ বিষম দশা ইথে নরহরি কাতর না হেরি উপায় ॥১

পুনঃ বঙ্গাল—

আজু কিয়ে নব ভাব পেখলু মরম বুঝই ন পার।
নিরত নিরজন মাঝ নিবসই গৌর পরম উদার ॥
বরজনাগর - চরিত শুনইতে চাহ হিয় অনিবার।
কহই কহই ন যাত অরুণিম নয়নে গলে জলধার ॥
শীত অতিশয় কম্প ঘন ঘন চারু চিকুর বিথার।
নিরত বিষম নিশাস বহে দব দহই হৃদয় মাঝার ॥
হোত তিলে তিলে নিপট পাণ্ডুর বরণ চিনইতে ভার ॥
ধরণী নিপতিত নিচল-নরহরি নাথ সুধী ন সম্ভার ॥২॥

পুনঃ কর্ণাট—

আরভরে গৌরবর অথির অনিবার। সঘনে ঘনশ্বাস যুগলয়নে জলধার ॥

হেমমদ-দমন দ্যুতি পাণ্ডুর বিথারি। দেহ দবদাহ সম দহই দুখ ভারি॥
শীতে কম্পই বচন ভণই বহু থোর। শ্যামগুণ শুনত চিত চাহ নহু ওর॥
লুঠত ক্ষিতি নিরত মতিগতি বিষম হোয়। দাস নরহরি নিরখি রজনি দিন রোয়॥৩

পুনঃ কামোদ—

আজু মোর গোরা　চাঁদে নিরখিয়া　হিয়া বিদরিয়া যায়।
না জানিয়ে কোন্　বিধি নিদারুণ　বিয়াধি ঘটাইল তায়॥
আনলের সম　দহে তনুখানি　নয়নে তপত ধারা।
কনক কেশর　জিনি কিবা রূপ　সে হ'ল পাণ্ডুর পারা॥
আহা মরি মরি　কি শীতে কাঁপনি　সঘনে নিশ্বাস বহে।
পড়ে ক্ষিতিতলে　এধূলি ধূসর　ইহা কি পরাণে সহে॥
অনুখণ আন্-　ছান করে নিজ　জনে না চিনিতে পারে।
নরহরি-নাথে　ভাল যে করিবে　জীবন সোঁপিব তারে॥ ৪।৪৬

অথোন্মাদে—　**(কানড় গৌড়)**

সুন্দর গৌরচন্দ্র পহুঁ মোর।
নিরত অথির মতি　গতি অতি নব নব
নিরুপম ভাব কি ভণই ন ওর॥ ধ্রু॥
কারণবিনু করু　কর- অভিনয় খণে
খল খল হসই বসনে মুখ ঝাঁপি।
চলত না চলত　খলত পদপঙ্কজ
চরকি পড়ত ক্ষিতিতলে তনু কাঁপি॥
নিমিখ ন থোর　থকিত যুগ লোচন-
কোণে লখই কছু বুঝই ন পারি।
খণে পুন বিষম　নিশাস নিখেপই
ফুকরি রোই খণে রহই সম্ভারি॥

খণে কহে কাম কদন ঘন শ্যামর
অলখিত পৈঠি রহল হিয় মাহ।
খণে নরহরি-কর পকরি কহই ছিয়ে
লেহ ন সমুঝে কপটী উহ নাহ ॥ ১

পুনঃ ভূপালী—

কি কহব গৌর-চরিত। হেরইতে চমকই চিত ॥
খণে চহুঁ দিশ চলু ধাই। অনিমিখ লোচনে চাই ॥
খণে ক্ষিতি পড়ি গড়ি যাত। খণে ভণে কত কত বাত ॥
হাসয়ে খণে খণে রোয়। খণে অতি আকুল হোয় ॥
খণে ধরু ধৈরজ ভারি। বৈঠই বসন সম্ভারি ॥
খণে খর নিরত নিশাস। নরহরি হৃদয়ে তরাস ॥ ২

পুনঃ পঠমঞ্জরী—

নদীয়া নগরে কেবা নাহি ঝুরে এ গোরাচাঁদের গুণে।
মরু মরু নিক- রুণ বিহি তারে এমন করিলে কেনে ॥
কারে কি বলিব বুক বিদরয়ে বারেক তা' পানে হেরি।
শুনিতে রোদন মনে হয় হেন আনলে পুড়িয়া মরি ॥
বাউলের পারা হাসে খেণে খেণে চকিত চৌদিকে ধায়।
খেণে কি কহিয়া অনিমিখ আঁখি না জানি কা' পানে চায় ॥
খেণে ক্ষিতিতলে পড়ি বিয়াকুল বিষম নিশাস ছাড়ে।
আহা মরি নর- হরি পহুঁ প্রাণ ইথে কি রহিব ধড়ে ॥ ৩

অত্রান্তে নরহরি ভণিতা **অত্রান্তেহনঙ্গলেখায়াং— (গান্ধার)**

আজু গৌর গুণধাম। ভাবে বিবশ অবিরাম ॥
নয়নযুগলে ঝরু নীর। কাঁপই সকল শরীর ॥
তেজই সঘনে নিশাস। অবিরত বিষম হুতাশ ॥

ধৈরয ধরই না পারি। অনুখণ মনে কি বিচারি।
কো সমুঝব নহু অন্ত। লেখই লিখন তুরন্ত।
কহি কত রস রসবাত। সোঁপই নরহরি-হাত ॥ ৪

পুনঃ সুহই—

নিরজনে আজু গৌর সুকুমার। মুদি নয়ন কি জপই অনিবরে ॥
গদ গদ হৃদয় বিয়াকুল হোই। সহচর-পাণি পকরি কহে রোই ॥
যাহ তুরিত জীউ ধরই না যায়। লেখলু লিখন পড়ায়বি তায় ॥
আয়বি তুরিতে রহলু পথ হেরি। কহইতে ঐছে নিরব পুন বেরি ॥
চঞ্চল নয়নে নিরখি চহু পাশ। তেজই ঘন ঘন তীখিণ নিশাস ॥
কহইতে পুন কি বেকত নহু বাণী। নরহরি ধন্দ এ মরম না জানি ॥ ৫ ॥

তত্র মাল্যার্পণে— (ধ্যানশী)

গোরা পহুঁ বসিয়া বিরলে। গাঁথিয়া ফুলের মালা ভাসে আঁখিজলে ॥
প্রিয় পরিকর-হাতে ধরি। তেজি দীঘ নিশাস কহয়ে ধীরি ধীরি ॥
এই মালা পরাইহ তারে। এত কহি ধৈরজ ধরিতে নাহি পারে ॥
এভাব ভাবয়ে নরহরি। নদীয়ার চাঁদ কিবা রাজার ঝিয়ারী ॥ ৬।৫২

অথ মোহে— (বেলাবলী)

দেখলু আজু কি কহই না পারি।
তিলে তিলে অতিশয় বিবশ প্রাণপহুঁ হেরইতে বিদরই হৃদয় হামারি ॥ধ্রু॥
শিরীষ কুসুম নব নবনী নিন্দি অতি কোমল সুতনু অতনু গণভূপ।
বিলুঠই কঠিন ধরণী ধূলি মণ্ডিত নিচল ললিত করচরণ অনুপ ॥
অরুণ কমলদল- দলন মঞ্জুতর লোচন যুগল মুদল গত লোর।
মধুরিম বদনে বাণী-বর বিরহিত নাসা নিশাস ন নিসরই থোর ॥
নিজজন-নিকটে রহই নটবর ঘনশ্যামর নামে কাঁপি তনু তায়।
নরহরি বুঝব কি মরম রোই রহু নহু উপশম কত করই উপায় ॥১

পুনঃ শ্রীরাগ—

যো সিরজিল ইহ নিকরুণভাব। দূরে রহু তাক নিয়রে নাহি যাব॥
কি কহব গৌর হোয়ল যছু ভাতি। কো ধরু ধৃতি হেরি বিদরই ছাতি॥
নিরুপন মতি গতি নহু পরকাশ। রোই নিরব পুন বিরহিত শ্বাস॥
লুঠত ধরণীতলে ললিত শরীর। কনক অচল সম রহলহি থির॥
যব নিজজন হরি কহই ফুকারি। তব উহ মুদিত নয়নে ঝরু বারি॥
কহইতে কণ্ঠে বেকত নহু ভাষ। ইথে কি প্রবোধব নরহরি দাস॥২

পুনঃ ধানসী—

নদীয়ার শশী শচীর দুলাল পরাণ পুতলি মোর।
অখিল ভুবন- মোহন মূরতি গুণের নাহিক ওর॥
অনুখণ নানা হাস পরিহাস বিনে না কিছুই ভায়।
তাহা দূরে বিধি কি সিধি সাধিতে এ দশা ঘটাইলে তায়॥
আহা মরি মরি দুনয়ানে বারি ধারা সম্বরিতে ভার।
সঘনে লুঠয়ে ক্ষিতিতলে তনু নিচল ইথে কি আর॥
চারিপাশে প্রিয় পরিকর তিল আধ না ধৈরজ বাঁধে।
নরহরি পঁহু পানে নিরখিয়া কি হবে বলিয়া কাঁদে॥৩॥৫৫

অথ মৃত্যুদশায়াং— (সিন্ধুড়া)

পেখলু পহুঁ কি ভাবে ভেল ভোর।
কবহি না ঐছে দশা অব সোসর চাহ রহিত মতি গতি নহু ওর॥ধ্রু॥
নিজকর রোপিত রুচির কুসুমময় মালতী মল্লী বল্লিকুল হেরি।
অরুণিম নয়ন- লোরে পরিপূরিত কহি কত তাহে পরশি পুনবেরি॥
প্রিয়জন-পাণি পকরি পরমাদরে ভণি বহু ভাঁতি বজর সম বাত।
মোতিম হার সোঁপি অতি তুরিতহিঁ শ্যাম নাম জপে জরজর গাত॥
নিকট হি নীপ বিপিনে অলি ঝঙ্করু মন্দপবন পরবেশল তাঁহি।
নরহরি রোয়ই কতহিঁ সমুঝায়ত শুনই ন মূরছি পড়ল তিহি ঠাঁই॥১

পুনঃ পঠমঞ্জরী—

আজু বেকত নব ভাব বিথারি। জানলুঁ পহুঁ বৃষভানুকুমারী ॥ধ্রু॥
আতুর অতি ধৃতি ধরই না যাত। নিজজনে হেরি কহই মৃদুবাত ॥
তুহুঁ সব কাহে রোয়হ অনিবার। কয়লি যতনহীন করম হামার ॥
নিকরুণ কানু উপেখল মোয়। অব জীবইতে কি আশ জীয় হোয় ॥
সোই সময়ে নিরবাহবি লেহ। সোঁপবি তরুতমালে ইহ দেহ ॥
ঐছে বচন ভণতহি বহু ভাতি। শুনইতে বিদরই নরহরি ছাতি ॥২

পুনঃ ধানশ্রী—

আহা মরি মরি আজু বিপরীত কি আর বলিব হায়।
শচীর দুলাল প্রাণধন গোরা পরাণ ছাড়িতে চায় ॥
নদীয়ানগরে কারে সুধাইব এ বড় বিষম হ'ল।
না জানিয়ে কোন্ দেবতা পূজিলে এ দশা হইবে ভাল ॥
মরু নিকরুণ বিহি কি করিলে তিলেক ধৈরয নাই।
কদম্ব-কাননে প্রবেশয়ে গিয়া সে অতি বিরল ঠাঁই ॥
তথা পরিকর- করে ধরি কত কহয়ে আতুর হৈয়া।
শুনি নরহরি হিয়া বিদরয়ে কাঁদয়ে ওমুখ চায়া ॥৩॥৫৮

ইতি দশা দশ

তথাপ্তদূতীগত্যুক্ত্যাদৌ— (বেলাবলী)

দারুণ বিরহ- জলধি সঞে নিকসল, দহ দহ হৃদয়দাহ দূরে গেল।
সদয় দৈবে অব কত পরশংসই বিপুল উছাহ লছিমীময় ভেল ॥
কি কহব পহুঁ নবভাবে বিভোর।
ভূষণ বসন সম্ভারি হসই মৃদু মধুর তরল দিঠে হেরি চহু ওর ॥
প্রিয় পরিকর- কর ধরই ধাই কত যতনে কহই দূতি তুহুঁ সে সেয়ানী।

মরি মরি তোহে আপন জীউ সোঁপলু সাধলি কাজ মরম মঝু জানি॥
গুরুজন কাল কঠিন কুল কণ্টক কৈছে নিবারি লেয়বি তছু ঠাম।
ঐছে কহই কত রহই নিরব পুন শুনইতে অধিক ধন্দ ঘনশ্যাম ॥১॥৫৯

অথ বেশাভিসার সংক্ষিপ্ত সম্ভোগে— (মঙ্গল)

আজু কি ভাবে উলস পহুঁ মোর।
বিপুল পুলক কুল- বলিত ললিত তনু কনকপুঞ্জ জিনি বরণ উজোর ॥ধ্রু॥
হসত সুমধুর লসত দশনাবলি বিম্ব অধর কি অরুণ-পরকাশ।
তাম্বূল বদনে দেত কত কৌতুকে কো সমুঝব নব বচনবিলাস ॥
চন্দন তিলক রচই রুচি-রুচিকর সুরুচির চাঁচর চিকুর সঙারি।
ঝলমল বিবিধ বিভূষণ অপরূপ পহিরণ নীলবসন মনোহারি ॥
লোচন কমল প্রফুল্লিত লহু লহু চলইতে লখই নীপবনবাট।
অনুপম ভঙ্গী ভুবনজন-রঞ্জন নরহরি কি বুঝব ইহ নব ঠাট ॥১

পুনঃ কামোদ—

পেখলু বর গৌর সুঘর সুন্দর সুখধাম।
উলসিত প্রতি অঙ্গ পুলক ঝলকত অবিরাম ॥
প্রকটত নব নব সব সু- ঘরাই অধিক আজি।
করু কত কত বেশ ললিত কেশ কুসুমে সাজি ॥
পহিরত নব বসন সরস ভূষণ নহু অন্ত।
দরপণ করে নিরখত ছবি হসত লসত দন্ত ॥
ভরমে ভণত কানু কপটী ঝটিত কি ইত আব।
শুনি প্রমোদিত নরহরি বলি- হারি বেকত ভাব ॥২॥

পুনঃ ভুপালী—

আহা মেন মোর পরাণ জুড়াইল হেরিয়া গৌরাঙ্গ শশী।
কত সুধাধারা খসিয়া পড়িছে ও মুখে মধুর হাসি ॥

কনক কেশর দূরে রহু রূপে ভুবন করিছে আলো।
নয়ানচাহনি চারু তাহে মীন খঞ্জন-গরব গেলো ॥
নিজ করে কেশ- বেশ বিরচিত কি দিব উপমা তার।
জিনি ঘন নীল বসন শোভয়ে কিবা সে গলার হার ॥
নরহরি সহ গতি নব নব ভঙ্গিতে কি কব তা।
না জানি কি নিধি বিধি মিলাওল উলসে পুলক গা ॥৩॥৬২

অথ স্বাপ্ন সংক্ষিপ্ত সম্ভোগে— (ধানশী)

রসের সাগর গোরা রায়। রূপে গুণে ভুবন মাতায় ॥
পুলক-বলিত তনুখানি। হাসি কহে আধ আধ বাণী ॥
স্বপনে পাইলু প্রাণনাথে। এত কহি নারে থির হৈতে ॥
পুন সে আবেশে যাহা কয়। নরহরি তাহা না বুঝয় ॥১॥৬৩॥

অথ সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ রসোদ্গারে— (শ্রীরাগ)

মদনমোহন পঁহু গোরা। আহা মরি আজু কি নবীনভাবে ভোরা ॥
পুলকে আবৃত প্রতি অঙ্গ। কি মধুর হাসি তায় লাজের তরঙ্গ ॥
আধ আধ কহে মৃদু বাণী। না জানি কিরূপে পিয়া পোহাইলে রজনী ॥
এত কহি না কহয়ে আর। নরহরি কি বুঝব এ রস-পাথার ॥১॥৬৪॥

ইতি দ্বিতীয়ে বিশেষপ্রকারে প্রথম আস্বাদঃ ॥

—:*:—

পুনরেতৎ সংক্ষেপেণাহ—তত্রাদৌ দর্শন-শ্রবণে যথা—(শ্রীরাগ)

শ্রীশচীতনয় গৌর পহুঁ মোর। ভাবে বিবশ কত কহই ন ওর ॥ধ্রু ॥
খণে ভণে পেখলু নটবর শ্যাম। নীপনিকট তিরিভঙ্গিম ঠাম ॥
ললিত চিত্রপটে বরজ-কিশোর। শীতল করল হরল দিঠি মোর ॥
স্বপনে সুকুঞ্জে রসিককুলচন্দ। দেয়ল দরশ পরম রসকন্দ ॥

খণে ভণে বন্দি-বদনে উহ বাণী। শুনইতে জীউ কি করই না জানি॥
দূতী কহল কত তছু গুণরীত। পৈঠল মরমে অথির ভেল চিত॥
সখীক বচন কছু কহই না হোয়। ডারল অমিয়-সিন্ধুমধি মোয়॥
শুনইতে নীক নবীন গুণ গান। হোয়ল অবশ তনু হরল গেয়ান॥
বংশীসানে শ্রুতি অধিক বিভোর। তব সঞে নিরত নয়নে ঝরু লোর॥
ভণইতে ঐছে নিরব হাসি মন্দ। নিরখি চরিত নরহরি রহু ধন্দ॥ ১॥

যথা বা— **(কামোদ)**

শচীর দুলাল বাউলের পারা কিভাবে অথির হৈয়া।
কহে ঘন ঘন- শ্যামেরে দেখিলু কদম্বকাননে রৈয়া॥
চারু চিত্রপটে থাকি পুন প্রাণ হরে সে মদনভূপ।
স্বপনেতে আসি দেখা দিল কিবা ভুবনমোহন রূপ॥
বন্দী-দূতী-সখী শুনাইলে তার অমিয়া চরিত বাণী।
গুণিগণ গানে গুণ শুনি হিয়া কেমন করয়ে জানি॥
খেণে কহে কারে কব এ মরম কে মোর পূরাবে আশ॥
এত কহি পুন নিরব নিরখি ভাবে নরহরি দাস॥ ২

অথ লালসাদৌ যথা— **(ধানশী)**

কি কহব পহুঁক চরিত নহু ওর।
গৌর গৌরী কিয়ে লখই না পারয়ে অনুখণ নব নব ভাবে বিভোর॥ ধ্রু॥
নিশসই নিরত করই ঘর বাহির উলসে পুলক দিঠি জলধর হেরি।
হরিরব আধ শ্রবণ পথগত তনু কাঁপি কি বিরলে জপই বহু বেরি॥১
চিন্তানিকর নয়ন ঝর অবিরত কাঁপই ঘন পুন সঘনে নিশাস।
চুয়ত স্বেদ কনকবপু বি-বরণ সংজ্বর জড়িম শিথিল কচ বাস॥ ২
নিমিখ না লোচনে নিন্দ পরশ করু যামিনী জাগি জাগি পরভাত।
পীড়িত চিত গতি- রহিত কি সমুঝব বচন বিরত মৃদু বদন সুখাত॥ ৩

কত কত মনমথ- মথন চারু তনু অসিত চতুরদশী শশিসম খীণ।
তুবর বরণি না যাত অথির হিয় মরি মরি তাহে ভ্রমই নিশিদিন ॥ ৪
পুছইতে উতর না করই মুদই দিঠি রহই আনমনে শ্রবণ অভাব।
খণে বিরচই হুঙ্কার স্তম্ভ ভ্রম ভণই কি নিশসি কৌনে সমুঝাব ॥ ৫
বিদিত গভীর ক্ষোভ ঘন ভণব কি ধরু বিবেক কত করু নিরবেদ।
বিষম অসূয় ভূয় মতি গতি নব বিদরই ছাতি শুনত উহ খেদ ॥ ৬
হেমদমন দ্যুতি পাণ্ডুর অতিশয় শীতল তনু উতপত জনু আগি।
শ্বাস না থকিত শীত খিতি বিলুঠই মোহ হোয়ই খণে চাহ কি লাগি ॥ ৭
চহুঁ দিশ নিরখি নিমিখগত লোচন মন গতি আন্ রোয়ত খণে হাসি।
অধিক বিষাদ দ্বেষ করু কা সঞে কহই বচন কত তরল নিশাসি ॥ ৮
কৈছে করই হিয় কহই না কাহুঁক করই যতন কত সহই না পারি।
নিপতিত ক্ষিতিতলে দেহ নিচল পুন শুনি হরিনাম নয়নে ঝরু বারি ॥ ৯
বিপরীত মরম- কদন নহু অনুভব করু প্রতিকার তবহু ত্যজি আশ।
মন্দ অনিল প্রবহত নীপবনে মুরুছই সোই কি শোচি প্রিয়পাশ ॥ ১০
কাতর পরিকর নিয়রে হেরি হিয় রোকি ন রুকই রোই অনিবার।
নরহরি কতহি যতনে পরবোধত ধৈরয ধরব কি অথির অপার ॥ ১১ ॥ ৩০

যথা বা— (ভূপালী)

গোরা চাঁদের এ লালসা কি বুঝি নহিলে এমন কেনে।
কি কব বিষম দশা উদ্বেগ ইহা কি সহয়ে প্রাণে ॥
নয়ানে নিন্দ না পরশয়ে নিশি জাগয়ে ব্যাকুল হৈয়া।
সুকুমার তনু খীণ অতিশয় দেখিতে বিদরে হিয়া ॥
দারুণ জড়িমা না জানিয়ে ইথে জীবন করিবে শেষ।
একি ব্যগ্র কভু না শুনিয়ে কাণে হইল কঠিন ক্লেশ ॥
আহা মরি মরি এরূপ বেয়াধি বিধাতা ঘটালে কেনে ॥

উনমাদে কিবা কহয়ে না জানি হাসয়ে রোদন খেণে ॥
মোহ হেরি ধৃতি ধরিবে কে মেন জানি কি প্রমাদ হৈল।
মরিবারে চাহে এ কথা শুনিতে পরাণ উড়িয়া গেল ॥
প্রিয় পরিকর চারি পাশে চাহি ঝরে সে নয়ানে লোর।
নরহরি নারে প্রবোধিতে আজু না জানি কি ভাবে ভোর ॥ ৪

ইতি দশা দশ।

অথাপ্তদূতীগত্যুক্ত্যাদৌ— **(ধানশী)**

আজু পেখলু পরম উছাহ। দূরে গেও সকল বিরহ-দবদাহ ॥ধ্রু॥
কিয়ে নবভাব বুঝই নাহি পার। নিরজনে বৈঠি কি করবই বিচার ॥
মৃদু মৃদু হাসি কহই মৃদু বাণী। এ দূতি! তুহুঁ অতি চতুর সেয়ানী ॥
রাখলি জীবন এ যতনে অনেক। যোই কহলি সো কয়লি পরতেক ॥
চল চল ললিত কুঞ্জগৃহ-মাহ। রাখি আয়লি যাহা বিদগধ নাহ ॥
ঐছে ভণই পুন বিরহিত বাত। নরহরি শুনত ধন্দ ভই যাত ॥৫॥

অথ বেশাভিসার সংক্ষিপ্ত সম্ভোগে— (ভূপালি)

পেখলু গৌর উলস হিয় আজ।
কৌতুক বচন উচারি মধুরতর যতনে করই নিজ সাজ ॥ধ্রু॥
রচই ললাটে তিলক নব কুঙ্কুম মৃগমদ চন্দনবিন্দু।
কনক গগনমধি তড়িত মেহ সহ শোহে জনু শরদের ইন্দু ॥
বাঁধই কেশ কুসুম পরিমণ্ডিত কত মনমথ মুরুছায়।
পহিরই বসন ভূষণ মন-রঞ্জন ভুবনে কি সমতুল তায় ॥
তাম্বূল বদনে সোঁপি তহি পদ দুই চলইতে পুলকিত অঙ্গ।
অপরূপ ভাবে বিবশ মতি গতি নব নরহরি কি বুঝব রঙ্গ ॥৬॥

পুনঃ মঙ্গল—

আজু শচীসুত সুন্দর গোরা। বিরলেতে একা কি ভাবে ভোরা ॥ধ্রু॥

না জানিয়ে কত আনন্দে মাতি। বনায়ল বেশ বিবিধ ভাঁতি ॥
পিঠে লোটায়য়ে কুন্তলভারা। যেন হেমাচলে যমুনা ধারা ॥
ঝলমল নানা ভূষণ হেন। পীত লতা ফুলে মণ্ডিত যেন ॥
নীলাম্বরাবৃত সে তনু সাজে। যেন বিধুবর মেঘের মাঝে ॥
কিবা ভঙ্গিতে সে চলয়ে পথে। কি ছার কুঞ্জর উপমা তাথে ॥
হাসে মৃদু মৃদু কি সাধ মনে। চারি পাশে চাহে লোচনকোণে ॥
অঙ্গের দোলনি অনঙ্গ মোহে। নরহরি রহু নিছনি তাহে ॥৭॥

অথ স্বাপ্ন সংক্ষিপ্ত সম্ভোগে— (ধানশী)

গোরা ওনা রসের আবেশে। হাসি কহে সুমধুর ভাষে ॥
ওহে সখি ! যে হৈল স্বপনে। কহিতে উপজে লাজ মনে ॥
আহা মরি কিবা তার লেহা। এত কহি না বাঁধয়ে থেহা ॥
পুলক ঝলকে হেম গায়। নরহরি পানে পহুঁ চায় ॥৮॥

অথ সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ-রসোদ্গারে— (শ্রীরাগ)

ভাবের আবেশে নিরজনে। কহে গোরা মধুর বচনে ॥
কে জানে এমন হবে সই। পুছিলে রজনী কথা কই ॥
সে পিয়া পিরীতে মজাইল। এত কহি লাজ উপজিল ॥
আধ হাসি চাহে চারি ভিত। নরহরি না বুঝে রীত ॥৯

কিঞ্চ— (গান্ধার)

সুন্দর গৌর মধুর রসকন্দ। অখিল ভুবন জন-লোচন-ফন্দ ॥
অভিনব সুরধুনীতীর-বিহারী। প্রিয় পরিকর পরমানন্দকারী ॥
অনুখণ প্রেমবিবশ নহু ভঙ্গ। কো সমুঝব উহ ললিত তরঙ্গ ॥
সুরগণ-দুলহ চরিত অনুপাম। এক বদনে কি ভণব ঘনশ্যাম ॥১০।৭৪

ইতি দ্বিতীয়ে বিশেষপ্রকারে দ্বিতীয় আস্বাদঃ ॥১৭৪

অথ তৃতীয় প্রকারঃ

তৎপ্রেমাবিষ্ট-শ্রীনবদ্বীপনাগরীণাং তত্তৎপ্রকারমাহ—

কাচিন্নায়িকায়াস্তদ্দশাং বিলোক্য কাচিৎ সখী সখীং প্রত্যাহ—

(ধানশী)

সে বিধু বদনী রমণীর মণি এমন কেনে বা হৈল গো।
ধৈরয ধরম লাজ কুল ভয় কেবা বা হরিয়া নিল গো॥
অনুখণ মনে মনে কি ভাবয়ে বিষম বাউরী পারা গো।
লোচন-বারিজে বারি নিবারিতে নারে সে সরিত-ধারা গো॥
চমকি চমকি উঠে বারে বারে চকিত চৌদিগে চায় গো॥
খসে কেশ-বেশ বসন ভূষণ পুন না সম্বরে তায় গো॥
ঘামে তিতে তনু অনুপম ঘন কাঁপয়ে বিজুরী যেন গো।
নরহরি হিয়া বিয়াকুল হৈল না দেখি কখন যেন গো॥১॥

পুনঃ ধানশী—

কি বলিব সখি! কি হৈল তারে। তিল আধ ধৃতি ধরিতে নারে॥
বিরতি আহারে কিছু না ভায়। হেম তনু খীণ মলিন তায়॥
করতলে বিধুবদন থুইয়া। অবনত মাথে রহে কি চাইয়া॥
সঘনে নিশাস অবশ অতি। কাঁপে খেণে খেণে বিজুরি জিতি॥
সদা দুটি আঁখি অঝরে ঝরে। তা' দেখিয়া কেবা পরাণ ধরে॥
নরহরি কহে মরম-কথা। সুধাইয়া ঘুচাহ মনের ব্যথা॥২

সখী নায়িকাং প্রত্যাহ— (আশাবরী)

আজু তুয়া পানে চায়া গো। কেবা বা ধরিবে হিয়া গো॥
শুখায়াছে মুখখানি গো। তাহে গদ গদ বাণী গো॥
মলিন হৈয়াছে তনু গো। হেমাঞ্জনমাখা জনু গো॥

ধৈরয ধরিতে নার গো। সদা আনছান কর গো॥
এ সখি! এমন কেনে গো। কহ না কি আছে মনে গো॥
ইথে ভাবে নরহরি গো। না কহিলে প্রাণে মরি গো॥৩।

পুনঃ বরাটি—

শুন শুন সই আন্ হেন নই কেবল তোমার আমি।
দেখিয়া তোমারে পোড়য়ে অন্তরে জানিয়া না জান তুমি॥

সখি! স্বরূপে কহবি মোরে।

আজি হেন কেন মলিন বয়ান ঝামরু দেখিয়ে তোরে॥ ধ্রু॥
নয়ন অরুণ বন্ধুক বরণ তাহে ছল ছল লোর।
দেখি গোরোচনা পাসরে আপনা সে দেহে বিয়াধি তোর॥
না কর বিশাস ছাড়হ নিশাস আমারে কিসের ডর।
বুঝিয়া বিয়াধি করবি ঔষধি তুমিত নহ ত' পর॥
কহিয়া ত ব্যাধি করহ সমাধি না বুঝি করিয়ে ছন্দ।
জানিয়া অন্তর কহয়ে শেখর বিয়াধি গৌরচন্দ॥ ৪

পুনঃ ভূপালি—

এ নব রঙ্গিণী রমণীর মণি পরাণ সজনী মোর।
মরম কহিতে লাজ বাসো চিতে কেমন চরিত তোর॥
তিল আধ নার ধৈরয ধরিতে সদা বিয়াকুল দেখি।
চম্পক কুসুম পানে নিরখিতে নিঝরে ঝরয়ে আঁখি॥
এ ঘর বাহির কর অনুখণ এ তনু পুলকময়।
ভুবনমোহন গোরা চাঁদ ফাঁদে ঠেকিলা মনেতে লয়॥
কহিয়া অন্তর থির কর হিয়া কি আর কপট রাখি।
তুয়া মনমত যতনে করিব ইথে নরহরি সাখী॥ ৫

নায়িকা সখীং প্রত্যাহ— (ধানশী)

কি বলিব সখি ! মরম তোরে। বিধি নিলজিনী করিল মোরে ॥
বাড়াইলুঁ কুলকলঙ্ক কাঁটা। এবে কেবা বা না দিবেক খোঁটা ॥
সাধে মন দিলুঁ তুলহ চাঁদে। পড়ি গেলু বড় বিষম ফাঁদে ॥
নরহরি কহে কি লাজ এথা। বিবরিয়া বোলো সে সব কথা ॥ ৬

তত্রাদৌ দর্শনে— [শ্রীগৌরচন্দ্রস্য প্রথম-দর্শনে নায়িকা-প্রশ্নঃ]
বরাড়ী—

বোলো মোরে ও জনা কেগো সজনি !

কাঞ্চন জিনিয়া অঙ্গ সুনির্মল চাঁদ জিনি মুখখানি ॥ ধ্রু ॥
করিকর-জিনি বাহু-সুবলনি আজানুলম্বিত ভুজে।
করযুগ পদ হেরি কোকনদ জলে লুকায়ল লাজে ॥
ভাঙযুগ বর দেখিতে সুন্দর মদন ত্যজে ফুল ধনু।
তেরছ চাহিয়া হাসিয়া হাসিয়া হরয়ে সভার তনু ॥
কটিতে বসন অরুণ বরণ গলে দোলে বনমালা।
বাসুদেব গানে হৈয়া সাবধানে জগত করেছে আলা ॥ ১

পুনঃ আভীরী—

সই ও নব নাগর কে ?

থকিত দামিনী গোরোচনা জিনি কিবা সে রসের দে।
মুখ শশিপারা হাসি সুধাধারা অধরে অরুণ-ঘটা ॥
কুন্দকলি জিতি দশনের পাঁতি অতুল গণ্ডের ছটা ॥
দীঘল নয়ান যেন কাম বাণ বরিষে ভঙ্গিমা ছাদে।
ভুরু দুটি যেন মনমথ ধনু কে হেরি ধৈরজ বাঁধে ॥
নাসা সুগঠন মুনিমনোরম কপালে তিলক লসে।
শ্রবণে কুণ্ডল করে ঝলমল ভুবন ভুলয়ে কেশে ॥

গলে নানা হার দোলে অনিবার কি দিব উপমা উরে।
আজানুলম্বিত ভুজ সুশোভিত কনক মৃণাল দূরে॥
খীণ কটি মাঝে চীন বাস সাজে গমন কুঞ্জর ভাতি।
কমল চরণে নরহরি মন- মধুপ রৈয়াছে মাতি॥ ২।৮

সখ্যা উত্তরম্‌— **(যথারাগ)**

হেদে গো রঙ্গিণী রমণীর মণি এ তনু নিছনি তোর।
এ তুয়া চরিতে না জানিয়ে চিতে কি সুখ উপজে মোর॥
শুন বলি তোরে দেখিলে যাহারে সে নব নাগর গোরা।
নানা রঙ্গে ফিরে নদীয়া নগরে নাগরী-পরাণ চোরা॥
সাধে কোন্‌ বিধি পাইয়া গুণনিধি গড়িলে রসের দেহ।
সে রূপ-মাধুরী বারেক নেহারি কেহো না ধরয়ে থেহ॥
সে মুখেতে হাসি ঢালে সুধারাশি ভ্রুভঙ্গি বিশেষ ভাতি।
নরহরি জানে লোচন নাচনে মজাইল যুবতী জাতি॥ ১

শ্রীরাগ—

এ নব রঙ্গিণী নিরখিঁলে যারে সে নব রঙ্গিয়া গোরা।
কিশোর বয়েস বেশ নিরুপম সদাই সে রসে ভোরা॥
কত বলিব তাহার কথা।
নদীয়া নগরে নাগরী বধিতে নাগর স্বজিল ধাতা॥ ধ্রু॥
ভুবনমোহন তনুখানি নব পিরীতি অমিয়ামাখা।
বারেক তা' পানে চাহিলে এ কুল- ধরম না যায় রাখা॥
গোকুলে গোকুল- শশিসম সব চরিত বুঝিতে ভার।
নরহরি মন ঝুরে তার লাগি গোরা সরবস যার॥ ২

পুনঃ ভুপালী—

রসিয়া রমণী যে।

মদনমোহন গৌরাঙ্গ বদন দেখিয়া জীয়ে কি সে ॥
যে ধনী রঙ্গিণী হয়।
ও ভাঙ ধনুয়া নয়ানের বাণে তার কি পরাণ রয় ॥
যে জানে পিরীতি ব্যথা।
সেহ কি ধৈরজ ধরয়ে শুনিয়া ও চাঁদ মুখের কথা ॥
বিলাসিনীর মনের দুখ।
আজানুলম্বিত বাহু হেরি ঝুরে পরিসর গোরা বুক ॥
কামিনী কামনা করে।
গুরুয়া নিতম্ব বিলাস বসন পরশ পাবার তরে ॥
গোবিন্দ দাসের চিতে।
গৌরাঙ্গ সুন্দর চরণ-নখর-চাঁদের মাধুরী পিতে ॥ ৩ ॥১১

দেশাগ—

ধনী শুনিয়া সইয়ের মুখে। হিয়া ভরল কত না সুখে ॥
ভেল বেকত মরম কাজ। কিছু ঘুচিল অন্তর লাজ ॥
পুন ধরিয়া সইয়ের করে। ধনী কহয়ে উলসভরে ॥
কিবা মধুর মাধুরী তার। সখি! কহিতে নাহিক পার ॥
ওগো ভুবনমোহন সে। তারে কি দিয়া গড়িল কে ॥
নরহরি সে গুণেতে ঝুরে। তায় দেখি কে ধৈরয ধরে ॥ ১

পুনঃ সুহই—

কিশোর বয়েস বয়েসবেশ। রতন ভূষণ ভূষণলেশ ॥
ললাটে তিলক চন্দন ঠাট। মুকুল তরুণী লাজের বাট ॥
কি খেণে সিনানে বাড়ানু পা। গৌরাঙ্গ দেখিয়া কি করে গা ॥ধ্রু ॥
অধর মধুর দশন জ্যোতি। বাঁধুলি ভিতরে যেহেন মোতি ॥
তাহাতে সঘন হাসির লেশ। জীয়ে কি রঙ্গিণী দেখিয়া কেশ ॥

পরিসর বুকে মালতী মালা। যুবতীহিয়ায় মদনজ্বালা ॥
উন্নত নিতম্ব মাঝারি খীণ। যদু কহে কুলহরণ চিন্ ॥ ২

পুনঃ ধানশী—

ঢল ঢল কাঁচা কাঞ্চন মণি। কি ছার চাঁপার কলিকা গণি ॥
থির বিজুরি করিয়া একে। সেহ নহে গোরা অঙ্গের রেখে ॥
সই সই মো মেন মৈলু। কি খেণে গৌরাঙ্গ দেখিয়া আইলু ॥ধ্রু॥
সাত পাঁচ সখী যাইতে ঘাটে। শচীর কোঙর দেখিল বাটে ॥
হাসিয়া রঙ্গিয়া সঙ্গিয়া সঙ্গে। কৈলে ঠারাঠারি কি রসরঙ্গে ॥
আঁখির চালনি ভাঙর দোলা। মোর হিয়া মাঝে করিছে খেলা ॥
চাঁপার ফুলে চুলের ঝোটা। যুবতী উমতি কুলের খোটা ॥
চাঁদ মলিন বদনচাঁদে। দেখিয়া যুবতী ঝুরিয়া কাঁদে ॥
তাহে তনসুক বসন পরে। গোবিন্দদাস তেঞি সে ঝুরে ॥৩

পুনঃ ধানশী—

লাখবাণ কাঞ্চন জিনি। রসে ঢরঢর অঙ্গের মো যাঙ নিছনি ॥
কি কাজ শরদ কোটি শশী। জগত করিলে আলো গোরা মুখের হাসি ॥
দেখিয়া রঙ্গিমাধর কাঁতি। মৈল মৈল অনুরাগে এ নব যুবতী ॥
সুদশন শিখর-মুরুতি। মরমে ভরমে জাগে পিরীতি আরতি ॥
ভাঙ গঞ্জে মদন ধানুকী। কুলবতী উনমত কৈলে দুটি আঁখি ॥
অলকা তিলকা ভালে শোভে। রঙ্গিণী মনের রঙ্গ বাড়ে ওই লোভে ॥
চাঁচর চিকুরে কবরী। নানাফুল সাজে তায় হেরি হেরি মরি ॥
চন্দনকেশর মাখা তনু। রঙ্গিণীর প্রাণ বাটি লেপিয়াছে জনু ॥
মদন-বিজয়ী দোলে মালা। ইথে কি পরাণে জীয়ে কামিনী অবলা ॥
রাঙ্গাপ্রান্ত পীত পটবাস। পহিরণ নিতম্বিনী রস অভিলাষ ॥
অরুণ চরণ-নখচাঁদ। পাসরি গোবিন্দদাসের চিতবাঁধা ফাঁদ ॥৪

পুনঃ মঙ্গল –

নির্ম্মল কাঞ্চন জিতন বরণ বসনে ভূষণে শোভা।
সুগন্ধি চন্দন তাহাতে লেপন মদনমোহন দেবা ॥
উরের উপর নানা মণিহার মকর কুণ্ডল কাণে।
মধুর হাসনি তেরছ চাহনি হানয়ে মরম থানে ॥
বিনোদ বন্ধান ঢুলিছে লোটন মল্লিকা মালতী বেড়া।
নদীয়া নগরে নাগরী গণের ধৈরজধরম ছাড়া ॥
মদনমন্থর গতি মনোহর তিলক কুন্দন বায়।
ও নখকমল চরণযুগল নিছনি শেখররায় ॥৫॥

পুনঃ ধানশী—

সরুয়া কাঁকালি ভাঙ্গিয়া পড়ে। তাহে তনসুক বসন পরে ॥
কোঁচার শোভায় মদন ভুলে। যুবতী জীবন ঘুরিয়া বুলে ॥
শচীর দুলাল গৌরাঙ্গ চাঁদে। বান্ধল রঙ্গিণী ভুরুর ফাঁদে ॥
আঁখির লোলনি মুচকি হাসি। কুলবতীব্রত নাশিলে বাসি ॥
লবঙ্গ দুলাল চাঁপার ফুলে। কি দিয়া বাঁধল কুন্তলমূলে ॥
চাঁচর কেশের লোটন দেখি। কোন্ ধনী নিজ ধৈরজ রাখি ॥
কপালে চন্দন ফোঁটার ছটা। রসিয়া নাগরী-গরব-কাটা ॥
নিতম্বমণ্ডলে কাম রহি। ইছিয়া নিছিয়া পরাণ দি।
তাহে কোন্ ছার যৌবন লাগে। গোবিন্দদাসের হিয়ায় জাগে ॥৬॥

পুনঃ পঠমঞ্জরী—

সজনি! সে গোরা রসের নিধি। কি দিয়া কিরূপে গড়ল বিধি ॥
সে রূপ-ছটায়ে কেবা না ভুলে। লাজেতে মদন ঘুরিয়া বুলে ॥
দেখিনু ওগো সে কত না ঠাটে। সিনায় এ না সুরধুনীর ঘাটে ॥
বাহু দোলাইয়া প্রবেশে জলে। কুলবতী লাজ না রাখে কুলে॥

আউলাইয়া পড়ে কুন্তল ভারা। কি শোভা সে যেন কালিন্দীধারা ॥
চাহে চারিপাশে কিবা সে ছাঁদে। তাহে নরহরি হিয়া না বাঁধে ॥৭॥

পুনঃ ভূপালি—

সুরধুনী জলে সিনায় গোরা। বিজুরী তরঙ্গ বহে উজোরা ॥
লাবণি চাঁদের ছটার ঘটা। যাতে কুলবতী হয় কুলটা ॥
শচীর কুমার দেখিলু জলে। তিলাঞ্জলি দিলু সকল কুলে ॥
আর অপরূপ চরণ-তলে। রাতা উতপল বন সে জলে ॥
যখন সাঁতারে দু'বাহু মেলি। হেমনালে বিধু-কমলকলি ॥
নাহিয়া উঠয়ে সুন্দর তনু। কনকমদন বেকত জনু ॥
মনে সে উপজে কহিতে নারি। যদু কহে ভাল নয়ানে বারি ।৮॥

পুনঃ আশাবরী—

যাইতে দেখিয়া সোণার গোরা। নয়ানে অঝর ঝরয়ে লোরা ॥
সুরধনীকূলে নাহিয়া উঠে। অঙ্গের ছটায় তরুণী লুঠে ॥
কি হৈল কি হৈল কি হৈল সই। সেই হৈতে আমি মানুষ নই ॥
একে সে দীঘল চাঁচর কেশ। অধিক ঝাঁপল নিতম্বদেশ ॥
আধেক বাঁধল মোহন চূড়া। সে কুলকামিনী দু-কুল বুড়া ॥
গজেন্দ্রদমন গমন হেরি। তরুণী দু-কুল না চায় ফিরি ॥
হিয়ার দোলনি বাহুর শোভা। এ যদুনন্দন নয়ানলোভা ॥৯।

পুনঃ ধানশী—

আর একদিন গৌরাঙ্গ সুন্দর নাইতে দেখিল ঘাটে।
কোটি চাঁদ জিনি বদন সুন্দর দেখিয়া পরাণ ফাটে ॥
অঙ্গ ঢলঢল কনক কষিল অমল কমল আঁখি।
নয়নের শর ভাঙ ধনুবর বিঁধয়ে কাম-ধানুকী ॥
কুটিল কুন্তলে গলে জলধারা যেন মুকুতার দাম।

সকল অঙ্গে মুকুতা ফলল দেখি মুরুছয়ে কাম ॥
মোছে সব অঙ্গ নিচড়ে কুন্তল অরুণ বসন পরে।
বাসুদেব কহে মনে হেন লয়ে রহিতে নারিব ঘরে ॥১০

পুনঃ শ্রীরাগ—

ওগো সই গোরারূপে-সকলি ছাড়ায়। বারেক চাহিতে প্রাণ নয়ান জুড়ায় ॥
আহা মরি কেবা নিরমিল কিবা দিয়া। সে চাঁদবদনে হাসে উথলে অমিয়া ॥
নয়ানের কোণে কত রসের সন্ধান। তাহে কুলবতী কি ধরিতে পারে প্রাণ ॥
চিকণ চাঁচর কেশে মালতীর ফুল। নরহরি জানে সে মজায় জাতি কুল ॥১১

পুনঃ সুহই—

আজু মুই কি পেখিলু গোরা নটরায়। অসীম মহিমা গোরার কহনে না যায় ॥
কেমনে গড়ল বিধি কত রস দিয়া। ঢরঢর গোরাতনু কাঞ্চন জিনিয়া ॥
কত কত চাঁদ জিনি বদনকমল। রমণীর চিত্ত হরে নয়নযুগল ॥
বাসুদেব ঘোষ কহে হইয়া বিভোর। সুরধুনীতীর গোরা করিল উজোর ॥১২

পুনঃ সিন্ধুড়া—

নিরুপম গোরাতনু কবিল কাঞ্চন জনু হেরইতে ভৈগেল ভোর।
ভাঙ ভুজঙ্গমে দংশল মঝু মন অন্তর কাঁপয়ে মোর ॥
সজনি ! যব হাম পেখলু গোরা।
আকুল দিগ বিদিগ নাহি পাইয়ে মদন-মদালসে ভোরা ॥ধ্রু॥
অরুণিত নয়নে তেরছ অবলোকনে বরিষে কুসুমশর সাধে।
জীবইতে জীবনে থেহ নাহি পায়লু ডুবলু গঙ্গ অগাধে ॥
মন্ত্র মহৌষধি তুহুঁ জানসি যদি সো সব করবি উপায়।
বাসুদেব ঘোষ কহে কি কহব এ সখি গোরা বিনু প্রাণ মোর যায় ॥১৩

পুনঃ ধানশী—

যখন দেখিনু গোরাচাঁদে। তখনি পড়িলু প্রেমফাঁদে ॥

তনুমন তাহারে সোঁপিনু। লাজকুলে তিলাঞ্জলি দিনু॥
গোরা বিনু না রহে জীবনে। গোরা মোর নিজ প্রাণধন॥
জীবন না রহে গোরা বিনে। বাসুদেব ঘোষ রস জানে॥১৪॥

পুনঃ তোড়ী—

গোরারূপ লাগিল মরমে। কিবা নিশি কিবা দিশি শয়নে-স্বপনে॥ ধ্রু॥
যে দিকে পড়য়ে দিঠি সেই দিকে দেখি। পিছলিতে করি সাধ না পিছলে আঁখি
কি খেণে দেখিনু গোরা কিবা মোর হ'ল। নিরবধি গোরারূপ নয়ানে লাগিল॥
চিত নিবারিতে চাহি নহে নিবারণ। বাসুদেব কহে গোরা রমণীমোহন॥

পুনঃ সুহই—

নিরবধি মোর মনে গোরারূপ লাগিয়াছে কি করিব কি হবে উপায়।
না দেখিলে গোরামুখ বিদরয়ে মোর বুক পরাণ বাহির হইতে চায়॥
এ সখি! বোল মোরে কি বুদ্ধি করিব।
গৃহপতি গুরুজন নাহি লয় মোর মন গোরা লাগি জীবন তেজিব॥ ধ্রু
সব সুখ তেয়াগিনু কুলে তিলাঞ্জলি দিনু গোরা বিনু আন নাহি ভায়।
নিঝরে ঝরয়ে আঁখি শুন প্রেম মরম সখি! বাসুদেব কি বলিব তায়॥১৬।২৭

অথ চিত্রে— (নায়িকা প্রাহ) দেশাগ

ওগো কি কব সইয়ের কাজ।
হাসি হাসি আসি চারু চিত্রপট দেখাঞা ভাঙ্গিলে লাজ॥
আহা মরি মরি পরাণ নিছিয়ে কিবা সে মুরতি লেখা॥
কনক কেশর জিনি সুমধুর বরণ অমিয়া মাখা॥
ভুরু দুটি কিবা কামের কামান নয়ানে বরিষে বাণ।
পরিসর বুক মুখ নিরখিতে অবলা ধরে কি প্রাণ॥
আজানুলম্বিত ভুজযুগ যেন পসারি করয়ে কোলে।
নরহরি জানে নারি নেহারিতে ভাসিনু আঁখির জলে॥১

পুনঃ সুহই—

সই ! কিরূপ দেখিলু সেই পটে। ওই মদনমোহন যেন বটে॥
জিনি কনক কেতকী রূপ ছটা॥ যেন বরিষয়ে অমিয়ার ঘটা॥
অতি অকাজ করিলু তায় চা'য়া। ওগো হিয়ামাঝে রহিল সামায়া॥
সদা পরাণ কেমন কেমন করে। বুঝি রৈতে নারিব এই ঘরে॥
মনে জানিলু হইবে জানাজানি। হব নদীয়ানগরে কলঙ্কিনী॥
এবে তা' বিনু কিছুই না ভায়। বোল নরহরি কি হবে উপায় ॥২॥২৯

অথ স্বপ্নে—যথা **(ললিত)**

নায়িকা প্রাহ—

আপন মন্দিরে পালঙ্ক উপরে শুতিয়া আছিলু একা।
কাঞ্চন বরণ পুরুষ রতন আসিয়া দিলেক দেখা॥
অতি নিদ নহে কিছু ঘোর হয়ে শুনিছি লোকের কথা।
দুয়ারে কপাট আছে আধ পাট ননদী শুতয়ে তথা॥
নিশি দণ্ড ছয় ইহা বই নয় কহিল পহিল সাঁঝ॥
সে সমে এমন দেখিছোঁ স্বপন জাগিছে হিয়ার মাঝ॥
দেখিয়া বদন মরয়ে মদন শারদ পলায় লাজে।
কোন্ সে যুবতী না করে পিরীতি দেখিলে তখনি মজে॥
অরুণ নয়ান জিনি পাঁচ বাণ মদন ধনুয়া ভুরু।
আজানুলম্বিত বাহু সুশোভিত ও রাম কদলী উরু॥
অঙ্গের ভূষণ কর্পূর চন্দন কণ্ঠে অরুণিম মাল॥
আর রীতে তার না দেখিলু আর ননদী হইল কাল॥
সখি শপতি করিয়ে তোর।
তখন হইতে থির নহে চিতে পুড়িছে অন্তর মোর॥
ননদী-বচনে পাইলু চেতনে ভরমে কহিলু চোর॥

এ কবিশেখর পরম চতুর হাসিয়া করল গোল ॥১

পুনঃ বিভাষ—

ওগো সই নিশির স্বপন কই তোরে।

কিশোর বয়েস নব পুরুষ রতন গো আসি প্রবেশিল মোর ঘরে।
কত শত চাঁদ যেন উদয় হইল গো কিবা অপরূপ রূপছটা।
কনক কেতকীদল দলিত কুঙ্কুম গো দূরে রহু দামিনীর ঘটা॥
চাঁচর চিকুর চারু আউলাইয়া পড়ে গো মালতী কুসুমে বেড়া তায়॥
কি দিব উপমা হেন না দেখি জগতে গো যুবতী-পরাণ মুরুছায়॥
নয়ান ভঙ্গিমা ভুরু ভুবনমোহন গো বদনে মদন-মদ হরে।
ললাটে তিলক কুল- কলঙ্ক বাড়ায় গো নরহরি ধৈরজ না ধরে ॥২

পুনঃ রামকেরী—

ভাল মন্দ কিছু না জানি কখনো না চাহি কাহারু পানে।
তাহে হেন দশা কেন হৈল ইহা সদাই ভাবিছি মনে॥

হেদেগো পরাণ সই।

কুলবতী হৈয়া হৈলু নিলজিনী মরম তোমারে কই॥
অলপ রজনী নিঁদ নহে জানি শুতিয়া আছিনু একা।
হেম তনু নব পুরুষ সুন্দর স্বপনে পাইলু দেখা॥
হরিলে পরাণ নয়ানের কোণে না চিনিয়ে কোন্ চোরা।
কহে নরহরি বুঝিলু সুন্দরি! সে নব নাগর গোরা ॥৩

পুনঃ স্পষ্টমাহ – (বিভাব)

শয়ন-মন্দিরে আজু শুতিয়া আছিলু। নিশির স্বপনে গোরাচাঁদেরে দেখিনু॥
সেই হৈতে প্রাণ পোড়ে শুন গো সজনি! গোরারূপ পড়ে মনে দিবস-রজনী॥
গোরা গোরা করি মোর কি হৈল অন্তরে। বসন তিতিল মোর নয়ানের নীরে॥
আবেশে অবশ অঙ্গ ধরণে না যায়। গোরাভাব মনে গুণি বাসুদেব গায় ॥৪।১৩৩।

অথ শ্রবণে—তত্রাদৌ বন্দিবক্ত্রাৎ শ্রবণে (নায়িকা প্রাহ)
আশাবরী—

সই ! বলিয়ে গুপত কথা ।
গুরুজন সাথে পথে দাঁড়াইতে বিপাকে ঠেকিনু তথা ॥ধ্রু॥
বন্দিগণ নানা রঙ্গে গোরাগুণ কহয়ে পরসপরে ।
শুনি কাণে প্রাণে না মানে ধৈরজ ফিরিয়া আইনু ঘরে ॥
বসিনু বিরলে জ্বলে হিয়া ঘন নিশাস ছাড়িতে দায় ।
বিধি নিদারুণ কৈল কুলবধূ কি আর বলিব তায় ॥
না ভায় ভোজন পান আন্ এবে ঘরে না রহিতে পারি ।
নরহরি মন মরম জানিয়া বোলো কি উপায় করি ॥১

অথ দূতীবক্ত্রাৎ শ্রবণে— (ভুপালি)

সই বিপাকে ঠেকাইলে দূতী ।
তোমাদের ঘরে করে গতাগতি নহে সে চতুরা অতি ॥ধ্রু॥
আসিতে যাইতে বুঝি পথে গোরা- চাঁদেরে দেখিল সে ।
সে রূপ-মাধুরী শুনাইল তাহে ধৈরজ ধরিবে কে ॥
পশিল শ্রবণে মনে অনুমানি সে নব অমিয়া ধারা ।
সাধে সাধে পিয়া হিয়া বিয়াকুল হইনু বাউরী পারা ॥
নারি নিবারিতে কত উঠে চিতে সহিতে নারিয়ে আর ।
নরহরি জানে মনের মরম এ ঘরে রহিতে ভার ॥

অথ সখীবক্ত্রাৎ শ্রবণে— শ্রীরাগ

শুন শুন ওগো প্রাণসম তুমি তোমারে মরম কই ।
অথল অবলা জানি হেন কাজ করিলে আমার সই ॥
কিবা সে মধুর গোরা রূপ-গুণ মাধুরী অমিয়া ধারা ।
বিরলে বসিয়া শুনাইলে মোরে করিলে বাউরী পারা ॥

ঝর ঝর ঝর ঝরয়ে নয়ান না জানি কি হ'ল চিতে।
সদা আনছান করে তিল আধ না পারি প্রবোধ দিতে ॥
এ ঘর করণ কিছু নাহি ভায় উপায় না দেখি আর।
নরহরি কহে কেন মন দিলে এখন ছাড়াতে ভার ॥৩

অথ গীতশ্রবণে— (**সিন্ধুড়া**)

কি বলিব ওগো গৌরাঙ্গ চাঁদের লীলা সুললিত গান।
বারেক শুনিতে শ্রুতি উমড়ই ধৈরজ না ধরে প্রাণ ॥
তিল আধ চিতে পাসরিতে নারি সদাই পড়িছে মনে।
আন্ বাণী কাণে না শুনে না জানি কি গুণ করিলে গানে ॥
গুরুজন পাশে বসিতে না পারি নিরত নয়ান ঝরে।
ভোজন-শয়ন স্বপনের সম মন না রহয়ে ঘরে ॥
খেণে খেণে তনু অবশ এবা কি হইল বিষম জ্বালা।
নরহরি কহে অলপ বয়েসে ঠেকিলে কুলের বালা ॥ ৪।৩৭

ইতি দর্শন-শ্রবণং।

আশাবরী—

গোরাচাঁদের প্রেমেতে মাতি। ধনী কহিল কতেক ভাতি ॥
শুনি সহচরীগণ সঙ্গে। ভেল পুলকিত প্রতি অঙ্গে ॥
পুন প্রবোধ বচন ভণে। কত যুকতি রচয়ে মনে ॥
কেহো চলিলা কাহারু পাশে। তাহে কহে সুমধুর ভাসে ॥ ১

অথ **লালসাদৌ**—অত্র লালসায়াং নায়িকা-চেষ্টা (সখী সখীং প্রত্যাহ)

ধানশী—

সই! তোরে কি বলিব আর।

সে নবীনা ধনী নারে সম্বরিতে কিবা সে লালসা তার ॥ ধ্রু ॥

দলিত কুঙ্কুম গোরোচনা আনি রচয়ে রুচির গায়।
চম্পক কুসুমে শেজ বিছায়ই সঘনে শুতয়ে তায় ॥
গোরা তুঁ আথর দূর সঞে শুনি উছায়ে অন্তর ঘুরে।
অলখিত পথ- পানে নিরিখয়ে নয়ান-নিমিখ দূরে ॥
গুরুজন ত্রাসে নিশাস তেজই বিহিরে কহই মন্দ।
সদাই চঞ্চল চিত প্রবোধিতে নারে নরহরি ধন্দ ॥ ২

পুনঃ আশাবরী—

ধনী হইল বাউরীপারা।
নিরজনে বসি উলসিত খেনে মুদিত নয়ানে ধারা ॥ ধ্রু ॥
গগনে দামিনী হেরি হেরি কর পসারি ধরিতে চায়।
কনক ভূষণ পরে বারে বারে অধিক চঞ্চল তায় ॥
গোরোচনা বাণী শুনে যার মুখে তারে সে জীবন যাচে ॥
গোরী সহচরী- গণে ঘন ঘন যতনে বসায় কাছে ॥
চকিত চৌদিকে নিরখয়ে চিতে ধৈরজ ধরিতে ভার।
নরহরি কহে গৌরাঙ্গে মজিল না জানি কি হবে আর ॥ ৩

পুনঃ বঙ্গাল—

আজু রঙ্গিণী রমণীমণি ধনী গেহ রহই না পারি।
চপল হিয় পিয় গৌরসুন্দর গমন-পন্থ নেহারি ॥
বিরচি ছল বহু বিকল অলখিত কত নিবারব চিত।
তেজি সঘন নিশাস নিরজনে রহই গুরুজন-ভীত ॥
কতহি বিনতি বিথারি সখীমুখে শুনই সো গুণগাম।
হোত বিপুল উছাহ ছবি নব পুলকি তনু অনুপাম ॥
কনক কেতকী কুসুম কর গহি ধরই উর কত ছন্দ।
পহিল লেহ দশা কি অপরূপ নিরখি নরহরি ধন্দ ॥ ৪।৪১

অথ উদ্বেগ— [ধানশী]

সই ! কি আর বলিব যেন ।

সে নব রমণী নারে থির হৈতে না দেখি কখনো হেন ॥ ধ্রু ॥

অঞ্জনে রঞ্জিত খঞ্জনিয়া আঁখি ঝরয়ে জলদ জিতি ।

করতলে রাখি মুখ অবনত নখেতে লিখয়ে ক্ষিতি ॥

কাঁপে ঘন ঘন খসয়ে বসন ঘরমে ভিজিয়া যায় ।

তিলে তিলে অতি মলিন সুচারু অঙ্গ উতাপিত তায় ॥

না কহে বচন নিশসই ঘন না জানি কি করু হিয়া ।

কহে নরহরি করিলে অকাজ সে গোরা-পানেতে চায়া ॥ ১

পুনঃ তোড়ী—

যেদিন হইতে শুনিল সুন্দরী নদীয়াচাঁদের কথা ।

সেই দিন হৈতে না জানি কি হৈল দেখিয়া পাইয়ে ব্যথা ॥

সই কি কব তাহার রীতি ।

রহে নিরজনে কিবা ভাবে মনে সদাই অথির গতি ॥

কাঁপে অনুখণ নহে সম্বরণ সঘনে নিশাস ছাড়ে ।

নিরস অধর আঁখি বারিধারা ধরণী বাহিয়া পড়ে ॥

বি-বরণ ঘন ঘরমে সিঞ্চিত ধরিতে নারয়ে তনু ।

কহে নরহরি না হবে সম্বিত সে গোরা-পরশ বিনু ॥ ২

পুনঃ শুভগা—

আজু ধনী অনি- বার নিরজন মাহ রহই ন থেহ ।

ভুবনমোহন গৌরবিধু বিধি গড়ল তা' সঞে লেহ ॥

প্রবল নব অনু- রাগ গতি অতি চিন্তি অবনত মাথ ।

মলিন তনু ঘন ঘরমময় মন কম্প বিরহিত বাত ॥

চারু চম্পক- দাম বিগলিত যতনে কণ্ঠ সম্ভারি ।

মঞ্জু খঞ্জন কঞ্জ জিনি যুগ নয়নে ঢরকই বারি ॥
সমীপ বহু প্রিয় প্রাণসখী মুখ নিরখি তেজই নিশাস।
হোত তিলে তিলে বিষম ইথে ঘন- শ্যাম হৃদয়ে তরাস ॥ ৩।৪৪

অথ জাগর্য্যে— **(গান্ধার)**

সে কুল কামিনী রমণীর মণি মজিল গৌরাঙ্গ-রসে।
চমকি চমকি উঠে বারে বারে চাহয়ে সকল দিশে ॥
সই! কত রাখিব প্রবোধ দিয়া।
সদাই পীড়িত প্রাণ আনছান দেখিতে বিদরে হিয়া ॥ধ্রু॥
নিরমল তনু মলিন সঘন শুখায় বদন-শশী।
ধরয়ে ধিয়ান যোগিনীর পারা জাগিয়া পোহায় নিশি ॥
অরুণ বরণ আঁখি ছলছল কহিতে বচন আধ।
নরহরি প্রাণ- পিয়া সে দুলহ বিহি কি পূরাবে সাধ ॥১

পুনঃ মালব—

যে হৈতে স্বপনে দেখিল সুন্দরী সুন্দর নদীয়াচাঁদে।
সে হৈতে কি দশা বিধি ঘটায়ল গুমরি গুমরি কাঁদে ॥
সই! হইল বিষম তায়।
তিলে তিলে অতি পীড়িত অন্তর সঘনে চৌদিক চায় ॥
অরুণিম আঁখে নিঁদ না পরশে শেজে না ছোয়ায় গা।
উসসি উসসি জাগে সব নিশি মুখে না নিসরে রা ॥
অতি সুচতুরা প্রিয়সখী কত রাখিবে প্রবোধ দিয়া।
নরহরি প্রাণ- নাথেরে সোঙরি ধরিতে নারয়ে হিয়া ॥২

পুনঃ তোড়ী—

রমণী-মণি ধনী গৌরবর অনু- রাগভরে ভেল ভোর।
রহই ভবন- মাঝার নিরজনে প্রাণপ্রিয় সখীকোর ॥

ললিত কেশ সু- বেশ বিগলিত মলিন বিধুমুখ জোতি।
তেজি সঘনে নিশাস পুন কছু কহই শকতি ন হোতি॥
অরুণ কমল- বিনিন্দি দিঠি দো লোরে ঢরকত যাত।
নিন্দ নিরদয় দিবস দূরে নিশি জাগি করু পরভাত॥
অতিহি পীড়িত প্রাণ ছলছল দেহ ধরই ন যায়।
বেগি উহ ঘন- শ্যাম পহুঁ পয়ে কোন্ কহব বুঝায় ॥৩।৪৭॥

অথ তানবে— **(পঞ্চম)**

সই! ধনী না ধৈরজ বাঁধে।

নবীন বয়েসে কুল মজাইল নিরখি নদীয়াচাঁদে ॥ধ্রু॥
সে চারু চরিতে চিত বিয়াকুল সদাই জপয়ে তায়।
ভ্রমে দিবারাতি অতি দুরবল স্বপনে কিছু না ভায়॥
অমিত চতুর- দশী শশিসম খীণ সুকোমল তনু।
লোচন জলজ জলে টলমল সজল জলদ জনু॥
আহা মরি মরি তারে নিরখিতে মুখে না নিসরে কথা।
নরহরি-নাথ ইথে নিরদয় না জানে মরম-ব্যথা ॥১॥

পুনঃ আশাবরী—

সে নব রমণীমণি কি জানে। এমন হইবে গৌরাঙ্গগুণে॥
সাধে সাধে শুনি সইয়ের মুখে। এবে বারিধারা না রহে আঁখে॥
ভ্রমে অনুখণ মনে কি উঠে। তেজিয়া সে শেজ ধরণী লুঠে॥
খসে কেশপাশ না বাঁধে তায়। অতি দুরবল কিছু না ভায়॥
খেণে খেণে খীণ না যায় দেখা। সে তনু হইল চাঁদের রেখা॥
নরহরি কিবা বুঝাবে তারে। তিল আধ ধৃতি ধরিতে নারে ॥২

পুনঃ দেশাগ—

থোরি বয়ঃ উহ গোরী ভোরি না ধরই ধৈরজ থোর।

লোর লোচন কণ্ঠ কাতর হেরি সহচরী ওর ॥
বেশ বিগলিত কেশ ভূষণ বসন সহই ন গাত।
মঞ্জু বয়ন- মরুঙ্ক বিরহিত হাস রসময় বাত ॥
কৌনে গড়ল অনুপ ইহ নব লেহ কুলভয় খোই।
শিরীষ কুসুম সমান মৃদু তনু খীণ খণে খণে হোই ॥
করই কত কত যতন অন্তরে গৌর দরশ না দেলা ॥
নিপট নিদয় বিচারি নরহরি তুরিত তঁহি চলি গেলা ॥৩

অত্র বিলাপঃ— (**ধানশী—**)

এ সখি! সো বর নারী। বিলপত নিরত নয়নে ঝরু বারি ॥
খণে ভণে গৌর উদার। আয়ল নিয়রে পরাওল হার ॥
খণে ভণে গৌরশরীর। পেখলু বিহরই সুরধুনীতীর ॥
খণে ভণে নিরদয় নাহ। মোহই যুবতী ন করু নিরবাহ ॥
খণে ভণে জীবন মোর। কোটিবদন জিনি মূরতি কিশোর ॥
খণে ভণে ঐছে কি হোয়। যছু গুণে নরহরি নিশিদিশি রোয় ॥৪।৫১

অথ জড়িমায়া— (**সুহই**)

ওগো কত প্রবোধিব তায়।

এ নব বয়েসে হেন দশা ইথে পরাণ উড়িয়া যায় ॥
হিতাহিত চিতে না জানে সকল পুছিলে কিছু না কহে।
না দেখে নয়ানে না শুনয়ে কাণে অবশ হইয়া রহে ॥
নিশসই ঘন ভ্রম বিরচই হুঙ্কার অনবসরে ॥
তিলে তিলে অতি বিপরীত তাহা হেরি কে ধৈরজ ধরে ॥
নদীয়ার শশী পশিল অন্তরে তা' বিনু ধনী না জীয়ে।
নরহরি কহে সে অতি দুলহ নহিলে আনিয়া দিয়ে ॥১

পুনঃ আশাবরী—

সই ! কি কৈলে নদীয়াচাঁদে।

এ নব অবলা কুল মজাইল পড়িল বিষম ফাঁদে ॥
গুরুজনভয় ভুলিল ভ্রমেতে কিছু না রহিল লাজ।
স্বপনে বারেক নাহি হয় মনে যে হেন ঘরের কাজ ॥
সখীসহ হাস বচনবিলাস সকল ঘুচিল তার।
সঘনে নিশাস খসে কেশপাশ বসন সম্বরা ভার ॥
কনক নবনী জিনি তনুখানি হইল জড়ের প্রায়।
নরহরি জ্ঞানে চাহিতে তা পানে বুক বিদরিয়া যায় ॥২॥

পুনঃ হিন্দোল—

সজনি ! ভণব কি ধনীক ধৈরজ ধরম ধরই না গেল।
তরল মতি গতি অতুল তিলে তিলে অতি হি বিপরীত ভেল ॥
গৌরসুন্দর সুঘর রসময় পৈঠি হিয় অকুলাত।
ধ্যান ধরি রহু ভবনমধি পদ আধ চলই ন যাত ॥
কছু না ভায়ত ভোরি গুরুভয় লাজ ভাজি নিকেত।
কোই কত কত যতনে অবিরত পুছই উত্তর না দেত ॥
বহই সঘন নিশাস সহচরী- পাশ দরশ-অভাব।
হোত ভ্রম বহু ভাতি অরু নর- হরি কি ইথে সমুঝাব ॥৩

অথ বৈরগ্যে— (ভুপালি)

ওগো কি কব সইয়ের রীত।

যে ঘর-করণ বিষ সম বাসে তাহে সে মজায় চিত ॥
যারে কত কত যতনে তিলেক মুনি না ধিয়ানে পায়।
হেন গোরাচাঁদে হিয়া মাঝে হৈতে বাহির করিতে চায় ॥
সহচরীগণে ভণে বারে বারে কি আর ও সব কথা।

দিবস-রজনী আন বাণী ভণি ঘুচাহ সকল ব্যথা ॥
কনক ভূষণ নারে নিরখিতে নয়ানে ঝাঁপয়ে বারি।
নরহরি জানে চাহিতে তা পানে বুক বিদরিয়া মরি ॥১॥

পুনঃ কামোদ—

কি কব সজনি! সইয়ের রীতি। নিরুপম নব প্রেমের গতি ॥
খেণে কহে মুই কি কৈলু কাজ। খোয়াইলু গুরুগৌরব লাজ ॥
খেণে কহে কেনে হইবে সিধি। মোরে দুখ দেই দারুণ বিধি ॥
খেণে কহে সুখে ভাসয়ে যেঁহো। কি লাগি সদয় হইবে তেঁহো ॥
এত কহি সখী কোরেতে করি। নিবারিতে নারে আঁখির বারি ॥
নরহরি ধনী-পানেতে চাঞা। গৌরশশি-পাশে চলয়ে ধাঞা ॥২॥

পুনঃ হিন্দোল—

গৌরী নওল কিশোরী নিরুপম লেহ নিরত বিভোর।
ভণই ঘনঘন কাহে নিরদয় হৃদয় পৈঠল মোর ॥
যাহ যঁহি নিজ কাজ কুলবতী নারী হাম অগেয়ান।
ঝুট মঝু অভি- লাব অব কথি লাগি দগধ পরাণ ॥
দৈব দারুণ দূর করলহি ঐছে কুলভয় লাজ।
মানি সহচরী- বাণী ভরমহি করল সকল অকাজ ॥
শুনত সখী ইহ বাণী ধরি ধনী- পাণি করু অবরোধ।
নিয়রে নরহরি নাহ ভেটি মিটাব বিপুল বিরোধ ॥৩॥৫৭॥

অথ ব্যাধৌ— (ধানশী)

নব যৌবনী ধনী অনিবার বিরলে না বাঁধে থির।
বিষম বিয়াধি বিধি সিরজিল নয়নে গলয়ে নীর ॥
খসয়ে বসন সম্বরিতে নারে আউলায়ে কুন্তলভারা।
কনক নবনী জিনি তনুখানি সে হল কেমন ধারা ॥

রহি রহি কহি   বচন চমকি   সঘনে নিশাস ছাড়ে।
উতপত অতি   শীত ক্ষিতিতলে   ঢালিয়া ঢালিয়া পড়ে॥
সখী সুচতুরা   কোরে বসাইয়া   কহয়ে প্রবোধ বাণী।
নরহরি নাথ   নদীয়া চাঁদেরে   এখনি মিলাব আনি॥১॥

পুনঃ আশাবরী—

ওগো কি কৈলে নদীয়াশশী।
বিষম বিয়াধি   ঘটাইল যেন   বারেক অন্তরে পশি॥
সই কেবা প্রবোধিব তায়।
কাহারু বচনে   নাহি পরতীত   পরাণ দহিয়া যায়॥
পড়ি লোটায় ধরণীতলে।
সঘনে নিশাস   না নিসরে বাণী   ভাসয়ে আঁখির জলে॥
সেই নরহরি পঁহু বিনু।
তিলে তিলে অতি   বিপরীত ধনী   ধরিতে নারয়ে তনু॥২॥

পুনঃ গান্ধার—

নবীন ধনী ধৃতি   প্ররম ধবং সল   ঘটল বিষম বিয়াধি।
হোত তিলে তিলে   প্রবল ঔষধ   বিনু কি বচনক সাধি॥
ভেল বি-বরণ   বিমল তনু ঘন   তপত শীত বিথারি।
লুঠত ক্ষিতিতলে   সজল লোচন   যুগলে বিগলত বারি॥
কাহু বচনে   বিশ্বাস নহ উহু   নাহ মিলনে নিরাশ।
হানি শিরে কর   বাণী গদগদ   তেজই দীঘ নিশাস॥
দেই কত শত   শারি বিহি নখে   ফারি হিয় পরবন্ধ।
ধাই সখী তক   ধরুই কর করু   কোরে নরহরি ধন্দ॥৩৬০॥

অথোন্মাদে—   (বীরহাম্বীর)

হেদেগো সজনি!   সইয়ের কাহিনী   কহিতে বিদরে হিয়া॥

বাউরীর পারা হইল সে গোরা রূপেতে নয়ান দিয়া ॥
কিবা দিবা রাতি নাহি কিছু স্মৃতি সদাই ধিয়ান তায় ।
খসে কেশপাশ না সম্বরে বাস চকিত চৌদিকে চায় ॥
সঘনে নিশাস কহে আধ ভাষ পাসরা না যায় কেনে ।
যে অতি শীতল সে হৈল আনল দগধে পশিয়া প্রাণে ॥
আর কি কহিতে নারে থির হৈতে পড়য়ে ধরণীতলে ।
নরহরি কত প্রবোধি রাখিবে ভাসয়ে আঁখির জলে ॥১॥

পুনঃ ভুপালি—

সই ! একি উন্মাদ হৈল ।
সে যে কুলবতী লাজ কুল ভয় সকলি ভুলিয়া গেল ॥
গোরাচাঁদে কি করিলে তারে ।
তিলে তিলে মতি গতি কতি ভাতি কেবা তা বুঝিতে পারে ॥
বিধু মুখে না বচন সরে ।
অরুণ কমল- দল দুটি আঁখি জলে টলমল করে ॥
বোল ইথে কি প্রবোধ দিয়ে ।
নরহরি পহুঁ তুরিতে মিলয়ে তবে সে এ ধনী জীয়ে ॥২॥

পুনঃ দেশাগ—

গৌরবিরহিণী গোরী মতি গতি থোরি বুঝই ন যাত ।
চাহি চহুঁ দিশ সঘনে নিশসই কহই লহু লহু বাত ॥
কনক কেশর কাঁতি মলয়জ- সম সুশীতল মানি ।
পৈঠে মঝু হিয় মাহ অলখিত ভেল দব অব্ জানি ॥
ঐছে কহি অতি থির রহি পুন চলই পদ দুই চারি ।
বিরস তনু অনু- পাম ক্ষিতিতলে লুঠই কবরী বিথারি ॥
হেরি সহচরী তুরিত ধরি করি কোরে করই বিচার ।

দাস নরহরি নাহ বিনু পর- বোধে কি করব আর ॥৩॥

অত্র কামলেখায়াং— (ধানশী)

এ সখি ! সো সুকুমারী। যতনে না রহই সমারি ॥
গৌর-বিরহে জরি যাত। কাজর সম হেম গাত ॥
নিশসই দহন বিথারি। দিঠে ভরু উতপত বারি ॥
মন্দিরে রহু না সোয়াত। তিলে তিলে অতি অকুলাত ॥
চৌকি চাহি চমকিত। লেখই লেখন ত্বরিত ॥
তঁহি গহি নরহরি-পাণি। সোপই কহি কত বাণী ॥ ৪

অথ মাল্যার্পণে— (পঠমঞ্জরী)

দেখিনু বিরলে বসি বালা। গাঁথে সে মালতী ফুলমালা ॥
ধরিয়া সখীর দুটি করে। কহে অতি গদ গদ স্বরে ॥
এ মালা গাঁথিনু বড় সাধে। পরাইহ নদীয়ার চাঁদে ॥
এত কহি থির নাই রয়। সুমধুর আঁখিধারা বয় ॥
অবনী লোটায় হেম দেহা। বিষম হইল গৌরলেহা ॥
নরহরি কহে গোরাবিনু। কেমনে ধরিবে ধনী তনু ॥ ৫॥৬৫॥

অথ মোহে— (হিন্দোল)

ওগো কেবা সিরজিল লেগা।

নদীয়ার চাঁদে চিত মজাইয়া ধরিতে নারয়ে থেহা ॥
সেরূপ লাবণি সে দিঠে চাহনি সে মুখে মধুর হাস।
সব গেল দূরে কি তার অন্তরে না কহে মধুর ভাষ ॥
ভাসে আঁখিজলে লুঠে ক্ষিতিতলে কনকপুতলি জনু।
না সম্বরে বাস দেখিতে তরাস হইল নিচল তনু ॥
না বহে নিশাস ইথে কিবা আশ সে কৈলে বিষম বড়।
কহে নরহরি গোরা নিরদয় অবলা বধিতে দঢ় ॥১

পুনঃ তোড়ী—

কি বলিব সইয়ের চরিত। তিলে তিলে হয় বিপরীত।
ভাসে দুটি নয়ানের জলে। ঢলিয়া পড়য়ে ক্ষিতিতলে॥
বদনে না নিসরয়ে বাণী। নিচল হইল তনুখানি॥
না বহয়ে নাসায় নিশাস। সহচরী পাইল তরাস॥
গোরা গোরা করে তার কাণে। শুনি ধনী কাঁপয়ে সঘনে॥
নরহরি ভাবয়ে উপায়। কে আনি মিলাবে গোরারায়॥২

পুনঃ ভূপালী—

কঞ্জ লোচনী গোরী নবীন কিশোরী থোরি ন থেহ।
গৌরসুন্দর লাগি লোচন ঝরই যৈছন মেহ॥
ধরই কঠিন ধিয়ান শুনই ন আন্ বচন তেয়াগি।
হোত অতি বিপ- রীত তিলে তিলে জলই তনু জনু আগি॥
চাহি সহচরী ওর অবনী- মাঝার পড়ি গড়ি যাত।
ভেলি নিচল নিশাস-বিরহিত হেরি সখী অকুলাত॥
শ্রবণে ভণে উহ নাম, শুনি উঠি চৌঁকি কিয়ে ঘুমে জাগি।
মোহ বিষম দশা কি নরহরি ভণব, জীয়ে বহু ভাগি॥৩।৬৮

অথ মৃত্যুদশায়াং (ললিত)

হেদেগো সজনি! সে নব রমণী পরাণে না জীয়ে আর।
কুসুম-কাননে প্রবেশি, নয়ানে বহয়ে সলিল-ধার॥
ধরি সখী-করে কহে বারে বারে যতন করিলে যত।
সে নহিল সিধি বাদ কৈলে বিধি এ দেহে সহিব কত॥
উত্তর কালেতে যে উচিত তাহা করিবে দেখিত তুমি।
বিরল পাইয়া তারে জানাইবা কি আর বলিব আমি॥
এত কহি ধনী বাণী-বিরহিত মুরুছে ধরণীতলে।

নরহরি সহ-　　চরী, চারি পাশে　　　ভাসয়ে আঁখির জলে ॥১

পুনঃ আশাবরী—

কি বলিব ওগো যে দশা তার।　　জীবন উপায় না দেখি আর॥
সখী প্রতি কহে, এবা কি হইল।　বিহি কৈল বাদ, মনে যে ছিল॥
তাহে মোর এই মালতী লৈয়া।　　বনাইহ হার যতন পা'য়া॥
বিরলেতে কিছু কহিয়া ছলে।　　পরাইহ গোরাচাঁদের গলে॥
মু এবে বিদায় তো সভাপাশে।　　যে উচিত তাহা করিবে শেষে॥
তোমরা বেথিত পরাণ হেন।　　সতত কুশলে থাকিহ যেন॥
এত কহি হিয়া ধরিতে নারে।　　সখী বিয়াকুল নিরখি তারে॥
নরহরি-সহ কাতরে ভণে।　　অবলা-মরম গোরা না জানে॥২

পুনঃ দেশপাল—

সুন্দরী নিজ　　কুঞ্জ মন্দির-　　মাহ কাতর ভেলি।
কণ্ঠসঞে মণি　　হেমহার　　উতারি সখীকরে দেলি॥
ভণই পুন পুন　　গৌর নিরদয়　　দরশ দেই ন মোয়।
করলি বিবিধ　　উপায় ইথে ইহ　　লাজকুল ভয় খোয়॥
ধরহুঁ অব মঝু　　বাত, সহই ন　　যাত জীবন এহ।
দেহ দহন　　জাগাই তুরিতহি　　ভসম করব এ দেহ॥
শুনত ঐছন　　বাণী শ্রবণহি　　পাণি দেই সখী কাঁপি।
হেরি বিষম　　দশা এ নরহরি　　লোরে লোচন ঝাঁপি॥৩।৭১

ইতি দশা দশ

ততশ্চ দূতীগমনে— (তোড়ী)

কি কহব এ সখি! সো ধনী রীত।　উপজল দশমী দশা বিপরীত॥
হেরইতে সহচরী অথির-পরাণ।　ঘন ঘন নিশসই ঝরই নয়ান॥
কোই ধরই ধৈরয হিয়-মাহ।　　রচই যুগতি দরশাইতে নাহ॥

শুভখণ জানি চললি পহুঁ পাশ। নরহরি যতনে দেই আশোয়াস ॥১

অথ বেশাভিসার-সংক্ষিপ্ত সম্ভোগে—(ধানশী)

সো ধনী ধরণী-শয়নে রহু যাঁহি। সহচরী এক আয়ল তহি ঠাঁহি।
পুহুপ-হার পরশায়ল সেহ। চেতন পাই পুলকে ভরু এহ ॥
তুরিত করল তঁহি বিবিধ শিঙ্গার। নিরজনে চলত, লাজ অনিবার ॥
পায়ল নিধি কি হোয়ল দুখ দূরি। নরহরি ভণ বুঝি মনোরথ পূরি ॥২।৭৩

অথ সংক্ষিপ্ত সম্ভোগান্তরে—[সখী সখীং প্রত্যাহ]

আশাবরী—

আজুকার কথা কি কব সজনি! সুখের নাহিক পার।
সে নব রমণী রসে ডগমগ কি দিব তুলনা তার ॥
বসন ভূষণ বেশ নিরুপম কিবা সে কেশের বেণী।
অধরে মধুর হাসি, নাসা-আগে দুলিছে বেশরখানি ॥
সিন্দূর অরুণ বিন্দু মৃগমদ ঝলকে অলকা পাঁতি।
খঞ্জনিয়া আঁখি অঞ্জনে রঞ্জিত চাহনি কতেক ভাঁতি ॥
গলে দোলে নব মালতীর মালা হেরি কে ধৈরজ ধরে।
বুঝি নরহরি- পহুঁ পরাইয়া দিয়াছে আপন করে ॥১

পুনঃ আশাবরী—

আজু পেঁখলু নয়ান ভরি।
ঝলমল করে সেরূপ-লাবণি নিছনি লইয়া মরি ॥
ধনী সুখের সায়রে ভাসে।
তাম্বূলের রাগে অধর উজোর মধুর মধুর হাসে ॥
ওগো সে বেশে ভুবন ভুলে।
মল্লিকা মালতী থরে থরে শোহে সুচারু চাঁচর চূলে ॥
কিবা ভঙ্গি তা কহিব কত।

মনে করি নর- হরি পহুঁ গোরা রসের আবেশে এত ॥২

পুনঃ বঙ্গাল—

আজু কুলবতী বিপুল পুলকিত অঙ্গ ধরই ন যায়।
হাস মিলিত ময়ঙ্কআনন বঙ্কলোচনে চায় ॥
কুটিল কুন্তল বন্ধ-বন্ধুর দাম-বিলেলিত থোর।
ভাঙ ভঙ্গি অনঙ্গ মরদন গণ্ডযুগল উজোর ॥
মঞ্জুতর পরি- ধেয় অম্বর- গঞ্জি জলধর কাঁতি।
অলস যুত লসদ্ দেহদ্যুতি জনু থির বিদ্যুত পাঁতি ॥
চারু করযুগে ঝলকে কঙ্কণ সঘন ঘুঁঘুট দেত।
বুঝল গৌর বিলাসে ইহ সব নিছনি নরহরি নেত ॥৩।৭৬॥

অথ স্বাপ্ন সংক্ষিপ্তসম্ভোগে [সখী নায়িকাং প্রত্যাহ]

ধানশ্রী—

আজু এমন কেন বা দেখি। অতি অলসে উলস আঁখি ॥
কিবা বিপুল পুলক গায়। ঘন বসনে ঝাঁপিছ তায় ॥
ওগো এ তুয়া সখীর মাঝ। কহ মরম, না কর লাজ ॥
ধনী শুনি সুমধুর ভাষে। হাসি কহে নরহরি-পাশে ॥৪।৭৭

ধানশী—

শুন শুন পরাণের সই। নিলজী হইয়া তোরে কই ॥
নিশির স্বপনে এক জনা। বরণ তাঁহার কাঁচা সোণা ॥
কিবা চাঁদমুখের মাধুরী। দেখি জীয়ে, সে কেমন নারী ॥
আঁখি-কোণে কি নব সন্ধান। হানে যেন মদনের বাণ ॥
হাসি হাসি আসি আমা পাশে। কহে কত পরশের আশে ॥
লাজভয়ে মো যাঙ মরিয়া। আলিঙ্গয়ে ভুজ পসারিয়া ॥
না জানিয়ে কি না রসে কাঁপে। ঘন ঘন মুখে মুখ ঝাঁপে ॥

বিথারয়ে পিরীতি-পসার। নরহরি নিছনি তাহার ॥৫॥৭৮

অথ সংক্ষিপ্তসম্ভোগ রসোদ্গারে—

ভূপালী —

পেঁথলু পরম মুদিত সুকুমারী। ঝলমল অঙ্গকিরণ রুচিকারী ॥
নিরজনে বৈঠি মুকুর লেই হাত। মুখ অবলোকনে অবনত মাথ ॥
সখী কছু পুছই যতনে হসি থোরি। শুনইতে লাজে রহই মুখ মোড়ি॥
নয়নকোণে করু রস-পরকাশ। কি কহব নরহরি প্রেমবিলাস ॥৭৯

অত্র প্রার্থনা—

আহা মরি নদীয়া নাগরী গুণবতী। আনে কি জানিবে গোরাচাঁদে যে পিরীতি॥
পরাণপুতুলি গোরা নয়ানের তারা। গোরা লাগি কুলের ধরম ছাড়ে যারা॥
গোরা বিনে তিলেকে কলপসম বাসে। সদাই বিভোর সেই গোরা-প্রেমরসে ॥
নরহরি জনমে জনমে এই আশ। নিশিদিশি গাই যেন এ রসবিলাস ॥৮০॥

ইতি তৃতীয়-প্রকরণে প্রথম আস্বাদঃ ॥

পুনরেতৎ সংক্ষেপতঃ, ক্রমপূর্ব্বং যথা [তত্রাদৌ **দর্শনে**]

সখী সখীং প্রতি— (বিভাষ)

শুন গো সজনি সে নবীনা ধনী কখন না চিনে আনে।
সহচরী-সঙ্গে বিলসয়ে রঙ্গে ভালমন্দ নাহি জানে ॥
যেদিন হইতে চিত্র, স্বপনেতে সাক্ষাতে, দেখিল গোরা।
সেই দিন হৈতে নারে নিবারিতে নয়নে বহয়ে ধারা ॥
ঘরে নাহি মন সদা উচাটন তিলেক কিছু না ভায়।
রহয়ে বিরলে কত কত ছলে সুরধুনী-তীরে যায় ॥
হেম আভরণ পরে অনুখণ মরম বেকত তাহে।
নরহরি পুন পুছিলে গোপন লাজে না কিছুই কহে॥১॥

অথ শ্রবণে যথা (তোড়ী)

কি বলিব ওগো সে কুল-অবলা ধরম রহিল দূরে।
বন্দি-দূতী-সখী- মুখে গীতে গোরা- চরিত শুনিয়া ঝুরে॥
কত না যতনে বিধি আরাধিয়া অনেক শ্রবণ মাগে।
শয়নে স্বপনে সদা সেই কথা হিয়ার মাঝারে জাগে॥
ধৈরজ ধরিতে নারে নিরন্তর অতুল আঁখির ধারা।
ঘরের বাহির যে নহে কখন সে হৈল বাউরী-পারা॥
সে বেশ ভূষণ সব বিসরিত কাহু না ফিরিয়া চায়।
নরহরি পহুঁ বিনে সে বিষম উপায় না দেখি তায়॥২॥৮২

অথ দশদশায়াং— (ভূপালী)

আহা মরি মরি সে নব রমণী সে রসে মজাইলে চিত।
বাড়য়ে লালসা তিলে তিলে অতি বিষম দেখিয়ে রীত॥
গদগদ হিয়া উদ্‌বেগে ধনী ধরিতে নারয়ে ধৃতি।
আনছান প্রাণ নিঁদ নাহি আঁখি জাগিয়া পোহায় রাতি॥
কিবা সুকোমল তনুখানি খীণ যেন সে চাঁদের রেখা।
নানা ভাতি মতি গতি কি কব সে জড়িমা না যায় দেখা॥
দূরে সে আগ্রহ ব্যগ্র অগ্রে সখী করয়ে যতন কত।
দারুণ বিয়াধি দশা ওগো তাহে সকলি করিলে হত॥
উনমাদে সদা দগধে অন্তর কেবা প্রবোধিবে তারে॥
মোহ খেণে খেণে ধরণী লুঠয়ে তাহা কে দেখিতে পারে॥
মরণ-উত্তম করে কুলবতী বুক বিদরিয়ে যায়।
নরহরি গোরা- চাঁদে জানাইতে আতুর হইয়া ধায়॥৯॥৮৩

অথ বেশাভিসারে (ধানশী)

আজু সে রমণী- মণি শোভা যেন দেখিনু আপন আঁখে।

না জানি কি কথা সখীমুখে শুনি ভাসয়ে মনের সুখে ॥
কোন সখী আসি বসি নিরজনে বেশ বিরচয়ে তার।
নিরুপম ছাঁদে বাঁধে কিবা চারু চাঁচর চিকুর ভার ॥
পরাইল কত ভাঁতি আভরণ সিন্দূর সাজাইয়া সিঁথে।
কোন সখী এনা বেশ নিরখিতে মুকুর সোঁপিল হাতে ॥
শুভক্ষণে ধনী পথে অলখিতে চলয়ে চঞ্চল হিয়া।
নরহরি ভণে মনে হেন গোরা- চাঁদেরে মিলিব গিয়া ॥১।৮৪

অথ সংক্ষিপ্ত সম্ভোগে··· (গান্ধার)

সখি ! সে নব রমণীমণি।
সুখের পাথারে সাঁতারয়ে অঙ্গ ঝলকে দামিনী যিনি ॥ধ্রু॥
কিবা সে শিথিল বেশ সুশোভিত কি দিবে তুলনা তার।
পিঠের উপরে লোটাইয়া পড়ে ললিত কুন্তলভার ॥
সে বিধুবদনে সুমধুর হাসি হাসিয়া কহয়ে কথা।
শ্রবণ-চসকে সে অমিয়া পিয়া ঘুচয়ে হিয়ার ব্যথা ॥
কত ভঙ্গি করি বসে সখী মাঝে আজু এ এমন কেনে।
নরহরি কহে বুঝি বিলসিল সে গোরানাগর সনে ॥১।৮৫॥

অথ স্বাপ্ন সংক্ষিপ্ত সম্ভোগে—[সখী নায়িকাং প্রত্যাহ]

ওহে সুবদনি ! আজু কি রঙ্গ। সঘনে বসনে ঝাঁপিছ অঙ্গ।
অনুখণ মন উনমত দেখি। রসে ডুবুডুবু হইছে আঁখি ॥
হিয়া গর গর বুঝিয়ে কাজে। স্বপনে ভেটিলা নাগররাজে ॥
শুনী বাণী ধনী উলস মনে। নরহরি পহুঁ চরিত ভণে ॥১।৮৬

নায়িকা প্রাহ— (বিভাষ)

কি কহব রে সখি ! স্বপনক ভাব। অযতনে মোহে হোয়ল বহু লাভ ॥
একাকী আছলি হাম বনাইতে বেশ। মুকুরে নিরখি মুখ বাঁধলু কেশ ॥

তৈখণে মিলল গোরা নটরাজ। ধৈরয ভাঙ্গল কুলবতীলাজ ॥
দরশনে পুলকে পূরল তনু মোর। বাসুদেব ঘোষ কহে করলহি কোর ॥১

পুনঃ ললিত—

রজনী-স্বপন শুন গো সজনি! বলিয়ে নিলজী হইয়া।
ধীরে ধীরে গোরা মন্দিরে প্রবেশে চকিত চৌদিকে চাইয়া ॥
হাসিয়া হাসিয়া রসিয়া আসিয়া বসিয়া সিথান-পাশে।
নিজ করে মোর অধর পরশি সুখের সায়রে ভাসে ॥
সুমধুর বাণী ভণি নানা ভাতি মাতিয়া কৌতুক-হলে।
ভুজে ভুজ দিয়া হিয়া মাঝে রাখি ভিজয়ে আঁখির জলে ॥
আপনার মনে মানে পাই নিধি তিলেক ছাড়াইতে ভার।
নরহরি-প্রাণ পিয়া পিরীতের মূরতি কি কব আর ॥২

পুনঃ ধানশ্রী—

শুন গো পরাণ সই। নিশির স্বপন কই ॥
কিবা সে রঙ্গিয়া গোরা। অবলা পরাণ চোরা ॥
মধুর মধুর হাসি। ঘরে সামাইল আসি ॥
মদনে বিভোর হৈয়া। মো-পানে রহয়ে চাইয়া ॥
উরজ-পরশ আশে। কত না আদরে তোষে ॥
সখীর ইঙ্গিত পাঞা। কাঁপয়ে কোলেতে লঞা ॥
বদনে বদন দিতে। না জানি কি হৈল চিতে ॥
নরহরি কহে ভাল। কুলের ধরম গেল ॥৩ ॥

পুনঃ ললিত—

হেদেগো সজনি! রজনী-স্বপন বিরলে বলিয়ে তোরে।
রসিকশেখর গোরা রসভরে অথির হেরিয়া মোরে ॥
হাসি হাসি আসি কুচ পরশিতে তরসি ঠেলিলু পাণি।

মনরে উলাসে　　পাশে বসি কত　　কহয়ে কাকুতি বাণী ॥
নয়ানের কোণে　　চাহিলু তা পানে　　তখনি নাগররাজ।
বদনে বদন　　ঝাঁপি কাঁপে ঘন　　অমনি পাইলু লাজ ॥
নরহরি পহুঁ　　পরাণ পুতলি　　এত বা জানয়ে রঙ্গ।
সাধে করি কোলে　　অলপে অলপে　　তলপে গড়ায় অঙ্গ ॥৪

পুনঃ বিভাষ—

স্বপনে বঁধুয়া মোর　　পালঙ্কে বসিয়া গো　　বারেক চাহিলু তার পানে।
পিরীতি মুরতি গোরা　　কত আদরিয়া গো　　আপনা অধীন করি মানে ॥
সে চাঁদ বদনে মোরে　　বারে বারে কয় গো　　পরাণ অধিক মোর তুমি।
ইহা বলি কোলেতে　　করিয়া সুখে ভাসে গো　　লাজেতে মরিয়া যাই আমি ॥
সাজায়া তাম্বূল মোর　　বদনে সোঁপিয়া গো　　মদনে বিভোর হইয়া চায়।
সে কর-পল্লবে পুন　　অধর পরশি গো　　পরাণ নিছিয়া দেই তায় ॥
মধুর মধুর হাসি　　অমিয়া বরষে গো　　কিবা বা সে সুরসিকপনা।
নরহরি প্রাণপিয়া　　হিয়ার পুতলি গো　　যুবতী মোহিতে একজনা ॥৫।৯১

অথ সংক্ষিপ্তসম্ভোগরসোদ্‌গারে　　(বিভাষ)

সহচরী পরম উলাসে।　　পুছে কত সুমধুর ভাষে ॥
কহ গোরাচাঁদের বিলাস।　　কেমনে পূরিল অভিলাষ ॥
শুনি ধনী আনন্দে সাঁতারে।　লাজে কিছু কহিতে না পারে ॥
নরহরি না বুঝে এ রঙ্গ।　　অপরূপ প্রেমের তরঙ্গ ॥১।৯২

অত্রাপি প্রার্থনা—　　(তোড়ী)

নদীয়া নাগরী চরিত যত।　　একমুখে তাহা কে কবে কত ॥
রসে ডগমগ সভার হিয়া।　　গড়াইল বিহি জানি কি দিয়া ॥
গোরা প্রেম-সুধাসায়রে নিতি।　সাঁতারয়ে সভে কে বুঝে রীতি ॥
কহে নরহরি মরম-কথা।　　গাই যেন সদা এ গুণগাথা ॥৯৩॥

ইতি তৃতীয় প্রকরণে দ্বিতীয় আস্বাদঃ ॥
পূর্ব্ব ১৭৪। ২৬৭

ওহে বন্ধুগণ আস্বাদহ সাবহিতে। গাইল ত্রিবিধ গৌর-গীত ক্রমমতে ॥
শ্রীরাধিকা-পূর্ব্বরাগ প্রথমে এ ত্রয়। গাইব গায়ক যবে যেই ইচ্ছা হয় ॥
নরহরি কহে কৃপা কর শ্রোতাগণ। স্ফুরুক এ পূর্ব্বরাগ রসের গায়ন ॥

শ্রীরাধারমণ শ্রীমদ্বৃন্দাবনসুধানিধে!
শৃঙ্গারাধীশ মাং পাতু ললিতাদিপ্রিয় প্রভো!!

মোহিনী ছন্দঃ।

জয় জয় শ্রীউজ্জ্বল রস সুন্দর। যো রসময় রাধানাগরবর ॥
সকলরসাকর পরম মনোরম। রসিকবৃন্দ-মুদবর্দ্ধন নিরুপম ॥১

দোহা—

শ্রীমদ্রাধাকৃষ্ণ রস অমিয় পরম অনুপাম।
রসিক সঙ্গ অনুরাগ জিয় কব পীয়ব ঘনশ্যাম ॥০॥

শুন শুন শ্রোতাগণ হইয়া সন্তোষ। ক্রমভঙ্গে মু অজ্ঞে না লইবে দোষ ॥
অপূর্ব্ব শৃঙ্গার রস হরে সর্ব্বখেদ। বিপ্রলম্ভ সম্ভোগ—শৃঙ্গার দুই ভেদ ॥

উজ্জ্বলে—

স বিপ্রলম্ভঃ সম্ভোগ ইতি দ্বেধোজ্জ্বলো মতঃ ॥

বিপ্রলম্ভ চতুর্বিধ উজ্জ্বলে প্রকাশ। পূর্ব্বরাগ মান প্রেমবৈচিত্ত্য প্রবাস ॥

তথাহি উজ্জ্বলে—

পূর্ব্বরাগস্তথা মানঃ প্রেমবৈচিত্ত্যমিত্যপি।
প্রবাসশ্চেতি কথিতো বিপ্রলম্ভশ্চতুর্বিধঃ ॥

চতুর্বিধ সম্ভোগ কহিয়ে মুখ্যাখ্যান। সংক্ষিপ্ত সংকীর্ণ সম্পন্ন সমৃদ্ধিমান্ ॥
স্বপ্নপূর্ব্ব এই চারি গৌণ সংজ্ঞা হয়। সন্দর্শন জল্প স্পর্শাদি আর কত হয় ॥

তথাহি উজ্জ্বলে—

দর্শনালিঙ্গনাদীনামানুকূল্যান্নিষেবয়া।
যূনোরুল্লাসমারোহন্ ভাবঃ সম্ভোগ ঈর্য্যতে ॥

মনীষিভিরিয়ং মুখ্যো গৌণ্যশ্চতি দ্বিধোদিতঃ ॥
মুখ্যো জাগ্রদবস্থায়াং সম্ভোগঃ স চতুর্বিধঃ।
তান্ পূর্বরাগতো মানাৎ প্রবাসদ্বয়তঃ ক্রমাৎ।
জাতান্ সংক্ষিপ্ত-সঙ্কীর্ণ-সম্পন্নর্দ্ধিমতো বিদুঃ ॥
স্বপ্নে প্রাপ্তিবিশেষোহস্য হরে র্গৌণ ইতীর্য্যতে ॥
অথৈতেষু নিরূপ্যন্তে তদ্বিশেষাঃ সুপেশলাঃ।
যেহনুভাবদশামস্যাঃ প্রাপ্নুবন্তি রতে স্ফুটং ॥
তে তু সন্দর্শনং জল্পঃ স্পর্শনং বর্ত্মরোধনমিত্যাদয়ঃ ॥

সম্ভোগ পুষ্টিতা বিপ্রলম্ভে বিলক্ষণ। পূর্বরাগক্রমে ইহা কর আস্বাদন ॥

তথাহি উজ্জ্বলে—

যূনোরযুক্তয়ো র্ভাবো যুক্তয়ো র্বাথ যো মিথঃ।
অভীষ্টালিঙ্গনাদীনামনবাপ্তৌ প্রকৃষ্যতে ॥
স বিপ্রলম্ভো বিজ্ঞেয়ঃ সম্ভোগোন্নতিকারকঃ।
ন বিনা বিপ্রলম্ভেণ সম্ভোগঃ পুষ্টিমশ্নুতে।
কষায়িতে হি বস্ত্রাদৌ ভূয়ান্ রাগো বিবর্দ্ধতে ॥

শ্রীরাধিকা-পূর্বরাগ রসের পাথার। প্রথমে গাইয়ে শ্রীউজ্জ্বল-অনুসার।

তথাহি উজ্জ্বলে—

অপি মাধবরাগস্য প্রাথম্যে সম্ভবত্যপি।
আদৌ রাগে মৃগাক্ষীণাং প্রোক্তে স্যাচ্চারুতাধিকা ॥

দর্শন শ্রবণাদিতে জন্মে যেই রতি। সঙ্গমের পূর্বে সেই পূর্বরাগ খ্যাতি ॥

তথাহি উজ্জ্বলে—

রতি র্যা সঙ্গমাৎ পূর্বং দর্শন-শ্রবণাদিজা।
তয়োরুন্মীলতি প্রাজ্ঞৈঃ পূর্বরাগঃ স উচ্যতে ॥

সাক্ষাৎ চিত্রপট স্বপ্ন আদি যে দর্শন। বন্দীদূতী সখীমুখে গীতাদি-শ্রবণ ॥

লালসাদি দশা—কামলেখা মাল্যার্পণ। সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ আদি ইহাতে বর্ণন ॥
আদি শব্দে সম্পন্ন স্পর্শিব সংক্ষিপ্তেতে। জানো সে কচিৎ মহাপ্রেমবিহ্বলেতে॥
শ্রীউজ্জ্বলক্রমমত কহি তার পরে। কব সে সংক্ষেপে আর স্ফুরে যে অন্তরে॥
পূর্ব্বরাগে রাইদশা দেখি সখীগণ। পরস্পর কহে নানা বিতর্কবচন ॥
করয়ে লালসা ব্যক্ত ভাসি প্রেমরসে। নরহরি গায় তাহা মনের উল্লাসে ॥

শ্রীরাধিকায়া স্তদ্দশাং বিলোক্য কাচিৎ সখী সখীং প্রত্যাহ—

ধানশী—

চন্দ্রবদনী ধনী রঙ্গিণী রাধা। মাধুরী নিরুপম চরিত অগাধা ॥
পেখলু আজু কি অপরূপ রঙ্গ। ঘন ঘন মোড়ই সুললিত অঙ্গ ॥ধ্রু॥
মধুরিম খঞ্জন নয়ন পসারি। অনুখণ চৌদিক চকিত নেহারি ॥
হিয় অতি অথির হোয়ই অবিরাম। কি ভেল কছু না বুঝই ঘনশ্যাম ॥১

পুনঃ বালা ধানশী—

রাইয়ের চরিত বুঝিতে ভার। এমন কখনু না দেখি আর ॥
কানড় কুসুম করেতে লইয়া। অনিমিখ আঁখে রহয়ে চায়া ॥
তিল আধ ধৃতি ধরিতে নারে। অনুখণ মনে মনে কি করে ॥
কি হৈল অন্তরে কিছু না ভায়। নরহরি কত সুধাবে তায় ॥২

পুনঃ তোড়ী—

শুনইতে কাণে　আন শুনতহি　অরু বুঝইতে বুঝত আন ।
পুছইতে গদগদ　উতর না নিকসই　কহইতে সজল নয়ান ॥

সখি হে ! কি ভেল এ বর নারী।

করহি কপোল　থকিত রহু ঝামরি　জনু ধনহারি জুয়ারী ॥ধ্রু॥
বিছুরল হাস　রভস রসচাতুরি　বাউরী জনু ভেলি গোরী ।
ঘন ঘন দীঘ　নিশসি তনু মোড়ই　সঘন ভরম ভেলি ভোরী ॥
কাতর কাতর　নয়নে নেহারই　কাতর কাতর বাণী ।

না জানি কোন্ দুখে দারুণ বেদন ঝর ঝর কমলনয়ানি॥
ঘন ঘন নয়ানে নীর ভরি আয়ত ঘন ঘন অধরহি কাঁপ।
বলরাম দাস কহ জানলু জগমাহ প্রেমক বিষম সন্তাপ॥৩॥

পুনঃ সুহই—

আজু এ চন্দ্রবদনী সুকুমারী। কাহে ঐছে ভেল লখই ন পারি॥
প্রেম কি কবহি করই ইহ রীত। লাগল দেব-দিঠি ন পরতীত॥
নিকরুণ বিহি কি করল নাহি জান। হোয়ল বিষম দশা অনুমান॥
নরহরি কহই সখীক মুখ হেরি। পুছহ শপথ দেই পুনবেরি॥৪

সখী শ্রীরাধিকাং প্রত্যাহ— (সুহই)

রাই! এমন কেনে বা হইলা। কিরূপ দেখিয়া আইলা॥
মরম কহ না মোয়। বিয়াধি ঘুচাও তোর॥
না পারি বুঝিতে রীত॥ সব দেখি বিপরীত॥
সোনার বরণ তনু। কাজর ভৈ গেল জনু॥
নয়ানে বহয়ে ধারা। কহিতে বচন হারা॥
জ্ঞানদাস মনে জাপ। কহিলে ঘুচিবে তাপ॥৫॥

পুনঃ ধানশী—

নয়নক নীর থির নাহি বাঁধই পুন পুন মেটসি তায়।
এ মুখমণ্ডল কাহে নিরস ভেল কহ কাঁহা দৌদল গায়॥
সখিহে! না বুঝিয়ে তোহারি চরিত।
নিজ মনোরথ তুহুঁ নিজজনে বঞ্চসি কিয়ে কঠিন তুয় চিত॥ধ্রু॥
খণে খণে অঙ্গহি পুলক মুকুল ভরু বসনহি গোপসি তায়॥
সচকিত লোচনে জলদ নেহারসি মানসি হাথ বাঢ়ায়॥
ইহ ঘর বাহির করসি নিরন্তর খণে খণে দশ দিশ হেরি।
ময়ূর ময়ূরী সহ হাসি সম্ভাসসি কণ্ঠ হেরসি ফেরি ফেরি॥

কেলি কদম্ব বিপিন পুন হেরসি ঘন ঘন তেজসি শ্বাস।
কালিন্দী নামে রোই উতরোলসি ভণ ঘনশ্যামর দাস ॥৬

এতৎ শ্রুত্বাপি মৌনং লক্ষ্যতে, পুন স্তত্রাহ (বেলাবলী)

সুন্দরি ! কি কহব কহই না হোয়।

জানলু কঠিন কপটমতি অতিশয় কো কছু সুখদ সরলমতি তোয় ॥ধ্রু
গোপসি মরম না কহসি কাহু সঞে নিজজন মরম না সমুঝসি থোরি।
তোহে কাতর হেরি কাতর অতিশয় সহই না পারি রহই দিঠি মোরি ॥
তুয় মুখ মলিনে মলিনমুখী সখী কছু কহইতে বদনে না নিকসই বাণী ॥
তেজসি তুহু যব চমকি শাস তব ঘন ঘন নিশসি ধরই উরে পাণি
তুয় যুগ নয়ন- কমলে জল গলইতে গলয়ে নয়ন জনু সুরধনী ধারা
দহই হৃদয় তুয় লাগি দিবস নিশি নরহরি সহ করু যুগতি অপার ॥৭॥

পুনঃ ধানশী—

এ ধনি ! পুছইতে না কহসি বাত। সহচরী জীবন সঘনে অয়ি যাত ॥
তুহু ভেলি বিকল তোহে সখি হেরি। শিরে কর হানি রোয়য়ে বহুবেরি ॥
শুনইতে তুয়মুখ বচনহি থোরি। দেবে মানায়ই করযুগ যোড়ি ॥
অনুখণ দুখিত সকল সখী তোর। করু কত খেদ কহই নাহি ওর ॥
কহইতে যদি তুহু করবি বিয়াজ। হোয়ব বিষম বুঝলু সখীমাঝ ॥
তাহে ভণহ নিজ বচনবিশেষ। নরহরি সাথী না রহু দুখলেশ ॥৮॥

পুনঃ বেলাবলী—

এধনি ! পুন পুন কহব কি তোয়।

তুয়া বেদন কভু সহই না পারই অবনত মাথ সঘনে সব রোয় ॥ধ্রু
কহ সখী মাঝ শুনি কি মুখ মোড়ব জীবন পণ এক করব নিরধার ॥
চঢ়ব অচলে পুন পড়ব ধরণি পর পীয়ব বিষম গরল অনিবার ॥
বজর-নিপাতে ছাতি তঁহি পাতব দহদহ দহনে করব পরবেশ।

বুড়ব অধিক অগাধ সিন্দুমধি যোগিনীবেশে ভ্রমব সবদেশ ॥
গলব হিমালয়ে করব কঠিন তপ বৈঠব নিপট বিকট বনমাঝ ॥
শিখব মন্ত্র মহৌষধি নরহরি যৈছে হোয়ব সিধি করব সে কাজ ॥৯

পুনঃ বেলোয়ার—

এনব রমণী-শিরোমণি গোরী।

হোয়সি দুখিত দুখায়সি পরিজনে মরম না বুঝসি বুঝল বুধি থোরি॥ধ্রু
যদি কেহ কহি কি কাজ সিধি হোয়ব ইহ সংশয় চিতে না কর বিচার ॥
ভগবতী চরণ প্রতাপে সুলভ সব এ তুয় সখী ন কি করই না পার ॥
রোকব তপন করব কর শীতল লঙ্ঘব মেরু করব পুন চুর ॥
বিষধরে অমিয় বমায়ব অম্বুধি পিয়ব দহন দরপ করব দূর ॥
কালিম হরব করব বিধু পূরণ বাধব পবন বহায়ব মন্দ।
শেতিম মেটি অসিত ঘনে দামিনী থির করব নরহরি পরবন্ধ ॥১০॥

পুনঃ সুহই—

এধনি! কাহে না কর বিশোয়াস। বুঝি কছু দোষ করলু তুয়া পাশ ॥
কিয়ে ইহ ভাগ হোয়ল অতিহীন। কিয়ে সখীগণে তুহু জানসি ভিন ॥
কিয়ে কৌ নিন্দব ইহ অনুমানি। না কহসি মরমক বেদন বাণী ॥
নরহরি না বুঝই কিয়ে হিয় মাঝ। নিজজনে গোপন অনুচিত কাজ ॥১১॥

শ্রীরাগ—

শুনইতে সহচরী-বাণী। নিশসই কমলনয়ানী ॥
নিঝরে ঝরই দিঠি লোর। অবনত বয়ন উজোর ॥
উমড়ই হিয় নবলেহ। যতনে না বাধই থেহ ॥
নরহরি সহচরী পাশ। কহে ধনী গদগদ ভাষ ॥২১

শ্রীমধ্যাহ— (শ্রীরাগ)

কি জানি বিয়াধি মোর হতচিতে উপজল কিছুই না পাইয়ে থেহ ॥

বুঝিতে না পারি হাম   কিবা হয় পরিণামে   কৈছনে হোয়ব এহ ॥
ইহ মঝু বেদন   হিয়ে হয় যৈছন   সাধি নহে কহিয়ে বিশেষ।
উপশম লাগি যদি   করি তছু ঔষধি   নিন্দব দেশ বিদেশ ॥
সই ঘুচয়ে মরমক দাহ।
যাহাতে নাহিক লাজ   যদি হয় অছু কাজ   ঐছে উপায় হান চাহ ॥ধ্রু॥
যদুনন্দনে কহে   শুনিলে সে ভাব নহে না করো মরমে তুহুঁ আন॥
তোমার অন্তরে যাহা   তেজি লাজ কহ তাহা তবহুঁ সে করিয়ে বিধান॥১৩

পুনঃ শ্রীমত্যাহ—   (সুহই)

কি পুছহ এ সখি! করলু অকাজ। কহইতে অন্তরে উপজয়ে লাজ ॥ধ্রু॥
কোই সুপুরুষ সরসতনু শ্যাম। বুঝি ব্রজমাঝ রহই কো গাম ॥
পৈঠল অলখিত হিয়মাহা মোরি। ধৈরজ ধরম না রাখল থোরি ॥
পলছন মন না রহয়ে মঝু ঠাম। ভেল বিপরীত জানয়ে ঘনশ্যাম ॥১৪

ততঃ সখী আহ—

এ ধনি পদুমিনী গোরী। জানলু তুহুঁ অতি ভোরী
চতুর সখীক সমাঝ। কহইতে বাসহ লাজ ॥
ইথে উপজয়ে মঝু হাস। অবহু না কর বিশোয়াস ॥
কহ কহ বিবরি বিশেষ। না রহব ইহ দুখলেশ ॥
তুয়া লাগি তেজব পরাণ। করব তোহারি মনমান ॥
শুনি সুখে উমড়য়ে রাই। কহে নরহরি মুখ চাই ॥১৫॥

তত্র দর্শনং, তথাহি উজ্জ্বলে—

সাক্ষাৎ কৃষ্ণস্য চিত্রে চ স্যাৎ স্বপ্নাদৌ চ দর্শনং।

সাক্ষাৎ যথা— শ্রীকৃষ্ণস্য প্রথমদর্শনে শ্রীরাধাপ্রশ্নঃ—

বেলাবলী—

এ সখি! কো উহ নব যুবরাজ।

নীপ নিকট নট বর তিরিভঙ্গিম মনমথদমন ভুবনজয়ী সাজ॥ ধ্রু

মরকত তিমির জলদ দলিতাঞ্জন পুঞ্জ দরপভর ভঞ্জন কাতি।

কুঞ্চিত কচ-রচ নাতি রুচির শিখি- পিঞ্ছ কুসুম তহি মধুকর ভাতি॥

ভাল তিলক ঝল কত শ্রুতি কুণ্ডল গণ্ড সুগঠন মুকুর রহু দূর।

অতুলিত মোতি জোতি লস নাসিক খগপতি চঞ্চু গরব করু চুর॥

শরদ সুধাকর- নিকর নিন্দি মুখ মধুরিম অমিয় ঝরত মৃদুহাস।

লোচন চপল- চোর কুলবতী চরিত কি সমুঝব নরহরি দাস॥১৬

পুনঃ শ্রীরাগ—

ইন্দীবর উদর সহোদর মেদুর শোভা।

কাঞ্চননিভ অম্বর পরিধান ভুবন লোভা॥

পরিসর বর-বক্ষ লসত মুক্তা মণিহারা।

নীলাচলশিখরোপরি জনু জাহ্নবীধারা।

চঞ্চল অলকাবৃত মুখ মঞ্জুল ছবি ভারি।

বিকসিত কমলে জনু ভ্রমরাবলি বলিহারী॥

খঞ্জন যুগলোচন ধৃতিমোচন ঘনশ্যাম।

জগদনঙ্গময় করু সখি! কো যুবাভিরাম॥১৭॥

ততঃ সখ্যা উত্তরং— (ধানশী)

রাই কত কব তুয়া কাছে। জলদ বরণে কেউ আছে॥

যে বারেক চায় তার পানে। সে কভু না লাজ ভয় মানে॥

কুলে শীলে তিলাঞ্জলি দিয়া।　　রাই রহয় বাউরী হইয়া॥
হেন কুলবধূ নাই আর।　　সদা না ঝুরয়ে হিয়া যার॥
সে শোভা-সায়রে রহে ভাসি।　　মদনে মাতয়ে দিবানিশি॥
কিরূপ দেখিলে কালাচাঁদ।　　কেমন তাহার প্রেমফাঁদ॥
দেখিতে কেমন হৈল হিয়া।　　কহ কহ লাজ তিয়াগিয়া॥
অমিয়া ঝরয়ে তুয়ামুখে।　　পিয়া হিয়া উমড়য়ে সুখে।
নরহরি নিছনিয়াপরাণে।　　শুনিতে কত না সাধ মনে॥১৮

পুনঃ ধানশী—

এ ধনি! সমুঝল শুভদিন আজ।　　মরম উঘারি কহবি সখীমাঝ॥
শুনি সখী-বচন রমণীমণি গোরী।　　পুলকিত তনু অনুপম রস ভোরি॥
ঝাঁপি বসনে মৃদু অধর উজোর।　　করু দিঠে ভাঙ্গি ভুবন মনচোর॥
নরহরি সহ সহচরী মুখ হেরি।　　অধিক উচ্ছাহে কহই পুনবেরি॥১৯

শ্রীমত্যাহ—　　(তোড়ী)

মত্ত ময়ূর　　শিখণ্ডক-মণ্ডিত　　চূড়য়ে মালতী মাল।
পরিমলে মাতি　　পাঁতি মত্ত মধুকর　　গুঞ্জরে ততহিঁ রসাল॥
সজনি! পেঁখলু বরজকিশোর।
পিবইতে বদন-　　সুধাকর মাধুরি　　ভুলল নয়নচকোর॥ধ্রু॥
নীল জলদ তনু　　ভাঙ মদন ধনু　　নয়নকমল ফুলবাণ।
জরজর লাজয়ে　　গুরুকুল গৌরব　　সংশয় রহল পরাণ॥
মদন মকর জনু　　মণিময় কুণ্ডল　　টলমল দোলত কাণে।
হেরইতে কুলবতী-　　মীন গরাসয়ে　　গোবিন্দ দাস পরমাণে॥২০

পুনঃ সিন্ধুড়া—

অঙ্গে অঙ্গে মণি　　মুকুতা খিচনী　　বিজুরি চমকে তায়।
ছিছি কি অবলা　　সহজে চপলা　　মদন মুরুছা পায়॥

মরি সই! ওরূপ নিছনি লৈয়া।

কে জানে কি খেণে কো বিধি গড়ল কিরূপ মাধুরি দিয়া ॥ধ্রু॥
ঢুলু ঢুলু দুটি নয়ান কোণেতে চাহনি মোহন বাণে।
তেরছ বন্ধানে বিষম সন্ধানে মরমে মরমে হানে॥
চন্দন তিলক আধ ঝাঁপিয়া বিনোদ চূড়াটি বাঁধে।
হিয়ার ভিতরে লোটায়া লোটায়া কাতর পরাণ কাঁদে॥
আধ চরণে আধ চলন আধ মধুর হাস।
এই সে লাগিয়া ভালে সে ঝুরিয়া মরে বলরাম দাস ॥২০

পুনঃ কামোদ—

নাগরীমোহন ফাঁদ কপালে চন্দন চাঁদ আধ টালিয়া চূড়া বান্ধে।
বিনোদ ময়ূর পাখে লোক ভয় নাই রাখে মোপুন ঠেকিলু ওনা ফাঁন্দে॥

সই কি আর কি আর বোলো মোরে।

জাতি কুল শীল দিয়া ওরূপ নিছনি লৈয়া পরাণে বাঁধিয়া থোব তারে॥ধ্রু
নয়ানকোণের বাণে হিয়ার ভিতরে হানে কিবা দুই ভুরুর চালনি।
দেখিয়া ও মুখচান্দ কান্দে পূর্ণিমক চান্দ লাজ ঘরে ভেজাল্যে আগুণি॥
আই আই মৈলু মৈলু কি রূপ দেখিয়া আইলু কালা অঙ্গে পড়িছে বিজুরি।
স্বরূপে দড়ালু মনে এ নব যৌবন ধনে আপুনি সাজায়া দিব ডালি॥
না জানি কি কৈলে মোরে কি খেণে দেখিনু তারে এ আটপ্রহর প্রাণ ঝুরে।
বলরাম দাসে বোলে ও না রূপ নিরখিলে কোন্‌বা পামরী রহে ঘরে॥২১

অথ চিত্রে যথা— (বেলাবলী)

এ সখি এ সখি বহু করল অকাজ।

মোহে অসিয়ানি? জানি নিরদয় মতি ডারল অতিশয় সঙ্কট মাঝ॥ধ্রু
চাতুরি করি কত যতনে আনি পট লেখি পুরুখবর নিরুপম সাজ।
দেয়ল গুপতে চকিত নয়নাঞ্চলে লখইতে পৈঠি রহল হিয়মাঝ॥

সুবলিত তনু জনু জলদপুঞ্জ রুচি বরিষয়ে নিরত পিরীতিময় বারি।
কোটি কুসুমশর- গরব বিমোচন লোচন ভাঙ ভুজগ-মদহারি॥
চান্দবদনে মৃদু মধুর হাস রস অমিয় তরঙ্গ যুবতি উমতায়।
বিলসত বংশী অধর কর পরশত নরহরি ভণউ ভুবন মুরুছায়॥২২

পুনঃ ধানশী—

কিয়ে হাম পেখলু শশধর-বয়না। ধিরজ লাজ গেও কুল-ভয়-দহনা॥
এ সখি! চিত্রক মূরতি কয়লা। হেরই আনন্দ পরশ না হোয়লা॥ধ্রু॥
কুঞ্চিত অধরহি মুরলী ধরেলা। অঙ্গ ত্রিভঙ্গিম অনঙ্গ রসেলা॥
পরশিতে চাও করে নাহি পাও। ও রূপ যাঁহা পাও তাঁহা মুই যাও॥
বিদ্যাপতি ভণে সুকুমারি! রাজা শিবসিংহ লছিমা বলিহারি॥২৩

পুনঃ আশাবরী—

কি বলিব সখি! বিশাখা এমন করিলে বিষম কাজ।
ঘুচাইলে মোর এগুরু গৌরব ধৈরয ধরম লাজ॥
চারু চিত্রপট চাতুরি করি সে সোঁপিল আমার হাতে।
কি দিব তুলনা অতি অপরূপ পুরুষ বিলসে তাথে॥
প্রতি অঙ্গে কত অনঙ্গ মুরুছে সুচারু বদনশশী।
সাধে সাধে যেন তা'পানে চাহিতে হিয়ায় রহল পশি॥
ছাড়াইব বলি বিচারিতে চিতে পরাণ ছাড়িয়া যায়।
কহে নরহরি ঠেকিলে সুন্দরি! ছাড়াইতে নারিবে তায়॥২৪॥

অথ স্বপ্নে যথা— (ললিত)

শুন শুন ওগো পরাণ সজনি! বলিয়ে মরম বেথা।
রাখিবে গোপনে না কহিবে আনে এ অতি লাজের কথা॥
অলপ রজনী কি জানি কি খেণে শুতিলু অলস দে।
কিবা অপরূপ স্বপনে দেখিলু না জানি নাগর কে॥

কিশোর বয়েস রসময় বপু জলদ জিনিয়া রূপ।
চাঁদমুখে হাসি খসয়ে অমিয়া কি নব মদন ভূপ॥
বরিষয়ে খর- তর শর অতি চঞ্চল লোচন-কোণে।
নরহরি রহু নিছনি তাহাতে যুবতি জীয়ে কি প্রাণে॥২৫

পুনঃ মল্লার—

কিশোর বয়স কত বৈদগধি ঠান। মুরুতি মরকত অভিনব কাম॥
প্রতি অঙ্গ কোন্ বিধি নিরমিল কিসে। দেখিতে দেখিতে কত অমিয়া বরিষে॥
মৈলু মৈলু কিনা রূপ দেখিলু স্বপনে। খাইতে শুইতে মোর লাগিয়াছে মনে॥
অরুণ অধর মৃদু মন্দ মন্দ হাসে। চঞ্চল নয়ান কোণে জাতি কুল নাশে॥
দেখিয়া বিদরে বুক দুটি ভুরু ভঙ্গি। আই আই কোথা ছিল সে নাগর রঙ্গী॥
মন্থর চলন খানি আধ আধ যায়। পরাণ কেমন করে কি কহিব কায়॥
পাষাণ মিলিয়া যায় গায়ের বাতাসে। বলরাম দাস বোলে ওরস-পরশে॥২৬

পুনঃ বিভাষ—

সজনি! স্বপনে দেখা দিল মোরে না জানি নাগরকে।
দামিনী-দমন বসন বিলাসে জলদ জিনিয়া দে॥
মদন-কদন বদন মাধুরী শরদ শশির ঘটা।
হাসিতে খসয়ে সুধা রাশি রাশি কিবা সে দশন ছটা॥
ময়ুর চন্দ্রিকা চারু শিরে শোহে মকর কুণ্ডল কাণে।
ভুরু কামধনু রমণী-মরম ভেদয়ে নয়ান-বাণে॥
রুচির চিবুক বুক পরিসর গলায়ে মোতিম হারা।
মরকত গিরি শিখরে সে যেন বহে সুরধনী ধারা॥
ভুজ ভুজঙ্গম জিনি যুগকর কমল ললিত অতি।
ভাঙ্গিয়া পড়য়ে মাজাখানি খিণ নবীন কেশর জিতি॥
রাম রম্ভা দূরে উরু নিরুপম মঞ্জুল যুগল জানু॥

কোন্ বিধি নির- মিল পদতল যেন প্রভাতের ভানু ॥
কুঞ্জর গমনে আইসে আমা পানে ভঙ্গিতে ভুবন ভুলে ॥
সে তনু সৌরভে মধুকর গণ মাতিয়া চৌদিকে বুলে ॥
তার পানে চাহি চমকি জাগিলু আঁখে অগোরল বারি।
নরহরি সাথী সেই হৈতে চিতে ধৈরজ ধরিতে নারি ॥২৭

অথাদি-পদে যথা— (ধানসী)

এ সখি ! কি কহব তোয়। বিহি কি ঘটায়ল মোয়।
শ্যাম বরণ যুবরাজ। আপে উয়ল হিয় মাঝ ॥
অপরূপ তছু মুখচন্দ। জনু কত মনমথ ফন্দ ॥
মধুর মধুর মৃদু হাস। করু কত রস-পরকাশ ॥
বঙ্কিম নয়ন উজোর। যুবতি ধিরজ ধন চোর ॥
পিঞ্ছখচিত বরকেশ। ঝলমল নিরুপম বেশ ॥
কো উহ নহ অনুমান। বিসরিতে বিকল পরাণ ॥
নরহরি করব কি থির। অনুখণ বিরস শরীর ॥২৮

পুনঃ বালা ধানশী—

কি বলিব সখি ! মরম তোরে। না জানি বিহি কি করিলে মোরে ॥ধ্রু॥
সে নব কালিয়া কোথা না ছিল। হিয়ার মাঝারে উদয় হৈল ॥
না দেখি না শুনি না জানি কে। সদাই নয়ানে নাচিছে সে ॥
মুখে হাসি সুধা খসয়ে তাথে। যেন কথা কহে আমার সাথে ॥
পাশরিতে নারি কি হৈল দায়। ভাবিতে ভাবিতে পরাণ যায় ॥
নরহরি কহে বুঝিলু মনে। মজিলে সুন্দরি ! উহারি সনে ॥২৯

ইতি দর্শনং

অথ শ্রবণং — তথাহি উজ্জ্বলে –

বন্দী-দূতী-সখীবক্ত্রাদ্ গীতাদেশ্চ শ্রুতি র্ভবেৎ।

তত্র বন্দিবক্ত্রাদ্ যথা— (তোড়ী)

বেশ বিরচি বিশেষ সখি! মঝু ভেল হিয়কি হুলাস।
তুরিত নিরজনে যাই বৈঠলু রহি ন দোসর পাশ॥
হেরি তহি নব বল্লবীচয় চপল অন্তর মোর।
তোড়ি কুসুম সু- হার গূথন লাগি কৌতুক জোর॥
সোই সময় সু দূর রহু বর বন্দিগণ মন মাতি।
পরসপর উহ শ্যামসুন্দর চরিত ভণ কত ভাঁতি॥
তাক তনক এ শ্রবণ পরশত হরল সকল গেয়ান।
হোয়ল অতি বিপ- রীত অন্তর মরম নরহরি জান॥৩০

অথ দূতীবক্ত্রাদ্ যথা— (ললিত)

কি কব সজনি! মেঘঘটা পানে চাহিতে উলস হিয়া।
অতি তরাতরি নিরজনে ওগো একাকী বসিলু গিয়া॥
চাঁপাফুল কলি তুলিয়া কত না যতনে গাঁথিয়ে হার।
সে সময়ে আমা পাশে আইসে মোর দূতী সুচরিত তার॥
মধুর মধুর হাসি ভাষি সুখে মো সহ কহয়ে কথা।
এই মেঘপারা মুরুতি সুন্দর জনেক আছয়ে এথা॥
ইহা শুনি মন অবশ হইল তারে না জানিলু কে?
নরহরি ভণে মনে অনুমানি রমণীমোহন সে॥৩১॥

অথ সখীবক্ত্রাদ্ যথা (ধানসী)

কি বলিব ওগো দিবা-অবসানে হৈল কি চঞ্চল হিয়া॥
অতি তরাতরি বেশ বনাইতে বিরলে বসিলু গিয়া॥
সাধে সাধে সখী কেশ খসাইয়া কুসুমে কবরী বান্ধে।

কুঙ্কুম কস্তুরী　　চন্দনেতে চিত্র　　রচয়ে বিচিত্র ছান্দে ॥
অঞ্জনে রঞ্জই　　আঁখিযুগ গলে　　দিয়া নীলমণি হার।
ধীরে ধীরে কহে　　তার গুণগণ　　অঞ্জন বরণ যার ॥
আহা মরি যেন　　হেন নাহি শুনি　　কিবা সে অমিয়া ধারা।
নরহরি জানে　　কাণে সামাইয়া　　করিলে বাউরী পারা ॥৩২॥

অথ গীতাদ্ যথা—　　**(সিন্ধুড়া)**

কো উহ শ্যাম সুজান।

কি মধুর মধুর　　তাক গুণমাধুরি　　কো শুনি ধরব পরাণ ॥ধ্রু॥
গায়ক সুর পর-　　বীণ বীণসহ　　গায়ত কত কত ভাঁতি।
লাগল কুবুধি　　সাধে কত যতনহি　　দূরে শুনলু শ্রুতি পাঁতি ॥
চলইতে চরণ　　অচল চিত চঞ্চল　　ধৈরজ রহব কি মোর।
লোচন বারি　　নিঝরে ঝরু ঝরঝর　　নহই নিবারণ থোর ॥
হোয়ল বিষম　　কি করব প্রাণসখি !　　আন শ্রবণ নাহি ভায়।
নরহরি ভণ তছু　　ঐছে রীত ধনি !　　তা বিনু বিফল উপায় ॥৩৩॥

অথাদি-পথে—　　(আকস্মিক শুকমুখবংশীত্যাদি)

অকস্মাদ্ যথা—　　**(সুহই)**

কো উহ নব যুবরাজ।　　জলদবরণ নট সাজ ॥
শুনইতে তছু পরসঙ্গ।　　অবশ হোয়ল সব অঙ্গ ॥
বিসরলু গুরুজন কাজ।　　খোয়লু কুলভয় লাজ ॥
ধৈরয রহল ন থোর।　　নয়নে অগোরল লোর ॥
যাহা রহু সো নটরায়।　　তাহা চলইতে চিত ধায় ॥
নরহরি যতনে নেবারি।　　রহই না শকতি সম্ভারি ॥৩৪॥

শুকমুখাদ্ যথা—　　**(আশাবরী)**

শুনহ সখি !　মঝু　　মরম কাহিনী　　কহই নিরজনে তোয়।

ভবন নিকট নিকুঞ্জে পৈঠলু দৈব লাগলি মোয় ॥
তাহি নিরখলু তুঙ্গ তরু পর বৈঠি রহু শুকপাখী।
কৃষ্ণ-শবদকি মধুর উচরই কত সুধা সঞে মাখি ॥
নিপট চপলন রহল চলু মঝু প্রাণ লেই নিজ সাথ।
নিরদয় বিহি কিয়ে করল অন্তর তনক ন হোই সোয়াথ ॥৩৫॥

বংশীশ্রবণাদ্ যথা— (তোড়ী)

কি শুনলু ললিত নাপবন মাঝ। খোয়লু কুলশীল ধৈরজ লাজ ॥
চলইতে তাহি চললু পথ বোয়। তুরিতহি ধাই ধয়ল সখি! মোয় ॥
লেই চলল গৃহ যতনে নেবারি। উমড়ই হিয় পুন রহই না পারি ॥
তব উহ সকল কহল সমুঝায়। বায়ই বংশী শ্যাম নটরায় ॥
ঐছে বচনে মন অধিক অথির। ঝরই নয়ন ঘন অবশ শরীর ॥
যাকর নাম শ্রবণ মনহারি। সো জনি কৈছে কতহি গুণধারী ॥
কোই ন করহি কহল ইহ বাণী। বিহি মোহে আজু ঘটায়ল আনি ॥
অব কি উপায় করব কহ মোয়। ভণ ঘনশ্যাম ধিরজে সব হোয় ॥৩৬

ইতি শ্রবণং

পুনঃ শ্রীমত্যাহ— (ধানশী)

সখি! কি আর বলিব তোরে। বিহি বিপাকে ঠেকাইলে মোরে ॥
মুই অলপ বয়স বালা। মোরে সহে কি এতেক জ্বালা ॥
ইহা আনে জানাইতে নারি। সদা অন্তরে গুমৈরা মরি ॥
বুঝি না রবে এ কুল লাজ। ইবে কলঙ্ক ভুবন মাঝ ॥
মনে হৈতে যে ছাড়াইতে পারে। এই পরাণ সোঁপিয়ে তারে ॥
নরহরি কহে ইহা ভার। প্রাণ ছাড়িলে না ছাড়ে আর ॥৩৭॥

পুনঃ ধানশী—

ওহে সখি! কি উপায় বোলো। সদা ভাবিতে পরাণ গেলো ॥

মোর মনেতে আছয়ে যাহা। বুঝি সফল না হবে তাহা॥
এত কহি বিনোদিনী রাই। ভেল নীরব চৌদিগে চাই॥
তিল আধ হৈতে নারে থির। দুটি নয়ানে ঝরয়ে নীর॥
সহচরী কত প্রবোধ দিয়া। করে যুগতি যতন পাইয়া॥
কেহো কহে নরহরি দাসে। বেগে যাইতে শ্যামের পাশে॥৩৮॥

অথাপ্তদূতী-গমনং যথা—

অথাশ্রিতসহায়ানাং কৃষ্ণসঙ্গমতৃষ্ণয়া।
এতাসাং পূর্ব্বরাগাদৌ দূত্যযুক্তি র্বিলিখ্যতে॥
দূতী স্বয়ং তথাপ্তা চ দ্বিধাত্র পরিকীর্ত্তিতা।

অত্র স্বয়ংদূতী—

অত্যৌৎসুক্যক্রুটদ্‌ব্রীড়া যা চ রাগাতিমোহিতা।
স্বয়মেবাভিযুঙ্‌ক্তে সা স্বয়ংদূতী ততঃ স্মৃতা॥
স্বাভিযোগাস্ত্রিধা প্রোক্তা বাচিকাঙ্গিকচাক্ষুষাঃ।

তথাপ্তদূতীলক্ষণমাহ—

ন বিশ্রম্ভস্য ভঙ্গং যা কুর্য্যাৎ প্রাণাত্যয়েষ্বপি।
স্নিগ্ধা চ বাগ্মিনী চাসৌ দূতী স্যাদ্ গোপসুভ্রুবাং॥
অমিতার্থা নিসৃষ্টার্থা পত্রহারীতি সা ত্রিধা।
তাঃ শিল্পকারী দৈবজ্ঞা লিঙ্গিনী পরিচারিকা॥
ধাত্রেয়ী বনদেবী চ সখী চেত্যাদয়ো ব্রজে।

তত্র সখী—

স্বাত্মনোঽপ্যধিকং প্রেম কুর্ব্বাণামন্যোন্যমচ্ছলম্।
বিশ্রম্ভিণী বয়োবেশাদিভিস্তুল্যা সখী মতা॥
বাচ্যং ব্যঙ্গমিতি দ্বেধা তদ্দৃত্যমুভয়োরপীতি।

সখীনাং মাহাত্ম্যমাহ—

প্রেমলীলাবিহারাণাং সম্যগ্ বিস্তারিকা সখী।
বিশ্রম্ভরত্নপেটী চেতি।

অথ সখীনাং ক্রিয়া—

মিথঃ প্রেমগুণোৎকীর্ত্তিস্তয়োরাসক্তিকারিতা।
অভিসারো দ্বয়োরেব সখ্যাঃ কৃষ্ণে সমর্পণং॥
নর্ম্মাশ্বাসন-নেপথ্যং হৃদয়োদ্ঘাটপাটবং।
ছিদ্রসংবৃতিরেতস্যাঃ পত্যাদে পরিবঞ্চনা॥
শিক্ষা সঙ্গমনং কালে সেবনং ব্যজনাদিভিঃ।
তয়ো র্দ্বয়োরুপালম্ভঃ সন্দেশ-প্রেষণং তথা।
নায়িকাপ্রাণসংরক্ষাপ্রযত্নাদ্যাঃ সখী-ক্রিয়াঃ॥

ইয়ং দূতী অমিতার্থা।

কামোদ—

রাইক নিরখি দশা অনুপাম। দূতী অতি তুরিত চলই যাঁহা শ্যাম॥
মনহি মনোরথ করু অনিবার। উলসে ধরই পগ ধরণি-মাঝার॥
পৈঠল ললিত কুঞ্জবনমাহ। নাগরবর বিলসই তিহি ঠাহ॥
নরহরি সহ উহ শুভখণ জানি। ভেটি কহই কছু মধুরিম-বাণী॥৩৭

তত্রাদৌ দর্শন-প্রকারমাহ— (গান্ধার)

শুন শুন এ মনোমোহন কান।

সো বিধুবদনী চকিত তুয় মাধুরি হেরইতে হরল গেয়ান।
বিগলিত বেশ বদন নাহি সম্বরু পুলকবলিত প্রতি অঙ্গ।
সখীসহ আন বচন নাহি অনুখণ কহই তুয়া পরসঙ্গ॥
ধরই ধিয়ান প্রাণ নিরমঞ্ছই বিঘটল কুলভয় লাজ।
খণে কত বেরি করই ঘর বাহির বিসরিত গুরুজন-কাজ॥

খঞ্জন নয়ন　　ঝরই দিন যামিনী　　উপজল নিরুপম লেহ।
নরহরি কতহি　　যতনে পরবোধই　　তবহি না বাঁধই থেহ ॥৪০

ততশ্চ শ্রবণ-প্রকারং—　　**(বেলাবলী)**

শুনহ সুঘড়বর বরজকিশোর।
সো নব রমণী　রমণীমণি সুন্দরী　তুয়া গুণনাম-শ্রবণে ভেল ভোর ॥ধ্রু॥
কনক নবনি জিনি কোমল তনু ঘন　পুলক বলিত অতি অতুলিত কাঁপি।
ধৈরজ ধরইতে　করই যতন কত　ঝরই নয়নযুগ অঞ্চলে ঝাঁপি॥
সহচরী পাশ　হাসরস-বিরহিত　নিরজনে বসই বিসরি সব কাজ।
গুরুজন-বচন　বজরসম মানই　তিলে তিলে হোত শিথিল কুল লাজ॥
লাগই গেহ　বিপিন সম অবিরত　উমড়ই হিয় কি গড়ল বিহি প্রীত॥
চাতক-জলদে　কোন গতি ভাখব　নরহরি ধন্দ নিরখি উহ রীত ॥৪১

অথ দশদশাঃ—　　**তথাহি উজ্জ্বলে—**

লালসোদ্বেগজাগর্য্যতানবং জড়িমাত্র তু।
বৈয়গ্র্যং ব্যাধিরুন্মাদো মোহো মৃত্যু দর্শা দশ॥

তত্র লালসা—

অভীষ্টলিপ্সয়া গাঢ়গৃধ্নুতা লালসো মতঃ।
অত্রৌৎসুক্যং চপলতা ঘূর্ণা শ্বাসাদয়স্তথা ॥

তদ্ যথা—　　**(তোড়ী)**

হেদেহে রসিকরাজ।
হরিলে হরিণী-　　নয়নীর মন　　করিলে বিষম কাজ ॥ধ্রু॥
অচপল মতি　　ধৃতি অতিশয়　　কেবা না আদরে তারে।
চপলার পারা　　চঞ্চল হইল　　সকল তেজিল দূরে॥
নানা মণিগণে　　খচিত যে হেন　　আঙ্গিনা পানে না যায়।

সে নব কদম্ব বনপানে চায় পাগলী হইয়া ধায় ॥
সখীগণ সহ কৌতুকেতে যার লোচনকমল হাসে।
এবে সে নয়ন- বারি নিবারিতে নারে নরহরিদাসে ॥৪২

পুনঃ ধানশী—

ওহে কালা কানু কি করিলে কিছু না বুঝি তোমার রীতি।
খঞ্জননয়নী রমণীর মণি ধরিতে নারয়ে ধৃতি ॥
তুয়া নামে নাম ভণে আনে তার প্রথম আখর তায়।
দূর হৈতে শুনি উনমাদে তনু কাঁপয়ে দামিনীপ্রায় ॥
তাহে গদগদ বাণী ঘন ঘন ভণে সে কান্দনমাখা।
তিল আধ ঘরে না পারে রহিতে প্রবোধি না যায় রাখা ॥
দৈবে দূর গগনে অতি অসিত জলদ উদয় দেখি।
মনের উছাহে ইচ্ছে দুটি পাখা ইথে নরহরি সাখী ॥৪৩

অথোদ্বেগঃ— **উজ্জ্বলে—**

উদ্বেগো মনসঃ কম্পস্তত্র নিঃশ্বাস-সংজ্বরৌ ॥
স্তম্ভশ্চিন্তাশ্রু-বৈবর্ণ্য-স্বেদাদয় উদীরিতাঃ ॥

তদ্ যথা— **(বেলাবলী)**

কি কহব শ্যাম সুধামুখী রীত।
ভুলল কুলভয় বিপুল লেহ নব তুয়া গুণচরিতে মজায়ল চিত ॥ধ্রু॥
অনুখণ বিষম কম্প মন ভণই কি খরতর শ্বাস নিসরে অনিবার।
উতপত অঙ্গ অবশ গতিবিরহিত ভূষণ বসন সম্ভারই ভার ॥
চিন্তা-জলধি মাঝ ভেল নিমগন অবনত মাথ নখহি খিতি লেখি।
বারিজ নয়ন- যুগলে জল ঝলকই ঘন ঘন নিয়রে নীপবন দেখি ॥
চূয়ত ঘরম- ছরম বিন্দু অবিরত সহচরী পবন করই দিন রাতি।
দামিনী দাম- দমন দুতি বি-বরণ হেরইতে বিদরই নরহরি ছাতি ॥৪৪

পুনঃ ধানশী—

মাধব ! কি কহব বয়নে। যাই নিরিখ নিজ নয়নে ॥ধ্রু॥
সো ধনী সহচরী পাশে। দগধয়ে মদন-হুতাশে ॥
যতনে না ধৈরজ ধরই। ঝরঝর লোচন ঝরই ॥
কহইতে বাত না কহয়ে। নিশসি মৌন গহি রহয়ে ॥
তনু রুচি কনক-কসেলা। সো কাজর-সম ভেলা ॥
ইথে ঘনশ্যাম সন্দেহা। কৈছে ধরব অব দেহা ॥৪৮

অথ জাগর্য্যং— **তথাহি উজ্জ্বলে—**

নিদ্রাক্ষয়স্তু জাগর্য্যা শুস্তশোষগদাদিকৃৎ।

তদ্ যথা— **(সুহই)**

এ মনমোহন বরজকিশোর। তুয়া গুণ গুণি গুণি গোরী বিভোর ॥
পীড়িত মদনে সদন নাহি ভায়। চমকি চমকি চহু দিশ ঘন চায় ॥
মুখশশী সরস নিরস ভই গেল। অরুণিম নয়ন পলক নাহি দেল ॥
সহচরী কহি কত চাতুরী বাণী। কুসুমিত শেজে শুতায়ই আনি ॥
তাকর পরশ দহন সম লাগি। উসসি উসসি সব নিশি রহু জাগি ॥
কাতর হৃদয় ধরণি গড়ি যায়। নরহরি কত আশোয়াসব তায় ॥৪৯

পুনঃ ধানশী—

তুহু মনমোহন কি কহব তোয়। মুগধিনী রমণি তোহারি লাগি রোয় ॥
নিশি দিশি জাগি জপয়ে তুয়া নাম। থরহরি কাঁপি পড়ই সোই ঠাম ॥
যামিনী আধ অধিক যব হোয়। বিগলিত লাজ উঠয়ে তব রোয় ॥
সখীগণ যত পরবোধই তায়। তাপিনী তাপ ততহি নাহি ভায় ॥
ইহ কবিশেখর তাহে উপায়। রহই তে তবহি রজনি বহি যায় ॥৫০

অথ তানবং— **উজ্জ্বলে—**

তানবং কৃশতা গাত্রে দৌর্ব্বল্য-ভ্রমণাদিকৃৎ।

তদ্ যথা— (ধানশী)

মাধব ! কি কহব সো বিপরীতে।

তনু ভেল জরজর ভাবি নিরন্তর চিত রহল তছু ভীতে ॥ধ্রু॥
নিরস কমল মুখ করে অবলম্বই সখীমাঝে বৈঠলি রাই।
নয়নক নীর থির নাহি বাঁধই পঙ্ক কয়ল মহি রোই ॥
মরমক বোল বয়নে নাহি বোলত তনু ভেল কুহু শশি ক্ষীণা ॥
অবনি উপরে ধনী উঠই না পারই ধয়লি ধন্ধা করি দীনা ॥
তপত কনয়া তনু কাজর ভেল জনু অতিশয় বিরহ-হুতাশে।
কবি বিদ্যাপতি মনে অভিলাখত কানু চলহ তছু পাশে ॥৫১

পুনঃ বারাটি—

মাধব ! বিরহে বিকল সুকুমারী। সখী পরবোধ সহই নাহি পারি ॥
বারিজনয়নে গলই জলধার। মনমথ দাহ দহই অনিবার ॥
ভ্রমইতে ভূরি অবশ নিশি দিন। অসিত চতুরদশী শশিসম খীণ ॥
তিলে তিলে বিষম কি কহু ঘনশ্যাম। না সহে বিলম্ব চলহ তছু ঠাম ॥৫২

অথ জড়িমা— (উজ্জ্বলে)

ইষ্টানিষ্টাপরিজ্ঞানং যত্র প্রশ্নেষ্বনুত্তরং।
দর্শনশ্রবণাভাবো জড়িমাহসৌভিধীয়তে ॥
অত্রাকাণ্ডেহপি হুঙ্কার-স্তম্ভ-শ্বাস-ভ্রমাদয়ঃ ॥

তদ্ যথা— (ধানশী)

কাঞ্চন গোরী ভোরি বৃন্দাবনে খেলই সহচরী মেলি।
তুয়াদিঠে মিঠি গরলে তনু জারল তৈখণে শ্যামরি ভেলি ॥

মাধব ! সো অবিচল কুলরামা।

মরমহি গোই রোই দিনযামিনী গুণি গুণি তুয়া গুণনামা ॥ধ্রু॥
গুরুজন অবুধ মুগধমতি পরিজন অলখিত বিষম বিয়াধি।

কি করব ধনী মণি মন্ত্র মহৌষধি লোচনে লাগল সমাধি ॥
খেণে খেণে অঙ্গ- ভঙ্গ তনু মোড়ই কহত ভরমময় বাণী ।
শ্যামর নামে চমকি তনু ঝাঁপই গোবিন্দদাস কিয়ে জানি ॥৫৩

পুনঃ সুহই—

চল চল মাধব ! কি কহব তোয় । ঐছন কাজ উচিত নাহি হোয় ॥
সো অবলা বিলসয়ে সখী সঙ্গ । কবহি না জানই রস পরসঙ্গ ॥
বিষম কুসুমশর হানলি তায় । ধৈরজ ধরম দেয়লি উলটায় ॥
অসময় সঘনে রচই হুহুঙ্কার । ধরই খিয়ান নয়নে জল ধার ॥
অঙ্গ অবশ ভ্রম উপজই তায় । দীঘ নিশাসে হৃদয় দহি যায় ॥
কহ ঘনশ্যাম বিলম্ব অনুচিত । তিলে তিলে বিরহ বাঢ়ই বিপরীত ॥৫৪

অথ বৈয়গ্র্যং— (**উজ্জ্বলে**)

বৈয়গ্র্যং ভাবগাম্ভীর্য্যবিক্ষোভাসহতোচ্যতে ।
তত্রাবিবেকনির্বেদখেদাসূয়াদয়ো মতাঃ ॥

তদ্ যথা— (**বরাড়ী, সুহই**)

ওহে নিকরুণ কহিব কত । অবলা-পরাণে সহে কি এত ॥
না জানি কি কৈলে আঁখির ঠারে । সে সব কাহিনী কহিতে নারে ॥
হিয়ার মাঝারে করিয়া থানা । দিলে নিরমল কুলেতে হানা ॥
আহা মরি মরি কি হৈল তারে । দেখি কে ধৈরজ ধরিতে পারে ॥
নিরজনে নিজ সখীরে লইয়া । না জানি কি কহে শপথ দিয়া ॥
নিরবেদে ধনী না বাঁধে থেহা । নরহরি কহে বিষম লেহা ॥৫৫॥

পুনঃ ধানসী—

মাধব ! অব কছু কহই না যায় । তোহে বিসরব ধনী করই উপায় ॥
সহচরী সহ আন বচন আলাপি । তোহারি নাম শুনইতে শ্রুতি ঝাঁপি ॥
নিজগৃহ কাজ বিষয়ে রহু চাহ । গুরুজন-সেবনে রচই উছাহ ॥

ভরমহি নীপ বিপিন নাহি হেরি। ঘরসে বাহার না চলু একুবেরি ॥
পেখি আয়নু হাম ঐছন রীত। তিলে তিলে কি হোয়ই নহু পরতীত ॥
নরহরি রচনে করহ বিশোয়াস। তুরিতে চলহু তুহুঁ তাকর পাশ ॥৫৬

অথ ব্যাধিঃ— **তথাহি উজ্জ্বলে—**

অভীষ্টালাভতো ব্যাধিঃ পাণ্ডিমোত্তাপ-লক্ষণঃ।
অত্র শীতস্পৃহাঃ মোহ-নিঃশ্বাস-পতনাদয়ঃ ॥

তদ্ যথা— **(বঙ্গাল)**

নিরমল কুলশীল কাঞ্চন গোরী। পাণ্ডুর কয়ল বিরহজ্বর তোরি ॥
অনুখণ খলখল নিগদই রাই। নিশি দিশি রোয়ই সখীমুখ চাই ॥
শুন শুন গোকুল মঙ্গল শ্যাম। কথি লাগি তাক মরমে ভেলি বাম ॥ধ্রু॥
তুয়া রূপ জগজনলোচন শোহ। একল তাহ নয়ন মনমোহ ॥
রসবতী নিরিখয়ে নয়ন পসারি। সোঙরিতে তাক নয়নে ঝরু বারি ॥
আন ধনী বিছরি করত আন কাম। তাকর মনহি না ভায়ই আন ॥
তুহুঁ বর নাগর রসিক সুজান। যদুনন্দন তোহে কি কহব আন ॥৫৭

পুনঃ সুরট—

এ মাধব ! তুহুঁ মনমথভূপ। কুলবতী-ধরম-বিনাশন রূপ ॥
নয়নাঞ্চলে কি কয়লি তুহুঁ তায়। মদনদহনে ঘন তনু দহি যায় ॥
খণে খণে মোহ নয়নে ঝরু বারি। চৌকি উঠয়ে খণে শীত বিথারি ॥
জীবই ধনী তুয়া দরশন আশ। অরু কি কহব তোহে নরহরি দাস ॥৫৮

অথোন্মাদঃ— **উজ্জ্বলে—**

সর্বাবস্থাসু সর্বত্র তন্মনস্কতয়া সদা।
অতস্মিংস্তদিতিভ্রান্তিরুন্মাদ ইতি কীর্ত্ত্যতে ॥
অত্রেষ্টদ্বেষনিঃশ্বাস-নিমেষবিরহাদয়ঃ।

তদ্ যথা— (সোহিনী)

খণে হাসয়ে খণে রোয় । দিশি দিশি হেরই তোয় ॥
খেণে আকুল খেণে থির । খেণে ধায়ই খেণে গির ॥
খেণে খেণে হরি হরি বোল । সহচরী ধরি করু কোল ॥
ঐছন হেরি অগেয়ান । সবহু দগধ করু প্রাণ ॥
গুরুজন ভয়ে সখী মেলি । মন্দির মাঝহি নেলি ॥
তাহি সোয়াথ নাহি পায় । যদুনন্দন মুখ চায় ॥৫৯॥

পুনঃ বালা ধানশী—

মাধব ! ধনী উনমাদিনী ভেলি । যব ধরি স্বপনে দরশ তুহুঁ দেলি ॥
তোহারি নামগুণ সঘনে আলাপি । চহুদিশ চাহি চৌকি ঘন কাঁপি ॥
বিষম নিশাস তেজই খণে ধন্দ । খণে মহি গিরই ঝরই দিঠি মন্দ ॥
খণে উঠ নীপবিপিনে চলি যায় । সহচরী যতনে রোকি রহু তায় ॥
খলখল হাসি বয়নে দেই বাস । মৌন গহই খণে মানই তরাস ॥
নরহরি পেখি আয়ল পরমাদ । তিলে তিলে বাঢ়ই বিরহ বিষাদ ॥৬০॥

অত্র কামলেখস্রগাদি-গীতং কেচিদ্ গায়ন্তি—তত্রাহ—উজ্জ্বলে
পূর্ব্বরাগে প্রহীয়েত কামলেখস্রগাদিকমিতি ।

কামলেখঃ— (ধানশী)

রাইক রীত কহব কত কান । লেখন লিখন করহ অবধান ॥
নিশি দিশি নিন্দসি হৃদয় নিশঙ্ক । অতি অবিচার এ মদনে কলঙ্ক ॥
দিশই সকল দিশা অনিবার । কতিহু না দিশই মদন উদার ॥
নরহরি অরু কি জানায়ব কাজ ॥ করহ উচিত ইথে না কর বিয়াজ ॥৬১

মাল্যার্পণং— (কামোদ)

খঞ্জননয়নী রমণীমণি রাই । রোয়ত নিশি দিশি তুয়া গুণ গাই ॥
রোপি যতনে নবমালতি বেলি । নয়নবারি সঞে সিঞ্চন কেলি ॥

পোরি দিবসে উহ কুসুমিত ভেল। মরমক বাত বেকত ভই গেল॥
নিচই বিরহজ্বরে জীবন যাব। তব ইহ পুহুপ কৈছে পহিরাব॥
ঐছে বিচারি কুসুম তহি তোড়ি। বিরচল মাল দেয়ল করে মোরি॥
পহিরহ এ ঘনশ্যামর নাহ। তেজহি নিরদরপন মনমাহ॥৬২

অথ মোহঃ— **তথাহি উজ্জ্বলে—**

মোহো বিচিত্ততা প্রোক্তা নৈশ্চল্য-পতনাদিকৃৎ।

তদ্ যথা— **(তিরোতিয়া ধানশী)**

তোহারি বিরহময় বাধা। মুরছলি মুগধিনী রাধা॥
বরজমঙ্গল তুয়া নাম। মোহে অব বিপরীত ভাণ॥
নবমী দশা অব ভেল। গদ গদ নিশবদ কেল॥
তিরি-বধ লাগব তোয়। সমুঝি করহ অব সোয়॥৬৩

পুনঃ ধানশী—

মাধব! কহই না যায়। বিরহ বিষম ভেল তায়॥
দগধই সকল শরীর। খিতিতলে পড়ি রহু থির॥
তোহারি নাম যব নেল। তব কছু চেতন ভেল॥
ঐছন পুন পুন হোয়। সহচরী চহুদিশে রোয়॥
চলহ রমণীমণি পাশ। অবহু পূরহ অভিলাষ॥
নরহরি কহল বিশেষ। দশমী দশা পরবেশ॥৬৪

অথ মৃতিঃ— **উজ্জ্বলে—**

তৈস্তৈঃ কৃতৈঃ প্রতিকারৈর্যদি ন স্যাৎ সমাগমঃ।
কন্দর্পবাণকদনাত্তত্রস্যান্মরণোদ্যমঃ॥
ভৃঙ্গমন্দানিলজ্যোৎস্নাকদম্বানুভবাদয়ঃ॥

তদ্ যথা— **(ভূপালী)**

মাধব! অব কি কহব তুয়া পাশ। সো বিরহিণী ধনী হোওল নিরাশ।

জানি এ নিকরুণ চরিত তোহার।　　তেজব দেহ করল নিরধার॥
তুরিত কণ্ঠসঞে হার উতারি।　　সোঁপল সখীক করহি কর ধারি॥
নিজকর রোপিত মল্লী নব বেলী।　　কহি কত তাহে আলিঙ্গন দেলি॥
চললি একেলি নীপবনকুঞ্জ।　　যহি মৃদু পবন চলই অলিপুঞ্জ॥
মুরুছব সময়ে ভণই তুয়া নাম।　　নরহরি রোই রহল তিহি ঠাম॥৬৫॥

পুনঃ তিরোতিয়া ধানশী—

মাধব ! ধনী তুয়া বিরহ না সহয়ে।　　ধরি সখীকর কছু নিরজনে কহয়ে॥
তেজব জীবন যতনে সোই কালে।　　রাখবি মৃততনু তরুণ তমালে॥
করবি যতন জনু চিরদিন রহই।　　ভণি ইহ বাণী মৌন পুন গহই॥
পেখলু পলছন নহু বিশোয়াসে।　　অরু কি কহব নরহরি তুয়া পাশে॥৬৬

ইতি দশ দশাঃ।

সুহই—

রাইক দশমী দশা শুনি কান।　　চৌকি চপলমতি বিকল পরাণ॥
লোচনকমলে গলয়ে জলধার।　　ধিক ধিক জীবন ভণই অনিবার॥
সো কুলবতী সতী অতি অনুরাগী।　　তাকর মিলন মানি বহুভাগি॥
নরহরি যুগতি বিরচি অব ভাল।　　ভেজব তুরিতে আপন বনমাল॥৬৭

ধানশী—

মাধব ধরি প্রিয় সহচরী-পাণি।　　নয়নে নীর ভরু ভণইতে বাণী॥
নিজকর-গ্রথিত ললিত বনমাল।　　সোঁপি যতনে কহি বচন রসাল॥
গোপনে চতুরী দূতী লই গেল।　　অচেতনী রমণীমণিক গলে দেল॥
চমকি উঠল তহি ধনী অনুরাগী।　　ভণ ঘনশ্যাম নিন্দে জনু জাগি॥৬৮

তোড়ি—

সুন্দরী-হিয় হরষ বিপুল পুলক ভরল গায়।

কানুক বন- মাল পরশে পরশল জনু তায় ॥
দূরে রহল ধৈরজ প্রিয় সহচরী মুখ হেরি ॥
বিলসত কহ কৈছে নাহ পুছত কত বেরি ॥
দূতী ভণই ভণব কি ধনি ! উমড়ই মঝু ছাতি ।
শুনইতে তুয়া মরম তাক হোয়ল ইহ ভাঁতি ॥
ঐছে বচনে চঞ্চল চিত লোচনে জলধার ।
নরহরি কহ বেগি বিরলে বিরচহ অভিসার ॥৬৯

কামোদ—

কানুমিলনে চলু রঙ্গিণী রাধা । পূরল সকল সখীক মনসাধা ॥ধ্রু॥
কাঞ্চন বেলি রুচির ছবি জান । লপটব কিয়ে নব তরুণ তমাল ॥
দিশি দিশি চঞ্চল নয়নে নেহারি । নীলকমল কিয়ে জগতে বিথারি ॥
ঝলমল মধুর বদনে মৃদুহাস । কিয়ে কত শরদ চাঁদ পরকাশ ॥
রাতুল চরণে নূপুর রব ভেল । শুনইতে মদন মুরুছি রহি গেল ॥
ললিত অঙ্গ-পরিমলে অলি ভোর । গুঞ্জই পুঞ্জ ভ্রমই চহু ওর ॥
পহিল মিলনে মঙ্গল পরচার । গায়ই পিকু পঞ্চম অনিবার ॥
ভণ ঘনশ্যাম কি নিরুপম সাজ । শুভক্ষণে পৈঠল কুঞ্জক মাঝ ॥৭০

ধানশী—

সুন্দরী কানু কুঞ্জে চলি যাহি । কানুক বিষম দশা ভেল তাঁহি ॥
কি কহব ইহ পরসঙ্গ । অভিনব নিরুপম প্রেমতরঙ্গ ॥ধ্রু॥
দূতী কহল যব ধনী তনু শেষ । তব না রহল পহুঁ ধৈরজ-লেশ ॥
পহিলহি তুরিত ভেজি বনমাল । পাছে চলল গতি চঞ্চল ভাল ॥
উহ অনুরাগ গুপত মন মাহ । রোয়ত পন্থে মুরুছি পড়ু নাহ ॥
তৈখণে ধনী নূপুরবর থোর । শুনইতে চৌকি চাহি চহু ওর ॥
পেখল বিধুমুখী পৈঠত কুঞ্জ । ঝলকত তনু জনু দামিনী পুঞ্জ ॥

উল্লসে আগুসরি চলু ঘনশ্যাম। নরহরি বুঝব কি চরিত ললাম ॥৭১

অথ সম্ভোগঃ— **উজ্জ্বলে—**

দর্শনালিঙ্গনাদীনামানুকূল্যান্নিষেবয়া।

যূনোরুল্লাসমারোহন্ ভাবঃ সম্ভোগ ঈর্য্যতে ॥

মনীষিভিরয়ং মুখ্যো গৌণশ্চেতি দ্বিধোদিতঃ।

মুখ্যো জাগ্রদবস্থায়াং সম্ভোগঃ স চতুর্ব্বিধঃ ॥

তাঃ পূর্ব্বরাগতো মানাৎ প্রবাসদ্বয়তঃ ক্রমাৎ।

জাতান্ সংক্ষিপ্ত-সংকীর্ণ-সম্পন্নর্দ্ধিমতো বিদুঃ ॥

অত্র সংক্ষিপ্ত সম্ভোগঃ—তথাহি উজ্জ্বলে—

যুবানৌ যত্র সংক্ষিপ্তান্ সাধ্বস-ব্রীড়িতাদিভিঃ।

উপচারান্নিষেবেত স সংক্ষিপ্ত ইতীরিতঃ ॥

তদ্ যথা— **(কেদার)**

কানু বদন হেরি উছলিত অন্তর লাজে বসনে মুখ ঝাঁপি।

ঈষদবলোকনে লোচন ছল ছল কেলি-সমাগমে কাঁপি ॥

দেখ সখি! রাধামাধব রঙ্গ।

কানুক অদরশে খণে বিয়াকুল দরশনে ঐছন রঙ্গ ॥ধ্রু॥

রাই বদন হেরি লুবধল মাধব কোরে বৈঠায়লি গোরী।

কুচকরপরশনে চমকি উঠয়ে ধনী চুম্বনে বহু মুখ মোরি ॥

ভুজে ভুজ বন্ধন দৃঢ় পরিরম্ভণ অধরে অধর রস নেল।

গোবিন্দদাস পহুঁ পূরল মনোরথ নব নব সঙ্গম ভেল ॥৭২

সুহই—

আজু কি আনন্দ ভেল প্রথম মিলনে।

তিলে তিলে কত অভিলাষ উঠে মনে ॥

কত না মিনতি করি ধরি ধনী পায়।

হিয়ার মাঝারে রাখি চাঁদমুখ চায় ॥

অধরে অধর দিতে অবশ হইল।
রাই কোলে করি কানু অঙ্গ গড়াইল॥
নিকুঞ্জ মন্দিরে কিবা শয়ন মাধুরী।
নরহরি ইহা কি দেখিব আঁখি ভরি॥৭৩

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীরাধিকায়াঃ পূর্বরাগে সংক্ষিপ্তসম্ভোগ-বর্ণনং নাম প্রথম আস্বাদঃ॥১॥

পুনস্তদ্ যথা — [সখী শ্রীরাধিকাং প্রত্যাহ]

বালা ধানশী—

আজু কেনে ধনি ! এমন ধারা। অনুখণ দেখি বাউরীপারা॥
পুছিলে কিছু না শুনহ কাণে। বারেক না চাহ কাহারু পানে॥
থির হৈতে নারো রজনি দিবা। মনে মনে সদা জপহ কিবা॥
নরহরি কহে এবা কি হৈল। শ্রবণ-নয়ন-মন কে নিল॥১

শ্রীমত্যাহ— [তত্রাদৌ শ্রবণং] (কামোদ)

সই ! মরম কহিব কত।
না জানিয়া নামে কেবা আছে সে কৈলে সকলি হত॥ধ্রু॥
বন্দিগণ নানা ভাঁতি তার কথা কহয়ে পরসপরে।
শুনিয়া পরাণ করে আনছান রহিতে নারিয়ে ঘরে॥
দুতী পশি পাশে সুমধুর ভাষে কহিল তাহার কাজ।
মনে হেন বাসি অমিয়া কলসী ঢালিলে শ্রবণ-মাঝ॥
প্রিয় সহচরী করিয়া যতন সে নব চরিত কয়।
কাণে প্রবেশিতে কিবা হৈল চিতে ছাড়াইলে কলঙ্ক ভয়॥
গুণিগণ গান করে তার গুণ আসিয়া সামাইল কাণে।

সে হইতে তিলেক　　থির নহে হিয়া　　হানয়ে মদন-বাণে ॥
ভাবিতে ভাবিতে　　তনু জর জর　　সে সব ভুলিতে ভার ।
নরহরি ভণে　　নয়ানে দেখিলে　　কি জানি কি হবে আর ॥২

অথ দর্শনং যথা—　　(আসাবরী)

ওগো কহিতে বাসিয়ে লাজ ।

কুলবতী কুল-　　ধরম না রাখে　　কালিয়া নাগররাজ ॥ধ্রু॥
যমুনা যাইতে　　কদম্বতলাতে　　মো যেন দেখিলু তারে ।
কি মোহন নব　　ভঙ্গী ভালে ভালে　　বাঁচিয়া আইলু ঘরে ॥
পুন প্রাণসখী　　লেখি পটে তারে　　দেখাইলে যতন করি ।
সামান্য হিয়াতে　　নারি নিবারিতে　　সদাই ভাবিয়া মরি ॥
স্বপনে সে আসি　　পাশে বসি হাসি　　হানিলে নয়নবাণ ।
কৈলে জর জর　　নরহরি ইথে　　বাঁচে কি অবলা প্রাণ ॥৩

বালা ধানশী—

ওগো সে কালিয়া চান্দ ।　　কেবল মদন ফান্দ ॥
মো যেন ঠেকিলু তায় ।　　ছাড়াইতে হইল দায় ॥
সে বসি হিয়ার মাঝ ।　　ভাঙ্গিলে কুলের লাজ ॥
কত না বলিব আর ।　　পরাণ ধরিতে ভার ॥
শুনি সুচতুর দূতী ।　　চলিল তুরিত গতি ॥
নরহরি শ্যাম পাশে ।　　কহয়ে মধুর ভাষে ॥৪

অথ দশ দশাঃ—　　[দূতী শ্রীকৃষ্ণং প্রত্যাহ]

ধানশী—

কি বলিব ওহে নাগররাজ ।　　ভাঙ্গিলে অবলা কুলের লাজ ॥ধ্রু॥
উদ্‌বেগে ধনী না রহে থির ।　　সদা দুটি আঁখে ঝরয়ে নীর ॥
জাগিয়া জাগিয়া পোহায় নিশি ।　　মলিন সুচারু বদনশশী ॥

তিলে তিলে তনু হইল খীণ। ভ্রময়ে ভবনে রজনী দিন॥
সঘনে নিশাস জড়িমা তাহে। পুছিলে কাহুকে কিছু না কহে॥
ব্যগ্র দশা আসি ঘটিল তায়। করে কত খেদ, কিছু না ভায়॥
বিয়াধি বিষম না রহে থেহ। উতপত অতি পাণ্ডুর দেহ॥
উনমাদে সখী পানেতে চায়। কহে কত কথা কাতর হইয়া॥
খিতিতলে তনু নিচল মোহে। তুয়ানামে একা জীবন রহে॥
তুরিতে কদম্বকাননে যাই। মরণ-উদ্যম করয়ে রাই॥
নরহরি তেঞি আইল ধাইয়া। না সহে বিলম্ব দেখহ যাইয়া॥৫

আশাবরী—

রাইর দশমী দশা শুনি। মুরুছয়ে কানু গুণমণি॥
দূতী অতি তুরিতে যাইয়া। দেখে রাই পড়ে মুরুছিয়া॥
কহয়ে কালিয়া কথা শুনি। চমকি উঠিলা বিনোদিনী॥
অমুনি করিলা অভিসার। আগে দূতী চলে পুনবার॥
রাই আইলা কানুরে কহিল। দূরে দুখ, আনন্দে ভাসিল॥
দেখয়ে সকল সখী সাথে। আলো করি আইসে কুঞ্জপথে॥
আগুসরি চলিলা মাধাই। দূরে থাকি দেখিলেন রাই॥
শুভখণে দোহার মিলন। নরহরি করে নিরিখণ॥৬

অথ সংক্ষিপ্তসম্ভোগঃ— (ধানশী)

হৃদয়ে আরতি রহু ভয়ে তনু কাঁপি। নওলী হরিণে জনু হরি করু ঝাঁপি॥
ভুখিল চকোর সুধা পিবইতে আশ। ঐছে সময়ে মেঘ নাহি পরকাশ॥
পহিলহি সমাগম রস নাহি জান। কত কত কাকুতি করতহি কান।
কুচযুগ পরশিতে করে কর ঠেল। নাহক আরতি অতিশয় ভেল॥
পরিরম্ভ আরম্ভে উঠয়ে তরাস। লাজে নাহি বচনে পরকাশ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ নাহি ভয়। যো রসবন্ত সোই ইহ পায়॥৭॥

পুনঃ তিরোতিয়া ধানশী—

পহিল বয়স ধনী পহিল বিলাস। আরতি অতি চিতে উপজে তরাস॥
নাগর চপল চরণে ধরি পাণি। কহই অমিয়ময় কাকুতি বাণী॥
লাজে কমলমুখী আনত হোই। কুঞ্চিত নয়নে কানুমুখ যোই॥
তৈখণে বিধুমুখ মুখে মুখ ঝাঁপি। কুচকরু পরশে হরষ ঘন কাঁপি॥
কোরে অগোরি অবশ নহু থেহ। সুললিত শেজে গড়াওল দেহ॥
কো বরণব নব রস পরকাশ। হেরব কব নরহরি সখী পাশ॥৮

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীরাধিকায়াঃ পূর্ব্বরাগে
সংক্ষিপ্ত-সম্ভোগ বর্ণনং নাম
দ্বিতীয় আস্বাদঃ ॥২॥৮॥৮১॥

পুনস্তদ্ যথা—　　[সখী শ্রীরাধিকাং প্রত্যাহ]

বরাড়ী—

নিশসি নেহারসি ফুটল কদম্ব। করতলে বদন সঘনে অবলম্ব॥
খণে তনু মোড়সি করি কত ভঙ্গ। অবিরত পুলক মকুল ভরু অঙ্গ॥
এ ধনি! মোহে না করু অরু ছন্দ। জানলু ভেটলি শ্যামর চন্দ॥ধ্রু॥
ভাব কি গোপসি গোপত নাহি রহই। মরমক বেদন বদনে সব কহই॥
যতনে নেবারসি নয়নক লোর। গদগদ শবদে কহসি আধবোল॥
আনহলে আঙ্গন আনহলে পন্থ। সঘনে গতাগতি কহসি একন্ত॥
দূরে রহু গুরুজন গৌরব লাজ। গোবিন্দ দাস কহ পড়ল অকাজ॥১

ধানশী—

সুন্দরী শুনইতে সহচরী বাত। আঁচরে ঝাঁপি পুলকময় গাত॥
ধৈরজ ন হই রহই পুন থির। যতনে নেবারই নয়নক নীর॥
সহচরী-কর করসঞে গহি নেলি। কহইতে মরম সরমে রহি গেলি॥

ভণ ঘনশ্যাম ভণহ সখীপাশ। করব উপায় পূরব অভিলাষ ॥২

অত্র শ্রীকৃষ্ণস্য প্রথমদর্শনে শ্রীরাধাপ্রশ্ন :— (বেলাবলী)

শরদ-সুধাকর- দরপ বিভঞ্জন মঞ্জুল বদনে মধুর মৃদুহাস।
চন্দন তিলক ভাল সুলসত ভরু নিরুপাম খঞ্জননয়ন-বিলাস ॥
সখি! উহ কো নব জলধর অঙ্গ।
দামিনী দমন বসনমণি অভরণ ঝলমল করু হেরি মুরুছে অনঙ্গ ॥ধ্রু॥
শিরে শিখিপিঞ্ছ- খচিত শ্রুতি কুণ্ডল কম্বুকণ্ঠ ভুজ ভুজগ রসাল ॥
মরকত রতন- কপাট নিন্দি অতি পরিসর বক্ষে তরল বনমাল ॥
নাভিকমল অলি লোম লসত নব কেশরী দূরে কটি নিপট ললাম।
উরুযুগ জানু জঙ্ঘ জনরঞ্জন পাদনখমণিক নিছনি ঘনশ্যাম ॥৩

সখ্যা উত্তরং— (সুহই)

কুলভয় লাজ ধরম দেই আগি। কো অছু জগতে নহই অনুরাগী ॥
এ সুবদনি! উহ বরজকিশোর। কহইতে তাক চরিত নহু ওর ॥ধ্রু॥
সো রসময় তনু ভরইতে ছাতি। কত শত যুবতি ঝুরই দিনরাতি ॥
রহু ঘনশ্যাম নিছনি তছু পায়। কহে পুন কৈছে দেখলি তুহুঁ তায় ॥৪

শ্রীরাধিকা প্রাহ— (কামোদ)

চূড়ে শিখণ্ডি- শিখণ্ডক মণ্ডিত মালতী মধুকর মাল।
সৌরভে মধুমত্ত ভ্রমর ভ্রমরী কত চৌদিকে করত ঝঙ্কার ॥
সজনি! কো কহু কাম অনঙ্গ।
কেলি কদম্বতলে সো রতিনায়ক পেখলু নটবর ভঙ্গ ॥ধ্রু॥
বিষম কুসুমশর নয়ন ভূন ভরু সঞ্চরু ভাঙ কামান।
নাগরী নারী- মরম মাহা হানই লখই না পারই আন ॥
শ্রুতিমূলে চঞ্চল মণিময় কুণ্ডল দোলত মকর-আকার।
গোবিন্দ দাস অতএ অনুমানল মদনমোহন অবতার ॥৫

ধানশী—

শ্যামর মুরুতি অমিয় সঞে মিঠ। ভণইতে গোরী অঝরে ঝরু দিঠ ॥
তবহি চললি সহচরী হরিপাশ। গদগদ নিগদে মধুরতর ভাষ ॥
বুঝলু সুজনপণ কয়লি অকাজ। ভাঙলি কুলবতী কুলভয় লাজ ॥
হেমতড়িত জিতি ধনীতনু-কাঁতি। সো ভেল মলিন গুণত দিনরাতি ॥
নয়নক নীর কবহুঁ নহু থির। হেরত দশা হিয় ভই চউচির ॥
শুনইতে মাধব তেজই নিশাস। নরহরিসহ চলু সুবদনী-পাশ ॥৬

বালা ধানশী—

নওল নিকুঞ্জভবনে নব গোরী। শ্যামর মুরুতি দরশ রসে ভোরি ॥
তড়িতপুঞ্জ জিনি ধনীতনু কাঁতি। হেরইতে কান উলসে ভরু ছাতি ॥
মানল সকল ভাগ ভয়ে ভোর। রাই নিয়রে চলু চপলকিশোর ॥
লহু লহু হাসি বচন কছু বোলি। চুম্বই বদন ঘুঘুটপট খোলি ॥
সুন্দরী বিপুল লাজভয়ে কাঁপি। ভুজগহি নাহ উরহি উর ঝাঁপি ॥
প্রেমজলধি মধি নিমগন ভেলি। ভণ ঘনশ্যাম কি নব নব কেলি ॥৭

কামোদ—

আজুঁ উলস অভঙ্গ।
গোরী শ্যামর নবীন সঙ্গমে উপজে নব নব রঙ্গ ॥
কুহকে কোইল কীর।
দেত সুখ অলি পুঞ্জ গুঞ্জত বহত মলয় সমীর ॥
চতুর সহচরী মেলি।
কুঞ্জ শয়ন বিনোদ অলখিত হেরি হিয় ভরি নেলি ॥
ভণত নরহরি দাস।
সফল হোয় কব এ লোচন হেরব ঐছে বিলাস ॥৮

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীরাধিকায়াঃ পূর্ব্বরাগে সংক্ষিপ্তসম্ভোগ-বর্ণনং নাম তৃতীয় আস্বাদঃ ॥৩॥৮৯॥

পুনস্তদ্ যথা— [শ্রীরাধিকাং প্রতি কাচিদাহ]

সৌরাষ্ট্র—

রাধে ! নিগদ নিজং পদমূলং।

উদয়তি তনু মনু কিমিতি তাপকুল মনুকৃত বিকট ককূলং ॥ধ্রু॥
প্রচুর পুরন্দর গোপবিনিন্দিত কান্তি পটলমনুকূলং।
ক্ষিপসি বিদূরে মৃদুলং মুহুরপি সংভৃতমুরসি দুকূলং ॥
অভিনন্দসি নহি চন্দ্ররজোভর- বাসিতমপি তাম্বূলং।
ইদমপি বিকিরসি বরচম্পক কৃত- মনুপমদাম সচূলং ॥
ভজদনবস্থিতি- মখিল পদে সখি সপদি বিড়ম্বিততূলং।
কলিত সনাতন- কৌতুকমপি তব হৃদয়ং স্ফুরতি সশূলম্ ॥১॥

ধানশী—

সহচরী বচন শুনত সুকুমারি ! অবনতমাথ রহই দিঠি বারি ॥
সমুঝি চতুর সখী কহে পুন বারি। বিদরই হৃদয় বিরস মুখ হেরি ॥
কহইতে পরিজনে অনুচিত লাজ। জীবন দেই সমাধব কাজ ॥
পুন পুন ঐছন ভণইতে রাই। কহই মরম নরহরি-মুখ চাই ॥২॥

সৌরাষ্ট্র—

কুটিলং মামব লোক্য নবাম্বুজ- মুপরি চুচুম্ব স রঙ্গী।
তেন হঠাদহম ভবং বেপথু- মণ্ডল-সঙ্কুলদঙ্গী ॥

ভাবিনি ! পৃচ্ছ ন বারং বারং।

হন্ত বিমুহ্যতি বীক্ষ্য মনো মম বল্লবরাজকুমারং ॥ধ্রু॥
দাড়িম লতিকা মনু নিস্তল ফল নমিতাং স দধে হস্তং।
তদনুভবান্মম ধর্মোজ্জ্বলমপি ধৈর্য্যধনং গতমস্তং ॥

অদশনশোক- লতা পল্লবময় মতনু সনাতননর্ম্মা।
তদহমবেক্ষ্য বভূব চিরং বত বিস্মৃত কায়িককর্ম্মা ॥৩

ধানশী—

এ সখি! কি কহব তাকর রীত। অলখিত চাহি চোরায়ল চিত ॥
বিসরণ লাগি করত অনুবন্ধ। হোয়ই হৃদয়ে উদয় মুখচন্দ ॥
চাহিতে চহুঁ দিশ দিশই তায়। জীবইতে সংশয় কি করু উপায় ॥
শুনি নরহরি চলু দেই আশোয়াস। কানু নিকটে কহে গদগদ ভাষ ॥৪

ধানশ্রী—

অনধিগতা কস্মিক গদ কারণ মর্পিত-মন্ত্রৌষধি-নিকুরম্বং।
অবিরত রুদিত- বিলোহিত লোচন মনুশোচতি তামখিলকুটুম্বং ॥
দেব হরে ভব কারুণ্যশালী।
সা তব নিশিত কটাক্ষ শরাহত- হৃদয়া জীবতি কৃশতনুরালী ॥ধ্রু॥
হৃদি বলদবিরল- সংজ্বর পটলী স্ফুটদুজ্জ্বল মৌক্তিক-সমুদয়া।
শীতল ভূতল- নিশ্চল তনুরিয়মবসীদতি সম্প্রতি নিরুপায়া ॥
গোষ্ঠজনাভয়- সত্রমহাব্রত- দীক্ষিত ভবতো মাধব বালা।
কথমর্হতি তাং হন্ত সনাতন! বিষমদশাং গুণবৃন্দবিশালা ॥৫॥

কামোদ—

দূতী কহল শুনি ধনী অনুরাগ। মাধব মুদিত মানি বহু ভাগ ॥
যাকর দরশ যতনে নাহি হোয়। সো কহ কৈছে সদয় ভেল মোয় ॥
দূতীক কর গহি কহি কত বাত। চললহি দূতী সঙ্গে লই যাত ॥
রাখল কুঞ্জভবনে সমুঝাই। বেগি আয়ল যাহা আকুল রাই ॥
কহল সকল শুনি উলস হিয়ায়। অবিরল পুলক ভরল সব গায় ॥
তৈখণে সখী বিরচল নব বেশ। চলইতে নরহরি করু উপদেশ ॥৬॥

আশাবরী—

হন্ত ! ন কিমু মন্থরয়সি সন্ততমভিজল্পং ।
দন্তরোচিরন্তরয়তি সন্তমসমনল্পং ॥
রাধে ! পথি মুঞ্চ ভূরি সম্ভ্রমমভিসারে ।
চারয় চরণাম্বুরুহে ধীরং সুকুমারে ॥ধ্রু॥
সন্তনু ঘনবর্ণমতুল-কুন্তলনিচয়ান্তং ।
ধ্বান্তং তব জীবতু নখকান্তিভিরভিশান্তং ॥
স সনাতনমানসাঘ যান্তী গতশঙ্কং ।
অঙ্গীকুরু মঞ্জু কুঞ্জ-বসতেরলমঙ্কং ॥৭

গান্ধার—

সহচরী বচনে চৌকি চলু গোরী । হাসি মধুর দিঠি কুঞ্চিত থোরি ॥
মঞ্জু নিকুঞ্জ ভবনমধি গেল । হেরইতে কানু সশঙ্কিত ভেল ॥
কো সমুঝব নবলেহ তরঙ্গ । অদরশে বিষম দরশে ইহ রঙ্গ ॥
রাইক মুরুতি সুধারসসিন্ধু । ভাসল তাহে রসিক-কুলইন্দু ॥
আদরে কর গহি করইতে কোর । কাঁপি রমণীমণি মদনে বিভোর ॥
ভণ ঘনশ্যাম কি ললিত বিলাস । কানুক ইহ পুন মধুরিম ভাষ ॥৮

গৌরী—

সিচয়মুদঞ্চয় হৃদয়াদল্পং । বিলিখাম্যদ্ভুত-মকরাকল্পং ॥
ইহ নহি সঙ্কুচ পঙ্কজনয়নে ! বেশং তব করবৈ রতিশয়নে ॥
রাধে দোলয় ন কিল কপোলং । চিত্রং রচয়াম্যহমবিলোলং ।
তব বপুরত্ন সনাতনশোভং । জনয়তি হৃদি মম কঞ্চন লোভং ॥৯

আশাবরী—

কানু বেকত করু কত অভিলাষ । ঝরই অমিয় কহইতে মৃদুভাষ ॥
শুনইতে লজ্জিত রমণীমণি রাই ! হাসি ঘুঘটে বিধুবদন ছাপাই ॥

ঝাপই বসনে পুলকময় দেহ। উমড়ই হিয় ধনী ধরই ন থেহ॥
নরহরি দূতী নিরখি নিজপাশ। ভণই ভঙ্গি সঞে সুমধুর ভাষ॥১০

আশাবরী—

তব চঞ্চলমতিরয়মবহন্তা। অহমুত্তমধৃতিদিগ্ধদিগন্তা॥
দূতি ! বিদূরয় কোমলকথনং। পুনরভিধাস্যে নহি মধুমথনং॥ধ্রু॥
শঠচরিতোঽয়ং তব বনমালী। মৃদু হৃদয়াহং নিজকুলপালী॥
তব হরিরেষ নিরঙ্কুশনর্মা। অহমনুবন্ধসনাতনধর্ম্মা॥১১

সুহই—

দূতিক বদন নেহারি। কতহি কহই সুকুমারী॥
নিরুপম রসময় বাত। শুনইতে উলসিত গাত॥
অরু যত কৌতুক ভেল। সো সব কহই না গেল॥
নরহরি হিয় অভিলাষ। হেবব কি ঐছে বিলাস॥১২

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীরাধিকায়াঃ পূর্ব্বরাগে সংক্ষিপ্তসম্ভোগ বর্ণনং নাম চতুর্থ আস্বাদ ॥৪॥১০০॥

পুন স্তদ্ যথা— [সখী রাধিকাং প্রত্যাহ]

তুড়ী—

অঙ্গ পুলকিত ঘর্ম্মসহিত অঝরে নয়ন ঝরে।
বুঝি অনুমানি কালারূপখানি তোমারে করিল ভোরে॥
দেখি নানা দশা অঙ্গ যে বিবশা নহেত এ বড় ভারে।
সো বর নাগর গুণের সাগর কিবা না করিতে পারে॥
শুন শুন রাই কহি তুয়া ঠাই ভাল না দেখিয়ে তোরে॥
সতী কুলবতী তুয়া যে খেয়াতি আছয়ে গোকুল পুরে॥
ইহাতে এখন দেখিয়ে কেমন নাহি লাজ গুরুতরে।
কহে চণ্ডীদাসে শ্যামনবরসে বুঝিলে বুঝিতে নারে॥১

পুনঃ ধানশী—

রাই তুমি কেমন হইলা। লাজভয় সব বিসরিলা॥
ধারা বহে এ দুটি নয়ানে। বুঝিলু মজিলা কালা সনে॥
সে কথা বোলহ বিবরিয়া। মিলাইব যতন করিয়া॥
শুনি অতি উলসে সুন্দরী। কহে নরহরি পানে হেরি॥২

শ্রীরাগঃ—

কি হেরিলু কদম্বতলাতে।
বিনি পরিচয়ে মোর পরাণ যেমন করে জিতে কি পারিয়ে পাসরিতে॥ধ্রু॥
কপালে চন্দন চাঁদ কামিনীমোহন ফাঁদ আঁধারেতে করিয়াছে আলা।
মেঘের উপরে চান্দ সদাই উদয় করে নিশি দিশি শশিষোল কলা॥
কিশোর বয়েস বেশ আর তাহে রসাবেশ আর তাহে ভাঁতিয়া চাহনি।
হাসির হিলোলে মোর পরাণ পুতলি দোলে দিতে চাই এ তনু নিছনি॥
যে দেখয়ে একবার সে কি পাসরয়ে আর শুধুই সুধার তনু খানি।
অনন্তদাসেতে বোলে রূপ হেরি কেনা ভুলে জগতে আছে কি হেন প্রাণী॥৩

পুন বালা ধানশী—

সই কি আর বলিব তোরে। সে যে বাউরী করিল মোরে॥
ঘন অঞ্জন বরণ তার। আঁখো লাগিল ছাড়াইতে ভার॥
ওগো দেখিয়া অকাজ কৈলু। হেলে কুল লাজ হারাইলু॥
দিন রজনী কিছু না ভায়। মনে পড়য়ে সদাই তায়॥
ঘরে রহিতে বিষম হৈলো। তাহা ভাবিতে পরাণ গেলো॥
ইহা বলিতে বলিতে রাই। কান্দে নরহরি মুখ চাই॥৪

ভুপালী—

রাইয়ের দশা দেখি চতুর প্রিয়সখী কত না পরবোধি তায়।
তরল তনুমন জানিয়া শুভখণ নাগর-পাশে চলি যায়॥

এথা বরজ শশী　　তরুয়াতলে বসি　　রাইয়েরে করয়ে ধিয়ান ॥
সঘনে নিশসই　　অন্তর উমড়ই　　নিঝরে ঝরই নয়ান ॥
হেনই কালে সখী　　আয়ল তাহে দেখি　　কহয়ে কি ভেল হামারি।
যমুনাতীরে গেলু　　সে পথে নিরিখিলু　　রমণীমণি এক নারী ॥
তড়িত হেম জিতি　　কিবা মধুর কাঁতি　　পিরীতিরসে মাখা দে'।
পশিল হৃদয়েতে　　না পারি নেবারিতে　　না চিনি বোল উহ কে ॥
শুনিয়া সখী কহে　　কত না কব তুহে　　সে ধনী গুণবতী রাই।
মজিল তুয়া সনে　　বুঝি না জীয়ে প্রাণে　　তুরিতে নিরিখহ যাই ॥
কালিয়া উলসিত　　বিপুল পুলকিত　　শুনিয়া পুছে পুন বেরি।
ধরিতে নারে ধৃতি　　অতুল প্রেমগতি　　নিছনি নরহরি হেরি ॥৫

ধানশী —

গোরী গুণ অনু-　　রাগ নব নব　　শুনত সুন্দর শ্যাম।
হোত অধিক　　উছাহ অনুখণ　　পুলক তনু অনুপাম ॥
শরদ শশধর　　নিন্দি সুন্দর　　বদনে মৃদুতর হাস।
সজল লোচন　　কমল প্রফুল্লিত　　ললিত বচন বিলাস ॥
কত মনোরথে　　তরল মন, তিল　　আধ রহই না পারি।
জানি শুভখণ　　গমন করু চহু　　ওর চকিত নেহারি ॥
মদনভরে যব　　মঞ্জু বঞ্জুল　　কুঞ্জ করল প্রবেশ।
ধাই তব ধনী-　　পাশে নরহরি　　যাই ভণত বিশেষ ॥৬॥

শ্রীরাগ—

এ ধনি ! যব্　　ভেটলু তব্　　আকুল উহ শ্যাম।
তোহে সুমরি　　গুমরি গুমরি　　রোয়য়ে অবিরাম ॥
মোহে নিরখি　　হরখিত পুন　　শুনইতে তুয় বাত।
মানল নিজ　　ভাগ বিপুল　　পুলকিত ভেল গাত ॥

বেগি চলল কুঞ্জে পুঞ্জ গুঞ্জত অলি যাহি।
কত কত পর- বোধি ছোড়ি আয়ল হাস তাহি॥
মরি মরি তুহু যৈছে তৈছে তাকর অনুরাগ।
নরহরি ভণ পরসপরয়ে হোয়ত বহু ভাগ॥৭॥

ভুপালী—

কানুক কুঞ্জগমন শুনি গোরী। পুলকিত দেহ থেহ নহু থোরি॥
সমুখি চতুর সখী বিরচই বেশ। বাঁধই যতনে সুকুঞ্চিত কেশ॥
সিন্দুর সীথে দেয়ই সুখে মাতি। মৃগমদ চিত্র রচই বহু ভাঁতি॥
অঞ্জনে রঞ্জই যুগল নয়ান। মাজই কুঙ্কুমে বিমল বয়ান।
মণিময় হার কণ্ঠে পহিরায়॥ কটি কিঙ্কিণী মণিনূপুর পায়॥
সাজলি নিরুপম ঝলকয়ে অঙ্গ। হেরি মুরুছয়ে কত কোটি অনঙ্গ॥
চহুঁদিশে আলি বিলসে রসভোরি। শ্যামমিলনে চলু নওলকিশোরী॥
তৈখণে সহচরী কহয়ে বিশেষ। এ ধনি! তোহে দেয়ব উপদেশ॥
যব উহ নাহ পুছব কছু বাত। তব গহি মৌন রহবি নত মাথ॥
লোচনকোণে হেরব পুন থোরি। পরশিতে তরসি রহবি মুখ মোরি॥
শুনি মৃদুহাসি রমণীমণি রাই। পৈঠল কুঞ্জে চকিত দিঠে চাই॥
শুভখণে তুহু তুহু দরশন ভেল। নরহরি ভণ সুখ কহই না গেল॥৮

কেদার—

অবনত নয়নী না কহে কছু বাণী। পরশিতে তরসি ঠেলই পহুঁ পাণি॥
সুচতুর নহে করে অনুরোধ। অভিনব নায়রী না মানয়ে বোধ॥
পিরীতি বচন পুন কহয়ে বিশেষ। রাইক হৃদয়ে দেখয়ে লব লেশ।
পহিরণ বসন ধরল যব হাত। তব ধনী দিব্ দেই নিজ মাথ॥
রস পরসঙ্গ কয়ল কত রঙ্গ। নিজ পরথাব্ নামে দেই ভঙ্গ॥
নাহক আদর অধিক বাড়ায়। জ্ঞানদাস কহ ইহ না জুয়ায়॥৯

ভূপালী—

মাধব মধুর হাসি রস বরষে। কনক কমলকলি কুচ করে পরশে॥
নব নব ভঙ্গি কুটিল দুই নয়নে। ঘন ঘন কাঁপি বয়ন ধরু বয়নে॥
কোরে অগোরি রভসে ধনীরতনে। কুসুমিত শেজে শুতই কত যতনে॥
শোহত দুহু ছবি কো অছু কহিতে। হেরব কব নরহরি সখী সহিতে॥১০

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীরাধিকায়াঃ পূর্ব্বরাগে সংক্ষিপ্তসম্ভোগ-বর্ণনং নাম পঞ্চম আস্বাদঃ॥ ৫।১১০॥

পুন স্তদ্ যথা— **[কাচিদাহ]**

করুণ—

তখনি বলিনু তোরে যাইস্ না যমুনাতীরে চাইসনা লো কদম্বের তলে।
তাহা না শুনিলা কাণে এখন বলহ কেনে গা মোর কেমন কেমন করে॥
রাঙ্গা হাত রাঙ্গা পা মেঘের বরণ গা রাঙ্গা সে দীঘল দুটি আঁখি।
কাহার শকতি উহার দিঠিতে পড়িলে গো ঘরে আসে আপনাকে রাখি॥
কাণের কুণ্ডল তার আস্তা মানুষ গিলে কাচা পাকা কিছুই না বাছে॥
আমরা উহার ডরে বাড়ীর বাহির নহি ঘরের বাহির নাহি নাছে॥
মধুর মধুর চাঁদ মুখের হাসিতে গো অবলার জাতি কুল নাশে।
এ গুরু গৌরব লাজ ছাড়ায় সকল কাজ ভালে ভালে জানে জ্ঞানদাসে॥১

শ্রীরাধিকাহ— **(করুণ)**

আলো মুই জানিনা জানিলে যাইতাম না কদম্বের তলে।
চিত মোর হরিয়া নিলে ছলিয়া নাগর ছলে॥ধ্রু॥
রূপের পাথারে আঁখি ডুবিয়া রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল॥
ঘরে যাইতে পথ মোর হইল অফুরাণ।

অন্তর বিদরে কি জানি কি করে প্রাণ ॥
চন্দন চান্দের মাঝে মৃগমদ ধান্দা।
তার মাঝে হিয়ার পুতলি রৈল বান্ধা ॥
কটি পীতবসন রসনা তাহে জড়া।
বিধি নিরমিল কুল কলঙ্কের কোড়া ॥
জাতিকুলশীল বুঝি সব মোর গেল।
ভুবন ভরিয়া মোর ঘোষণা রহিল ॥
কুলবতী হইয়া দুকুলে দিনু দুখ।
জ্ঞানদাস বোলে দঢ় করি থাক বুক ॥২

ধানশী—

রাই পুন কহে ধীরি ধীরি। কালিয়া করিলে চিতচুরি ॥
কুলের ধরমে কিবা করে। তাহা বিনে পরাণ বিদরে ॥
এত কহি হির সে উথলে। বদন পাখালে আঁখি-জলে।
নরহরি সে দশা দেখিয়া। কহয়ে কালিয়া পাশে গিয়া ॥৩

দূতী শ্রীকৃষ্ণং প্রত্যাহ— (ধানশী)

তুয় অপরূপ রূপ হেরি দূর সঞে লোচন মন দৌ ধাব্।
পরশক লাগি আগি জলু অন্তর জীবন রহ কিয়ে যাব্ ॥
মাধব ! তোহে কি কহব করি ভঙ্গি।
প্রেম অগেয়ান দহনে ধনী পৈঠলি জনু তনু দহত পতঙ্গী ॥
কহত সম্বাদ কহই নাহি পারই কাহে বিশোয়াসব বালা।
অনুখণ ধরণী- শয়নে কত মেটব সুতনু অতনুশর জ্বালা ॥
কালিন্দী কূল- কদম্বক কাননে নামে নয়নে ঝরু বারি।
গোবিন্দদাস কহই অব মাধব ! কৈছে জীয়ব বর নারী ॥৪

ধানশী—

ধনী অনুরাগ শ্রবণে নব নাহ। পায়ল নিধি কি উলস হিয় মাহ॥
পুন পুন শুনইতে সজল নয়ান। তুরিত দূতীসহ করল পয়ান॥
ললিত নিকুঞ্জ ভবনে রহু রাই। মনমথে মাতি মিলল তঁহি যাই॥
হেরইতে লাজে সকুচে সুকুমারী। কাঁপি ঘুঘটে মুখ অলপ উঘারি॥
সহচরী কোরে করই পরবেশ। পহুঁ কাকুতি করই অশেষ॥
সখী সোঁপি কতহি সমুঝাই। ভণ ঘনশ্যাম কি উলস মাধাই॥৫

ধানশী—

কুচপর ধরল হাত বলী। কমল গরাসল কমল কলি॥
অধরে অধর কিয়ে লাগল দ্বন্দ্ব। কমল পিয়ে কি কমল-মকরন্দ॥
এত বুঝি কিঙ্কিণী করয়ে পূকার। রাজা মদন না করয়ে বিচার॥
দৃঢ় পরিরম্ভণে হিয়ে হিয়ে লাগে। টুটল হার, লাজ ভয় ভাগে॥
শ্রমজলে পূরিত ভেল দুহুঁ দেহ। জনু ঘন বিজুরি ভিজল নব লেহ॥
কহে হরিবল্লভ আর কি বিচার। এ দুহু মূরতি রস অবতার॥৬

কানড়া—

আজু কি শুভদিন ভেলি। নব নব দুহুঁ কর কেলি॥
ঘন রসময় দুহু দেহ। ঝলকে তড়িত জনু মেহ॥
অলখিত সখী চহুঁ ওর। নিরখত যুগলকিশোর॥
নরহরি ভণ মন আশ। রহব কি সহচরী পাশ॥৭

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীরাধিকায়াঃ পূর্বরাগে
সম্পন্নস্পর্শি-সংক্ষিপ্তসম্ভোগবর্ণনং নাম
ষষ্ঠ আস্বাদঃ॥৬।১১৬

পুন স্তদ্ যথা— [সখী শ্রীরাধিকাং প্রত্যাহ]

বালা ধানশী

রাই এমন হইলা কেনে। কুলভয় না বাসহ মনে॥
দুটি আঁখি বহে জলধারা। হেমতনুয়ে অঞ্জনপারা॥
সদা যমুনা যাইতে চাও। বোলো, সেখানে কি নিধি পাও॥
শুনি ধনী সলজ্জিত হইয়া। কহে নরহরি পানে চাইয়া॥১॥

শ্রীমত্যাহ— (তোড়ী)

সই ! কি পেখিলু যমুনার তীরে।
কালিয়া বরণ এক মানুষ আকার গো বিকাইলু তার আঁখিঠারে॥ধ্রু॥
নিতিনিতি আসি যাই এমন কভু দেখি নাই কেনে বা বাড়ালু পা ঘরে।
গুরুর গরব কুল নাশাইলে কুলবতীর কলঙ্ক আগে আগে ফিরে॥
কামের কামান জিনি ভুরুর ভঙ্গিমা গো হিঙ্গুল বেড়িয়া দুটি আঁখি।
কালিয়া নয়ান বাণ মরমে হানিল গো কালাময় সব আমি দেখি॥
চিক্কণ কালার রূপে আকুল করিল গো ধরণে না যায় মোর হিয়া।
কত চাঁদ নিঙাড়িয়া মু'খানি মাজিল গো যদু কহে কত সুধা দিয়া॥২

শ্রীরাগ—

রাই কহে কি আর বলিব সই ! তোরে। রাখহ পরাণ কালা মিলাইয়া মোরে॥
কহিতে নারয়ে আর ঝরে দুটি আঁখি। কত না যতনে প্রবোধয়ে প্রিয়সখী॥
কালিয়া নিকটে দূতী চলয়ে তুরিতে। কত না উপায় চিতে ভাবিতে ভাবিতে॥
এথা নিরজনে কানু সুবলের প্রতি। কহে কি দেখিলু আজি মধুর মুরুতি॥
আহা তা বিনু ধরিতে নারি হিয়া। এতেক কহিতে দূতী মিলিল আসিয়া॥
দূতী নিরখিয়া কানু কি আনন্দ চিতে। নরহরি কহে যেন চান্দ পাইল হাতে॥৩

শ্রীরাগ—

দূতী কহে কি আর কথায়। কি করিলা কদম্বতলায়॥

অবলা ধরিতে নারে হিয়া। কত না রাখিব প্রবোধিয়া॥
লইতে তোমার নাম কান্দে। তারে ফেলাইলা এনা ফান্দে॥
তোমার পরশরস বিনে। বুঝি ধনী না জিয়ে প্রাণে॥
শুনি কালা চলয়ে ধাইয়া। রাইরূপ হৃদয়ে ভাবিয়া॥
শুভখণে কুঞ্জ-পরবেশ। নরহরি করে উপদেশ॥৪

ধানসী—

শুনহে নাগররাজ। বুঝিয়া করিবে কাজ॥
ধরিবে ধৈরজ হেন। কেহো না হাসয়ে যেন॥
কহিয়া কাকুতি কথা। ঘুচাবে মদন বেথা॥
সে অতি অবলা নারী। বুঝাবে যতন করি॥
দূতীর বচন শুনি। উলস রসিকমণি॥
নরহরি করি সঙ্গে। রাইয়েরে মিলিল রঙ্গে॥৫

আশাবরী—

দেখ কিনা অপরূপ রঙ্গ।
হরিণনয়নী হরি হেরইতে হরষে অবশ অঙ্গ॥ধ্রু॥
কত ছলে কালা চকোর নিরখি রাইয়ের বদনবিধু।
চঞ্চল নয়ন- কোণে ঘনঘন ঢালয়ে পিরীতি মধু॥
সুমধুর হাসি ভাসি কত রসে পশারি যুগল বাহু।
যতনে ধরিয়া করে আলিঙ্গন যেন চান্দে ঝাঁপে রাহু॥
অধরে অধর ধরইতে ধনী অমনি রহয়ে লাজে।
নরহরি পহু বিলসে ললিত কেলিতলপের মাঝে॥৬

সুহই—

রাই কানু নবীন পিরীতি। তিলে তিলে বাঢ়য়ে আরতি॥
নিরুপম নিকুঞ্জ মন্দিরে। শোভা করে পালঙ্ক উপরে॥

হেরইতে যুগলকিশোর। সখীগণ আনন্দে বিভোর।
নরহরি হেন দশা হবে। দেখি আঁখিযুগল জুড়াবে ॥৭

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীরাধিকায়াঃ পূর্ব্বরাগে
সংক্ষিপ্তসম্ভোগ-বর্ণনং নাম
সপ্তম আস্বাদঃ ॥৭॥১২৩

পুনস্তদ্ যথা— [কাচিৎ সখী সখীং প্রত্যাহ]

ধানশী—

এ ঘর বাহির দণ্ডে দশবার তিলে তিলে আইসে যায়।
মন উচাটন নিশ্বাস সঘন কদম্বকাননে চায় ॥
রাই কেনে বা এমন হৈল।
গুরু দুরজন ভয় নাহি মনে কোথা কি দেবে পাইল ॥ধ্রু।
সদাই চঞ্চল বসন-অঞ্চল সম্বরণ নাহি করে।
বসি থাকি থাকি উঠয়ে চমকি বসন খসায়া পরে ॥
বয়সে কিশোরী রাজার ঝিয়ারী তাহে কুলবধূ বালা।
কিবা অভিলাষে বাঢ়য়ে লালসে না বুঝি তাহার ছলা ॥
তাহার চরিতে হেন বুঝি চিতে হাত বাঢ়াইল চান্দে।
চণ্ডীদাস কয় বুঝি অনুনয় ঠেকেছে কালিয়া ফান্দে ॥

ধানসী—

পিরীতে মজিলা বিনোদিনী। সখীসব করে কাণাকাণি ॥
মনের উলাসে পাশে গিয়া। কহে কত যতন করিয়া ॥
নবীন বয়েসে একি রঙ্গ। সদাই পুলকময় অঙ্গ ॥
তিলেক রহিতে নারো ঘরে। চাহি মেঘপানে আঁখি ঝরে ॥
নিজজনে মরম কহিতে। একি কাজ লাজ বাস চিতে ॥
শুনি ধনী মৃদু মৃদু ভাষে। কহে কিছু নরহরি-পাশে ॥২

তোড়ী—

আলো সই কি হইল মোরে প্রেম জ্বালা।

মো মেনে আপনা খালু কেনে বা যমুনা গেলু শয়নে স্বপনে দেখোঁ কালা॥
সাত পাঁচ সখী সঙ্গে নানা আভরণ অঙ্গে সাথে গেলু জল ভরিবারে।
তেমাথা পথের ঘাট সেইখানে ভুলিলু বাট কালামেঘে ঝাঁপেছিল মোরে॥
যমুনা যাইতে পথে দোসারি কদম্ব তাথে বনচারী সে কোন দেবতা।
তার গলের মালা দিতে আচম্বিতে মোর গলে সে হইতে মরমে হইল বেথা॥
বংশীবদনে কয় যুবতি জিবার নয় দেখিলে মরমে দেয় হানা।
সে কালা কালিয়া শ্যাম কালিয়া তাহার নাম কালিন্দী কদম্বতলে থানা॥৩

ধানশী—

শুগো সেই শ্যাম পানে চায়া। আলো জাতিকুল মজাইয়া॥
প্রাণ কান্দে নারি নেবারিতে। করহ উপায় যাহা চিতে॥
শুনি সখী কানু-পাশে গিয়া। কহে একি করিলে কালিয়া॥
নিরমল কুলে দিলে হানা। না বুঝি কেমন সাধুপনা॥
অবলা পরাণে নাই জিয়ে। আঁখি ঝরে যদি প্রবোধিয়ে॥
সোণার বরণ সেনা তনু। হইল কাজরপারা জনু॥
আপন নয়ানে দেখ গিয়া। সে দশা কহিতে ফাটে হিয়া॥
শুনি কালা বিকল হিয়ায়। নরহরি সহ বেগে ধায় ৪॥

ধানসী—

কানুক গমন নেহারি। উলসিত সব সুকুমারী॥
তবহি তরল দিঠি হোই। লাজ বসনে তনু গোই॥
মাধব চপল-চরিত। নিরখি মুদিত ধনী-রীত॥
ধৈরজ ধরই না থোরি। পরশিতে তরসই গোরী॥
সহচরী করি চতুরাই। সোঁপল কত সমুঝাই॥

নাগর করগহি গোরী। ভুজভরি কোরে আগোরি ॥
নহি নহি ভাখত রাই। চুম্বনে বদন ছাপাই।
ভণ ঘনশ্যাম কিশোর। ধনী নর পিরীতি-বিভোর ॥৫

ধানশী—

শ্যাম রমণীমণি সঙ্গ। পহিল মিলন কিয়ে রঙ্গ ॥
ছরমে ঘরমে দুহুঁ দেহ। ভীগল জনু নব লেহ ॥
সহচরীচয় চহুঁ ওর। দুহু মুখ নিরখি বিভোর ॥
ভণ ঘনশ্যাম সুভাতি। রহব কি ইহ সুখে মাতি ॥৬

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীরাধিকায়াঃ পূর্ব্বরাগে
সংক্ষিপ্ত-সম্ভোগবর্ণনং নাম
অষ্টম আস্বাদঃ ॥৮।১২৯

পুনস্তদ্ যথা— [নান্দীমুখী প্রাহ]

বরাড়ী—

দিন দুই চারি নারি আঁখি মেলাইতে। তোমরা আসিয়া দেখ একি আচম্বিতে ॥
কেহ কিছু জানে তার পায় কারো সেবা। না জানিয়ে রাইয়েরে পাইয়াছে কোন্ দেবা ॥
কদম্বের তলে কিবা মুরুতি দেখিয়া। গীম মুড়ি মুড়ি রাই পড়ে মুরুছিয়া ॥
বংশীবদনে কয় সেইখানে নিয়ে। চাহিতে চিহ্নিতে রাই পাছে বা না জীয়ে ॥১

আশাবরী— [কাচিদাহ]

ওঝা বেঝা আন গিয়া পাইয়াছে ভূতা। কাঁপি ঝাপি উঠে এই বৃষভানুসুতা ॥
কালা কুমর হিরণ-বসন যবে পড়ে মনে। মুরছি পড়িয়া কান্দে ধরি ভূমখানে ॥
রক্ষা অক্ষা পড়ে মন্ত্র ধরি ধনীচুলে। সভে বোলে আনি দেহ কালা গলার ফুলে ॥
চেতন পাইয়া তবে উঠিবেক বালা। ভূত প্রেত যাইবেক ঘুচিবে অঙ্গজ্বালা ॥
চণ্ডীদাস কহে তুমি যারে বোলো ভূত। শ্যাম চিকন সে নন্দের ঘরে পুত ॥২

ততঃ পৌর্ণমাসী প্রাহ— [গুর্জ্জরী]

বুঝিলুঁ ভামিনীর ভাব, নহে দৈত্যদানো। কল্পতরু দেবতারে কিছু মানো॥
কালিয়া কুমর বৈসে কদম্বের ডালে। সুকুমারী দেখিলা পাইয়াছে শিশুকালে॥
সব দেব হাকারি কহিলুঁ শ্রুতিপুটে। কালিয়া কুমর নামে কাঁপি ঝাঁপি উঠে॥
নিরবধি কালো ছায়া ফিরে সাতে সাতে। কি করিবে মণিমন্ত্র কালা অপঘাতে॥
মনে কিছু না ভাবিহ প্রাণে না মরিব। নিজ পূজা পাইলে আপনি ছাড়িবাব॥
বংশীবদনে কয় এই কথা দঢ়। পূজা না করিলে হবে পরমাদ বড়॥৩

ধানশী—

কেহো কহে কি আর কথায়। পাইয়াছে বিষম দেবতায়॥
কেহো কহে কে ছাড়াইতে পারে। সদা আছে হিয়ার মাঝারে॥
কেহো কহে ঘটিল পিরীতি। নহিলে এমন কেনে রীতি॥
নরহরি কহয়ে তাহায়। সুধাইয়া করহ উপায়॥৪

ততঃ শ্রীমুখরা রাধিকাং প্রত্যাহ— [তোড়ী]

সোণার নাতিনী এমন যে কেনি হইলা বাউরী পারা।
সদাই রোদন বিরস বদন না বুঝি কেমন ধারা॥
যমুনা যাইতে কদম্বতলাতে দেখিলে সে কোন্ জনে।
যুবতী জনার ধরম-নাশক বসি থাকে সেই খানে॥
সে জন পড়ে তোর মনে।
সতীর কুলে কলঙ্ক রাখিলে চাহিয়া তাহার পানে।
একে কুলনারী কুল আছে বৈরী তাহে বড়ুয়ার বধূ।
কহে চণ্ডীদাসে কুল শীল নাশে কালিয়ার প্রেম-মধু॥৫

ততঃ সখ্যাহ— (আশাবরী)

এ বিধুবদনি রঙ্গিণি রাই। প্রাণ কান্দে তুয়া পানেতে চাই॥
হইল মলিন কনকদেহা। তিল আধ চিতে না বাঁধ থেহা॥

ঘন ঘন চাহ কদম্বপানে। তেজহ নিশ্বাস কালিন্দী নামে॥
সদা আনমন, না কহ কথা। না বুঝি অন্তরে এবা কি বেথা॥
মরম কহিতে আপন জনে। ইথে কিবা লাজ বাসহ মনে॥
নরহরি আগে কহিবে যাহা। পরাণ নিছিয়া করিব তাহা॥৬

ধানশী—

বিরলে পুছয়ে বারে বারে। রাই কিছু কহিতে না পারে॥
কালা নাম আনিতে বয়নে। কত ধারা বহে দুনয়নে॥
বুঝিয়া চতুর সহচরী। কানু পাশে চলে তরাতরি॥
নিরুপম রাইয়ের পিরীতি। নরহরি কহে কানুপ্রতি॥৭

দূতী শ্রীকৃষ্ণং প্রত্যাহ— [তিরোতিয়া ধানশী]

লোটই ধরণী ধরণী ধরি সোই। খণে খণে দীঘ নিশ্বসি খণে রোই॥
খণে খণে মুরুছই কণ্ঠে পরাণ। ইহ পর কোগতি দৈবে সে জান॥
এ হরি পেখলু সো বর নারী। ন জীবই বিনে কর পরশ তোহারি॥ধ্রু॥
কেহো কেহো জপয়ে দেব দিঠি জানি। কেহ নবগ্রহ পূজে জ্যোতিষ আনি॥
কেহো কেহো কর ধরি ধাতু বিচারি। বিরহ বিঘন কোই লখই না পারি॥
শেষ দশা যব সো সব জান। কহই গোপাল কি হয় পরিণাম॥৮॥

সুহই—

রাইক বিষম বিরহ শুনি কান। সহচরী সহ করু তুরিতে পয়ান॥
দেখল নয়ন মুদি রহু গোরী। সিঁচই অমিয়া কর পরশই থোরি॥
চমকি উঠল ধনী চহুঁ দিশ চাই। ছাপি রহল ধনী নিয়রে মাধাই॥
ধনী কহ অব এ কৌন গতি ভেলি। পরশল কানু স্বপন ভই গেলি॥
দগধই মদন সহই না পারি। মরণ উচিত ইথে বুঝলু বিচারি॥
শুনি পহুঁ সমুখে রহল মুখ চাই। হোয়ল কি উলস অবধি নাহি পাই॥
কানুবয়নে ধনী ধরইতে দিঠ। উপজল লাজ পলটি রহু পীঠ॥

কি নব লেহ গতি লখই না পারি।　　ভণ ঘনশ্যাম তুহুঁক বলিহারি ॥৯

কামোদ—

পহিল মিলন দুহু অপরূপ কেলি।　　কুচে কর ধরইতে করে কর ঠেলি॥
চুম্বনে রহই কমল মুখ মোরি।　　মাতল কানু-মধুপ নাহি ছোরি॥
দৃঢ় পরিরম্ভণে টুটই হার।　　কিঙ্কিনি ঘন ঘন করই ফুকার॥
শরমে ঘরমময় নিচল শরীর।　　দামিনী জলদ রহল জনু থির॥
কুসুমিত শেজে গড়ায়ল অঙ্গ।　　বাঢ়ই তিলে তিলে মদন তরঙ্গ॥
শোহই শিথিল বেশ অনুপাম।　　হেরইতে আশ করই ঘনশ্যাম॥১০

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীরাধিকায়াঃ পূর্বরাগে সংক্ষিপ্তসম্ভোগবর্ণনং নাম
নবম আস্বাদঃ ॥৯।১৩৯॥

পুনস্তত্ যথা—　　[মুখরা নান্দীমুখীং প্রত্যাহ]

সিন্ধুড়া—

রাধার কি হৈল অন্তরে বেথা।

বসিয়া বিরলে　　থাকয়ে একলে　　না শুনে কাহারু কথা ॥ধ্রু॥
সদাই ধিয়ানে　　চাহে মেঘপানে　　না চলে নয়ানতারা।
বিরতি আহারে　　রাঙ্গা বাস পরে　　যেমত যোগিনীপারা॥
আউলাইয়া বেণী　　ফুল যে গাঁথনী　　দেখয়ে খসাইয়া চুলি॥
হসিত বদনে　　চাহি মেঘপানে　　কি কহে দুহাত তুলি॥
এক দিঠি করি　　ময়ূরা ময়ূরী-　　কণ্ঠ করে নিরিখণে।
চণ্ডীদাসে কয়　　নব পরিচয়　　কালিয়া বধুঁর সনে॥১

পুনঃ ধানশী—

না বুঝি রাধার এনা রীতি।　　ঘটিল বা কালার পিরীতি।

দেখিয়ে কেমন মেন তারে। তিলেক রহিতে নারে ঘরে।
সদাই নয়ানে জলধারা। হৈল যেন বাউরীর পারা॥
নরহরি কহে মনে গুণি। সুধাইলে জানিবে এখনি॥২

মুখরা শ্রীরাধিকাং প্রত্যাহ— [ধানশী]

সোণার নাতিনি কেন আসি যাও পুন পুন
না বুঝি তোমার অভিপ্রায়।
সদাই কান্দনা দেখি অঝর ঝরে ঝরে আঁখি
জাতি কুল সব পাছে যায়॥
যমুনার জলে যাও, কদম্বতলা পানে চাও
না জানি দেখিলে কোন্ জনে।
শ্যামল বরণ পীত পিঁধন বসি থাকে যখন তখন
সে জনা পড়িছে বুঝি মনে॥
ঘরে আসি নাহি খাও সদাই তাহারে চাও
বুঝিলাম তোমার মনের কথা।
এখন শুনিলে ঘরে কি বোল বলিবে তোরে
বেড়াইয়া ভাঙ্গিবে তোর মাথা।
ব্রজে তুমি কুলের নারী কুল আছে তোমার বৈরি
তাহে আর বড়ুয়ার বধূ।
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে কুল শীল সব নাশে
লাগিলে কালিয়া প্রেম-মধু॥৩

সখী তাং প্রত্যাহ— (শ্রীরাগ)

রাই তুয়া পানে নিরখিয়া। সদাই কেমন করে হিয়া॥
মোরা সব দড়াইলু মনে। পিরীতে মজিলা উহা সনে॥
বোল বোল কি আর কথায়। কিরূপ দেখিলা শ্যামরায়॥

শুনি ধনী নরহরি-পাশে। কহে অতি সুমধুর ভাষে ॥৬

ভুপালী—

জলদ বরণ কানু দলিত অঞ্জন তনু উদয়িছে শুধু সুধাময়।
নয়ান চকোর মোর পিতে করে উতরোল নিমিখে নিখিল নাহি হয় ॥

শ্যামরূপ দেখিনু যাইতে জলে।

ভালে সে নাগরী হৈয়াছে পাগলী সকল লোকেতে বোলে ॥ধ্রু॥
কিবা বা চাহনি ভুবন-ভুলনি দোলনি গলার মাল।
মধুলোভে কত ভ্রমরা বোলয়ে বেঢ়িয়া তঁহি রসাল ॥
দুইটি লোচন মদনের বাণ দেখিতে পরাণে হানে।
পশিয়া মরমে ঘুচায় ধরমে পরাণ সহিতে টানে ॥
চণ্ডীদাসে কয় ভুবনে না হয় এমন রূপ যে আর।
যে জন দেখিল সেই সে ভুলিল কি তার কুলে বিচার ॥৫

পুনঃ কানড়া—

কি খেণে গেলাম সাথে যমুনার জলে। দেখিল কালিয়াচাঁদ কদম্বের তলে ॥
আলো মুই জাতিকুল সব খোয়াইনু। জনমের মত এ পরাণ সোঁপিনু ॥
এমন মোহনরূপ কভু নাহি দেখি। মনে হেন সদাই আঁখির মাঝে রাখি ॥
কহিতে কহিতে থির হৈতে নারে রাই। ঝুরে দুটি আঁখি নরহরিপানে চাই ॥৬

ধানশী—

সখী ধনীরে প্রবোধ দিয়া। কহে কালিয়া নিকটে গিয়া ॥
ওহে কি কৈলে আঁখির ঠারে। সে যে পরাণ ধরিতে নারে ॥
শুনি উলসে রসিকরাজ। চলে নিকুঞ্জ ভবন-মাঝ ॥
হেরি ভুবনমোহিনী রাধা। কহে সকল হইল সাধা ॥
অতি অথির মদন ভরে। হাসি বৈসয়ে পালঙ্ক পরে ॥
ধনী মনে মনোরথ যাহা। নরহরি কি বুঝিব তাহা ॥৭

সুরট—

আজু কি নব মিলন রঙ্গ।

হাসি শশিমুখী বসনে ঝাপয়ে পুলক আবৃত অঙ্গ॥

লাজে না বৈসে শ্যামের পাশে।

করি কত ছল কালিয়া চঞ্চল ডুবায় পিরীতি রসে॥

সখী ইঙ্গিতে বিভোর হৈয়া।

ঘন ঘন মুখ- চুম্বন করয়ে হিয়ার মাঝারে থু'য়া॥

ভালে বিলসে পালঙ্ক 'পরি।

সে শোভা মাধুরী কিয়ে নরহরি হেরিব নয়ান ভরি॥৮

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃত শ্রীরাধিকায়াঃ পূর্বরাগে সংক্ষিপ্তসম্ভোগ-বর্ণনং নাম।

দশম আস্বাদঃ॥১০।১৪৭

পুনস্তদ্ যথা— [সখী শ্রীরাধিকাং প্রত্যাহ]

ধানসী—

এ সুবদনি ! ধনি ! কি ভেল তোয়। অনুখণ রহসি আনমন হোয়॥
মোড়সি অঙ্গ পুলক-পরকাশ। হেরসি চহুঁ দিশ তেজসি নিশাস॥
চঞ্চল নিরত না বাধসি থেহ॥ কাহুক সঞে কি বাঢ়ায়লি লেহ ?
নরহরি নিয়রে কি কহইতে লাজ। সাধব জীবন দেই তুয় কাজ॥১

শ্রীমত্যাহ— (কামোদ)

সই ! তোমারে বলিতে কি। বড় বিপাকে ঠেকিয়াছি॥
নিজমন্দিরে সঙ্গিনী সঙ্গে। ওগো বসিয়া আছিল রঙ্গে॥
সেই পথে সে চিকণ কালা। রূপে করয়ে ভুবন আলা॥
রঙ্গে হিলি ঢুলি চলি যায়। সেহো নানা আভরণ গায়॥

তারে চাহিতে নয়ান কোণে। সব ভুলিনু এ হেন মনে॥
নরহরি কহে কিবা আর। কুল রাখিতে হইবে ভার॥২

ধানশী—

সই রে বলি কি আর কুল ধরমে। দীঘল নয়ান বাণ হানিলে মরমে॥
সই রে বলি না রহে পরাণ। জাগিতে ঘুমাইতে দেখোঁ বাঁশিয়া-বয়ান॥
সই রে বলি কি তার সন্ধান। তাকিয়া মারাছে বাণ যেখানে পরাণ॥
সই রে বলি কি রূপ দেখিনু। দেখিয়া মোহনরূপ আপনা নিছিনু॥
সই রে বলি কিরূপ-সাজনি। যাচিয়া যৌবন দিব শ্যামের নিছনি॥
সই রে বলি মনেতেই জাগে। গোবিন্দদাস কহে নব অনুরাগে॥৩

পঠমঞ্জরী—

এ সখি! শ্যাম মরমে পশি গেল। লোচনকোণে সকল হরি নেল॥
ধৈরজ লাজ দেয়ল উলটায়। তা বিনু নিরত হৃদয় দহি যায়॥
ঐছন ভণইতে অবনত মাথ। নয়নবারি মুখ বুক বহি যাত॥
সখী আশোয়াসি তবহি চলু তাঁহি। গোকুল রমণীরমণ রহু যাহি॥
হেরইতে দূতী চপল নব নাহ। চলু আগুয়ান মুদিত মনমাহ॥
গহি তছু পাণি পুছই তছু ঠাম। নরহরি ভণ কি ভণব ঘনশ্যাম॥৪

ধানশী—

রঙ্গিণী সঙ্গে তুঙ্গমণি মন্দিরে দশ দিশ হেরইতে রামা।
কো জানে কি খেণে তুয়া দিঠি লাগল মুরুছি পড়ল সোই ঠামা॥
মাধব! কি তুয়া নয়ান-সন্ধান।

কুল গিরিরাজ লাজ ঘন কঞ্চুক ভেদি মরম পথে হান॥ধ্রু॥
বিরহ বিষানলে জলত কলেবর সঘনে লুঠয়ে মহীপঙ্কা।
তুহুঁ সুপুরুষমণি তোহে চঢ়য়ে জনি ধনী-বধ-বিপুল-কলঙ্কা॥
সব সখী মেলি কতহি আশোয়াসই বেদন কোই না জান।
গোবিন্দদাস ভণ তোহারি পরশ বিন কৈছনে রহত পরাণ॥৫

ধানশী—

রাইক নবীন প্রেম শুনি দূতীমুখে মনহি উলসিত কান।
মনোরথ কতহি হৃদয়ে পরিপূরণ আনন্দে হরল গেয়ান॥

সজনি! বিহি কি পূরায়ব সাধা।

কত কত জনমক পুণফলে মিলব সে হেন গুণবতী রাধা॥ধ্রু॥
এত কহি মাধব তুরিত গমন করু পথ বিপথ নাহি মান।
সুন্দরী মনে করি দূতী-বদন হেরি মনমথে জরজর প্রাণ॥
ঐছন কুঞ্জে মিলল নব নাগর সখীগণ সঞে যাঁহা রাই॥
দুহুঁ দুহু বদন হেরি দোহে আকুল বিদ্যাপতি কবি গাই॥৩

ভূপালী—

সুন্দরী লাজে রহই মৃদু হাসি। হেরইতে কানু রভসরসে ভাসি॥
পরশিতে কুচ কর রহই না থির। চুম্বন-বেরি অধরে ধরু চির॥
সুমধুর বচন বিরচি নব নাহ। আনল কতহি যতনে হিয় মাহ॥
দৃঢ় পরিরম্ভণে উপজল রঙ্গ। শ্রমজলে ভরল পুলকময় অঙ্গ॥
মাধব ধনীক বদনবিধু হেরি। আঁচরে পবন করই বহু বেরি॥
কুসুমিত শয়নসেজে দুহু সাজ। হেরব কি নরহরি হেরি সখী-মাঝ॥৭

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীরাধিকায়াঃ পূর্বরাগে
সংক্ষিপ্ত-সম্ভোগবর্ণনং নাম
একাদশাস্বাদঃ॥১১।১৫৪

পুনস্তদ্ যথা— [সখী শ্রীরাধিকাং প্রত্যাহ]

গান্ধার—

এ ধনি কি হইল কহনা মোরে। কি করে পরাণ দেখিয়া তোরে॥
একাকী বিরলে বসিয়া থাকো। সদা খিতিতলে কিবা বা লেখো॥

অনিমিখ আখো দেখহ কারে। আপনারে পুন সোঁপহ তারে॥
নরহরি কহে কি আর লাজে। শুনি ধনী কহে সখীর মাঝে॥১

বঙ্গালী—

শুন শুন ওগো পরাণ সজনি! না জানি কি হৈল চিতে।
যমুনার জলে যাইতে কালিয়া- চান্দেরে দেখিনু পথে॥ধ্রু॥
মু অতি অবলা না বুঝিয়ে কিছু আছিলু ননদী পাছে।
নানা ছলে আসি ছায়া ছোয়াইয়া দাঁড়ায় আমার কাছে॥
অতি অপরূপ ভঙ্গি করি পুন কদম্বতলাতে যায়।
হাসি হাসি রসে ভাবি আমা পানে রহিয়া রহিয়া চায়॥
নয়ানের কোণে জানে কি মোহিনী হানয়ে বিষম বাণে।
নরহরি সাথী রাখিবে কে ধৃতি পরাণ-সহিতে টানে॥২

পুনঃ মালব—

সই কেনে গেলাম জল ভরিবারে।

যাইতে যমুনা ঘাটে সেইখানে কলঙ্ক উঠে তিমিরে গরাস্যা ছিল মোরে॥
রসে তনু ঢরঢর তাহে নব কৈশোর আর তাহে নটবর বেশ।
চূড়ার টালনি বামে ময়ূর চন্দ্রিকা ঠামে ললিত লাবণ্য কিবা কেশ॥
ললাটে চন্দন পাঁতি নবগোরোচনা তথি তার মাঝে পূর্ণিমক চান্দ।
অলকাবলিত মুখ ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা রূপ কামিনীগণের মনফান্দ।
লোকে তারে কালো কয় সহজে সে কালো নয় নীলমণি মুকুরের জ্যোতি।
চাহনি চঞ্চল বাঁকা কদম্ব গাছেতে ঠেকা ভুবনমোহন শোভা ভাতি॥
সঙ্গে ননদিনী ছিল সে সকল দেখি গেল অঙ্গ কাঁপে থরহরি ডরে।
জ্ঞানদাসেতে কয় তারে তোমার কিবা ভয় সে কি সতী ভুলাইতে পারে॥৩

ধানসী—

যে হউক সে হউক সই না সহে পরাণে। জরজর হৈল হিয়া নয়ানের বাণে॥

কালিয়া কমল মুখে মৃদু মৃদু হাস। কুলের ধরম মোর সব কৈলে নাশ॥
এমন হইবে ইহা কভু নাহি জানি। জাগিতে ঘুমাইতে দেখি কালারূপ খানি॥
কহিতে কহিতে রাই দুই আঁখি মুদে। ধরিয়া সখীর গলা 'কালা' বলি কাঁদে॥
দূতী অতি যতনে রাইরে প্রবোধিয়া। কালিয়া নিকটে গিয়া কহে মুখ চায়া॥
হেদেহে নাগর তুমি কিছু নাই মানো। কুলবতী সতী ভুলাইতে ভালে জানো॥
কিবা রস পিয়াইয়া নয়ানের কোণে। মাতাইলা অবলা না জিয়ে তোমা বিনে॥
শুনি নরহরি সহ নিকুঞ্জে গমন। শুভখণে রাইকানু দোহার মিলন॥৪

কামোদ—

আজু কি নব মিলন রঙ্গ।
খঞ্জন নয়নী কানু পানে চাহি লাজে ছাপায়ল অঙ্গ॥
তাহা দেখি সুমধুর হাসি।
কালিয়া চঞ্চল চারু চাতুরীতে চুম্বয়ে বদন শশী॥
কুচকমল ঝাপয়ে করে।
সুখের সায়রে নিমগন ঘন কাঁপয়ে মদনভরে॥
দুহুঁ বিলসে পালঙ্ক' পরি।
নরহরি কিয়ে অপরূপ শোভা হেরিয়া নয়ান ভরি॥

ইতি শ্রীচৈতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীরাধিকায়াঃ পূর্ব্বরাগে সংক্ষিপ্তসম্ভোগবর্ণনং নাম দ্বাদশাস্বাদঃ ॥১২॥১৫৭॥

পুনস্তত্র যথা— [সখী রাধিকাং প্রত্যাহ]

তোড়ী—

কহ কহ এ ধনি ! মরমক বাত। অনুখণ কাহে পুলকময় গাত॥
লোচন চঞ্চল চহুদিশ হেরি। করসি গতাগতি কত শত বেরি॥
মরকত হার উরহি উরঝাই। নীল বসন ঘন পহির থাকাই॥
না বুঝিয়ে কাহু লাগায়লি দিঠ। ভন ঘনশ্যাম কৈছে রসমিঠ॥১

শ্রীমত্যাহ— (ধানশী)

এ সখি ! মরকত বাত। লাজে কহইতে নাহি যাত ॥
হাম অবলা কুলনারী। তাহে গুরুজন ভয় ভারি ॥
স্বপনে লহই মন যোই। দৈবে ঘটায়ল সোই ॥
পেখলু নবযুবরাজ। বিপরীত তাকর কাজ ॥
কো অছু ঐছে নিশঙ্ক। গণই ন কাহু কলঙ্ক ॥
নরহরি হেরইতে তায়। ধৈরজ ধরই না যায় ॥২

পুনঃ ধানশী—

কুঞ্চিত অলক উপরে অলি মাতল মৌলিক মালতী মালে।
চূড়া চিকুর চারু শিখিচন্দ্রক- অর্দ্ধক চারু কপালে ॥
সখি ! বড়ই বিনোদিয়া কান।
কুটিল কটাখে লাখ লাখ কুলবতী ছাড়ল কুল-অভিমান ॥ধ্রু॥
মরকত মঞ্জু মুকুর মুখমণ্ডল কাম-কামান ভুরুভঙ্গি।
মলয়া চন্দন ভালে বিলেপন যাহা দেখি চান্দ কলঙ্কী ॥
পীতবসন মণি অভরণ ভূষিত উরে লম্বিত বনমালে।
গোবিন্দদাস কহ অপরূপ হেরলু বিজুরী তরুণ তমালে ॥৩

পুনঃ তোড়ি—

রসভরে মন্থর লহু লহু চাহনি কি দিঠি ঢুলায়লি ভাতি।
গরল মাখি হিয়ে শেল কি হানল জরজর করু দিন রাতি ॥
সজনি ! ইথি লাগি কান্দয়ে পরাণ।
কত কত জনমক পুণফলে মিলন দিঠে ভরি না হেরিলু কান ॥ধ্রু॥
কত যে অমিয়া শ্রুতি বচনে উগারই কুলবতী মোহন মন্ত্র।
সো হিয় লাগি রজনী দিন জারই ডহি ডহি জীউ করু অন্ত ॥
নিশি দিশি সোঙরি সোঙরি চিত আকুল ওগতি আধ আধ পায়।

হঠ করি মরমে মরমে মঝু পৈঠল বিছুরে বিছুরি নাহি যায় ॥
কো দেই চন্দন তিলক বনায়ল সো ভেল হৃদয়ক ফান্দ।
বলরাম দাস কহ অব আর না রহ কুলজা-কুল মরিয়াদ ॥৪

আশাবরী—

এ সখি ! কুলশীল সব রহু দূর। জীউ কি করই কহন নাহি ফুর ॥
শুণইতে বিষম হোয়ল হিয়মাঝ। কৈছে মিলব উহ নাগররাজ ॥
ঐছন ভণইতে সখী উহ হেরি। গদগদ ভাষে কহয়ে মুখ হেরি ॥
এ ধনি ! তোহে নিরখি কত ভাতি। না বুঝিয়ে কানু কোন রসে মাতি ॥
তুরিতহি দেহ দরশ তহি যাই। সহচরী-বচনে গমন করু রাই ॥
নরহরি ভণ যব ভেটবি নাহ। রাখবি মান বাঢ়ায়বি চাহ ॥৫

ধানশী—

পৈঠ নিকুঞ্জে রমনীমণি বালা। উলসে ভরল হিয় হেরইতে কালা ॥
ঘুঘটে বদন ঝাঁপি মৃদু হসয়ে। কুন্দ দশনকি মধুরতর লসয়ে ॥
চলই না চলই ললিত গতি বঙ্কা। নাহ নিয়রে উপজত কত শঙ্কা ॥
আধ উলটি সহচরী কর ধরই। তৈখণে চতুর কানু ভুজ ভরই ॥
যতনহি কেলিতলপে লই গেলা। মনমথ মাতি কতহি সুখ ভেলা ॥
পহিল সমাগম সকুচই শয়নে। ভণ ঘনশ্যাম হেরব কিয়ে নয়নে ॥৬

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীরাধিকায়াঃ পূর্বরাগে
সংক্ষিপ্তসম্ভোগ-বর্ণনং নাম ত্রয়োদশাস্বাদঃ ॥১৩॥১৬৫

পুনস্তদ্ যথা— **(ধানশী)**

কালিয়া বরণ হিরণ বসন যখন পড়য়ে মনে।
মুরুছি পড়িয়া কাঁদয়ে ধরিয়া সব সখী জনে জনে ॥
কেহো কহে মাই ওঝারে ঝাড়াই রাইয়েরে পাইয়াছে ভূতা।

কাঁপি ঝাপি উঠে কহিলে না টুটে সে যে বৃষভানুসুতা ॥
রক্ষামন্ত্র পড়ে নিজ চূড়ে ঝাড়ে কেহো বা কহয়ে ছলে।
আনি দিব তোহে কহিল নিচয়ে কালার গলার ফুলে ॥
কহে চণ্ডীদাসে আন উপদেশে কুলের বৈরি কালা।
দেখাও যতনে পাইবে চেতনে ঘুচিবে অঙ্গের জ্বালা ॥১

সুহই—

সখীগণ বেড়ি চারি পাশে। কানুগুণ কহে মৃদুভাষে ॥
শুনিতে কানিয়ানাম খানি। চমকি উঠয়ে বিনোদিনী ॥
অলখিত চায় চারিপাশে। নয়ানের জলে বুক ভাসে ॥
বারেক দেখিয়া শ্যাম-দেহা। ঘটিল কি অপরূপ লেহা ॥
তিলেক নারয়ে থির হৈতে। কারে কিছু না পারে কহিতে ॥
ঘন ঘন তেজয়ে নিশাস। সখীগিয়া কহ শ্যামপাশ ॥
অবলা বধিতে ভালো জানো। নয়ানের বাণে প্রাণ হানো ॥
করিলা আপন অনুরাগী। নিরমল কুলে দিলা আগি ॥
যে হইল হিয়ার মাঝারে। তাহা কেহ বুঝিতে না পারে।
কেহো গ্রহগণেরে পূজয়ে। কেহো কত দেবে আরাধয়ে ॥
কেহো যায় ওঝা আনিবারে। কেহো বা গণায় গণকেরে ॥
করে কত ঘুচাইতে বেথা। পুছিলে না কহে কিছু কথা ॥
যে দশা হইল রাধিকার। দেখি প্রাণ কাঁদয়ে সভার ॥
নরহরি কহে বেগে গিয়া। রাখহ পরাণ পরশিয়া ॥২

ধানশী—

সখীমুখে শুনি রাই কথা। ঘুচিল কালিয়া-হিয়া-বেথা ॥
তিলে থির হইতে না পারে। উলাসে কহয়ে বারে বারে ॥
পাইলু পাইলু প্রাণ রাধা। বিহি পূরাইল মোর সাধা ॥

এত কহি চলে তরাতরি। দেখে রাই রূপের মাধুরী॥
বিপুল পুলকে ভরে গায়। মদনে বিভোর শ্যাম রায়।
নরহরি ভণে শুভখণে। শ্যামের মিলন রাই সনে॥৩

ধানশী—

দেখ দেখহ রাইয়ের কাজ।
যারে দেখিবারে ঝুরে দিবারাতি তারে নেহারিতে লাজ॥
যার বচনে নিছয়ে প্রাণ।
সে ভণে কাকুতি বাণী কত মত তাহে না পাতয়ে কাণ।
যার পরশ লাগিয়া কান্দে।
এবে সে পরশে বাসে কত ভয় ভাবিতে পড়িলু ধান্ধে॥
আর সে কথা কি কাজ কৈয়া।
নরহরি রহু নিছনি এ নব প্রেমের বালাই লৈয়া॥৪

কামোদ—

রাই কানু রসের মুরুতি। তাহে কিবা নবীন পিরীতি॥
তিলে তিলে কত সাধ মনে। বিলসয়ে কুসুম-শয়নে॥
ঝলমল করে দুহুঁ তনু। জল-বিজুরী থির জনু॥
ভালে সে ঘরমবিন্দু সাজে। মুকুতা মলিন হয় লাজে॥
সুচারু শিথিল কেশ বেশ। না রাখে মদন ধৃতিলেশ॥
সখীর সমীপে নরহরি। শোভা কি দেখিব আঁখি ভরি॥৫

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীরাধিকায়াঃ পূর্বরাগে
সংক্ষিপ্তসম্ভোগ-বর্ণনং নাম চতুর্দশাস্বাদঃ॥১৪।১৭০

পুনশ্চ যথা— (দেশী তোড়ী)

রাই সমীপে সকল সখী। কহে এমন কভু না দেখি॥

এই একে কুলবতী বালা। তাহে এবা কি হইল জ্বালা॥
তিল আধ নারে থির হৈতে। একি হৈল না বুঝিয়ে চিতে॥
নরহরি কহে শুধাইয়া। কর উপায় যতন পাঞা॥১

সখী রাধিকাং প্রত্যাহ (ধানশী)

এ ধনি! কা' সনে করিলা লেহ। তিল আধ চিতে না বাঁধো থেহ॥
উতপত ঘন নিশাস তায়। খসয়ে বসন না রহে গায়॥
খেণে হাসো খেণে নয়ানে ধারা। চারিপাশে চাহো বাউরীপারা॥
শুনি ধনী অতিতরল হিয়া। কহে নরহরি-পানেতে চায়া॥২

শ্রীরাগ—

কিরূপ দেখিনু মধুর মুরতি পিরীতি রসের সার।
হেন লয় মনে এ তিন ভুবনে তুলনা নাহিক তার॥
বড় বিনোদিয়া চূড়ার টালনি কপালে চন্দন চাঁদ।
জিনি বিধুবর বদন সুন্দর ভুবনমোহন ফাঁদ॥
নব জলধর অঙ্গ ঢরঢর বরণ চিকণ কালা।
অঙ্গে অভরণ রতন কাঞ্চন মণি মুকুতার মালা॥
জোড়া ভুরু যেন কামের কামান কেনা কৈল নিরমাণ।
ও রাঙ্গা নয়নে তেরছ চাহনি বিষম কুসুম বাণ॥
কি কালা কাজর কি কালিন্দী জল কি কালা উৎপল দাম।
নীল নব ঘন নহে নিরূপণ বরণ চিকণ শ্যাম॥
কত পরকারে দেখিলু তাহারে লখিতে নারিনু কি।
মোর বোলে যদি নহে পরতীত চল দেখাইয়া দি॥
মণি অভরণ রতন নূপুর পিঁধন পিয়ল বাস।
রাতা উতপল চরণ যুগল নিছনি গোবিন্দ দাস॥৩

পুনঃ শ্রীরাগ—

ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি অবনি বাহিয়া যায়।
ঈষত হাসির তরঙ্গ-হিলোলে মদন মুরুছা পায়॥
কিবা সে নাগর কি খেণে দেখিলু ধৈরজ রহল দূরে।
নিরবধি মোর চিত বিয়াকুল কেন বা সদাই ঝুরে॥
হাসিয়া হাসিয়া অঙ্গ দোলাইয়া নাচিয়া নাচিয়া যায়।
নয়ান কটাখে বিষম বিশিখে পরাণ বিঁধিতে ধায়॥
মালতী ফুলের মালাটি গলে হিয়ার মাঝারে দোলে।
উড়িয়া পড়িয়া মাতল ভ্রমরা ঘুরিয়া ঘুরিয়া বুলে॥
কপালে চন্দন ফোঁটার ছটা লাগিল হিয়ার মাঝে।
না জানি কি ব্যাধি মরমে বাঁধল না কহি লোকের লাজে॥
এমন কঠিন নারীর পরাণ বাহির নাহিক হয়।
না জানি কি জানি হয় পরিণামে দাস গোবিন্দ কয়॥৪॥

পুনঃ ভুপালী—

ওগো সই পিরীতি মুরুতি কালা সোনা। দেখিয়া তাহার রূপ জিয়ে কোন্ জনা
নেবারিতে নারি রূপ হিয়ায় পশিল। কুলের ধরম মোর সব ঘুচাইল॥
কত না উঠয়ে মনে কি হইল জ্বালা। অবলা বধিতে বিধি সিরজিল কালা॥
মজিলু মজিলু মেন মজিলু তা'সনে। নরহরি জানে প্রাণ কান্দে রাতিদিনে॥৫

ধানশী—

কানু অনুরাগিণী রাই। কহল মরম প্রিয়সখীমুখ চাই॥
সহচরী করি আশোয়াস। তুরিতে আয়ল মনমোহন-পাশ॥
কহ নাহি রাইক রীত। মাধব শুনি অতি উলসিত চিত॥
নরহরি সহ চলি গেল। শুভখণে কুঞ্জে মিলন দুহুঁ ভেল॥৬

শ্রীরাগ—

মাধব মধুর হাসি ধরু হাত। লাজে কমলমুখী অবনতমাথ ॥
হেরইতে ভঙ্গি অথির পহুঁ ভেল। ঘুঘট খোলি অধর রস নেল ॥
কুচযুগ পরশে অবশ ভেল নাহ। যতনহি আনি ধয়ল হিয় মাহ ॥
শুতল তলপে মিলন দুহু রঙ্গ। ভণ ঘনশ্যাম হেরব কিয়ে রঙ্গ ॥৭

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীরাধিকায়াঃ পূর্ব্বরাগে সংক্ষিপ্তসম্ভোগ-বর্ণনং নাম পঞ্চদশাস্বাদঃ ॥১৫।১৭৭

পুনস্তদ্ যথা—　　[সখী শ্রীরাধিকাং প্রত্যাহ]

শ্রীরাগ—

এ কলাবতি নব চপলনয়ানি ! হেরি চরিত জীউ করই কি জানি ॥
জলদ বসনে তনু অনুখণ ঝাপি। দামিনী জিনি তাহে ঘন ঘন কাঁপি ॥
শীতল পবন বহই অবিরাম। তবহি নিরত তনু চুয়ত ঘাম ॥
ভণহ মরম তোহে শপথ হামারি। শুনি ধনী ভণে ঘনশ্যাম নেহারি ॥১

শ্রীমভ্যাহ—　　**(ভূপালী)**

কানু হেরব বলি ছিল বহু সাধ। কানু হেরিয়া অব ভেল পরমাদ ॥
তব ধরি অবুধী মুগধি হাম নারী। কি করি কি বলি কিছু বুঝই না পারি ॥
শাঙন-ঘন সম এ দুই নয়ান। অবিরত ধক ধক করই পরাণ ॥
উতপত তনু ঘন, ভবন না ভায়। বিদ্যাপতি কহ ইথে কি উপায় ॥২

পুনঃ বালা ধানশী—

কাহে লাগি সজনি ! দরশন ভেলা। বরুকি আপন জিউ পরহাতে দেলা ॥
না জানি কি করু মোহে মোহন চোরা। হেরইতে প্রাণ হরি লেই গেও মোরা ॥
এত রস আদর গেও দরশাই। যত বিছুরিয়ে তত বিছুরি না যাই ॥
বিদ্যাপতি কহ শুন বরনারি ! ধৈরজ ধর চিতে মিলব মুরারি ॥৩

ধানশী—

সখী শুভখণে চলু পরসি নিশ্বাস। মাধবে ভেটি ভণই মৃদুভাষ॥
এ বর বরজভুজঙ্গম নাহ। অলখিত দংশলি ধনী-হিয় মাহ॥
সো কুলবতী সতী হরল গেয়ান। তুয় বিনু শয়নে স্বপনে নাহি আন॥
তিলে তিলে কৈছে হোয়ই নাহি জানি। তোহে ঘটব অপযশ অনুমানি॥
শুনি অতি অথির কহই গহি রাহ। কাহা রহু রাই তুরিতে দরশাহ॥
তব সখী গোরী নিয়রে লই যাত। ভণ ঘনশ্যাম পুলকিত গাত॥৪

ধানশী—

গোরীবদনবিধু দরশন ভেল। অদরশ তাপ তম হি দূরে গেল॥
মাধব মদনমোদ মদে মাতি। রসময় বচন ভণই কত ভাঁতি॥
সুন্দরী উলসে অবশ সব গাত। হরিমুখ নিরখি রহই নতমাথ॥
নয়নকোণে সখী অনুমতি দেল। ভুজভরি কানু অধররস নেল॥
রভসে রুচির কুচ কঞ্চু উবারি। ধনী মৃদু হাসি করহি কর বারি॥
ধরইতে নয়নে নয়ন সকুচাই। ভণ ঘনশ্যাম মিলন বলি যাই॥৫

সুহই—

অভিনব পিরীতি মুরুতি নব নাহ। ধনী নবমিলনে কি নবীন উছাহ॥
নব নব হেরইতে হরিণ-নয়ানী। লোচনযুগল সফল করি মানি॥
তিলে তিলে নবীন মনোরথ বাঢ়ি। হিয়ে হিয় ধরই নিমিখ নাহি ছাড়ি॥
নব নব রস বরখত নহু ভঙ্গ। কব ঘনশ্যাম হেরব দুহুঁ রঙ্গ॥৬

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীরাধিকায়াঃ পূর্বরাগে
সংক্ষিপ্তসম্ভোগ-বর্ণনং নাম ষোড়শাস্বাদঃ॥১৬।১৮৩

পুনস্তদ্ যথা — [শ্রীরাধিকা-বাক্যং]

শুন শুন প্রাণ বেথিত সই। পুছিলে মরম গোপনে কই॥

মু একে অবলা কুলের বহু ।　　ঘরের বাহির নাহিয়ে কভু ॥
সাধে গেলু ফুল তুলিতে যথা ।　　কালা কলানিধি উদয় তথা ॥
হরিলে পরাণ আঁখির ঠারে ।　　নরহরি জানে যে হইল মোরে ॥১

শ্রীরাগ—

কিবা রাতি কিবা দিন কিছুই না জানি । জাগিতে স্বপনে দেখোঁ কালাবরণ খানি ॥
আপনার নাম মোর নাহি পড়ে মনে ।　　পরাণ হরিলে রাঙ্গা নয়ন-নাচনে ॥
কি খেণে দেখিলু সই ! নাগরশেখর। আঁখি ঝুরে, প্রাণ কান্দে, পরাণ ফাঁফর ॥ধ্রু
সহজে মুরুতিখানি বড়ই মধুর ।　　মরমে পশিয়া সে ধরম কৈল চুর ॥
আর তাহে কত কত ধরে বৈদগধি ।　　কুলেরে যতন করে কোন্ বা সুগধি ॥
দেখিতে সে চাঁদমুখ জগমন হরে ।　　আধ মুচুকি হাসি কত সুধা ঝরে ॥
কালা কপালে শোভে চন্দনের চাঁদে । বলরাম বোলে তায় সদাই পরাণ কাঁন্দে ॥২

পুনঃ সিন্ধুড়া—

সই ! সে জনা মানুষ নয় ।

তার সঙ্গে যদি　　করিয়ে পিরীতি　　না জানি কি জানি হয় ॥
হাসি হাসি মোর　　মুখ নিরখিয়া　　মনে মনকথা কয় ॥
ছায়ার সহিতে　　ছায়া মিশাইতে　　পথের নিকটে রয় ॥
সহজে রসের　　আকার, কত　　ভাবের অঙ্কুর তায় ॥
বাতাসে বসন　　উড়িতে আপন　　অঙ্গে ঠেকাই যাই ॥
ও গীম-দোলনি　　ঠামরু চলনি　　রমণী-মানসচোর ।
জ্ঞানদাস বোলে　　ভালই বোইলে　　মরমে নাগর মোর ॥৩

পুনঃ মল্লার—

সই কি আর কথার বাদে ।　　মো যেন ঠেগিয়া গেলু ও নয়াম ফাদে ॥
কুন্দে কুন্দাইল দেহ বিদগধ বিধি ।　　বাছিয়া থুইল নাম শ্যাম গুণনিধি ॥
চূড়ায় চন্দ্রিকা দিয়া কুঞ্জ মল্লিকা ।　　চান্দের অধিক মুখচান্দের চন্দ্রিকা ॥

আবেশে অবশ গা, চলে বা না চলে। পাষাণ মিলায়া যায় ও মধুর বোলে ॥
নীলমণি হেন গায় মুকুতা খিচসি। আই আই মৈরা যাই রূপের নিছনি॥
কালা পাট গলে দোলে কটিতে প্রবাল।
তমাল শ্যামল সূতে নব গুঞ্জামাল ॥
নাসাছুলে দোলে কত মূলের মুকুতা।
জ্ঞান কহে ভালে ঝুর বৃষভানুসুতা ॥৪

ধানশী—

কালিয়াচান্দের অনুরাগে। রাই কত কহে সখী আগে ॥
দুটি আখ্যে বহে প্রেমধারা। কহিতে বচন হয় হারা ॥
সহচরী কত প্রবোধিয়া। কানুপাশে মিলিল ধাইয়া ॥
নরহরি কহে ধীরে ধীরে। অবলা বধিলা আঁখিঠারে ॥৫

পুনঃ গান্ধার—

কুঞ্জ মন্দির মাহা বৈঠলি সুন্দরী দিনকর দুপহর ঠানে।
যব হাম পুছলু পিরীতি সম্ভাষণ প্রেমজল ভরল নয়ানে ॥
মাধব! তুয় অনুরাগিণী রাধা।
তুয়া পরসঙ্গে অঙ্গ সব পুলকিত না মানয়ে গুরুজন-বাধা ॥ধ্রু॥
ভাবে ভরল তনু পুন পুন কাঁপই পুন পুন শ্যামর গোরী।
পুন পুছত পুন দিগ নেহারত ভূমে শুতই পুন বেরি॥
ফুয়ল কবরী উঠহি লোটায়ত কোরে করত তুয় ভানে।
জ্ঞানদাস কহে তুহু ভালে সমুঝত সমুচিত করহ বিধানে ॥৬

আশাবরী—

শুনইতে কানু কমলমুখী-বাত। ছলছল নয়ন পুলক ভরু গাত ॥
চলল তুরিত চিত মুদিত মাধাই। ভেটল কুঞ্জভবনে ধনী রাই।
খঞ্জন-নয়নী কানুমুখ হেরি। মৃদু মৃদু হাসি অলপ দিঠে ফেরি॥

ঘুঘটে বদন ঝাঁপি রহু আধ। নরহরি পহুঁক পরশ রসসাধ॥৭

ধানশী—

নাগর গরগর তরল-নয়ান। নিরখই কর গহি গোরী-বয়ান॥
চুম্বন করইতে করু কত ছন্দ। কমলে কমলে জনু লাগল দ্বন্দ্ব॥
কুচযুগ পরশিতে থরহরি কাঁপি। হাসি রমণীমণি অঞ্চলে ঝাঁপি॥
দৃঢ় পরিরম্ভণে দুহুঁ ভেল এক। দামিনীঘন জনু ভেল পরতেক॥
তিতল ঘরমে পুলকযুত দেহ। মদন চতুর দরশাওল লেহ॥
কুসুমিত কেলি-তলপে ইহ রঙ্গ। হেরব কিয়ে নরহরি সখী-সঙ্গ॥৮

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীরাধিকায়াঃ পূর্ব্বরাগে সংক্ষিপ্তসম্ভোগ-বর্ণনং নাম সপ্তদশাস্বাদঃ॥১৭॥১৯১

পুনস্তদ্ যথা—　　**[শ্রীমত্যাহ]**

ধানশী—

কিরূপ দেখিনু সই! কদম্বের তলে। ঘর যাইতে না লয় মন পরাণ কেমন করে॥
নয়নে লাগল রূপ কি আর রূসিব। নিতি নব অনুরাগে পরাণ হারাব॥
নেবারিতে নারি চিত ঝুরে রাতি দিনে। আকুল করিলে মোরে কালার বরণে॥
কালিয়া বরণ কিয়ে অমিয়ার সার। জ্ঞান কহে না জীয়ে যে পিয়ে একবার॥১

পুন শ্রীরাগ—

দুটি ভুরু কামের কামান। নষ্ট কৈল কুল অভিমান॥
কত ছান্দে নয়ান ঢুলায়। মনের সনে পরাণ দোলায়॥
সে মোহন নাগর কিশোর। মরমে পশিয়ে রৈল মোর॥ধ্রু॥
কত না নাগরপনা জানে। চাহনি সে আধনয়নে॥
আধ মুচুকি কথা কয়। অবলার প্রাণে কত সয়॥
কে না কৈলে মনোহর বেশ। সেই সে মজাইলে সব দেশ॥

তিরীবধে তারে নাহি ভয়। বলরামের মনে হেন লয় ॥২

পুনঃ তোড়ি—

ঈষত হাসিতে কত অমিয়া উথলে। ধরম করম হরে আধ আধ বোলে ॥
রূপ দেখি কি শেল করিলু। বল করি জাতি প্রাণ পর হাতে দিলু ॥ধ্রু॥
নানা ফুলে চাচর চুলে চূড়ার কাছনি। কত না ভঙ্গিমা ছুটি নয়ান-নাচনি ॥
কিসের লোকের লাজ কিবা গুরুলাজে। ও মধুর মূরতি লাগিল হিয়া মাঝে॥
অলকা আবৃত মুখ শ্রবণে কুণ্ডল। ঝলমল ঝলমল করে তিলক উজ্জ্বল ॥
চৌদিগে ফাগু বিন্দু মাঝে চন্দন চান্দ। বলরাম বোলে ওই সে পিরীতির ফান্দ ॥৩

হিন্দোল—

ওগো সই! কি আর কথায়। পিরীতি মূরতি কালা পশিল হিয়ায় ॥
লাজ কুলে কি করিব আর। তাহা বিনা পরাণ ধরিতে হৈল ভার ॥
চল চল কদম্ব-কাননে। ভুবনমোহন কালা দেখিলু যেখানে ॥
এত কহি নারে থির হৈতে। দুনয়ানে ধারা বহে কত উঠে চিতে ॥
সহচরী চাহিয়া তা' পানে। আঁচরে মোছায় মুখ প্রবোধি যতনে ॥
কানুপাশে তুরিতে যাইয়া। কহে গদ গদ বিধুবদন চাহিয়া ॥
অবলা বধিলা আঁখিকোণে। ছাড়াইলা ভবন বসতি কৈলে বনে ॥
যে দেখিলু কহিতে না পারি। না জীয়ে পরশ বিনা কহে নরহরি ॥৪

ভূপালী—

কানু শুনিয়া রাইয়ের কথা।
একাকী তুরিতে উলসিত চিতে চলয়ে সুন্দরী যথা ॥
নব নিকুঞ্জ মাঝারে গিয়া।
মাধবী লতার তলে রহে রাই সমীপে গোপন হৈয়া ॥
ধনী দূতীরে একাকী দেখি।
সখীপাশে কহে কালা উপেখিল দেখত তাহার সাখী ॥

ওগো এবে দড়াইল চিতে।
কালিন্দীর জলে এ তনু তেজিব কি কাজ জীবন জিতে॥
আহা কিবা এ প্রেমের গতি।
মরিবারে চাহে নবীন কিশোরী তিলে না ধরয়ে ধৃতি॥
হেন সময়ে রসিকরায়।
কি নব ভঙ্গিতে লতাতলে হৈতে রাইয়ের সমুখে যায়॥
ধনী আনন্দে উমড়ে হিয়া।
তেরছ নয়নে চাহে কানু পানে বদনে ঘুঘট দিয়া॥
লাজে লুকায় সখীর কোলে।
নরহরি পহুঁ সে শোভা নিরখি ভাসয়ে আনন্দ-জলে॥৫

ধানশী—

আজু কি নব কৌতুক ভেলি।
সখী সুযতনে ধরি ধনী করে শ্যামেরে সোঁপিয়া দেলি॥
সে যে লাজে না বৈসয়ে পাশে।
তেরছ নয়ানে চাহি সখী পানে মধুর মধুর হাসে॥
নব কিশোর রসিক রায়।
কত না মধুর বাণী ভণে শুনি কে ধরে ধৈরজ তায়॥
রাই উমড়ে পিরীতি রসে।
পুলক-বলিত হেম তনু ঘন গোপয়ে নীলিম বাসে॥
কানু দেখিয়া মদন-ভরে।
করক কমল কলি দরি কুচ ঝাপয়ে কোমল করে॥
চান্দ বদনে বদন দিয়া।
নরহরি পহুঁ পরাণ নিছয়ে ধরিতে নারয়ে হিয়া॥৬

ধানশী—

আজু কিবা নিকুঞ্জ ভবনে। বিলসে কালিয়া রাই সনে॥
তিলে তিলে কি সাধ অন্তরে। আলিঙ্গন করে বারে বারে॥
কুসুম শেজেতে বসাইয়া। তনু তনু রহে মিশাইয়া॥
লাজে কিছু না কহয়ে রাই। রহয়ে তেরছ আখ্যে চাই॥
কিবা সে দোঁহার অঙ্গছটা। যেন মেঘ দামিনীর ঘটা॥
নরহরি রহি সখী-পাশে। দেখিব কি মনের উলাসে॥৭

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীরাধিকায়াঃ পূর্বরাগে সংক্ষিপ্তসম্ভোগ-বর্ণনং নাম অষ্টাদশাস্বাদঃ॥ ১৮।১৯৮॥

পুন স্তদ্ যথা— [সখী শ্রীরাধিকাং প্রত্যাহ]

ধানশী—

শুনগো মরম সই। কালিয়া-কাহিনী কই॥
নয়ানে দেখিলু যাহা। কহিতে কি আর তাহা॥
ভুবনমোহন রূপ। পিরীতি রসের কূপ॥
পশিয়া হিয়ার মাঝে। বিপতি পাড়য়ে লাজে॥
মনেতে সদাই করি। রাখিয়ে হিয়ায় ভরি॥
কিবা সে উহার শোভা। ঘনশ্যাম-মনলোভা॥১

পুনঃ শ্রীরাগ—

সজল জলধর অঙ্গ মনোহর ছটা যে চাহিল নহে।
ঈষত হাসিয়া মনের আকুতে অরুণ নয়ানে চাহে॥
কি পেখিলু বর- বিনোদ নাগর কেলিকদম্বের তলে।
রূপ নিরখিতে আখের লাজে ভাসিলু আনন্দ-জলে॥ধ্রু॥
মালতি মালা দিয়া কুন্তল টানিয়া ময়ূর পুচ্ছের চান্দে।

রঙ্গিণী লোচন- খঞ্জন বাঁধিতে পড়িলে বিষম ফান্দে ॥
মকর কুণ্ডল অনঙ্গ দোলয়ে গণ্ড দরপণ ভানে।
ভালে সে মদন দেখি প্রতিবিম্ব গোবিন্দ দাস অনুমানে ॥২

পুনঃ ভাটিয়ালী—

মুখ নিরখিতে বুক বিদরয়ে কে তাহে পরাণ ধরে।
ভালে সে কামিনী দিবস যামিনী ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরে ॥
সই ! কি জানি কদম্বতলে।
দেখিতে ও রূপ কুলে তিলাঞ্জলি দিনু যমুনার জলে ॥ধ্রু॥
বঙ্কিম নয়ানে ভঙ্গিম চাহনি তিলেক পাসরিতে নারি।
এতদিনে সই জানিনু নিশ্চয় মজিল কুলের নারী ॥
চাঁচর চুলে ফুলের কাচনী সাজানি ময়ূর পাখে।
বলরাম বোলে কোন্ বা দারুণী কুলের ধরম রাখে ॥৩

পুনঃ ধানশী—

ওগো সই জাতি কুল যাউক ছারে খারে। অবলা কি জীয়ে প্রাণে সে নয়ান ঠারে॥
বোলো কি উপায় এবে বোলো কি উপায়। জীবন থাকিতে কি মিলিব শ্যামরায় ॥
পাসরিতে নারি চিতে না বাঁধয়ে থেহ। দারুণ বিধাতা ঘটাইলে একি লেহ ॥
কহিতে কহিতে রাই ভাসে আঁখিজলে। নরহরি প্রবোধি কালিয়া-পাশে চলে ॥৪

কামোদ—

দূতী গিয়া গদ গদ ভাষে। কহয়ে কালিয়াচান্দ পাশে ॥
ওহে কালা কি কাজ করিলা। কুলবতী সতী মাতাইলা ॥
সদাই তাহার কুলভয়। ঘরের বাহির কভু নয় ॥
না জানি কি সাধে সখী-মেলে। গিয়াছিল যমুনার জলে ॥
তুমি ছিলে কদম্ব-তলায়। চাহিল সে সখীর কথায় ॥
তুমি নাকি মুচুকি হাসিয়া। কি কহিলা আঁখি-কোণে চায়া ॥

তিলেক ধৈরজ নাহি বাধে। সদাই কি জানি কেনে কান্দে ॥
তিলে তিলে উপজয়ে যাহা। মুখে না কহিতে আইসে তাহা ॥
সে তনু তড়িত হেম জিতি। সে হৈল মলিন ক্ষীণ অতি ॥
নরহরি কহে দেখ গিয়া। রাখহ পরাণ পরশিয়া ॥৫

ধানশী—

রাইয়ের চরিত দূতীমুখে। শুনিয়া উথলয়ে সুখে ॥
ধরিয়া দূতীর দুটি করে। কালিয়া কহয়ে ধীরে ধীরে ॥
কদম্বতলায় দাঁড়াইয়া। জনম সফল কৈলু চায়া ॥
জুড়াইলু তনু মন আঁখি। হেনরূপ কভু নাহি দেখি ॥
সামাইল সে মোর হিয়ায়। মো যেন বিকালু রাঙ্গা পায় ॥
বিহি এবে পূরাইল সাধা। আমারে সদয় হইল রাধা ॥
এত কহি চলে কুঞ্জপথে। রাইরূপ ভাবিতে ভাবিতে ॥
দূতী কহে ওই দেখ রাই। মদনে বিভোর কানু চাই ॥
ভণে ঘনশ্যাম শুভখণে। তুহুঁ কি কৌতুক-দরশনে ॥৬

ধানশী—

কানুপানে চায়া বিনোদিনী। লাজেতে গোপয়ে তনুখানি ॥
উলসে হাসয়ে লহু লহু। যেন বরিষয়ে প্রেম-মহু ॥
উপজয়ে পরশের ভয়। সখীকোলে সামাইয়া রয় ॥
সে নব ভঙ্গিমা নিরখিয়া। থির হৈতে নারয়ে কালিয়া ॥
সখী আঁখিকোণে নিদেশিতে। উনমত ধনী আলিঙ্গিতে ॥
হাসি ভুজে ভুজে আরোপয়ে। রাই কিছু কহিতে নারয়ে ॥
আখি মুদে মুখে চুম্ব দিতে। চমকয়ে কুচ পরশিতে ॥
কি আনন্দ রসের বাদরে। তিলে তিলে কত না আদরে ॥
নিজ হিয়া ধরিয়া হিয়ায়। আপনা নিছয়ে ওনা পায় ॥

নরহরি রহি সখীপাশ।　　　দেখিব কি এ নব বিলাস॥৭

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীরাধিকায়াঃ পূর্ব্বরাগে সংক্ষিপ্তসম্ভোগবর্ণনং-নাম উনবিংশ আস্বাদঃ ॥১৯॥২০৫

পুনস্তদ্ যথা—　　[সখী শ্রীরাধিকাং প্রত্যাহ]

ধানশী—

ওহে বিনোদিনি!　এমন কেনে।　　দিবানিশি কিবা ভাবহ মনে॥
বুঝিলু যাইতে যমুনাজলে।　　দেখিলে কালিয়া কদম্বতলে॥
লোকে শুনি তার চরিত যত।　　মনে করি কহি কহিব কত॥
যমুনার তীরে সদাই থানা।　　নিরমল কুলে দেয়য়ে হানা॥
অবলা ভয়ে না নিকসে নাছে।　　চাহনিতে জানি কি গুণ আছে॥
নরহরি মনমোহন হাসি।　　শুনি ধনী কহে সে রসে ভাসি॥১

শ্রীমত্যাহ—　　(ভুপালী)

জলদবরণ কানু　　দলিত অঞ্জন জনু　　উদয়িছে শুধু সুধাময়।
নয়ন চকোর মোর　　পিতে করে উতরোল　　নিমিখে লখিল নাহি হয়॥

শ্যামরূপ দেখিলু যাইতে জলে।

ভালে সে নাগরী　　হৈয়াছে পাগলী　　সকল লোকেতে বোলে॥ধ্রু॥
কিবা বা চাহনি　　ভুবন-ভুলনি　　দোলনি গলার মাল॥
মধু লোভে কত　　ভ্রমরা বুলয়ে　　বেঢ়িয়া তহি রসাল॥
দুইটি লোচন　　মদনের বাণ　　দেখিতে পরাণে হানে।
পশিয়া মরমে　　ঘুচায় ধরমে　　পরাণ-সহিতে টানে॥
চণ্ডীদাসে কয়　　ভুবনে না হয়　　এমন রূপ যে আর।
যে জন দেখিল　　সেই সে ভুলিল　　কি তার কুলবিচার॥২

পুনঃ ধানশী—

সই ! সে কালিয়া রসের নিধি। কিরূপে গড়িল কেমন বিধি ॥
ভুবনমোহন রূপের ছটা। তাহে কি উপমা জলদ-ঘটা ॥
কিবা সে চাঁচর কেশের সাজে। কত না মদন মরয়ে লাজে ॥
সে চান্দবদনে মধুর হাসি। সদাই বরিষে অমিয়ারাশি ॥
সে দীঘল বেঁকা আখির ঠারে। অবলা কি প্রাণ ধরিতে পারে ॥
কথনু না দেখি এমন জনা। নিরমল কুলে দিলেক হানা ॥
মরম কহিতে মরিয়ে লাজে। সামায়া রৈয়াছে হিয়ার মাঝে ॥
তিলেক রহিতে নারিয়ে ঘরে। নরহরি জানে যে হৈল মোরে ॥৩

শ্রীগান্ধার—

কালা অনুরাগে রাই নাহি বাঁধে থির। কহিতে কালিয়া-কথা অবশ শরীর ॥
সখী কত প্রবোধিয়া সুমধুর ভাষে। এ দশা কহয়ে গিয়া কালিয়ার পাশে ॥
রাই অনুরাগ শুনি নারে থির হৈতে। কত না মনের সাধে চলে নিকুঞ্জেতে ॥
দেখিয়া রাইএর রূপ নয়ান জুড়ায়। আনন্দের নদী কত উথলে হিয়ায় ॥
কালিয়া আইলা পাশে দেখি বিনোদিনী। পুলক বসনে সে ঝাপয়ে তনুখানি ॥
নরহরি কি বুঝিবে প্রেমের তরঙ্গ। প্রথম মিলন কিয়ে অপরূপ রঙ্গ ॥৪

শ্রীরাগ—

কালিয়া রসিক-শিরোমণি। জানে কত পিরীতি কাহিনী ॥
মধুর মধুর মৃদু ভাষে। কত না আদরে পরিতোষে ॥
শুনি ধনী কালিয়ার কথা। লাজেতে করয়ে হেট মাথা ॥
কালিয়া পসারি দু'টি বাহু। ঝাপয়ে সে চান্দে যেন রাহু ॥
কুসুমশেজেতে শোয়াইয়া। মুখে মুখে রহে মিশাইয়া ॥
অপরূপ এ নব বিলাস। দেখিব কি নরহরি দাস ॥৫

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীরাধিকায়াঃ পূর্বরাগে
সংক্ষিপ্তসম্ভোগবর্ণনং নাম বিংশ আস্বাদঃ ॥২০॥২১০

ধানশী—

ওহে রাই কেমন হইলা। বোলো কোথা কিবা হারাইলা॥
এ ঘর বাহির আইসো যাও। সঘনে বিপিন-পানে চাও॥
মলিন সুচারু চান্দ মুখ। আঁখিজলে ভাসি যায় বুক॥
না কহ কাহুকে কোন কথা। ইহাতে পাইয়ে মনে বেথা॥
শুনিলে উপায় মোরা করি। তুয়া দুখ দেখিতে না পারি॥
শুনি ধনী লাজ তেয়াগিয়া। কহে নরহরি নিরখিয়া॥১

গান্ধার—

সাধে গেলু যমুনার জলে। দেখিলু কি অপরূপ কদম্বের তলে॥
ভুবনমোহন তনু তার। কেবা নিরমিল কিবা রসের পাথার॥
চান্দমুখে কি মধুর হাসি। আখিকোণে বরিখে বিশিখ রাশি রাশি॥
ওগো সই মোরে কি হইল। কালিয়া রূপের বনে মন হারাইল॥
ঘরে আইলু হইয়া বাউরী। পাসরিতে চাই পাসরিতে নারি॥
কুলের ধরম গেল দূরে। তার লাগি সদাই পরাণ মোর ঝুরে॥
সখী কহে কি কাজ করিলু। ধরিতে দুলহ চাঁদ হাত বাড়াইলা॥
বিহি যদি করয়ে ঘটনা। তবে সে সফল হয় মনের বাসনা॥
মো সভার সুকৃতি থাকিলে। অচিরে দেখিব দুহু কেলি কুতূহলে॥
এত কহি গিয়া কানুপাশে। নরহরি কয় কিছু সুমধুর ভাষে॥২

সখী শ্রীকৃষ্ণং প্রত্যাহ—　(তিরোতিয়া ধানশী)

শুন শুন হে রসিকরাজ, একি করিলা বিষম কাজ।
কুলবতী সতী মতি মাতাইলা ভাঙ্গিলা ধৈরজ লাজ॥
তারে চাহিয়া নয়ান কোণে, হিয়ায় বিঁধিলা মদন বাণে।
ঈষত হাসিতে কি বিষ ঢালিলা অবলা না জীয়ে প্রাণে॥
সে যে হইল বাউরী পারা, আখে্য সদাই বহিছে ধারা।

উসসি উসসি তেজয়ে নিশ্বাস সঘনে বচন হারা ॥
তরু তরুণ তমালে চায়, তিলে তিলে সে মুরুছায় ।
নরহরি কহে না সহে বিলম্ব তুরিতে মিলহ তায় ॥৩

সুহই—

কানু শুনি সুবদনী রীতি ।
আখ্যে বারি ঝরে ধরি দূতী-করে ধরিতে নারয়ে ধৃতি ॥
কহে যে হইতে দেখিনু তারে ।
সেই হইতে বিধি আরাধি যতনে মনে যে কহিব কারে ॥
আজু সফল হইল সে সাধা ।
তপত এ আঁখি- যুগ জুড়াইব দেখি সে রঙ্গিণী রাধা ॥
এত কহি নরহরি সাথে ।
সুন্দরী মিলিতে নরহরি সাথে চলে সে নিকুঞ্জ পথে ॥৪

ধানশী—

রাই নিজ নিকুঞ্জ ভবনে । চাহিয়া আছয়ে পথপানে ॥
দেখিল কালিয়া আইসে হেন । সজল জলদঘটা যেন ॥
গেল তাপ সে তনু-বাতাসে । লাজভয় উপজে উল্লাসে ॥
নিকটে আইলা শ্যামচান্দ । যেন কত মদনের ফান্দ ॥
রাই রূপ সুধা আখ্যে পিয়া । জুড়াইল উতাপিত হিয়া ॥
দোঁহার মিলন শুভখণে । নরহরি নিছনি পরাণে ॥৫

বালা ধানশী—

আজু কি নব রভস রঙ্গ ।
লহ লহ হাসি রসিকশেখর পরশে রাইয়ের অঙ্গ ॥
সে যে লাজে না বৈসয়ে কোলে ।
শ্যাম নবঘনে ধনী সৌদামিনী থকিত সখীর বোলে ॥

কানু অধরে অধর দিতে।

হাসি শশিমুখী মুখ ফিরায়য়ে কত না উলস চিতে॥

তুহুঁ নিছনি লইয়া মরি।

নরহরি দূরে রহি কি এ সুখ দেখিব নয়ান ভরি॥৬

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীরাধিকায়াঃ পূর্ব্বরাগে সংক্ষিপ্তসম্ভোগবর্ণনং নাম একবিংশ আস্বাদঃ॥২১॥২১৬
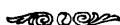
পুনস্তত্রথা— [সখী সখীং প্রত্যাহ] **ধানশী**—

পেখলু হাম অতি অপরূপ আজ। ভুলল কুলবতী কুলভয়-লাজ॥

কি কহব সো নিজ সহচরী মেলি। কৌতুকে কুসুমচয়নে চলি গেলি॥

হাসি হরষে রহু চহুদিশে চাই। তহি দিঠি পথগত হোয় না মাধাই॥

তব ধরি অন্তরে ধরই ন থেহ। নরহরি ধন্ধ ঘটল কিয়ে লেহ॥১

পুনঃ শ্রীগান্ধার—

হরি হরিচন্দন মারুত-পিকরুতমনুতনুরতনুবিকারং।

তিরয়িতুমিব সা কতি কতি সহসা রচয়তি ন শিশুবিহারং॥

উপনত-মনসিজ-বাধা।

অভিনবভাবভরানপি দধতী শিব শিব সীদতি রাধা॥ধ্রু॥

অবিষয়নিশ্চল নয়নযুগল-গলদম্বুকণাননুবারং।

রহসি হঠাদুপযাতি সখীমনু রচয়তি সৌহৃদসারং॥

গজপতিরুদ্র-মনোহরমহরহরিদমনু রসিকসমাজং।

রামানন্দরায়-কবিভণিতং বিহরতু হরিপদভাজং॥২

আশাবরী—

সহচরী কোউ ভণই কিয়ে ভেল। বিষম-কুসুমশর সব হরি নেল॥

দখিন পবন পিকু অলিকুলরাব। করই তরল চিত কত সমুঝাব॥

পেখই চহুঁদিশ তেজই নিশাস। ঐছে ভণত আয়ল ধনী-পাশ॥
তৈখণে নরহরি নিয়রে নেহারি। মরম উঘারি কহয়ে সুকুমারী॥৩

তোড়ী বরাড়ী—

বিদলিত-সরসিজ-দলচয়-শয়নে। বারিত-সকল-সখীজন-নয়নে॥
বলতি মনো মম সত্বর-বচনে। পূরয় কামমিমং শশিবদনে!!
অভিনব বিশ-কিশলয়দল-বলয়ে। মলয়জ-রস-পরিষেচিত-নিলয়ে॥
সুখয়তু রুদ্রগজাধিপ-চিত্তং। রামানন্দরায়-কবি-ভণিতং॥৪

গান্ধার—

সুন্দরী কহি কত গদগদ বাণী। নখে লিখু লিখন কুসুমরস আনি॥
বাঁধয়ে হৃদয় মদন অনিবার। তাকর দুরুযশ হোয়ল বিথার॥
মদন না দিশয়ে মরম না জান। দিশহ সকল দিশে তুহু কান॥
ঐছন লিখন লেই চলু কোই। দেয়ল তুরিতে শ্যামমুখ যোই॥
পড়ইতে পাতি ছাতি করু থির। সম্বরি রহু যুগনয়নক নীর॥
অন্তরে উলস অবধি না পাই। নরহরি হেরি কছু কহয়ে মাধাই॥৫

সাম গুজ্জরী—

গোপকুমার-সমাজমিমং সখি পৃচ্ছ কদানুগতোঽহহং।
কথমিব মামপি পশ্যতি দিশি দিশি কথমিব কলয়তি মোহং॥
সখি! পরিহর বচন-বিলাসং।
গোপশিশূনাং বিদিতমিদং মম জনয়তি গুরু পরিহাসং॥ধ্রু॥
যদি চ কুলাচলয়াপি কুলস্থিতিরনয়া পরিহরণীয়া।
কিমিতি তদা ময়ি রতিরতি বিকলা বালে! কিমু করণীয়া॥
গজপতি রুদ্রমুদে মধুসূদন-বচনমিদং রসিকেষু।
রামানন্দরায়-কবি ভণিতং জনয়তু মুদমখিলেষু॥৬॥

পুনঃ মল্লার—

শশিনি ন রাগং ভজতে নলিনী। রবিমনু নৈব স্বয়ন্তি রজনী॥
কুলবলিতানামিদমাচরিতং। পরপুরুষাগমে গুরু দুরিতং।
শশিমুখি বারয় বারিজবদনাং। অনুচিত-বিষয়-বিকস্বরমদনাং॥ধ্রু।
সা যদি গণয়তি ন কুলচরিত্রং। কিমিতি বয়ং কলয়াম ন চিত্রং॥
উদয়তু রুদ্রগজাধিপ-হৃদয়ে। রামানন্দ-ভণিতমতিসদয়ে॥৭

ধানশী—

শুনইতে মাধব-বাণী। চললহি দূতী সেয়ানী॥
রাইক সমীপহি যাই। কহল যো কহল মাধাই॥
শুনি ধনী-হৃদয়ে হুতাশ। তেজই তপত নিশাস॥
সজলনয়নী সুকুমারী। কহে নরহরি নেহারি॥৮

সাম গুজ্জরী—

কুল বনিতাজন-ধৃতমাচারং। তৃণবদগণয়ং গলিতবিচারং॥
শিব শিব কিম্বা চরিতমশস্তং। বিধিরধুনা বদ বশয়তু কস্তং॥
শিশুরপি যুবতিরিবাহিতভাবা। বিগলিত-লজ্জিতমহমিব কা বা॥
গজপতি-রুদ্র-মুদে সমুদীতং। রামানন্দ রায় কবি-গীতম্॥৯

তোড়ী—

হরি-অনুরাগিণী রাধা। না গণই কুলভয়-বাধা॥
মদন বেদন নাহি সহই। সখীকর ধরি কত কহই॥
ঝামরু ভেল মুখ-চন্দা। হেরইতে সহচরী ধন্দা॥
নরহরি গদগদ ভাষে। কহে কছু রাইক পাশে॥১০॥

সুহই—

হীনং পতিমপি ভজতে রমণী। কেশরিণং কিমুকলয়তি হরিণী?
রাধিকে! পরিহর মাধব-রাগময়ে॥ধ্রু॥

ক্ষীণে শশিনি চ কুমুদবনীয়ং। ভজতি ন ভাবংকিমু রমনীয়ম ॥
সুখয়তু গজপতিরুদ্রনরেশং। রামানন্দরায়-গীতমনিশম্ ॥১১

গান্ধার—

হরি-অনুরাগ তেজহ—সখী কহয়ে। শুনি ধনী আতুর ধিরজ না রহয়ে।
বারিজনয়নে অঝরে ঝরে ঝরই। ঘন ঘন তপত নিশ্বাস নিসরই ॥
পুন ভণতহি যব গদ গদ হৃদয়ে। তব ভগবতী অতিলেহে নিগদয়ে ॥
তোহে কানু-অনুরাগ কি কহিতে। কয়লহু অনুভব নরহরি-সহিতে ॥১২

দেশাগরাগ—

সরস-কথাসু কথং পুলকাচিতমাননকমলমজস্রং।
কলয়তি চারু হসিত নববলিতং পরিহৃত-কেলিসহস্রং ॥
মুগ্ধে! পরিহর শঙ্কিতমধিকময়ে ॥ধ্রু॥
আদর মধুরমিনামনুবেলং কথমালপতি সদারং ॥
সুমুখি! সখীং তব তদপি মনো বত কলয়তি কিমু ন বিচারং ॥
গজপতিরুদ্র-নরাধিপ-হৃদয়ে বসতু চিরং রসসারে।
রামানন্দরায়-কবিভণিতং পরিচিত-কেলিবিচারে ॥১৩

বারাটী—

হরি-অনুরাগ জানায়ল যবহি। ধৃতি অবলম্বি ভণই ধনী তবহি ॥
বালা মৃগী দাবানলে জরই। জলধরে জল অনুমানে কি করই ॥
ভণইতে ঐছন ভেজল পহু-পতরা। ভাঙ্গব প্রেমাঙ্কুর ইথে সতরা ॥
মাধবী লেই আয়ল ধনী পাশে। পড়ই বিশাখা সখী মৃদু ভাষে ॥
পহিল মুকুল কুমুদিনী সুখ দেয়ই। কো অছু ভ্রমর গন্ধ নাহি লেয়ই ॥
উপজায়ল শঙ্কা শশিবদনে! ইহ অপরাধে পীড়ই নব-মদনে ॥
শুনি ধনী সব সংশয় দূরে গেলা। মিলব কানু—এ পরতীত ভেলা ॥
উপনীত সময় উলাসিত হৃদয়ে। নরহরি হেরত মরম নিগদয়ে ॥১৪

কর্ণাট—

মঞ্জুতর-গুঞ্জদলি কুঞ্জমতিভীষণং। মন্দমরুদন্তরগ-গন্ধকৃত-দূষণং॥
সকলমেতদীরিতং। কিঞ্চ গুরু পঞ্চশর-চঞ্চলং মম জীবিতং॥
মত্তপিকদত্তরুজমুত্তমাধিকরং বনং। সঙ্গসুখমঙ্গমপি তুঙ্গভয়ভাজনং॥
রুদ্রনৃপমাশু বিদধাতু সুখসঙ্কুলং। রামপদধাম কবিরায় কৃতমুজ্জ্বলং॥১৫

ধানশী—

চন্দ্রবদনী ধনী গোরী　মরম কহত রসভোরি॥
সহচরী পরম সেয়ানী।　উলসিত শুনি মৃদু বাণী॥
কানু বিকল রহু যাহি।　দেবী গমন করু তাহি॥
তহি হেরি নাগররাজ।　নরহরি কহে কি এ কাজ॥১৬

মালব—

বদনমিদং বিধুমণ্ডল-মধুরং বিধুরং বত সুচিরেণ।
কলয়দনঙ্গশরাহতিমনিশং মলিনমিবেন্দুকরেণ॥
মাধব বপুরতিখেদং। কলয়তি চেতসি শতধা ভেদং॥ধ্রু॥
পরিহৃতহারং হৃদয়মুদারং ধূষরিতং বিরহেণ।
মরকতশৈল-শিলাতলনাহতমহহ কিমিন্দুকরেণ॥
গজপতিরুদ্রং সুকৃতসমুদ্রং শশিকিরণাদপি শীতং।
রামানন্দরায়-কবিভণিতং সুখয়তু রুচিরং গীতং॥১৭

ধানসী—

বকুলকুঞ্জে বর বরজকিশোর।　লোচন চপল হেরই চহুঁ ওর॥
ঝামরু বদন বিগত মৃদু হাস।　তেজত অনুখণ তপত নিশ্বাস॥
ঘন ঘন ভণই সো সুকুমারী।　সফল করব কিয়ে নয়ন হামারি॥
হাসিতে জনুয়ে রতন অনুপাম।　হাহা দৈব হোয়ল মোহে বাম॥
ঐছন ভণইতে ভগবতী গেল।　তাহে নিরখিয়া উলসিত ভেল॥

পুছই কুশল কুশল দরশায়। তহি মধু-মধুর বচন কহু তায় ॥
সো অনুরাগিণী নিরুপমরীত। তা সঞে ঘটয়ে ভাগ সঞে প্রীত ॥
তাহে পরিহরি নরহরি-পহুঁ কান। অব উতপত না সহই ফুলবাণ ॥১৮

পুনঃ বরাড়ী—

নলিনবনং বনমালিকৃতে কৃতমুজ্ঝিত-কুসুম-পলাশং।
পল্লবমপি বৃন্দাবনমনু কলয়সি ললিত-বিকাশং ॥
সরলে ! পশ্যসি কিমু নহি কৃষ্ণং ?
ত্বয়ি নিহিতাশং গলিত-বিলাসং চাতকমিব ঘনতৃষ্ণং ॥ধ্রু॥
বিধুমিব বীক্ষ্য বিধুন্তুদমানয় চপলমিতি প্রতিবেলং।
বদতি কথং বদ যদি মদনো হৃদি ন বসতি বিরচিত-খেলং ॥
গজপতিরুদ্রমুদং তনুতামিতি রামানন্দ-রায়-সুগীতং।
নিভৃত-মনোভব-বিশিখ-পরাভব-হরিবিরহেণ সমেতং ॥১৯

পৌরবী—

মধু যব বেকত কহল—শুনি কান। বারই ঘন ঘন তরল নয়ান ॥
ভগবতী কহে কাহে গোপহ মোয়। আজু হাম কৈছে নেহারিয়ে তোয় ॥
ঐছে বচনচ্ছলে মরম উঘারি। শুনি উলসিত হিয় ধরই না পারি ॥
কানুক বিরহে যৈছে রহু রাই। সো সব কহ ঘনশ্যাম-মুখ চাই ॥২০॥

শ্যাম তোড়ী—

চিরবধি নয়ন-সলিলভব-সাদে। পততি কৃশা পরিচলতি চ পাদে ॥
মাধব ! গুরুতর-মনসিজ বাধা। হরি হরি কথমপি জীবতি রাধা ॥ধ্রু॥
নিবসসি চেতসি কথমিব বামং। শিব শিব শময়সি তদপি ন কামং ॥
গজপতিরুদ্র নৃপতিমবিগীতং। সুখয়তু রামানন্দ-রায়-সুগীতং ॥২১

গৌরী—

ভগবতী কহল বিশেষ। শুনি পহুঁ উলস অশেষ॥
অপরূপ প্রেমতরঙ্গ। কি কহব সো পরসঙ্গ॥ধ্রু॥
কানু কতহি সমুঝাই। ভগবতী চলু যাঁহা রাই॥
সুন্দরী রহই একান্ত। হেরই ভগবতী-পন্থ॥
প্রিয় সহচরী মুখ চাই। মৃদু মৃদু ভাখয়ে রাই॥২২

রামকেলি—

তিমির-তিরোহিত-সরণী। গিরিষু দরীষু সমেব হি ধরণী॥
চিরয়তি কিং সখি দেবী। বিধিরপি ময়ি কিমু ন হি হিতসেবী॥
কিমিদং করণীয়মযে। শরণং যামি কমত্র ভয়ে॥ধ্রু॥
অতিবাহিতমতিভীমং। বিফলমিদং কিমু গহনমসীমং॥
সুখয়তু রুদ্রগজেশং। রামানন্দ-রায়কৃতমনিশং॥২৩

দেব গান্ধার—

শুনি সুখী সুন্দরী-বাণী। করু আশোয়াস সময় ভেল জানি॥
তৈখণে ভগবতী গেলি। হেরইতে গোরী উলস হিয় ভেলি॥
পুছই কি করু উহ নাহ॥ ভগবতী কহই কি কহব উছাহ॥
অনুখণ তোহারি ধিয়ান। তুয়া বিনে তিলেক না ভায়ই আন॥
শুনি ধনী করু অভিসার। কানু হেরই পথ কুঞ্জ-মাঝার॥
নিরুপম নবীন সুলেহ। উপজাত কত শঙ্কা নহু থেহ॥
শুনইতে নূপুর-নাদ। দূরে গেও দারুণ হৃদয়-বিষাদ॥
ভণ ঘনশ্যাম কিশোরী। পৈঠই কুঞ্জে পরম রসভোরি॥২৪

মালবশ্রী—

চিকুরতরঙ্গকফেনপটলমিব কুসুমং দধতী কামং।
নটদপসব্যদৃশা দিশতীব চ নর্ত্তিতুমতনুমবামং॥

রাধা মাধব বিহারা। হরিমুপগচ্ছতি মন্থর-পদগতি লঘু লঘু তরলিত-হারা॥ধ্রু॥

শঙ্কিত-লজ্জিত-রসভর-চঞ্চল-মধুর-দৃগন্ত-লবেন।
মধুমথনং প্রতি সমুপহরন্তী কুবলয়দামরসেন।
গজপতিরুদ্রনরাধিপ-মধুনা তন-মদনং মধুরেণ।
রামানন্দরায়-কবিভণিতং সুখয়তু রস-বিসরেণ ॥২৫

শ্রীরাগ—

কি কহব অপরূপ রঙ্গ। তুহুঁ তুহুঁ দরশে উলস তুহুঁ অঙ্গ ॥
কুঞ্জভবনে পরবেশ। নব নব ভঙ্গি বরণি নহু লেশ ॥
শোভা তুহুঁক অপার। জনু ঘনতড়িত ঝলকে অনিবার ॥
ভগবতী গুপতে একেলী। নিরিখয়ে তুহুঁকর নিরুপম কেলি ॥
পূরল সব মনকাম। হেরব কব ইহ সুখ ঘনশ্যাম ॥২৬

ধানশী—

ভগবতী মনোরথ-পূরণ ভেল। গুপতে নেহারি কুঞ্জসঞে গেল ॥
যামিনী জাগি অলসে ভরু অঙ্গ। ভেটল তাহি বিশাখিকা সঙ্গ ॥
পুছই বিশাখা সুখে পগলাগি। নয়ন নিন্দকিয়ে অবহু না ভাগি ॥
শুনি কহে রজনী উজাগরে ভেলি। পেখলু অপরূপ তুহুকর কেলি ॥
পুন ইহ কহই কৈছে ভেল রঙ্গ। ভগবতী ভণই সোই পরসঙ্গ ॥২৭

আভিরী—

মৃদু মঞ্জীর-রবানুগতং গতমনয়া শয়ন-সমীপং।
মধুরিপুণাপি পদানি কিয়ন্ত্যপি চলিতং কিয়দনুরূপং ॥
শশিমুখি! কিং তব বত কথয়ামি।
রাধামাধব-কেলিভরাদহমদ্ভুতমাকলয়ামি ॥ধ্রু॥
মিলিতমিদং কিল তনুযুগলং পুনরপি ন কঞ্চন ভেদং।
বিষমশরাশুগ- কীলিতমিব সখি! গলিত-চিরন্তনখেদং ॥

নখর-রদাবলি-খণ্ডিতমপি গুরু নিশ্বসিতায়তভীতং।
রুদ্রগজাধিপ-মুদমাতনুতাং রামানন্দরায়-সুগীতম্ ॥২৮

গান্ধার—

ভগবতী কহল যুগল রসকেলি। শুনত বিশাখা উলসিত ভেলি ॥
পুন কহে দেবি! এ অপরূপ বাত। ঐছন সুরত কৈছে ভেল জাত ॥
ভগবতী উলসে কহই পুনবার। অয়ি সরলে! শুন ইথে কি বিচার ॥২৯

উপদিশতি গুরু গুরুপ্রযত্নাৎ, তদপি কালবশাৎ প্রযাতি পাকং।
ইতি কিল নিয়তাঃ সমস্তবিদ্যাঃ, সুরতকলাঃ স্বত এব সম্ভবন্তি ॥
[জগন্নাথবল্লভ ৫।২৮]

ধানশী—

শুনি সখী কহই কি ললিত বিহার। হেরত জনু হাস সুরত শিঙ্গার ॥
ঐছে বচন ভণইতে রসভোরি। নিকসল কুঞ্জভবনসঞে গোরী ॥
নাগর অদূরে দরশ তহিঁ দেল। কৌতুকে দেবী নয়ন ভরি নেল ॥
কহই বিশাখা সখীমুখ চাই। পেখহ শ্যাম রমণীমণি রাই ॥৩০

ললিত রাগ—

অভিমত-গাঢ়মনোরথ-সমুচিত-রতিপতি-সমরবিশেষে।
বিজয়-পরাজয়-পরিচয়-বিমুষিত-চেতসি বলদভিলাষে ॥
লুলিত-মনোহর-দেহা।
কথয়তি পরিচয়মিয়মতিনিপুণং মৃদুপদ-কমল-সবেহা ॥ধ্রু॥
কুসুমশরাসন-শরনিকর-ধ্বনি-মণিত-মনোহর-ঘোষে।
গুণপরিপাটিতয়া পরিকল্পিত-নখদশনক্ষতদোষে।
গজপতিরুদ্রনরাধিপ-বিদিতে রসিকজনাহিততোষে।
রামানন্দরায়-কবিভণিতে হৃদয়ং কুরুত বিদোষে ॥৩১

কামোদ—

শ্যামর গোরী মধুরতর গাত। নিরখত সখী সুখ কহই না যাত ॥
ভগবতী পরম হরষ হিয় ভেলি। তুরিতহি গোরী-নিয়রে চলি গেলি ॥
পহিল মিলনভয়কাতর জানি। পুছত কুশল কলিত-মৃদুবাণী ॥
সম্ভ্রমে ধনী অবলোকত তায়। নেত চরণ-ধূলি লজ্জিত হিয়ায় ॥
গোপত বসনে বয়ন অনুপাম। কিয়ে নবনীত নিছনি ঘনশ্যাম ॥৩২

গান্ধার—

কানু কিঞ্চিত দূর সঞে শশিবদনী তনু অবলোকি।
করত কত অভিলাষ তিলে তিলে তরল মন রহু রোকি ॥
সোই সময় অদূর কলকল শবদ অতিহি বিশাল।
থণত থিতি খুর গরজি আওত অরিট অসুর করাল ॥

তব এ সব নব- কুঞ্জ কুহরে প্রবেশহি রহল ছাপি।
সখীক কর গহি গোরী করু বাত খেদ তনু মন কাঁপি ॥
বরজ রাজ-কুমার রণ-মদমত্ত মারল তায়।
নিরখি কৌতুক রমণী-মণিগণ সহ কি হরষ হিয়ায় ॥
বকুল পাদপবীথি- বিলসত যুদ্ধজয়ী ব্রজবীর।
শিথিল ললিত সুবেশ শ্রমজল ঝলকে সকল শরীর ॥
বিথুরি বাহুবল কালি-অলিমুখ কমল ছবি বলিহারি।
দেবী উলসে বিলোকি ঘনতনু পরশি বচন উচারি ॥
কয়লি দুষ্কর কর্ম বৎস কি পারিতোষিক দেব।
কানু কহ তুয় মদভিরুচি হাম সোই শিরপর নেব ॥
তবহি ভগবতী ভূরি কৌতুকে নিরখি হরিণনয়ানী।
নেত নাগর- নিয়রে কর গহি গদত মধুরিম বাণী ॥
পেখি পিয়তনু ক্রুর সহ পরি- ছরমে ঘরম চুয়ায়।

লাজ পরিহরি ঘরম হর নিজ বসন অঞ্চল বায়॥
রাই বয়ন- ময়ঙ্ক মঞ্জুল বঙ্কনয়নে নেহারি।
পুলক বলিত সুললিত তনু ঘন থিরজ ধরই না পারি॥
দেবী তব হসি কহই ইহ পর প্রিয় কি কহুড় তোয়।
শুনত ভগ ঘন- শ্যাম ইহ পর প্রিয় না দিশই মোয়॥৩৩

পুনঃ শ্রীকৃষ্ণ-বাক্যং— (মঙ্গল গুজ্জরী)

পরিণত-শারদ-শশধরবদনা। মিলিতা পাণিতলে গুরুমদনা॥
দেবি কিমিহ পরমস্তি মদিষ্টং। বহুতর-সুকৃত-ফলিতমনুদিষ্টং॥ ধ্রু॥
পিক-বিধু-মধু-মধুপাবলি-চরিতং। রচয়তি মামধুনা সুখভরিতং॥
প্রণয়তু রুদ্রনৃপে সুখমমৃতং। রামানন্দভণিতং হরিরমিতং॥৩৪

ধানশী—

মাধব কহু কত ভাতি। শুনি ভগবতী অতিশয় সুখে মাতি॥
সহচরী সহ সুকুমারী। কৌতুক কত কো কহই না পারি॥
শোহত সরস নিকুঞ্জ। গুঞ্জত মধুর মধুর অলিপুঞ্জ॥
পিকুকুল পঞ্চম ভাষ। নরহরি হেরব কব এ বিলাস॥৩৫

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীরাধিকায়াঃ পূর্ব্বরাগে
সংক্ষিপ্তসম্ভোগবর্ণনং-নাম দ্বাবিংশ আস্বাদঃ॥২২॥১৫১

পুনস্তদ্ যথা— [সখী শ্রীরাধিকাং প্রত্যাহ]

কামোদ—

বরণ দেখিলু শ্যাম জিনিয়াত কোটি কাম বদন জিতল কোটি শশী।
ভাঙ ধনু ভঙ্গি ঠাম নয়নকোণে পূরে বাণ হাসিতে খসয়ে সুধারাশি॥
সই! এমন সুন্দর বর কান।
হেরিয়া সে মুরুতি সতী ছাড়ে নিজ পতি তিয়াগিয়া লাজ ভয় মান॥ ধ্রু॥

বড় কারিগরে কুন্দিলে তাহারে প্রত্যঙ্গ মদনশরে।
যুবতি গরম ধৈর্য্য ভুজঙ্গম দমন করিবার তরে ॥
অতি সুশোভিত বক্ষ বিস্তারিত দেখিলু দর্পণাকার।
তাহার উপরে মালা বিরাজিত কি দিব উপমা তার ॥
নাভির উপরে লোমলতাবলি সাপিনী আকার শোভা ॥
ভুরুর বলনি কাম-কদনি ইন্দ্রধনুক আভা ॥
চরণ-নখরে বিধু বিরাজিত মণির মঞ্জীর তায়।
চণ্ডীদাস হিয়া সেরূপ দেখিয়া চঞ্চল হইয়া ধায় ॥১॥

পুনঃ তোড়ী—

হরি সেরূপ অমিয়া ধারা।
কুলশীল লাজে ভেজায় আগুনি বারেক পিয়য়ে যারা ॥
কেবা কি দিবে উপমা তারে।
মন্মথ-শর গরব হরয়ে বঙ্কিম আঁখির ঠারে ॥
চান্দ বদনে মধুর হাসি।
অবলা বধিতে কত ভঙ্গি করি বায়য়ে মোহন বাঁশী ॥
সোই ভরমে কি করে আর।
নরহরি জানে মজিলু তা' বিনে পরাণ ধরিতে ভার ॥২

ধানশী—

সখী সুমুখী-বচন শুনি। সুখে কহয়ে মধুর বাণী ॥
ওগো জগতে দুলহ সেহ। তুয়া তা' সঞে ঘটল লেহ ॥
ইথে উপায় বলিয়ে তোহে। লেখি লিখন ভেজহ তাহে ॥
ধনী শুনিয়া বিরলে বসি। আঁখি কাজরে করিল মসী ॥
নখে লিখিয়া নলিনীদলে ভেজি ভাসিল আঁখির জলে ॥
[illegible] পাশে গিয়া। দেখে শ্যাম বিয়াকুল হিয়া ॥৩

শ্রীকৃষ্ণে কামলেখার্পণং

তিরোতিয়া ধানশী—

দূতী উলসিত ছাতি, কহু কি কহই ন যাতি।
কানু যব সব কুশল পুছত তবহি দেয়ল পাতি॥
পাতি করসঞে নেল, পরশে কত সুখ ভেল।
নিরখি আখর নয়ন ঝরু, কছু পড়ত পড়ই না গেল॥
বিরমি রহু ঘড়ি আধ, উপজে হিয়ে কত সাধ।
ভণই মনমথ দোষ পরিহরি মোহে দেই অপবাদ॥
ঐছে কহি রস ভোরি, রহই শকতি না থোরি।
জানি শুভখণ গমন করু ঘনশ্যাম সহজহি গোরী॥৪

কামোদ—

কানু গমন যব কেল। তব কোঁ গোরী নিয়রে কহি দেল॥
সুন্দরী থিরজ উপেখি। পথগত নাহ নয়ন ভরি পেখি॥
যব ভেল নিকট কিশোর। তব ধনী লাজে রহল সখী কোর॥
মাধব বিধুমুখী হেরি। তনু মন নিছনি করই কত বেরি॥
ভণই মধুর মৃদু ভাষ। উপজত হিয়ে হিয়ে কতহি উলাস॥
রসময়ী সমুখ না হোই। ঘুঙটে বদনকমল রহু গোই॥
যতনে সোঁপি সখী দেলি। মনমথ ভূপ অধররস নেলি॥
নরহরি সহচরী-পাশ। অলখিত লখব কি পহিল বিলাস॥

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীরাধিকায়াঃ পূর্ব্বরাগে সংক্ষিপ্তসম্ভোগ-বর্ণনং নাম ত্রয়োবিংশ আস্বাদঃ॥২৩॥২৫৬

পুনস্তদ্ যথা— [শ্রীরাধিকা সখীং প্রত্যাহ] **(কামোদ)**

সজনি ! পেখনু বরঙ্গ-সুন্দর তরণি-তনয়াক তীর।
নবীন বয়েস বর বলিত ভূষণ বিলসে জলদ শরীর॥
চারু চন্দন- তিলক ঝলকত মাথে ময়ূর-শিখণ্ড।
শ্রবণ কুণ্ডল মঞ্জু মরকত মুকুর জনু যুগ গণ্ড॥
কমল-দল দলি ললিত লোচন ভাঙ ভ্রমর উজোর।
অলক-আবৃত বদনবিধু মৃদু হাস অমিয় হিলোর॥
মধুরতর কর- বংশী নিরুপম বাহুভঙ্গি বিশাল।
বক্ষ পরিসর সিংহ গীম, গলে কলিত মালতীমাল॥
উদর দর রোমা বলী ফণধর মধুর কটিতট খীণ।
পীত অংশুক সরস পহিরণ ভেল জনু তনুলীন॥
উরু কদলীমদ- কদন পদতলে তরুণ অরুণ প্রকাশ।
অখিল ভুবন- বিনোদ কর গুণ নিছনি নরহরি দাস॥১

দাক্ষিণাত্য তোড়ী—

সখি ! জলদবরণ কিশোর। হেরি মরমে পৈঠলি মোর॥
কুলধরম সব হরি নেল। মোহে বিষম বাউরী কেল॥
অব জীবন রহব কি যাব। বুঝি পুন ন দরশন পাব॥
হাম পোয়লু পুহপক হার। লেহ কণ্ঠে সোঁপবি তার॥
কছু কহবি মরম বিচারি। ইহ ভণত ঝরু দিঠি বারি॥
ঘনশ্যাম দেই আশোয়াস। বেগে চলল কানুক পাশ॥২

শ্রীকৃষ্ণে মাল্যার্পণং— **(আশাবরী)**

চম্পক তরুতলে কান। করই রমণীমণি-মুরুতি ধিয়ান॥
তঁহি প্রিয় সুবলে বিলোকি। ভাখই মরম নয়নজল রোকি॥
পেখলু নওল কিশোরী। দামিনীদাম-দমন-তনু গোরী॥

সো চলি গেও নিজ গেহ। মনমথ-দহনে দহই মঝু দেহ॥
তাক দরশ পুন হোয়। তবহি রহব জীউ কহল মু' তোয়॥
ভণইতে ইহ মৃদু বাণী। আয়ল দূতী নিরখি গহে পাণি॥
পুছই কহ কি উপায়। দূতী কহই উমতায়লি তায়॥
তুয় তনু চকিত নেহারি। তেজল কুল শীল সো সুকুমারী॥
জীবইতে সংশয় জানি। ভণই মরম নিজশিরে কর হানি॥
গুঁথি কুসুমময় হার। মোহে দেয়ত দিঠে ঝরু অনিবার॥
পহিরি পূরহ অভিলাষ। শুনইতে উপজল কতাহি উলাস॥
ঘনশ্যামর গলে দেল। হার-পরশে সো পরশ জনু ভেল॥৩

ধানশী—

কানু চলল তঁহি ধাই। পৈঠল কুঞ্জভবনে যঁহি রাই॥
অলখিত দুহুঁ দোঁহা চাহি। কো কহু কৈছে হোয়ল হিয় মাহি॥
শ্যাম সমুখ যব গেল। তব ধনী চৌকি চপল মতি ভেল॥
মাধব মনসিজ মাতি। কর গহি কোরে কয়ল কোঁ ভাঁতি॥
ঝলকত দুহুঁক শরীর। জলধর তড়িত রহল জনু থির॥
তিলে তিলে নব নব রঙ্গ। হেরব কি নরহরি সহচরী সঙ্গ॥৪

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীরাধিকায়াঃ পূর্ব রাগে সংক্ষিপ্তসম্ভোগ-বর্ণনং নাম চতুর্বিংশ আস্বাদ॥২৪।২৬০

পুনস্তদ্ যথা—

সখী শ্রীরাধিকাং প্রত্যাহ— (তোড়ী)

কেনে এমন হইলা রাই। আখি কান্দে তুয়াপানে চাই॥
মুখ সদাই মলিন তোর। ইহা সহে কি পরাণে মোর॥
কহ মরম-কাহিনী মোরে। এই মাথার শপথ তোরে॥

ধনী শুনি নরহরি-পাশে। কহে কিবা সে কাতর ভাষে॥১

তিরোতিয়া ধানশী—

হায় সে অবলা অথ সহৃদয়া ভালমন্দ নাহি জানি।
বিরলে বসিয়া পটে ত লিখিয়া বিশাখা দেখাইলে আনি॥
হরি হরি এমন কেনে বা হইল।
বিষম আনল গড়ের মাঝারে আমারে ডারিয়া দিল॥ধ্রু॥
বয়েস কিশোর বেশ মনোহর অতি সুমধুর রূপ।
নয়নযুগল করয়ে শীতল বড়ই রসের কূপ॥
নিজ পরিজন সে নহে আপন বচনে বিশ্বাস করি।
চাহিতে তা' পানে পশিল পরাণে বুক বিদরিয়া মরি॥
চাহি ছাড়াইতে ছাড়া নহে চিতে এখন করিব কি।
কহে চণ্ডীদাসে শ্যাম নবরসে ঠেকিলে রাজার ঝি॥২

সুহই—

সই তোরে বলিতে কি লাজ। বিশাখা করিলে এই কাজ॥
কিবা রূপ পটে দেখাইলে। জাতি কুল সব মজাইলে॥
হিয়ায় পশিল সে মাধুরী। তিল আধ পাসরিতে নারি॥
তা' বিনু জীবন নাই রহে। আঁখি ভরি দেখিব কি তাহে॥
সখী কহে সে রাজকুমার। না মিলে বিরলে দেখা তার॥
নরহরি কহে এই বেলে। দেখ গিয়া কদম্বের তলে॥৩

তোড়ী—

সখীর সহিতে চলল রাই। দাঁড়াইলা কথো দূরে যাই॥
কেহো কহে—ওই দেখ কালা। কৈরাছে কদম্বতলা আলা॥
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা বেণু হাতে। ভুবনমোহন চূড়া মাথে॥
বদনে মদন মুরুছায়। শুনি ধনী চমকিয়া চায়॥

ওনা রূপ বারেক দেখিতে। নারয়ে নয়ান ফিরাইতে॥
চিত্রের পুত্তলীপারা রয়। অনিমিখ আঁখ্যে ধারা বয়॥
পুলকিত তনু প্রেমভরে। কহিতে বচন নাই সরে॥
নরহরি এ দশা দেখিয়া। কহয়ে শ্যামের পাশে গিয়া॥৪

কামোদ—

কি বলিব ওহে কালা সোণা। যুবতী মোহিতে তুমি হও এক জনা॥
তুয়া রূপ পটে নিরখিয়া। লাজভয়ে দূরে সে ধরিতে নারে হিয়া॥
রহি নিজ গুরুজন-পাশে। কি করিতে কি করে আঁখির জলে ভাসে॥
ভুবনমোহিনী ধনী রাধা। তোমারে দেখিতে তার চিতে কত সাধা॥ধ্রু॥
তিলে তিলে কিবা উঠে মনে। হইল এমন যেন না জীয়ে জীবনে॥
আইলু কত না প্রবোধিয়া। মিলহ তমালকুঞ্জ-ভবনে যাইয়া॥
এ বাণী শুনিয়া দূতীমুখে। ভণয়ে কি ভাগ হিয়া উমড়য়ে সুখে॥
তুরিতে চলয়ে সে না বেশে। নরহরি আগে গিয়া কহে রাইপাশে॥৫

কামোদ—

রাই কিছু কহই না পারি। তুয়া রূপ গুণের বালাই লৈয়া মরি॥
তুয়া নামে আছে কিবা মধু। বারেক শুনিতে উনমত ব্রজবিধু॥
ওই দেখ আইসে বিনোদিয়া। তুয়া অনুরাগে না ধরিতে পারে হিয়া॥
বিনোদিনী রসের আবেশে। কানুপানে চাহিতে কতনা সুখে ভাসে॥
কিবা নব প্রেমের তরঙ্গ। লাজে নিজ বসনে ঝাঁপয়ে সব অঙ্গ॥
নরহরি সখীর আদেশে। আগুসরি কানুরে আনয়ে রাই পাশে॥৬

ধানশী—

কানু ধনী পানে নিরখিয়া। রহিতে নারয়ে থির হইয়া॥
কহে কত রসময় বাণী। শুনি না শুনয়ে বিনোদিনী॥
বদন ঝাঁপিয়া নিজবাসে॥ সহচরীপানে চাহিয়া হাসে॥

রসিকশেখর শ্যাম ছলে। দু'বাহু পসারি করে কোলে॥
কুচযুগে কর আরোপিয়া। পিয়ে সাধে অধর-অমিয়া॥
সখীর সঙ্গেতে নরহরি। দেখিব কি এ রঙ্গ মাধুরী॥৭

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীরাধিকায়াঃ পূর্ব্বরাগে সংক্ষিপ্ত-সম্ভোগবর্ণনং নাম পঞ্চবিংশ আস্বাদঃ ॥২৫।২৬৭

পুনস্তদ্ যথা— [সখী শ্রীরাধিকাং প্রত্যাহ]

সুহই—

এ সুবদনি সুকুমারি! কহ কহ মরম উঘারি॥
আজু কাহে ঐছন ভেলি। কো তুয়া সরবস্ব নেলি॥
কা'সঞে কয়লি কি লেহ। পলক ন দিশই থেহ॥
শুনি ধনী নরহরি-পাশ। কহই মধুর মৃদুভাষ॥১

ললিত—

আজু মরম-গতি বুঝন না গেল। শুতলু থোরি রজনী যব ভেল॥
পেখলু স্বপন সজনি! কহি তোয়। নীলকমল জিনি কোমল সোয়॥
মরকত-মণি জিনি বরণ উজোর। শীতল জিনি নব জলধর ঘোর॥
অবহু না তেজই নয়নপথ সেহ। ভণ ঘনশ্যাম কি আচরজ এহ॥২

মরকত মণি জিনিয়া বরণ কিবা সে নবীন বেশ।
মল্লিকামালতী- মালে বেড়া ভালে আউলায়া পড়িছে কেশ॥
ভুরু ভৃঙ্গ জিনি খঞ্জন লোচন অমিয়া বরিষে হাসি।
হিলি দুলি কত ভঙ্গিতে চলয়ে অধরে বিলসে বাঁশী॥

সই না চিনি নাগর কে?

স্বপনেতে দেখা দিয়া হিয়া মাঝে সামায়া রহিল সে॥ধ্রু॥

নরহরি জানে　　না যায় পাসরা　　ধৈরজ ধরিতে ভার।
এ নব বয়েসে　　এবা কি হইল　　কি দোষ করিলু্ কার ॥৩

পুনঃ বিভাষ—

আমি ত অবলা　　তাহে এত জ্বালা　　বিষম হইল বড়।
নেবারিতে নারি　　গুমরিয়া মরি　　তোমারে কহিল দঢ় ॥
সহজে আপন　　বয়স যেমন　　আন নাহি হাম জান।
স্বপনে কালিয়া　　সে রূপ ভাবিয়া　　না রহে আমার প্রাণ ॥

সই! মরণ নিশ্চয় ভাল।

সে নব নাগর　　না জানি কাহার　　ভাবিয়া হইল কাল ॥ধ্রু।
কহে চণ্ডীদাসে　　বাশুলী আদেশে　　এইত রসের কূপ।
এক কীট হয়　　আর দেহ পায়　　ভাবিয়া তাহার রূপ ॥৩

পুনঃ তোড়ী—

সই! ভাবিতে বিষম হৈল।　　এই স্বপন জানি কি কৈল ॥
কিবা দেখিনু রসের দে'।　　তারে না চিনি নাগর কে ॥
মরি কিবা সে রূপের ছটা।　　জিনি নবীন মেঘের ঘটা ॥
মুখে মধুর মধুর হাস।　　কুল ধরম করয়ে নাশ ॥
সে যে তেরছ আঁখির ঠারে।　　কে বা ধৈরজ ধরিতে পারে ॥
কত সাধে কে গড়িল তায়।　　মুই বিকাইলু্ উহারি পায় ॥
নরহরি সে মরম জানে।　　আর না সহে অবলা-প্রাণে ॥৫

সুহই—

শুনি ধনী বচন-মাধুরী।　　কহে কত সুখে সহচরী ॥
যারে তুমি দেখিলা স্বপনে।　　সে অতি দুলহ ত্রিভুবনে ॥
পিরীতি মুরুতি সেই কালা।　　গুণেতে জগত করে আলা ॥
যত কুলবধূ ব্রজপুরে।　　তার লাগি নিরবধি ঝুরে ॥

ওগো তার নাগরালি বেশে। যুবতির জাতি কুল নাশে॥
স্বপনে পাইলা সাথী তার। কি কব সে রসের পাথার॥
হেন জন সহ যার লেহা। সে কৈল সফল নিজদেহা॥
বিধি অতি সদয় তোমারে। স্বপনেতে দেখাইল তারে॥
বিরচিয়া বিবিধ উপায়। তুরিতে মিলাব আনি তায়।
এত কহি কানু-পাশে গিয়া। কহে ঘনশ্যাম মুখ চায়া॥৬

সুহই—

ওহে শ্যাম আ'লু জানাইতে॥ স্বপনে দেখিয়া তোমা নারে থির হৈতে॥
সে যে কুলবতী মনোরমা। রূপে গুণে জগতে নাহিক তার সমা॥
সে দুলহ তোমায় মজিল। হেন লাজ-কুলভয়ে তিলাঞ্জলি দিল॥
কালা কহে কি কথা কহিলে। তনু মন শ্রবণ পরাণ জুড়াইলে॥
যে হৈতে শুনিলু নাম তার। সে হৈতে হিয়া কি করয়ে অনিবার॥
বিধি সে সদয় এতদিনে। সে রূপ-মাধুরী-সুধা পিব এ নয়নে॥
এত কহি ছলছল আঁখি। চলে মনোরথে সে ধৈরজ দূরে দেখি॥
নরহরি উলসিত হিয়া। কহে গিয়া রাইপাশে আইল কালিয়া॥৭

ধানশী—

শ্যামের গমন-কথা শুনি। উলসে বিলসে বিনোদিনী॥
পুলক ভরল সব গায়। হাসি সহচরী-পানে চায়॥
সখীমুখে সুমধুর ভাষে। কহয়ে রমণীমণি-পাশে॥
কালিয়া আইলে মৃদু হাসি। আঁচরে ঝাপিবে মুখশশী॥
আঁখিকোণে বারেক চাহিবে। আখ্যে আখি দিতে নেবারিবে॥
কত কথা ক'বে রসে মাতি। শুনি না শুনিবে ধরি ধৃতি॥
পরশিতে নিরখিয়া মোরে। তরসি সামাবে মোর কোরে॥
তোমারে সেঁপিব করে তার। না মানিবে বচন আমার॥

রাইয়েরে এ ৺ব শিখাইতে। কালিয়া আইলা আচম্বিতে॥
রাইরূপ রসের সাগর। দেখি সুখে ডুবিলা নাগর॥
আপনা নিছয়ে বারেবারে। চরণ পরশে ত্রুটি করে॥
মদন-কৌতুক ভেল যাহা। নরহরি দেখিব কি তাহা॥৮

গান্ধার—

রাই কানু প্রথম মিলনে। কি নব আনন্দ বৃন্দাবনে॥
কুসুমিত তরুলতাগণ। করয়ে কুসুম-বরিষণ॥
নানা পক্ষগণ পুলকিত। গায় শারী শুক সুললিত॥
নাচে মিলি ময়ূর ময়ূরী। শোভা কি দেখিব নরহরি॥৯

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীরাধিকায়াঃ পূর্ব্বরাগে সংক্ষিপ্তসম্ভোগবর্ণনং নাম ষড়্বিংশ আস্বাদঃ॥২৬।২৭৬

পুনস্তদ্ যথা—

সখী নায়িকাং প্রত্যাহ— (সিন্ধুড়া)

রাই কিছু না বুঝিয়ে আমি। এমন হইলা কেনে তুমি॥
মনের সহিতে কথা কও। কারে দেখি দাঁড়াইয়া রও॥
কে তোমায় করিলে পাগলী। বিবরিয়া বোলহ সকলি॥
না কহ শপথ মোর লাগে। শুনি কহে নরহরি আগে॥১

গুজ্জরী—

ওগো সখি! একি হইল জ্বালা। হিয়ায় বসিয়া করয়ে খেলা॥
কোথা হইতে আইল বুঝিতে নারি। কে না ঘটাইল কিরূপ করি॥
না চিনি কখন এ জনাকে। নবঘনাঞ্জন জিনিয়া দে'॥
পাসরিতে মনে করিয়ে যবে। মনে সামাইয়া রহয়ে তবে॥
যখন চকিত চৌদিগে চাই। তা' বিনু কিছু না দেখিতে পাই॥

যদি বা মুদিয়ে এ তুটি আঁখি। আখির মাঝারে সেরূপ দেখি॥
না জানি কি হবে ভাবিয়া মরি। তিলেক ধৈরজ ধরিতে নারি॥
নরহরি কহে বিষম বটে। না জানি পাছে বা কলঙ্ক রটে॥২

পুনঃ ধানশী—

কি বলিব সখি! মরম তোরে। না জানি বিহি কি করিলে মোরে॥
সে নব কালিয়া কোথা না ছিল। হিয়ার মাঝারে উদয় হৈল॥
না দেখি না শুনি না জানি কে। সদাই নয়ানে নাচিছে সে॥
মুখে হাসিসুধা খসয়ে তাথে। যেন কথা কহে আমার সাথে॥
পাসরিতে নারি কি হৈল দায়। ভাবিয়া মরিয়ে কিছু না ভায়॥
নরহরি কহে বুঝিনু মনে। মজিলে সুন্দরি! উহারি সনে॥৩

পুনঃ সুহই—

ওহে সই! যে বোলো সে বোলো। ভাবিতে ভাবিতে মোর তনু খীণ হৈল॥
রহিতে নারিয়ে একঠাঁই। না-ভায় ভোজন পান আঁখি নিন্দ নাই॥
না দেখি না শুনি একি দায়। কালিয়াবরণ যুবা জাগয়ে হিয়ায়॥
নরহরি কহে মনকথা। পাইল তোমারে সেই কালিয়া দেবতা॥৪

পুনঃ দেবগান্ধার—

ওহে সখি! কি আর কথায়। বধিব অবলা সে কালিয়া দেবতায়॥
যদি হেন হয় প্রাণ জীয়ে। তবে তার মনের উচিত পূজা দিয়ে॥
গুরুজনে নাই কোন ভয়। জানিলেই এখনি যাই যে তার ঘর॥
নরহরি কহে আছে জানা। কালিয়া দেবতা সে কদম্বতলে থানা॥

ধানশী—

রাই অতি অথির হিয়ায়। কালিয়া দেবতা পূজিবারে বেগে যায়॥
সখীরে পুছয়ে বারেবারে। কি দিয়া ভেটিব দেবে বোলহ আমারে॥
সখী সে জানায় মৃদুভাষে। যা দিয়া ভেটিবা তা আছে তুয়াপাশে॥
শুনি ধনী চৌদিকে নেহালে। কহে ঘনশ্যাম ওই দেখ নীপমূলে॥৬

আশাবরী—

দলিত অঞ্জন জিনি কালা। রূপের ছটায় ত্রিভুবন করে আলা॥
বারেক চাহিয়া বিনোদিনী। সখীরে কহয়ে এই দেবশিরোমণি॥
যদি এই দেব দয়া করে। তবে আর কোন্ বা পামরী যায় ঘরে॥
সখী কহে থির কর হিয়া। নরহরি আনি দিব দেব আরাধিয়া॥৭

শ্রীরাগ—

বকুলকুঞ্জেতে রহে রাই। অলখিত কালিয়া নাগর পানে চাই॥
দূতী অতি চতুরা ত্বরিতে। কহে গিয়া শ্যাম-পাশে আ'লু তোমা নিতে॥
তোমার গুণের সীমা নাই। কিবা না করিতে পার, শুনি সব ঠাই॥
দেব দিঠি হইল রাধায়। বুঝিনু তাহার তুমি জীবন-উপায়॥
রাধানাম শুনিতে শ্রবণে। পুলকিততনু কানু উলসিত মনে॥
কহয়ে দূতীর করে ধরি। পিয়াইলা কি নব অমিয়া শ্রুতি ভরি॥
এত কহি নারে থির হৈতে। চলিলা বকুলকুঞ্জে দূতীর সহিতে॥
সখী কহে রাইয়েরে যতনে। আইল কালিয়া দেব পূজো যেবা মনে॥
ধনী লাজে বদন ছাপায়। কালিয়া পরশি রসসায়রে ভাসায়॥
কিবা রঙ্গে প্রথম মিলন। নরহরি দেখি কিয়ে জুড়াব নয়ন॥৮

কামোদ—

কি নব বয়স রাই কানু। পিরীতি অমিয়ামাখা তনু॥
কত না ভঙ্গিমা রসাবেশে। তিলে তিলে কত সুখে ভাসে॥
কুসুম-শেজেতে বিলসয়। অলখিত সখী নিরিখয়॥
নরহরি অভিলাষ মনে। দেখিব কি শোভা সখীসনে॥৯

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীরাধিকায়াঃ পূর্ব্বরাগে সংক্ষিপ্তসম্ভোগবর্ণনং নাম সপ্তবিংশ আস্বাদঃ॥২৭।২৮৫

শ্রীরাধিকা সখীং প্রত্যাহ— [ধানশী]

ওগো নন্দের নন্দন কে ?

জগজন মন- রঞ্জন অঞ্জন জিনিয়া তাহার দে' ॥ধ্রু॥
বন্দিগণ ভণি সে রূপ-মাধুরী আনন্দে ভাসয়ে যেন।
যে শুনে বারেক তার মজে জাতি সে হয় বাউরী যেন ॥
ভুবনমোহন গুনগণ তার তুলনা না দেয় আনে।
নিজ সঙ্গী সহ সিনায়া আসিতে সে কথা সামাইল কাণে ॥
সকল ভুলিনু পথহারা হলু চলিতে কাঁপয়ে পা।
নরহরি জানে যে হইল মনে কহিতে নারিয়ে তা ॥১

সুহই—

সখী কহে কি আর জানাব রসবতি ! নন্দের নন্দন কানু পিরীতি মুরুতি ॥
রূপগুণ শুনিয়া না পারো থির হৈতে। দেখিলে কি দশা হবে তাই ভাবি চিতে ॥
পাসরিতে বলি চিতে পাসরা না যাবে। আপন বয়েসে কুলে কলঙ্ক ঘটাবে ॥
রাই কহে--কুল মোর যাউ ছারে খারে। না রহে জীবন ওগো না দেখিলে তারে ॥
হেন বেলে কালিয়া সে পথে দিল দেখা'। কি মোহন বেশ ও রূপের নাই লেখা ॥
নরহরি কহে—ওই দেখ বিনোদিনি ! নন্দের নন্দন যায় মাতায় কামিনী ॥২

গজ্জরী—

ভুবনমোহন রূপছটা ! করয়ে শীতল দিঠি জিনি ঘন ঘটা ॥
কানু পানে চায়া বিনোদিনী। ফিরাইতে নারে আঁখি মজিল অমনি ॥
চিত্রের পুতলীপারা রয়। দেখি দশা সখী শ্যাম-পাশে গিয়া কয় ॥
তুয়া রূপগুণে কি মাধুরী। শুনি নিরখিতে থির নহে সুকুমারী ॥
ওহে কালা যে আছিল মনে। সফল হইল চল নিকুঞ্জভবনে ॥
উল্লসে চলয়ে শ্যামরায়। নরহরি আগে গিয়া রাইয়েরে জানায় ॥৩

শ্রীরাগ—

ওই দেখ সুবদনি রাধে! আইসে তোমার প্রাণপিয়া কত সাধে॥
তুমি যেন পিরীতের ফান্দ। নহিলে কি মজে হেন গোকুলের চান্দ॥
গরগর তুয়া অনুরাগে। কহিতে এতেক কালা আইলা রাই-আগে॥
লাজে ধনী সখীপানে চায়। দেখি সে ভঙ্গিমা উলসিত শ্যামরায়॥
কহি কত কথা রসে ভাসি। করে ধরি চিবুক চুম্বয়ে মুখশশী॥
কুচের কাঁচুলি পরশিতে। করে কর করে ধনী নারে নেবারিতে॥
কাঁপয়ে কালিয়া আলিঙ্গনে। তিলে তিলে কত না কৌতুক উঠে মনে॥
কিবা দুহুঁ অঙ্গের মাধুরী। সখীর ইঙ্গিতে কি দেখিব নরহরি।৪

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীরাধিকায়াঃ পূর্ব্বরাগে সংক্ষিপ্তসম্ভোগবর্ণনং নাম অষ্টাবিংশ আস্বাদঃ ॥২৮।২৮৯

পুনস্তদ্ যথা—

নায়িকা সখীং প্রত্যাহ— (তোড়ী)

ওহে সজনি! বিরল পায়্যা। তোহে বলিয়ে নিলাজ হৈয়া॥
মুই অলপ বয়স বালা। কভু না জানি কোনই জ্বালা॥
ভুলি না যাই বাহির নাছে। জানি কলঙ্ক রটয়ে পাছে॥
মনে স্বপনে না হয় যাহা। মোরে দূতী ঘটাইলে তাহা॥
এই নগরে আছয়ে কে? কালা মেঘের বরণ দে'॥
সে যে বয়সে নবীন যুবা। যুবতির জাতিকুল-ডুবা॥
তার চরিত অমিয়ারাশি। দূতী কহিল নিকটে বসি॥
শুনি অন্তরে হইল যাহা। মুখে কহিতে না আইসে তাহা॥
তিল আধ পাসরিতে নারি। বোলো ইথে কি উপায় করি॥
ইহা শুনি নরহরি ভণে। তারে পাসরা না যায় মনে॥১

কামোদ—

সই কত নেবারিব চিতে। ভুলিলু কুলের লাজ নারি থির হৈতে ॥
সখী কহে—ওহে বিনোদিনি ! না রহে তরুণী থির তার কথা শুনি ॥
সে মুরুতি সদাই ধিয়ায়। জাতি কুল জীবন নিছয়ে তার পায় ॥
দূতী শুনাইল তোহে সাধে। তার রূপ গুণের তুলনা নাই রাধে !!
সে হয় রসিক শিরোমণি। তোমায় তাহায় ভাল সাজে সুবদনি !!
তুমি হও রাজার কুমারী। সে রাজকুমার ব্রজবিপিনবিহারী ॥
শুনি ধনী উথলে উল্লাসে। লাজে না কহয়ে কিছু মুচকিয়া হাসে ॥
সহচরী জানি মনকথা। তুরিতে চলিল সে কালিয়াচান্দ যথা ॥
সখীপানে চাহি শ্যামরায়। আগুসরি পুছিতে পুলকভরে গায় ॥
সখী কহে করহ গমন। মিলহ তুরিতে এবে অতি শুভক্ষণ ॥
এই কৈরো গিয়া রাই-পাশে। ধরিহ ধৈরজ যেন কেহো নাই হাসে ॥
শুনি কত মনোরথ মনে। নরহরি-সহ চলে নিকুঞ্জ ভবনে ॥২

পঞ্চম—

কালা কৈল কুঞ্জে পরবেশ।
অলখিত রাই- রূপ নিরখিয়া সুখের নাহিক শেষ ॥
ধনী না জানে কানুর গতি ॥
চাহি চারি পাশে সুমধুর ভাষে কহয়ে সখীর প্রতি ॥
ওগো বুঝিতে নারিয়ে মেন।
তরু লতা খগ পশু দিশা সব নীলিম হইল কেন ॥
সখী কহয়ে কহিব কত।
বরব্রজসুন্দর তনুরুচি ছটা- কণিকা করয়ে এত ॥
ওই আইসে দেখ দেখ তায়।
শুনি অনিমিখ আঁখি নিরখিতে পুলক ভরল গায় ॥

লাজে তনু সুবদনে ঝাঁপে।
শ্যামশশীরসে ভাসি আসি হাসি কোরে অগোরিতে কাঁপে॥
মুখ ঘুঘট ঘুচায় আধে।
চুম্বয়ে চতুর চারু চাতুরিতে না জানি মনে কি সাধে॥
আহা কি নব মিলন-রঙ্গ।
নরহরি আঁখি জুড়াব কি দেখি রহি সে সখীর সঙ্গ॥৩

ধানশী—

রাই কানু কি নবীন লেহা। একই পরাণ ভিন্ন দেহা॥
কিবা দুহুঁ রূপের মাধুরী। দুহুঁ মন দুহুঁ করে চুরি॥
কুসুমশেজেতে বিলসয়। সখী দুহুঁ শোভা নিরিখয়॥
দুহুঁ গুণ গায় শুক শারী। তাহা কি শুনিব নরহরি॥৪

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীরাধিকায়াঃ পূর্ব্বরাগে সংক্ষিপ্ত-সম্ভোগবর্ণনং নাম উনত্রিংশত্তম আস্বাদঃ॥২৯।২৯৩

পুনস্তদ্ যথা—

[কাচিৎ সখী নায়িকাং প্রত্যাহ] (ধানশী)

রাই! সদা রহ আনমনে। এমন হইলা তুমি কেনে॥
আপন জনেরে করো লাজ। এ অতি বিষম তুয়া কাজ॥
যদি পাই মরম শুনিতে। উপায় করিয়ে নানা মতে॥
শুনি নরহরি-কর ধরি। বিনোদিনী কহে ধীরি ধীরি॥১

গান্ধার—

ওগো এ বরজ-মাঝ। কে আছে নাগররাজ॥
ভুবনমোহন সেহ। মেঘের বরণ দেহ॥
মরি কি চরিত তার। যেন সে অমিয়া-ধার॥

সখী শুনাইতে মোরে। ভাসিনু আঁখির লোরে॥
এ তনু অবশ হৈলো। ধৈরজ ধরম গেলো॥
অন্তর করয়ে যাহা। কহিতে না আইসে তাহা॥
কি হৈল আমার প্রাণে। প্রবোধ নাহিক মানে॥
কি আছে বিধাতা চিতে। কেনে কৈলে হেন রীতে॥
তা' বিনু কিছু না ভায়। কেমনে দেখিব তায়॥
শুনি নরহরি ভণে। দেখাব কুসুমবনে॥২

তোড়ী—

কুসুম-কাননে চলে রাই। ঘন ঘন চারিদিকে চাই॥
সহচরী রহি রাই-পাশে। ওই দেখ—কহে মৃদুভাষে॥
দেখে ধনী বরজ-অনঙ্গ। তরুতলে ললিত ত্রিভঙ্গ॥
মোহন মুরলী বাম করে। মদন মোহয়ে পীতাম্বরে॥
ময়ূর-চন্দ্রিকা চূড়া সাজে। বনমালা গলায় বিরাজে॥
দোলে ভাল শ্রবণে কুণ্ডল। ললাটে তিলক ঝলমল॥
নয়ান-চাহনি চারু ছান্দে। তাহাতে বা কেবা থির বান্ধে॥
হাসিমাখা মুখের মাধুরী। অবলা পরাণ করে চুরি॥
পীন উর উদর সুন্দর। খীন কটিদেশ মনোহর॥
উরুতে কদলী-মদ দলে। অরুণ উদয় পদতলে॥
শ্যামল বরণ নিরখিতে। নারে রাই আঁখি ফিরাইতে॥
নরহরি কহে কত কত। কালিয়া করিলে উনমত॥৩

ধানশী—

কুসুমকাননে বসি কালা। গাঁথয়ে সে কুসুমের মালা॥
না জানি কি ভাবে মনে মনে। মুদয়ে নয়ান খেণে খেণে॥
খেণে কহে কি শুভ ঘটিল। কি সুগন্ধ নাসায় পশিল॥

খেণে কহে দেখি একি ধারা। বিপিন হৈল হেম-পারা॥
এত কহি পদ দুই যাই। কুসুমকাননে দেখে রাই॥
সুনার পুতলি তনু খানি। বরণ বিজুরী থির জিনি॥
চাচর চিকুর বেণী ভালে। বেড়িয়া সে মালতীর মালে॥
সিঁথায় সিন্দূরবিন্দু সাজে। তা' দেখি অরুণ মরে লাজে॥
ভুরু জিনি কামের কামান। নয়ান-চাহনি হানে বাণ॥
শ্রবণে তাটঙ্ক শোভা করে। নাসার বেশরে প্রাণ হরে॥
হাসিমাখা মুখের ছটায়। নিরসয়ে চান্দের ঘটায়॥
গলে মণি মুকুতার হার। ভুবনে তুলনা নাই তার॥
কুচ হেমকমলের কলি। ঢাকিয়াছে অসিত কাঁচুলি॥
বলয়া কঙ্কণ চারু করে। চাহিতে ধৈরজ কেবা ধরে॥
রসনা-জটিত কটি খীণ। কিবা সুবলনি জানু পীন॥
বাজয়ে নূপুর দুটি পায়। শুনিতে মোহিত শ্যামরায়॥
সাঁতারয়ে রূপের পাথারে। কত সাধ করে মিলিবারে॥
নরহরি কহয়ে বিরলে। মিলে সে অনেক পুণ্যফলে॥৪

সুহই—

রাই কানু অতি অলখিত। দোহে দোহা হেরি উলসিত॥
দোহার ধৈরজ গেল দূরে। কহে কত ধরি দূতী করে॥
দোহে প্রবোধিয়া দুহুঁ দূতী। চলয়ে কৌতুকে বেগগতি॥
দোহার সমীপে দোহে গিয়া। কহে দুহুঁ দশা বিবরিয়া॥
শুনি দোহে দোঁহারে মিলিতে। প্রবেশয়ে নিকুঞ্জ-গৃহেতে॥
নরহরি কহে শুভখণে। কিবা রঙ্গ দোঁহার মিলনে॥৫

কামোদ—

বিনোদিনী কত সুখে ভাসে। আসিতে কালিয়াচাঁদ পাশে॥
পরশিতে কত সাধ হয়। পরশে উপজে লাজ ভয়॥
রাই-তনু-পরশের আশে। কালিয়া চঞ্চল রসে ভাসে॥
সাধ করি যে মালা গাঁথিল। রাই গলে ছলে পরাইল॥
কহি কত কথা মৃদু হাসি। চুম্বয়ে সুচারু মুখশশী॥
কুচের কাঁচুলি খসাইতে। কত সাধ উপজয়ে চিতে॥
করয়ে নিবিড় আলিঙ্গন। পুলকে পূরয়ে তনুমন॥
তনু তনু ভিন নাহি হয়। কুসুমশেজেতে বিলসয়॥
ছরমে ঘরম দুহুঁ গায়। সখী সুখে নিবারয়ে বায়॥
এ নব কৌতুক নিরখিয়া। নরহরি জুড়াব কি হিয়া॥৬

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীরাধিকায়াঃ পূর্ব্বরাগে সংক্ষিপ্তসম্ভোগ-বর্ণনং নাম ত্রিংশত্তম আস্বাদঃ॥৩০।২৯৭

পুনস্তদ্ যথা— [নায়িকা সখীং প্রত্যাহ] ধানশী—

এ সখি! ভানুপূজনে মন ভেল। গুরুজন তৈখণে অনুমতি দেল॥
চলইতে পন্থে ধয়লু পদ আধ। গায়ত গুণী শুনইতে ভেল সাধ॥
কি মধুর মধুর সে শ্যাম-চরিত। পৈঠল শ্রবণে হরল মঝু চিত॥
তব ধরি আন শ্রবণ নাহি মোর। জীউ কি করই না সমুঝই থোর॥
বিরলে বৈঠি হাম কয়লু বিচার। ধৈরজ ধরম না রহব হামার॥
ভণ ঘনশ্যাম হোয়ব পরমাদ। রাখবি যতনহি কুল-মরিযাদ॥১

পুনঃ গুর্জ্জর—

গেহ গহন সম ভেল। কুল মরিযাদ দহনে দহি দেল॥
যাক চরিতে মতি মাতি। সো কহ কৈছে লখব কিহি ভাঁতি॥

তনক ন হই মঝু থেহ। নিরদয় সোই অবশ করু দেহ॥
তিলে তিলে হরয়ে গেয়ান। নরহরি তা বিনু না রহু পরাণ॥২

সখী আহ— (সুহই)

এ ধনি! সো ব্রজরাজকিশোর। মদন-দমন গুণ গণই ন ওর॥
অঞ্জন-বরণ পিরীতিময় দেহ। গিরিবর-কুঞ্জকুহর-রসমেহ॥
পহিরণ তড়িত বসন বরবেশ। নিরুপম ভুবনে ভুলায়ল দেশ॥
ভণ ঘনশ্যাম তুলহ নটরায়। গৌরীপূজন-ছলে নিরিখহ তায়॥৩

ধানশী—

সহচরী-বচন শুনত রসভোরি। গৌরীপূজনছলে চললহি গোরী॥
গিবিবরনিয়রে নিরিখে নবনাহ। সো দিঠি পথহি পৈঠি হিয় মাহ॥
কম্পই তনুমন লখই না পার। মনমথ-দহনে দহই অনিবার॥
নরহরি তবহি কানু পয়ে যাই। সুন্দরী-চরিত কহল সমুঝাই॥৪

পঠমঞ্জরী—

ধনীগুণরূপ শুনত নব নাহ। মোদ-জলধি মধি করু অবগাহ॥
গিরিবর কুঞ্জনিয়রে চলি গেল। অলখিত গোরী দরশ তহি কেল॥
রূপ-অমিয় পিবইতে মতি মাতি। ভুলত পথ পগ ডগমগ ভাঁতি॥
ঘুমত নয়ন বয়ন মুসিকাত। চুম্বই কমলকলিক গহি হাত॥
কানু ধনীক দিঠি পথগত ভেল। চৌকি বদনে বসনাঞ্চল দেল॥
ভণ ঘনশ্যাম কি রস-পরতাপ। ধৈরজ গত দুহুঁ পহিল মিলাপ॥৫

ধানশী—

সো বিধুবদনে বদনবিধু ঝাঁপি। কুচযুগ কমলে কমল কর আপি॥
মাধব মনমথে ভোর। কম্পই ঘনঘন করইতে কোর॥ধ্রু॥
রাখব কাঁহা না হোই নিরধার। নিরুপম লেহ উথলে অনিবার॥
উরে উরু যাতি খণহি বিরমায়। খণে উরুপর ধরি অনিমিখে চায়॥

কত অভিলাষে পুছই কছু বাত। লাজে হসই ধনী কহই না যাত॥
ললিত বিলাস লখই সখী মেলি। নরহরি তহি কি রহব উহ বেলি॥৬

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীরাধিকায়াঃ পূর্ব্বরাগে
সংক্ষিপ্তসম্ভোগবর্ণনং নাম একত্রিংশ আস্বাদঃ॥৩১।৩০৫

পুনস্তদ্ যথা— [শ্রীরাধিকা সখীং প্রত্যাহ]

সুহই—

সই কেবা শুনাইলে শ্যাম-নাম।
কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো আকুল করিলে মোর প্রাণ॥ ধ্রু॥
না জানি কতেক মধু শ্যামনামে আছে গো বদনে ছাড়িতে নাই পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো কেমনে পাইব সই তারে॥
নাম-পরতাপে যার ঐছন করিল গো অঙ্গের পরশে কিবা হয়।
যেখানে বসতি তার নয়নে দেখিয়া গো যুবতি ধরম কৈছে রয়॥
পাসরিতে করি মনে পাসরা না যায় গো কি করিব কি হবে উপায়।
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে কুলবতীর কুল নাশে আপনারে যৌবন যাচায়॥১

পুনঃ ধানশী—

সজনি! সুমধুর মধুর উহ নাম। অমিয়-জলধি কিয়ে আনন্দ-ধাম॥
কো কহু কৃষ্ণ দোআখর আধ। শুনইতে মনে বহু বাঢ়ল সাধ॥
পৈঠল শ্রবণপন্থে যব থোর। ধৈরজ ধরম তবহি গেও মোর॥
অগণিত শ্রবণ নয়নে ভেল চাহ। বিসরব বচনে উপজে হিয়দাহ॥
সো রসময় বুঝি নাগররাজ। যাকর নামে করই ইহ কাজ॥
তাকর দরশ তুলহ অনুমানি। ভণ ঘনশ্যাম মিলায়ব আনি॥২

আশাবরী—

শ্যাম-সমীপে সখী যাই। গদগদ বাণী ভণই মুখ চাই ॥
জগভরি সুযশ তোহার। তাহে তুয় নাম কয়ল অবিচার ॥
সো কুলবতী বর থোরি। তাকর ধিরজ রতন করু চোরি ॥
নামে আশ তোহে দেল। হাসি করয়ে সভে শুনি দুখ ভেল ॥
তবহি ঘুচব ইহ লাজ। যব ধনী সাধি ধরবি হিয়মাঝ ॥
সো যদি ইথে নাহি মানি। তৈখণে তাক গহবি পগপাণি ॥
সো যৈছে পরশ ন হোই। কহলুঁ তোহে করবি তুহুঁ সোই ॥
শুনইতে ঐছন বাত। পায়ল নিধি কি উলসে ভরু গাত ॥
ধৈরজ ধরই না পারি। বেগি চলল যাঁহা রহু সুকুমারী ॥
ভণ ঘণশ্যাম কি রঙ্গ। দুহু দুহু দরশে অবশ দুহু অঙ্গ ॥৩

কামোদ—

সুন্দরী সমীপ শ্যাম হসি থোরি। লহু লহু বচন কহই করজোরি ॥
তুহু অতি দুলহ দরশ মোহে ভার। ধনী মঝু নাম কয়ল উপগার ॥
নেয়লি নাম কহল কো মোয়। ইথে উপদেশ করব কছু তোয় ॥
যাকর নাম তাহে যব লেবি। তব তুয় সুযশ ঘুষব কুলদেবী ॥
শুনি ধনী লাজ-সরসি অবগাহ। চুম্বই বদন তবহি নব নাহ ॥
লাজে কমলমুখী রহু মুখ মোড়ি। ইহ নব লুবধ চকোর ন ছোড়ি ॥
কঞ্চুকী খোলি করহি কুচ ঝাঁপি। ঘন পরিরম্ভণে থরহরি কাঁপি ॥
বিলসত কি মধুর মধুর সনেহ। ঝলকত তনু জনু দামিনী মেহ ॥
ঘামে তিতল ধনী তনু অবলোকি। আঁচরে বীজই অথির মন রোকি ॥
বিগলিত চিকুর সঙারই কান। নরহরি হেরি কি জুড়ায়ব প্রাণ ॥৪

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীরাধিকায়াঃ পূর্ব্বরাগে
সংক্ষিপ্ত-সম্ভোগবর্ণনং নাম দ্বাত্রিংশ আস্বাদঃ ॥৩২।৩০৭॥

পুন্ তদ্ যথা— [নায়িকা সখীং প্রত্যাহ]

আশাবরী—

শুন গো পরাণ সই !

কি করে সরমে ভরম ঘুচিল মরম তোহারে কই ॥ধ্রু॥
নিরজনে বসি বেশ বিরচয়ে নয়ানে কাজর দিয়া।
মনের হরিষে হেরি বারে বারে করেতে মুকুর লৈয়া ॥
হেনই সময়ে শুক পাখী কহে কি শ্যামসুন্দর নাম।
পশিল শ্রবণে মনে কি হইল ভুলিলু সকল কাম ॥
যার নামে হেন অমিয়া বরিষে না জানি কেমন সে।
নরহরি কহে ভুবনমোহন পিরীতে গঠিত দে ॥১

পুনঃ ধানশী—

সই ! আর বলিব কারে। বিধি শুকপাথী হৈয়া বধিলে আমারে ॥
যে হইতে শুনালে শ্যামনাম। সেই হৈতে ঘুচিল ঘরের সব কাম ॥
না জানিয়ে মন কোথা রয়। না ভায় ভোজন পান আঁথিধারা বয় ॥
শাশুড়ী ননদ পাড়ে গালি। কি লাগি সাধের বধূ হইল পাগলি ॥
এ পাড়া পরশি আইসে যায়। শুধাইলে কিছু না বলিতে পারি তায় ॥
যতন করিয়ে কত মতে। কি হইল আমারে, নাম নারি পাসরিতে ॥
যে দশা হইছে তিলে তিলে। ফুকারিতে নারি পাছে জানয়ে সকলে ॥
নিচয় জানিহ এই কথা। কুলবতী কলঙ্ক হইলে জীয়ে বৃথা ॥
করহ উপজে যাহা মনে। মু যেন করিলু সার জীবনে মরণে ॥
কহিতে কহিতে বিনোদিনী। আখি ঝরে ধরিতে নারয়ে তনু খানি ॥
সখী কহে থির কর হিয়া। করিব মনের মত উপায় রচিয়া ॥
রাই প্রবোধিয়া নরহরি। কহয়ে শ্যামের আগে গিয়া তরাতরি ॥২

মল্লারী—

শ্যাম শুয়া পড়াইলা ভালে।
রাইয়েরে সে তুয়া　　নাম শুনাইল　　বসিয়া তমাল ডালে॥
তুয়া নামে না জানি কি আছে।
ধৈরজ ধরম　　বিনাশিল বুঝি　　জীবন না রাখে পাছে॥
যদি সুজন হইতে চাও।
মানি নিজ দোষ　　শুকেরে নিরসি　　সে ধনী-নিকটে যাও॥
গিয়া ধরিবে চরণখানি।
অনিমিখ আঁখি　　সে মুখ নিরখি　　কহিয়ে বিনয় বাণী॥
তারে আনিতে হিয়ার মাঝে।
জানিবে সদয়　　তখনি সে যদি　　মুচুকি হাসিবে লাজে॥
ইহা শুনি কি মনের সাধা।
নরহরি সহ　　উলসে চলয়ে　　যেখানে রঙ্গিণী রাধা॥৩

ধানশী—

রসিক শেখর শ্যামরায়।　　যুবতি মোহিত হয় যাহার কথায়॥
রূপ দেখি কেবা নাই ভুলে।　　কুলবতী আনল ভেজায় জাতিকুলে॥
কত না ভঙ্গিতে চলি যায়।　　রাই-রূপ দেখি আঁখিযুগল জুড়ায়॥
মদনে বিভোর রাই পাশে।　　দুটি হাত জুড়িয়া কহয়ে মৃদু ভাষে॥
চরণ পরশি মনে করি।　　ভয়ে তনু কাঁপে তেঞি পরশিতে নারি॥
কহিয়ে যে লাগি মনে ভয়।　　মোর নামে করিল তোমার অপচয়॥
শুক শুনাইল নামখানি।　　নামে যে এমন হয় ইহা নাই জানি॥
নাম মোরে কৈল পরচার।　　নামে যে করিল দোষ সে দোষ আমার॥
দোষী হৈয়া হৈনু উপনীত।　　ভুজপাশে বান্ধি দণ্ড কর যে উচিত॥
শুনি লাজে মুচকিয়া হাসে।　　রাই কোরে করিয়া নাগর রসে ভাসে॥

কি নব সঙ্গম দোহাকার। তিলে তিলে বাড়ে কত সুখের পাথার ॥
সখী কত সুখে পুলকিত। নরহরি দেখিব কি রহি অলখিত ॥৪

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীরাধিকায়াঃ পূর্ব্বরাগে সংক্ষিপ্ত সম্ভোগবর্ণনং নাম ত্রয়স্ত্রিংশ আস্বাদঃ ॥৩৩॥৩১৩ ॥

পুন স্তদ্-যথা—

নায়িকা সখীং প্রত্যাহ— (সুহই)

কি কবা সজনি ! না জানিয়ে কিছু কি আছে কদম্ব-বনে।
কিবা মধুর শুনি সেথা হৈতে আসি সামাইল কাণে ॥
না বুঝি কি গতি পুন শ্রুতি পাতি সাধে সে অমিয়া পিয়া।
নয়ানের বারি নারি নেবারিতে কি জানি কি করে হিয়া ॥
খসে কেশবেশ বসন ভূষণ অবশ সকল গা।
পবনের বেগে ধাই হেন মনে চলিতে না চলে পা ॥
আহা মরি মরি কারে শুধাইব কে দিলে কিসেতে সান।
নরহরি কহে হেন বুঝি বাঁশী বাজায় মোহন কান ॥১

পুনঃ ভুপালী—

কি কহব এ সখি ! মরমক বাণী। ঐছে হোয়ব হাম কবহি না জানি ॥
কুসুম চয়নে চলইতে বনমাঝ। বায়ই মুরলী শুনমু তঁহি আজ ॥
কি মোহন মন্ত্র কি অমিয়া প্রবাহ। পৈঠি শ্রবণে কি করল হিয়মাহ ॥
বাউরীসম পথ বিপথ না হেরি। ধরমে ধরমে ঘরে আওলু ফেরি ॥
যাক মুরলী রবে হরয়ে গেয়ান। সো কহ কৈছে মুরলী নিরমাণ ॥
নরহরি তাক দরশে মন লাগি। তা বিনু জীউ জরই জনু আগি ॥২

সখী আহ— (সুহই)

সো রসময় ঘনশ্যাম শরীর। মনমথ-মথন সুরত-রণ-ধীর ॥
এ সুবদনি ধনি ! কি কহসি মোয়। তাক দরশ অব উচিত না তোয় ॥ধ্রু॥

তুহু কুলবতী সতী অতি ভয় লাজ। তোহে হেরি কি ইথে পাড়বি বাজ॥
নবীন বয়েসে অপযশ নহু ভাল। দেখবি সময়ে বিষময় কাল॥
বংশীক সানে যুবতি জীউ কাঁপি। চলইতে পন্থে বহই শ্রুতি ঝাঁপি॥
নরহরি তোহে কি কহব উপায়। রাখি আনত চিত্ত বিসরহ তায়॥৩

শ্রীরাধিকাহ— (আশাবরী)

এ সখি! বংশীশ্রবণ যব ভেল। তব কুল লাজ ভসম ভই গেল॥
তাসঞে যবহি ঘটব অপবাদ। বাঢ়ব তব কুলবতী মরিয়াদ॥
যব মঝু দেহ দরশ নাহি পাবি। তব বুঝি মোহে তাহে দরশাবি॥
নরহরি উহ নব বংশিক সান। বিসরব কো অছু ধরই পরাণ॥৪

ধানশী—

ধনী অনুরাগ অমিয়-পরবাহ। সহচরী লেই চললি যাহা নাহ॥
লহু লহু হাসি ভণই শুন কান। কিয়ে না করই তুয় বংশিক সান॥
সো অচপল মতি কুলবতী হোই। তুয় দর দরশ লাগি রলু রোই॥
কত পরবোধলু কি কহব তোয়। তৃষিত বারি বিনু তৃপিত না হোয়॥
শুনইতে শ্যাম সরল মতি ভেল। সুন্দরী নিয়রে তবহি চলি গেল॥
দুহু দুহু দরশে অবশ দুহু দেহ। নরহরি নিছনি নিরখি দুহু লেহ॥৫

কামোদ—

মাধব মধুরিম হাসি। রসময় বচন ভণই রসে ভাসি॥
পরশিতে তরসই গোরী। চুম্বন-বেরি রহই মুখ মোরি॥
কুচযুগে ধরইতে পাণি। ভাখই ঐছে প্রগট নহু বাণী॥
ধৈরজ ধরই না গেল। ভুজপাহি নিবিড় আলিঙ্গন কেল॥
দুহু তনু ধরম বিয়াপি। মরকত কনকে মোতি জনু আপি॥
বিলসে কুসুম পরিযঙ্ক। সোহই সুবদনী শ্যামরু অঙ্ক॥

কিয়ে অপরূপ নব কেলি। অলখিত লখই উলসে সখী মেলি॥
নরহরি ইহ অভিলাষ। সোই সময়ে কি রহব সখীপাশ॥৬

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীরাধিকায়াঃ পুর্ব্বরাগে
সংক্ষিপ্ত-সম্ভোগবর্ণনং নাম চতুস্ত্রিংশ আস্বাদঃ।৩৪।৩১৯

পুন স্তদ্ যথা— [সখী শ্রীরাধিকাং প্রত্যাহ]

সুহই—

এ রমণীমণি রঙ্গিণী ধনী কাহে ঐছন ভেলি।
লোল লোচনে চকিত চাহনি দেহ শুধি ভুলি গেলি॥
সজল জলধর ধরসি অম্বরে রহসি হাত পসারি।
ভূরি মরকত হার কর গহি কেশ সঘনে বিথারি॥
তুঙ্গ তরুণ তমাল তরু করি কোরে থরহরি কাঁপি।
লেপি মৃগমদ পুলকময় তনু অসিত অংশুকে ঝাঁপি॥
অঙ্গ পরিমল বেঢ়ি রহু অলি তাহে না কর উদাস।
নীল নীরজে অধর ধর হেরি ধন্দ নরহরি দাস॥১

পুনঃ আশাবরী—

এ সুন্দরি সুকুমারী, না বুঝিয়ে চরিত তোহারি॥
কাহু সঞে না কহসি বাত, বদন মলিন ভই যাত॥
কানড় কুসুম নেহারি নয়ন যুগলে ঝরু বারি॥
তেজসি সঘনে নিশ্বাস। অনুখণ রহসি উদাস॥
কি ভেল তুয় হিয় মাঝ। কহইতে না কর বিয়াজ॥
শুনি ধনী গোপই না পারি। কহে ঘনশ্যামে নেহারি॥২॥

শ্রীরাগ—

নীলরতন কিয়ে নবঘনঘটা। লখিলে লখিল নহে সে না অঙ্গের ছটা॥

চূড়ার উপরে মত্ত ময়ূরের পাখা। মদনমহেন্দ্রধনু কিবা দিল দেখা॥
কি পেখলু কদম্বতলে শ্যাম চিকনিয়া। রূপ দেখি আইল জাতিকুল মজাইয়া॥ধ্রু॥
বদন কমল কিয়ে পুণিমক চন্দ। অধর সুকিশলয় বাঁধুলি বন্ধ॥
তাহে অতি সুমধুর মুরলীর তানে। ভুলল আখির লাজ সামাইল কাণে।
নয়ন যুগল কিয়ে ভ্রমর বিরাজ। অলখিতে দংশে যুবতি হিয় মাঝ॥
গোবিন্দ দাস কহে সে না দিঠিবিষে। না পিলে অধর-সুধা কেবা জীয়া আইসে॥৩

সুহই—

সখি! কহ ইথে কি উপায়। করিলে বাউরী কালা পশিয়া হিয়ায়॥
না রহে পরাণ উহা বিনে। কহিতে কতেক ধারা বহে দুনয়নে॥
রাইয়ের এ হেন দশা দেখি। কত না যতনে প্রবোধয়ে প্রাণসখী॥
নরহরি চলে শ্যাম-পাশে। নিরজনে পাইয়া কহয়ে মৃদুভাষে॥৪

দূতী শ্রীকৃষ্ণস্য নিকটে তল্লালসা-দশাং প্রাহ—(ধানশী)

এ মনমোহন কান। তুহু কিয়ে মোহিনী জান॥ধ্রু॥
কয়লি অচল চিত চোরি। চঞ্চল নওল কিশোরী॥
তিলে তিলে কত শতবার। ঘর সঞে হোতি বাহার॥
পুন পুন আয়ত ফেরি। রহত নীপবন হেরি॥
অগণিত গুরুজন ত্রাস। তেজই সঘনে নিশ্বাস॥
খণে তনু পুলক বিয়াপি। নীল বসন তহি ঝাঁপি॥
খণে দরপণ করে রাখি। অঞ্জনে বিরচয়ে আঁখি॥
সমুঝহ তছু অভিলাষ। কি কহব নরহরি দাস॥৫

পুনঃ বরাটি—

শুনইতে চমকই গৃহপতিরাব। তুয় মঞ্জীর রবে উনমতী ধাব॥
নাহ না চিহ্নই কাল কি গৌর। জলদ নেহারি নয়নে ঝরু লোর॥
কাহা তুহু গোরী আরাধলি কান। জানলু রাই তোহে মনমান॥ধ্রু॥

স্বানিক শয়ন মন্দিরে নাহি উঠই। একলী গহন কুঞ্জ মাহা লুঠই॥
পতিকর-পরশে মানয়ে জঞ্জাল। বিজনে আলিঙ্গই তরুণ তমাল॥
মুরুলি-নিসান শ্রবণ ভরি পিবই। গুরুজন বচন শুনহি নাহি শুনই॥
ঐছন যতহু পরম অভিলাষ। কতয়ে নিবেদিব গোবিন্দ দাস॥৬

ধানশী—

মাধব শুনি সুন্দরী-অনুরাগ। মানল সফল জীবন নিজ ভাগ॥
বেগি চলল যাহা নওল কিশোরী। ভরল পুলক তনু হেরইতে থোরি॥
রঙ্গিণী নাহ নয়ন ভরি পেখি। আপন ভাগ সফল করি লেখি॥
যব দুহু নয়নে নয়নে ভেল ভেট। তব ধনী লাজে বয়ন করু হেট॥
শ্যাম সুমধুর হাসি রসে মাতি। ভুজ ভরি গৌরী উরহি উর জাতি॥
চুম্বই অধরে অধর রহু লাগি। ভণ ঘনশ্যাম লাজ ভয় ভাগি॥৭

বালা ধানশী—

ললিত নিকুঞ্জ মাঝার। দুহু নব ললিত বিহার॥
শ্রমজলে ভরু দুহু দেহ। প্রকট হোয়ল জনু লেহ॥
আচর গহি পহুঁ পাণি। বীজই কত সুখ মানি॥
ধনী বিধুবয়ন উজোর। তহি নব লুবধ চকোর॥
তিলে তিলে কত শত সাধ। বৈঠই মিলি তনু আধ॥
ঝলকত দুহুকর কাঁতি। জনু হেম-মরকত-পাঁতি॥
দুহুক শিথিল নব বেশ। শোভা ভণই ন শেষ॥
দুহু নিরুপম রসধাম। হেরব কব ঘনশ্যাম॥৮॥

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীরাধিকায়াঃ পূর্ব্বরাগে সংক্ষিপ্ত-সম্ভোগবর্ণনং নাম পঞ্চত্রিংশ আস্বাদঃ॥৩৫।৩২৭

পুনস্তদ্ যথা— **(মালব)**

এ নব কঞ্জনয়নী সুকুমারি ! কহ কহ কি ভেল হৃদয়ে তোহারি ॥
শীতল থল এ সুশীতল বাত । তবহি ঘরম ঘন চূয়ত গাত ॥
না রহ কাহু সঞে নিরত একান্ত । চমকি চমকি পুন নিরখহ পন্থ ॥
ঐছন বচনে রমণীমণি রাই । কহয়ে মরম নরহরি মুখ চাই ॥১

কামোদ—

সহজই বিষম অরুণ দিঠি তাকর আর তাহে কুটিল কটাখ ।
হেরইতে হামারি ভেদি উর অন্তর ছেদল ধৈরজ-শাখ ॥
এ সখি ! বিহরই কো পুন এহ ।
পীতবসন জনু বিজুরীবিরাজিত সজল জলদরুচি দেহ ॥ধ্রু॥
মৃদু মৃদু হাসি ভাষি উপজায়ল দারুণ মনসিজ আগি ।
যাকর ধূমে ধরম-পথ কুলবতী হেরই বহু পুণ ভাগি ॥
এহি পুন বেণু অধরে ধরি ফুকরই দহইতে গৌরব লাজ ।
কহ ঘনশ্যাম দাস ধনা ঐছন আন আন হৃদয়ক মাঝ ॥২

পুনঃ বরাড়ী—

অলখিত গতি জিতি বিজুরী সঞ্চার । চৌদিকে ধাবই লোচন-তার ॥
এ সখি ! অতএ না পাওলু ওর । কৈছনে চিত চোরাওল মোর ॥ধ্রু॥
জানহু অবহু কয়ল মধু হাত । অতএ সে অবশ ভেল সব গাত ॥
লোচন যুগলে লোর ভরি পূর । কহইতে বয়নে কহন নাহি ফুর ॥
চলইতে চরণ অচল সম ভেল । কুলবতী ধরম করম দূরে গেল ॥
কয়ল পিরীতি এত অপহরি যায় । হাহা অবহু না ছাড়ই তায় ॥
পুন কিয়ে আছয়ে অছু অভিলাস । না বুঝিয়ে কহ ঘনশ্যামর দাস ॥৩

পুনঃ ধানশী—

দুর অবগাহ পয়োনিধি ভাঁতি । যৌবন জল তাহে শ্যামর কাঁতি ॥

দেখ সখি ! না বুঝিয়ে দৈবকি রীত। তহি ডারল মঝু নিরমল চিত ॥ধ্রু॥
ধৈরজ আদি সকল গুণ মেলি। নিশি দিশি বাস তাঁহা করতহি কেলি ॥
সো সবগুণ তাহা আকুল হোয়। চরণ লাগি পুন রোয়ই মোয় ॥
না বুঝিয়ে এতহু যো নিজপর খোই। বহইতে শকতি অবধি করু কোই ॥
কিয়ে নিজপর কিয়ে হিত অহিত। বিপতি সময়ে করু সব বিপরীত ॥
ধৈরজ পদ অবলম্বন কেল। মন্দির চলইতে সঙ্কট ভেল ॥
কহ ঘনশ্যাম দাস সমুচিত। বাঁধি লেহ তুহু শ্যামর চিত ॥৪

আশাবরী—

কি কহসি মোহে হোয়ল পরমাদ। খোয়লু নিরমল কুল মরিয়াদ ॥
কাহে পেখলু উহ শ্যাম শরীর। কি করব নিমিখ না বাঁধলু থির ॥
অতএ উপায় করহ সখী মেলি। ঐছে কহত ধনী নিশবদ ভেলি ॥
তৈখণে নরহরি কত সমুঝাই। রাই চরিত কহে পহুঁ পয়ে যাই ॥৫

দূতী শ্রীকৃষ্ণস্য নিকটে তল্লালসা-দশাং প্রাহ— (ধানশী)

সখীগণ সঞে নাহি হাস পরিহাস। অনুখন ধরণী শয়ন অভিলাষ ॥
এ হরি ! যব ধরি পেখল তোর। তব ধরি দিনে দিনে ঐছন হোয় ॥
নয়ন কমলে জল গলয়ে সদায়। বিরলে বসিয়া সে তোহারি গুণ গায় ॥
তহি যব প্রিয়সখী আয়ত কোই। চরণে লিখয়ে নখী নিশবদ হোই ॥
যতনে পুছয়ে যব মরমক বোল। উত্তর না দেই রোয়ে উতরোল ॥
কিয়ে পুন আছয়ে হিয় অভিলাষ। না বুঝিয়ে কহ ঘনশ্যামর দাস ॥৬

আশাবরী—

দূতী কহল শুনি কান। উলসিত সজল নয়ান ॥
কহই কি ভাগ হামারি। মোহে মিলব সুকুমারী ॥
যব হাম পেখলু তায়। তব ধরি কিছুই না ভায় ॥
দৈব মরম গতি জান। করল হামারি মন মান ॥

চল চল যাহা রহু রাই । তুরিতহিঁ দেহ মিলাই ॥
এত কহি চলু নব নাহ । ললিত কুঞ্জ বন মাহ ॥
পুন পুছইতে উহ বাত । হোত পুলকময় গাত ॥
নরহরি তহি লই গেলি । শুভখণে দুহু দুহু মেলি ॥৭

ধানশী—

কুঞ্জনয়নী ধনী হেরইতে নাহ । বাহিরে লাজ উলস হিয়মাহ ॥
মাধব অতিশয় লুবধ চকোর । পিবই গোরীমুখ অমিয় বিভোর ॥
করইতে কোরে সমতি নাহি দেত । হঠসঞে সুঘর বাহ গহি নেত ॥
হাসি মধুর দরশায়ত কাজ । ভাঙ্গত পরিরম্ভণে ভয় লাজ ॥
কুসুমশেজে বিলসত রস মাতি । উপজত শরম ঘরম কণ পাঁতি ॥
বীজই পহু আঁচরে বহু বেরি । নরহরি সফল হোয়ব কব হেরি ॥৮

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীরাধিকায়াঃ পূর্ব্বরাগে সংক্ষিপ্ত-সম্ভোগবর্ণনং নাম ষট্ত্রিংশ আস্বাদঃ ॥৩৬।৩৩৫

শ্রীরাধিকা সখীং প্রত্যাহ— (বরাড়ী)

সজনি ! ও কে নাগর তরুমূলে ।

এতদিন নাহি জানি লোক মুখে নাহি শুনি, হেন জনা আছয়ে গোকুলে ॥ ধ্রু
(যার) মুরলীর আলাপনে পবন রহিয়া শুনে যমুনায় ধয়ল উজান ।
না চলে রবির রথ বাজি নাহি পায় পথ দরবয়ে দারুণ পাষাণ ॥
রমণী রমণ গমন মদ মন্থর মনোহরে মনোহর বেশ ।
মৃগমদ চন্দন তনু অনুলেপন পরিমলে ভুলায় দেশ ॥
নন্দনন্দন ভণ অনন্ত জীবন ধন নাম উহার সুন্দর কানাই ।
এ দেশে তাহার ডরে মরয়ে আখির ঠারে ঘরের বাহির হৈতে নাই ॥১

পুনঃ ধানশী—

ওগো সই ! ওনা রূপে পরাণ মজিল। কুলের ধরম মোর কিছু না রহিল ॥
থির হৈয়া তিলেক রহিতে নারি ঘরে। অনুখণ ধায় আঁখি তারে দেখিবারে ॥
কি মোহিনী জানে সেই কালিয়া নাগর। চাহিয়া নয়ান-কোণে কৈলে জরজর ॥
পাসরিতে করি কত পাসরা না যায়। নরহরি কহে রাই না দেখি উপায় ॥২

কামোদ—

সুন্দরী-নয়নে গলয়ে জলধার। সহচরী করে ধরি কহে পুনবার ॥
জানহ যদি মণিমন্ত্র বিশেষ। তব মোহে অবহি করহ উপদেশ ॥
হাম অবলা কি হোয়ল পরমাদ। জীবইতে ইথে কি করব অবসাধ ॥
কহইতে ঐছে বিকল ভেল রাই। চলু ঘনশ্যাম শ্যাম-পয়ে ধাই ॥৩

সুহই—

মাধব ! কি কহব পুণফল তোরি। তোহে অনুরাগিণী নওল কিশোরী ॥
তুয় বিনু শয়নে স্বপনে নাহি আন। অনুখণ কাজরে রচই নয়ান ॥
পহিরই ঘনঘন নীলিম বাস। জলধর ধরইতে করু অভিলাষ ॥
হোয়ত পথগত চলু পুন গেহ। তেজই নিশ্বাস তিলেক নহু থেহ ॥
আয়লু তাহে কতহি সমুঝাই। শুভখণে অবহি মিলহ তুহু যাই ॥
শুনইতে উপজল উলস অশেষ। তহি ঘনশ্যাম করই উপদেশ ॥৪

গান্ধার—

শুন শুন এ নব চপল মাধাই। ধৈরজ ধরবি ধনীক মুখ চাই ॥
ঐছন বচন ভণবি দুই চারি। যৈছে হোয়ই বশ সো সুকুমারী ॥
সমুঝি করবি নব রস পরকাশ। সখীক মাঝে নহু জনু হাস ॥
দূতীক বচনে হরষ রসভূপ। নরহরি কর গহি গমন অনুপ ॥৫

ধানশী—

পৈঠল কুঞ্জ-ভবনে বনি কান। সুন্দরী হেরইতে হরল গেয়ান ॥

উচ কুচকঞ্জ পরশ রস আশ। হাসি কহই কি মন্ত্রময় ভাষ॥
লাজে রহই ধনী বয়ন ছাপাই। অলখিত চুম্বয়ে চতুর মাধাই॥
দৃঢ় পরিরম্ভণে উপজল রঙ্গ। ভিগেও ঘরমে তড়িতঘন অঙ্গ॥
বৈঠল কুসুমশেজে দুহু মেলি। মরকত হেম একত জনু ভেলি॥
দুহু ছবি হেরইতে সখীক উলাস। কব ঘনশ্যাম রহব তছু পাশ॥৬

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীরাধিকায়াঃ পূর্ব্বরাগে সংক্ষিপ্ত-সম্ভোগ-বর্ণনং নাম সপ্তত্রিংশ আস্বাদঃ॥৩৭।৩৪১

পুনস্তদ্ যথা [শ্রীমত্যাহ]— (ধানশী)

কি পুছসি মরম কহব কত তোয়। হরি হেরইতে কি সাধ ভেল মোয়॥
পহিলে শুনলু যব তছু গুণরীত। তব ধরি কৈছে করই মঝু চিত॥
অব ভেল সোই দৈব নিরবন্ধ। অথতনে ভেটলু ব্রজকুল-চন্দ॥
ধৈরজ লাজ রহল নাহি থোর। নরহরি পহু কুলবতী-চিতচোর॥১

পুনঃ গান্ধার—

ঢলঢল সজল জলদ দিঠি শোহন মোহন অভরণ সাজ।
অরুণ নয়ন গতি বিজুরি চমক জিতি দগধল কুলবতী লাজ॥
সজনি! যাইতে ভেটলু কান।
তব ধরি জগভরি ভরল কুসুমশর নয়নে না হেরিয়ে আন॥ধ্রু॥
মঝু মুখ দরশি বিহসি মুখ মোড়ই বিগলিত মোহন বংশ।
না জানিয়ে কোন মনোরথে আকুল কিশলয় দলে করু দংশ॥
অতএ সে মঝু মন জলত হি অনুখণ দোলত চপল পরাণ।
গোবিন্দ দাস মিছই আশোয়াসল অবহু না মিলল কান॥২

সুহই—

সহচরী শুনত রমণীমণি-বাণী। আতুরী ভই চলু চতুরী সিয়ানী॥

নীপবিপিনে দরশই নব নাহ। সুন্দরী সুমরি অথির হিয় মাহ॥
নিশ্বসই ঘন ঘন ঝরই নয়ান। হেরইতে দূতী জনু পাওল প্রাণ॥
ধনি! কহ কৈছে পুছই বহু বেরি। শুনি ঘনশ্যাম ভণই মুখ হেরি॥৩॥

দূতী উদ্বেগদশামাহ— (আশাবরী)

খঞ্জন- নয়নী রমণীমণি বালা। সহই না পারি অতনু-শরজ্বালা॥
মাধব! তুয় দিঠি-কঠিন কটাখে। না রহল লাজ যতন করু লাখে॥
লোচন ঝরু ঝামরু মৃদু দেহা। চিন্তিত হৃদয়ে কম্প নহু থেহা॥
নিশ্বসই বিষম ঘরমে মহি বহই। শ্যামরী সখীক পাণিযুগ গহই॥
কালিন্দী নাম শুনই যব শ্রবণে। চলইতে তাহি করই ভর পবনে॥
নরহরি করু আশোয়াস না সহই। বিনি জল পানে পিয়াস কি রহই॥৪

ধানশী—

মাধব! তুরিতে সাধহ মনসাধা। তুয় বিনু না জীবই গুণবতী রাধা॥
তিলে তিলে তাক কৈছে গতি হোয়ই। সহচরী হাত মাথে ধরি রোয়ই॥
শুনইতে কানু থিরজ নাহি ধরয়ে। গহি সখী-পাণি তবহি অভিসরয়ে॥
হেরইতে কুঞ্জভবন বিধুবয়না। নরহরি-পহুঁ উলসে ভরু নয়না॥৫

কামোদ—

সুন্দরী হেরইতে জলধর-অঙ্গ। লাজে ভরল দিঠি পুলকিত অঙ্গ॥
লহু লহু হাসি অধরে ধরু চীর। গোপই তনু ন তনক্ রহু থির॥
মাধব রভসে ধয়ল ধনী কোর। চুম্বই বদন মদনমদে ভোর॥
কর-কিশলয়ে কুচ কঞ্চু উঘারি। খঞ্জননয়নী করহি কর বারি॥
তব পগপাণি পসারই নাহ। ভণই বচন অছু উপজে উছাহ॥
পায়ল ছলে যব অনুমতি আধ। নরহরি পহুক পূরল তব সাধ॥৬

ধানশী—

পহিল মিলন সুখ জলধি উথলই। কর গহি চিবুক বয়ন ঘন কলই॥

মাধব সাথে ধরল ধনী অঙ্কে।　　বিলসত কুসুম-রচিত পরিযঙ্কে॥
কো বিহি গঢ়ল এ নিরুপম লেহা।　তিলে তিলে বিপুল পুলকে ভরু দেহা॥
সহচরী চতুর সুরস পরকাশে।　　কব ঘনশ্যাম হেরব রহি পাশে॥

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীরাধিকায়াঃ পূর্ব্বরাগে
সংক্ষিপ্ত-সম্ভোগবর্ণনং নাম অষ্টত্রিংশ আস্বাদঃ॥৩৮।৩৪৮
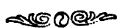
পুনস্তত্থা—[শ্রীমত্যাহ]　　**(সুহই)**

শ্যাম পানে চাহিয়া অকাজ কৈলু।

দিবস রজনি　আন নাহি　ভাবিতে শুনিতে মৈলু॥ধ্রু॥
দাঁড়ায়া তরুর মূলে　আকুল করিল মোরে　ঈষত বঙ্কিম দিঠে চাঞা॥
ঘরে যাইতে না লয় মন　দিলাম জাতি কল ধন　চিকণ কালার বালাই লঞা॥
অঙ্গ ভঙ্গিমা দেখি　প্রেমে পূরিত আখি　মোর মনে আন নাহি ভায়।
চিতে নেবারিয়া যদি　বিরলে বসিয়া থাকি　মন কেনে শ্যাম-পানে ধায়॥
খাইতে শুইতে না লয় চিতে শুনিয়া বংশীর গীত না জানি কি হৈল হিয়া মাঝে।
মনে অনুমান করি　ছাড়িতে নারিনু হরি　তিলাঞ্জলি দিনু কুল লাজে॥
কি খেণে জলেতে গেনু　কিরূপ দেখিয়া আ'নু　ঘরে আসি হইলাম জ্বরী।
গোপতে অনন্ত রায়　জ্বর জ্বালা কিছু নয়　কানু করিয়াছে মন চুরি॥১

ধানশী—

ওগো সই! কিছুই না ভায়।　কেমনে ধরিব হিয়া বোলো কি উপায়॥
কালারূপ এমন কে জানে।　ছাড়াইলে লাজভয়, বধিলে পরাণে॥
সহচরী রাই প্রবোধিয়া।　চলয়ে কালিয়া-পাশে আকুল হইয়া॥
কানুরে ভেটিয়া নিধুবনে।　নরহরি কহয়ে চাহিয়া মুখপানে॥২

দূতী শ্রীকৃষ্ণস্য নিকটে **তজ্জাগর্য্যাদশামাহ** (পঠমঞ্জরী)

লোচন শ্যামর　বচনহি শ্যামর　শ্যামর চারু নিচোল।
শ্যামর হার　হৃদয়মণি শ্যামর　শ্যামর সখী করু কোল॥

মাধব ! ইথে জানি বোলবি আন।

অচপল কুলবতী মতি উনতায়লি কিয়ে তুহু মোহিনী জান ॥ধ্রু॥
মরমহি শ্যামর পরিজন পামর ঝামর মুখ-অরবিন্দ।
ঝরঝর লোরহি লোলিত কাজর বিগলিত লোচন নিন্দ ॥
মনমথ সাগর রজনি উজাগর নাগর তুহু অতি ভোর।
গোবিন্দ দাস কতয়ে আশোয়াসব মিলব নন্দকিশোর ॥৩

গান্ধার—

মাধব ! ধনী কি করব অব থেহা। বিরহিত-গমন গহন ভেল গেহা ॥
দারুণ মদন-দহন হিয় দহই। সখী-পরবোধ বচন নাহি সহই ॥
তুয় গুণ ভণই মলিন বিধু বয়নে। জাগই রজনী নিন্দ গত নয়নে ॥
শুনইতে ঐছে নয়ন জল গলই। গহি ঘনশ্যাম-পাণি পহুঁ চলই ॥৪

ধানশী—

সহচরী কোই তুরিতে ধনী-পাশে। আয়ল নাহ কহই মৃদুভাষে ॥
শুনইতে হিয়ক দাহ দূরে গেলা। লখইতে চকিত কতহি সুখ ভেলা ॥
উপজল লাজ বসনে তনু গোই। তিলে তিলে কতহি মনোরথ হোই ॥
মাধব থির নহু সুরত-তিয়াসে। লহু লহু হাসি কি রস পরকাশে ॥
ভণ ঘনশ্যাম সফল ভেল সাধা। লোচন ভরি ভরি নিরখই রাধা ॥৫

কামোদ—

পহিল মিলন রস বরষত নয়নে। লাজে বসন ঘন ধরু ধনী বয়নে ॥
নাগর গরগর ধীরজ ন রহই। কুচযুগ কমল পাণিতলে গহই ॥
চুম্বত অধর মধুর মৃদু হসয়ে। দশনক জ্যোতি সকল দিশি লসয়ে ॥
কুসুমিত শেজে কত হি সুখে বিলসে। কব ঘনশ্যাম দেখব দোহে উলসে ॥৬

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীরাধিকায়াঃ পূর্ব্বরাগে সংক্ষিপ্ত-সম্ভোগবর্ণনং নাম ঊনচত্বারিংশ আস্বাদঃ ॥৩৯।৩৫৪

পুনস্তদ্ যথা—

সখীং প্রতি শ্রীরাধিকা-বাক্যং—(শ্রীরাগ)

চিকণ কালা　　গলায় মালা　　বাজন নূপুর পায়।
চূড়ার ফুলে　　ভ্রমরা বুলে　　তেরছ নয়ানে চায়॥
কালিন্দীর তীরে　　কিরূপ দেখিলু　　ছলিয়া নাগর কান।
ঘর মুহাইতে　　নারো সই　　আকুল করিলে প্রাণ॥ধ্রু॥
চান্দ ঝলমল　　ময়ূর পাখা　　চূড়ায় উড়িছে বায়।
ঈষত হাসি　　মোহন বাঁশী　　মধুর মধুর গায়॥
রসের ভরে　　অঙ্গনা ধরে　　কেলি কদম্বে হেলা।
কুলবতী সতী　　যুবতি জনের　　পরাণ লইয়া খেলা॥
শ্রবণে চঞ্চল　　মকর কুণ্ডল　　পিন্ধন পিয়ল বাস।
রাতা উতপল　　চরণযুগল　　নিছনি গোবিন্দদাস॥১॥

পুনঃ শ্রীরাগ—

রসের ভরে　　অঙ্গ না ধরে　　হালিয়া পড়িছে বায়।
অঙ্গ মোড়া দিয়া　　ত্রিভঙ্গ হইয়া　　ফিরিয়া ফিরিয়া চায়॥
রসিয়া নাগর　　দেখিয়া মৈলু　　কি শেল রহল মোরে।
গুরু পরিজন　　লাগে উচাটন　　তারে সে পরাণ ঝুরে॥
আঁখির ঠারে　　বুক বিদরে　　ও বড় বিষম বাণ।
কুলবতী সতী　　পাপিনী যুবতী　　রাখুক কুলের মান॥
হিয়া জরজর　　পরাণ ফাফর　　দারুণ বাঁশীর স্বরে।
ফুটিল হরিণী　　লোটায় ধরণী　　কান্দিয়া মরয়ে ঘরে॥
মধুর বোলে　　পরাণ দোলে　　তাহে পরমাদ হাস।
বলরাম কহে　　এবে সে নিচয়　　ছাড়িল ঘরের আশ॥২

আশাবরী—

ওগো সই ! সেরূপ দেখিতে। কে আছে এমন যে ধৈরজ ধরে চিতে ॥
কি করয়ে ভরমে সরমে। নেবারিতে নারি ওলা পশিল মরমে ॥
সে অতি দুলহ মনে লয়। তা' সনে আমার কি হইব পরিচয় ॥
নিচয় কহিয়ে তুয়া আগে। জীবনে কি তা' বিনু ঝগড় সব লাগে ॥
করহ উচিত যেবা হয়। কহিতে নয়নে ধারা থির নাই রয় ॥
এদশা দেখিয়া নরহরি। কহয়ে কালিয়াচান্দে গিয়া তরাতরি ॥৩

দূতী শ্রীকৃষ্ণস্থ নিকটে তত্তানবদশামাহ—(ধানশী)

সহজে নুনীক পুতলি গোরী। জারল বিরহ-আনলে তোরি ॥
বরণ কাঞ্চন এ দশ বাণ। শ্যামরি সোমরি তোহারি নাম ॥
শুনহ মাধব কহয়ু তোয়। সমতি দেই দিন রজনী রোয় ॥ধ্রু॥
অরুণ অধর বাঁধুলি ফুল। পাণ্ডুর ভৈ গেল ধুতুর তুল ॥
ফুয়ল কবরী উরহি লোল। সুমেরু উপরে চামর ডোল ॥
গলায়ে এ গজমোতিমহার। বসন বহিতে গুরুয়া ভার ॥
অঙ্গুল অঙ্গুরী বলয়া ভেল। জ্ঞান কহে দুখ মদন দেল ॥৪

পুনঃ গান্ধার—

একে গোরী পাতরী আরে দুখ কাতরী আর দুখ বিরহের জ্বালা।
কত এ পরাণ পাণি দেই রাখব গরাসয়ে মনমথ বালা ॥

মাধব ! ভালে নহু তুয়া অনুরাগে।

আপন পরাণ পিয়া যা সঞে বাঢ়ল হিয়া তাহে দুখ তোহে নাহি লাগে ॥ধ্রু॥
কর সঞে শির গহি কারে কিছু নাহি কহি বিরহ বিঘন ঘন রোই।
বিরহ বিয়াধি আধি ইথে সুন্দরী তুয়া বিনু ঔষধ কোই ॥৫ **(বিদ্যাপতি)**

পুনঃ ধানশী—

মাধব বিরহে বিকল সুকুমারী। সখী-পরবোধ সহই নাহি পারি ॥

বারিজ-নয়নে গলয়ে জলধার। মনমথ-দাহ দহই অনিবার॥
ভ্রমইতে ভূরি অযশ নিশিদিন। অসিত চতুরদশী শশিসম খীণ॥
তিলে তিলে বিষম কহই ঘনশ্যাম। না সহে বিলম্ব চলহ তছু ঠাম॥৬

সুহই—

শুনি পহু বিকল পরাণ। চলইতে পন্থ বিপথ নাহি মান॥
দূতীবদন ঘন হেরি। পুছই গোরীচরিত কত বেরি॥
প্রেমক গতি অনিবার। পৈঠত শুভখণে কুঞ্জমাঝার॥
ধনীতনু সৌরভ থোর। নাসা পরশে ভ্রমরসম ভোর॥
চহুঁ দিশ চৌকি নেহারি। দিঠি পথগত ভেল সো সুকুমারী॥
পায়ল নিধি কি উলাস। ভণ ঘনশ্যাম সফল অভিলাষ॥৭

ধানশী—

আয়ল কান কমলমুখী হেরি। নিজতনু নিছনি করই বহু বেরি॥
দূরে গেও বেদন মদনে বিভোর। বাঢ়ল সরম রহই সখীকোর॥
সুরত-তরাসে ধীরজ নহ চিত। সখী কত যতনে শিখায়ত রীত॥
ভণ ঘনশ্যাম তবহি রহু গোই। যব লগ কানু পরশ নাহি হোই॥৮

তিরোতিয়া ধানশী—

মাধব রসময়ী-সমীপ সুলসই। বরষত মধুকি সুধারস হসই॥
পায়ল সখীকর অনুমতি যবহি। মাতল মদন মোদমদে তবহি॥
করগহি কোরে করই শশিবয়না। চুম্বন বেরি সকুচি রহু নয়না॥
নিরুপম কেলি মিলত হিয় হিয়রে। নরহরি লখব কি রহি সখীনিয়রে॥৯

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীরাধিকায়াঃ পূর্ব্বরাগে সংক্ষিপ্ত-সম্ভোগবর্ণনং নাম চত্বারিংশ আস্বাদঃ॥৪০।৩৬৩

পুন স্তদ্‌যথা [শ্রীরাধিকা সখীং প্রত্যাহ—] **(সুহই)**

অঞ্জন ঘন জিনি বরণ উজোর। হেরইতে পৈঠি রহল হিয়ে মোর ॥
এ সখি! কয়লু অকাজ। কালিন্দীতীরে ভেটলু নটরাজ ॥ধ্রু॥
তব ধরি লাজ ধরম গেও ছাড়ি। মদন দহন তনু দহইতে বাঢ়ি ॥
মন্দির গহন, গহন ভেল গেহ। ভণইতে আন ভণই নাহি থেহ ॥
সুখ অতিতুলহ দুখহি ভরু ছাতি। বরখত নয়ন-জলদ দিন রাতি ॥
যাবৎ জীউ বুঝলু পরিণাম। লোচন ভরি না হেরলু ঘনশ্যাম ॥১

সখী প্রাহ— **(গান্ধার)**

এ ধনি! তুহু না করহ অরু খেদ। তুয় মুখ হেরইতে হোয়ই হিয়ভেদ ॥
কাহে না তুলহ হোয়ই উহ কান। তুয়া সখী করব তোহারি মনমান ॥
এত কহি গহি অঞ্চল অনিবার। পোছই বয়ন নয়ন-জলধার ॥
নরহরি তুরিত চলল যাঁহা নাহ। পেখল কানু বিকল হিয়মাহ ॥২

সুহই—

নিরজনে নাগর রায়। তাকর মুরুতি ধেয়ায় ॥
দেব পূজই বহু বেরি। চহুদিশ ঘন ঘন হেরি ॥
দূতী-গমনে তহি কান। হোয়ল উলস পরাণ ॥
আগে চলল পদ চারি। ভণই কি ভাগ হামারি ॥
শুভক্ষণে গমন তোহার। সমুঝিয়ে সুদিন হামার ॥
নরহরি হরহ বিষাদ। কহ কহ কুশল সম্বাদ ॥৩

দূতী শ্রীকৃষ্ণস্য সমীপে **তজ্জড়িমদশাং** প্রাহ— **(ধানশী)**

মাধব! সো গোকুলবালা। তাহে কি সহে ইহ জালা?
বোধই সখী চহু পাশে। তাহে না করু বিশোয়াসে ॥
পুছইতে কছু নাহি কহই। নিশসি মৌন গহি রহই ॥
তোহারি এ মুরুতি-খিয়ানে। নিশি দিশি কিছুই না জানে ॥

তুহু যব পরশবি রাধা । তবহি ঘুচব সব বাধা ॥
খণে খণে হোয়ই খীণা । অঙ্গ অবশ মহি-লীনা ॥
কঞ্জ নয়নে জল গলই । অঞ্জন তহি বহি চলই ॥
মুখ হেরি নরহরি ধন্দা । দিবসে মলিন জনু চন্দা ॥৪

ধানশী—

কানু কহব কত তোয় । ধরণী-শয়নে ধনী থিরজ না হোয় ॥
হুহু শবদ অনিবার । মনমথ দহই সে সহই না পার ॥
দরশন শ্রবণ অভাব । তুয়গুণ গণত জীবন বুঝি যাব ॥
ভ্রমকি ভণব ঘনশ্যাম । বিরচহ বেগি গমন তছু ঠাম ॥৫

গান্ধার—

দূতীমুখে মাধব শুনি ধনীবাত । আতুর তবহি ত্বরিত গতি যাত ॥
ছল ছল নয়নযুগলে গলে পানি । চলইতে পন্থে ভণই মৃদুবাণী ॥
সো নব রমণীশিরোমণি গোরী । তছু গুণরূপে নিছনি তনু মোরি ॥
ভেটলু দৈব ঘটিত পথে তায় । নিরুপম ভুবনে ভুবন উমতায় ॥
সো মোহে করল এতহু অনুরাগ । ইথে হাম বুঝলু প্রবল মঝু ভাগ ॥
কহইতে ঐছে কুঞ্জে পরবেশ । অলখিত লখইতে উলস অশেষ ॥
উপনীত নিয়রে তরল দিঠি বঙ্ক । পায়ল কতহি রতন জনু রঙ্ক ॥
করই যতন কত ধরই ন থেহ । নরহরি ধন্দ বুঝব কিয়ে নেহ ॥৬

সুহই—

সুন্দরী হেরইতে শ্যাম । দুখ গেও দূর, পূরল মনকাম ॥
কি বুঝব নিরুপম রীত । উপজল লাজ, তরল ভেল চিত ॥
কানুপরশে তনু ঝাঁপি । সহচরী-কোরে রহই ঘন কাঁপি ॥
মনমথে মাতল নাহ । কয়ল আলিঙ্গন কতহি উছাহ ॥
চুম্বই মুখ সুখে ভাসি । পুলকিত ধনী রহু লহু লহু হাসি ॥

কিয়ে নব নব রসকেলি। ভণ ঘনশ্যাম ভণই নাহি গেলি ॥৭

ধানশী—

আজ্ কি মধুর রজনী উজিয়ার। মধুর মিলন নব কুঞ্জ-মাঝার ॥
রসবতী রসিক রভসরস ভেলি। শুতল কেলি-তলপে দুহু মেলি ॥
ঝলকত দুহু তনু কিরণ বিথারি। মরকত-কনক-মুকুর-মদহারি ॥
সহচরী চতুর নিরিখে রহি দূরি। পূরব কি নরহরি মনোরথ ভূরি ॥৮

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীরাধিকায়াঃ পূর্ব্বরাগে সংক্ষিপ্তসম্ভোগ-বর্ণনং নাম একচত্বারিংশ আস্বাদঃ ॥৪১॥৩৭১

শ্রীরাধিকা সখীং প্রত্যাহ— (শ্রীরাগ)

মরকত-দরপণ-বরণ উজোর। হেরইতে প্রতিঅঙ্গে অনঙ্গ অগোর ॥
না বুঝলু কি কহল অরুণ নয়ান। হানল অতএ কুসুমশর বাণ ॥
এ সখি! কাহে ভেটলু নন্দনন্দনা। মন্দির গহন, দহন ভেল চন্দনা ॥ধ্রু॥
তৈখণে দক্ষিণ পবন ভেল বাম। সহই না পারই হিমকর নাম ॥
সাজহ শেজ কমলদল পাতি। কুলবতী যুবতি নেও নিজ সাথী ॥
কি ফল একল বিকল পরাণ। গোবিন্দদাস কহ মিলব কান ॥১

ধানশী—

সহচরী দেই আশোয়াস। চলু মনমোহন-পাশ ॥
সো ধৃতি ধরই না পার। নয়নে গলয়ে জলধার ॥
অনুখণ মনহি বিচারি। মোহে কি মিলব সুকুমারী ॥
দূতী দরশ তহি দেল। তাকর কর গহি নেল ॥
কহই এ গমন তোহার। রাখল জীবন হামার ॥
পূরহ মঝু মন কাম। ভণহ কুশল ঘনশ্যাম ॥২

দূতী শ্রীকৃষ্ণস্য নিকটে তস্যৈয়গ্র্যদশামাহ—(সুহই)

কনক বরণী সে নবীনা ধনী না জানে এ রস রীত।

যমুনার তীরে　　দেখা দিয়া তারে　　মজাইলে তাহার চিত ॥
শুন হে নাগররাজ !
অবলা-অন্তর　　কৈলে জরজর　　এ অতি বিষম কাজ ॥ধ্রু॥
কত ছল করি　　পথপানে হেরি　　রহে সে চাতকীপারা ।
চাহিতে তমাল　　তরু মেঘমাল　　লোচনে গলয়ে ধারা ॥
শুনি সে না খেদ　　হিয়া হয় ভেদ　　কে পারে প্রবোধ দিতে ।
চলহ তুরিতে　　নরহরি-সাথে　　আইনু তোমারে নিতে ॥৩

তিরোতিয়া ধানশী—

কানু কহব কি আর　　মরমে পৈঠলি তার ।
শুনত তুয় গুণ　　শুণত সুবদনী　　নয়ন ঝরু অনিবার ॥
যতনে ধরই না থেহ　　গহন সম ভেল গেহ ।
ভুলল কুলভয়　　লাজ নিশি দিশি　　দহই তুয় নব নেহ ॥
খণহি করু কত খেদ　　খণহি কত নিরবেদ ।
বসই নিরজনে　　সঘনে নিশ্বসই　　হেরত হিয়ত হউ ভেদ ॥
বিরহ সহই না যায়　　আয়লু কত সমুঝায় ।
নিরখি রহি ঘন-　　শ্যাম তুয় পথ　　তুরিতে ভেটহ তায় ॥৪

কামোদ—

মাধব তবহি তুরিত গতি যাত ।　　কো কহু কতহি উলসে ভরু গাত ॥
পৈঠল কুঞ্জ-ভবনে যহি গোরী ।　　মানি সফল জীউ হেরইতে থোরি ॥
সো নিজ সখীক কহই কত ভাতি ।　　অলখি অলপ শ্রবণে পহুঁ মাতি ॥
উপনীত নিয়রে যব্হি নব নাহ ।　　তব্ ধনী চৌকি চপল দিঠে চাহ ॥
লাজে ভরল হিয় হরখিত ভেলি ।　　বদনচান্দে ঘন ঘুঘট দেলি ॥
হাসি মধুরতর নওল কিশোর ।　　চুম্বই মুখ জনু লুবধ চকোর ॥
কুচ কর গহি রহই উর ঝাঁপি ।　　ধরই না থেহ মদন ভরে কাঁপি ॥

খঞ্জন-নয়নী চরণ গহি পাণি। সঘনে ভণত কত রসময় বাণী॥
কৌতুকে সখী নিরিখত ইহ কেলি। বিলসত কুসুম-শেজে দুহুঁ মেলি॥
ঝলকত ললিত তিতল তনু ঘাম। বীজনে তহি কি বীজব ঘনশ্যাম॥৫

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীরাধিকায়াঃ পূর্ব্বরাগে সংক্ষিপ্ত-সম্ভোগবর্ণনং নাম দ্বিচত্বারিংশ আস্বাদঃ॥৬২।৩৭৬॥

শ্রীরাধিকা সখীং প্রত্যাহ— (গান্ধার)

এ সখি! যব্ ধরি ভেটলু কান। তব্ ধরি বরিষে কুসুমশর-বাণ॥
কুলবতী গরব রহল নাহি থোরি। ধৈরজ লাজ সবহি গেও ছোরি॥
গেহ গহন গহ রহই না গেল। চন্দন-পঙ্ক অনল সম ভেল॥
জীউ ন সহই দহই মঝু দেহ। তণ ঘনশ্যাম মিলব রসমেহ॥১

শ্রীরাগ—

আতুরী সহচরী চাতুরী সিন্ধু। তাঁহা আওলি যাঁহা গোকুল-ইন্দু॥
পুছইতে বাত বদনে ধরু চীর। মীলিত নয়নে নিঝরে ঝরু নীর॥
পুন পুছইতে কহে গদ গদ বোল। মাধব বাঁধল হিয় উতরোল॥
কি পুছসি গোকুল জীবননাহ। প্রেম হুতাশন কুণ্ডক মাহ॥
সো সুকুমারীক প্রাণ-পতঙ্গ। আহুতি দেয়ল নৃপতি অনঙ্গ॥
কহে হরিবল্লভ শুন শুন কান। সব সখীজন মিলি তেজব পরাণ॥২

দূতী পুনস্তদ্ব্যাধিদশামাহ — (ধানশী)

কি কহব নাগররাজ!

সো কুলবতী সতী মতি উনতায়লি এ অতি কয়লি অকাজ॥ধ্রু॥
লোচন-কমলে গলই জল অনুখণ ধরণী শয়ন দিন রাতি।
সঘনে নিশ্বাস ভাষ নাহি নিকসত করযুগে ঝাঁপই ছাতি॥
চম্পক দাম- দমন দ্যুতি পাণ্ডুর উতপত জনু অনিবার।
উপনত শীত কম্প কত বারব তিলে তিলে বিষম বিকার॥

সহচরী-হাত　মাথে ধরি চিন্তই　তোহারি গমন পথ যোয় ।
নরহরি সাথী　আঁখি ভরি পেখলু　জীবই না জীবই সোয় ॥৩

সুহই—

ধনী অনুরাগ অমিয় রসসিন্ধু ।　ডুবল তাহে বরজকুল-ইন্দু ॥
চলত তুরিত তহিঁ উলসিত দেহ ।　হেরইতে রূপ নয়নে ঝরু লেহ ॥
ভণই কি মধুর কোণে নিরমাই ।　জগত লখিমী কি হোয়ল এক ঠাঁই ॥
দলিত কেশর কিয়ে চম্পক মাল ।　কনক পুতরিকি বিজরি থিরজাল ॥
পিরীতি মুরুতি কি উয়ল মহীমাঝ ।　ভেটলু ভাগ সফল দিন আজ ॥
যব লহু হাসি হেরব ধনী মোয় ।　তব ঘনশ্যাম সকল সিধি হোয় ॥৪

কামোদ—

শশিমুখী শ্যামের দরশে ।　পুলকিত তনু হিয় উথলই হরষে ॥
লোচন গতি অতি লসই ।　আঁচরে বদন ঝাঁপি লহু হসই ॥
মধুর ভঙ্গি সঞে রহয়ে ।　পরশ-তরাসে সখীকর গহয়ে ॥
কানু যুগতি কত করই ।　রসময় বচনে লাজ ভয় হরই ॥
অলখিত কুচে কর অরপে ।　কমল-কলিকা জনু দংশই সরপে ॥
নিধরক অধর সুচুঁবই ।　বাঁধুলিমধু মধুকর জনু পিবই ॥
তনু তনু মিলে কত যতনে ।　ভেল জনু জটিল কনক নীল রতনে ॥
শিথিল বেশ বহু শোহই ।　নিরুপম নিখিল ভুবন-মন মোহই ॥
উপজত কত সুখ শয়নে ।　ভণ ঘনশ্যাম লখব কিয়ে নয়নে ॥৫

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীরাধিকায়াঃ পূর্ব্বরাগে সংক্ষিপ্ত-সম্ভোগবর্ণনং নাম ত্রিচত্বারিংশ আস্বাদঃ ॥৪৩।৩৭৮

শ্রীরাধিকা সখীং প্রত্যাহ—　(সুহই)

এ সখি ! রমণী মোহন উহ মাহ ।　পেখলু নবীন নীপবন মাহ ॥

লোচন কোণে কি কহল না জানি। তব ধরি মদন তিখিণ শর হানি॥
দগধই দেহ দহন সম সোই। ভণইতে ঐছে রহই ধনী রোই॥
কত পরবোধি তব, হি ঘনশ্যাম। চলল তুরিত কহু কানুক ঠাম॥১

দূতী শ্রীকৃষ্ণ-নিকটে তদুন্মাদদশামাহ— (সুহই)

আঁচরে মুখশশী গোয়। ঝর ঝর লোচনে রোয়॥
কারণ বিনু খণে হসই। উতপত দীঘ নিশ্বসই॥
শুন শুন সুন্দর শ্যাম। প্রেমক ইহ পরিণাম॥ধ্রু॥
তাতল তনু নাহি ছুটই। সতত মহীতলে লুঠই॥
কাহুক কছু নাহি কহই। কো অছু বেদন সহই॥
জগভরি কুলবতী বাদ। কা দেই কহব সম্বাদ॥
গোবিন্দদাস আশোয়াসে। জীবই তুয়া অভিলাষে॥২

তিরোতিয়া ধানশী—

শুনি পহুঁ গমন করত ধনী-সদনে। দূরে রহু ধৈরজ উনমত মদনে॥
চলইতে কতহি মনোরথ পূরই। ভুলি সুপন্থ বিপথে পগ ধরই॥
সুন্দরী কুঞ্জে রহই মহীশয়নে। নিশ্বসই বিষম বারি ঝরু নয়নে॥
দিঠি-পথগত ভেল মাধব যবহি। বিসয়ল বিরহ উলসে ভরু তবহি॥
অলখিত বসনে ঝাপি তনু বসই। কি মধুর লেহ লাজে লহু হসই॥
রসময় বচন কানু কত কহয়ে। করইতে কোরে বিজুরী সম রহয়ে॥
চুম্বত মুখ লখইতে ছবি ছলকে। ধরু কুচ কমলে পাণিতল ঝলকে॥
বারই নীবি পরশত গীম হিলনে। নরহরি ভণ কি রঙ্গ নব মিলনে॥৩

সুহই—

পহিল মিলন কিয়ে মঙ্গল আজ। দৃঢ় পরিরম্ভণে টুটল লাজ॥
রসময় শ্যাম সুরঙ্গময়ী গোরী। দুহুঁ তনু লাবণি দুহুঁ চিত চোরি॥
তিলে তিলে উপজত কৌতুক ভালি। শুতল তলপে শুতায়ল আলি॥

ভণ ঘনশ্যাম পূরব অভিলাষ।　　চামর ঢুলাব কি রহি পথিপাশ ॥৪

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীরাধিকায়াঃ পূর্ব্বরাগে সংক্ষিপ্ত-সম্ভোগ-বর্ণনং নাম চতুশ্চত্বারিংশ আস্বাদঃ ॥৪৪।৩৮২

শ্রীরাধিকা সখীং প্রত্যাহ—　　(সুহই)

সই ! তারে বারেক হেরিতে। সামাইল হিয়ায় নারিনু নেবারিতে ॥
সে তনু সজল মেঘপারা। অমিয়া বরিষে কিবা গরলের ধারা ॥
বিধি কৈলে কুলবতী নারী। মনে যে করিয়ে তাহা করিতে না পারি ॥
নিদয় মদন সদা দহে। কি আর বলিব প্রাণ রহে বা না রহে ॥
কহিতে কহিতে বিনোদিনী। ভাসয়ে আখির জলে লোটায় ধরণী ॥
নরহরি সে দশা দেখিতে। হিয়া বিয়াকুল কহে কানুরে তুরিতে ॥১

দূতী শ্রীকৃষ্ণস্য নিকটে তন্মোহদশামাহ—(ধানশী)

ওহে কালা কি কাজ করিলা। অবলা-বধের ভাগী হইলা ॥
সে কথনু ইহা নাহি জানে। জানাইলা নয়ান-সন্ধানে ॥
না জানি ঘটাইলা কি নেহা। অবশ হইল হেম দেহা ॥
দিবানিশি আনছান করে। কারে কিছু কহিতে না পারে ॥
সদাই ভাসয়ে আঁখির জলে। মুরুছি পড়য়ে মহীতলে ॥
ইহাতে জানহ পরিণাম। কি আর কহিব ঘনশ্যাম ॥২

সুহই—

রাজার ঝিয়ারী　অতি সুকুমারী　ধরিতে নারয়ে থেহা ॥
ভাবিতে ভাবিতে　কিবা হৈল চিতে　অবশ হইল দেহা ॥
কানু চাহিয়া তাহার পানে।
নয়ানের কোণে　কি বিষ-বিশিখ　হানিলা মরম-থানে ॥ধ্রু॥
তপত কাঞ্চন　জিনিয়া বরণ　সে ভেল কাজরপারা।

নিশ্বাস-রহিত বাণী-বিরহিত নিচল পতিত ধরা ॥
নরহরি সহ দেখিলু কি কব যে দশা সখীর মাঝে।
অবলা রাখিতে যদি থাকে চিতে তবে না বিলম্ব সাজে ।৩

সুহই—

কালিয়া ধৈরজ নাহি বান্ধে। রাইয়ের নবমী দশা শুনি প্রাণ কান্দে ॥
চাহিতে আতুর দূতী-পানে। নেবারিতে নারে বারি বারিজ-নয়ানে ॥
তেয়াগিয়া তিখিণ নিশ্বাস। চলে নব নিকুঞ্জ-কুটিরে রাই-পাশ ॥
ধরণী শয়নে রহু রাই। চারিপাশে সখী সে কাতর মুখ চাই ॥
কানু কি অমিয়া করে মাখি। পরশিতে চমকি উঠে চান্দমুখী ॥
দেখয়ে কালিয়াচান্দ-পাশে। লাজে বিধু বদন ঝাপয়ে নীলবাসে ॥
সামায় সখীর কোলে গিয়া। মুখে মৃদু হাসি কি উলসে ভরে হিয়া ॥
সখী কত মধুর কথায়। বিনোদিনী সোঁপিয়া শ্যামের পানে চায় ॥
সখীর ইঙ্গিতে শ্যামশশী। করয়ে কাকুতি কত সুমধুর হাসি ॥
মদনে বিভোর হৈয়া কাঁপে। ঘন ঘন মুখে মুখ বুকে বুক ঝাঁপে ॥
ছাড়িতে নারয়ে তিল আধা। তিলে তিলে উপজে মনেতে কত সাধা ॥
পুলকে ঝলকে দুহু অঙ্গ। নরহরি গুপতে হেরিব কিয়ে রঙ্গ ॥৪

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীরাধিকায়াঃ পূর্বরাগে সংক্ষিপ্ত-সম্ভোগবর্ণনং নাম পঞ্চচত্বারিংশ আস্বাদঃ ॥৪৫।৩৮৬

শ্রীরাধিকা সখীং প্রত্যাহ— (করুণশ্রী)

সই ! তারে দেখিনু কি খেণে। পাসরিতে বোলো না পাসরা যায় মনে ॥
সামাইয়া রহিল হিয়ায়। ঘুচাইল জাতি-কুলকলঙ্কের দায় ॥
কি বলিব পরাণে না সহে। মদন-আনলে তনু অনুখণ দহে ॥
উপায়ে নহিল কাজসিধি। নিদয় হইল মোরে সে গুণের নিধি ॥

কি কাজ এ দেহ তাহা বিনে। তেজিব জীবন এই কদম্বকাননে॥
করিহ উত্তরকালক্রিয়া। রাখিহ তমালে তনু যতন করিয়া॥
লেহ এ ললিতা মণিহার। অনুখণ গলায় পরিহ আপনার॥
রোপিলুঁ মল্লিকা নিজকরে। গাঁথিয়ে ফুলের মালা পরাইহ তারে॥
তোমরা কুশলে সভে রৈয়ো। এই বনে বারেক আসিতে তারে কৈয়ো॥
নরহরি কৈয়ো এই কাম। সে সময়ে কানে শুনাইহ তার নাম॥১

সুহই—

রাইয়ের সমুখে সহচরী। কাঁদিয়া কহয়ে ধীরি ধীরি॥
মো সভার জীবন থাকিতে। চাহ তুমি দেহ তেয়াগিতে॥
এ কথা পরাণে নাকি সয়? করিব উচিত যেবা হয়॥
ওগো এই মো সভার হিতে। তিলেক ধৈরজ ধর চিতে॥
পুন যাব যেথানে কালিয়া। এ সব কহিব বিবরিয়া॥
যদি নিঠুরাই করে সেহ। তবে না রাখির পাপ দেহ॥
অনলে পশিব তার আগে। যেন তারে তিরী-বধ লাগে॥
এত কহি গিয়া ধায়া ধাই। কহে ঘনশ্যাম মুখ চাই॥২

দূতী শ্রীকৃষ্ণস্য নিকটে তস্যাঃ দশামাহ— (করুণশ্রী)

মনে ছিল যত সব হইল হত তোমার কঠিন রীতে।
মদন-আনল জ্বলে দিবানিশি সহে কি অবলা চিতে॥
এই কৈলা হে নিদয় কানু!
হিয়া মাঝে পশি নাশিলা ধরম সে ধনী তেজিব তনু॥ধ্রু॥
দেখি সখী তারে থির হৈতে নারে আঁখির জলেতে ভাসে।
তা সভারে তনু তমালে রাখিতে কহয়ে কাতর ভাসে॥
শুনিতে সে বাণী না জীয়য়ে প্রাণী পাষাণ গলিয়া যায়।
তুয়া আশোয়াসে দাস নরহরি জীবনে রাখয়ে তায়॥৩

পুনঃ সুহই—

ওহে শ্যাম বলিতে কি আর। বাড়াইলা দুখের পাথার ॥
আখির কোণে কি বিষ ঢালিলা। অবলা-জীবন জ্বালাইলা ॥
যে রূপ আইনু নিরখিয়া। বুঝি না দেখিতে পাবো গিয়া ॥
ঘটিল দশমী দশা তায়। সখীগণ ধূলায় লোটায় ॥
ঝরয়ে অঝর ঝরে আঁখি। ঝুরয়ে বনের পশুপাখী ॥
দারু শিলা যায় দরবিয়া। না জানি কেমন তুয়া হিয়া ॥
যদি কভু যাও সেই বনে। চাহিয় তমাল তরু পানে ॥
হেমলতা দেখিবে তাহাতে। তবে পরতীত যাবে চিতে ॥
নরহরি কহে এই কৈলা। হাতের লখিমী খোয়াইলা ॥৪

পুনঃ সিন্ধুড়া—

রাইয়ের দশমীদশা শুনি। আকুল কালিয়া গুণমণি ॥
নয়ানের জলে ভাসি যায়। কহে কি করিনু হায় হায় ॥
হিয়া জ্বলে বিরহ-আনলে। মুরুছি পড়ে ভূমিতলে ॥
দূতী অতি আতুর হিয়ায়। না দেখয়ে কোন উপায় ॥
কালিয়া গলার মালা লৈয়া। বিনোদিনী পাশে চলে ধাইয়া ॥
দিল অচেতনী ধনী গলে। মালার পরশে আঁখি মেলে ॥
কহে কি আইল প্রাণপিয়া। দেখিব কি নয়ান ভরিয়া ॥
দূতী কহে গদগদ ভাষে। তুরিতে চহল কানুপাশে ॥
সে তোমার এ দশা শুনিতে। মুরুছি পড়িল অবনীতে ॥
তোমার পরশ যদি হয়। তবে সে জীবন তার রয় ॥
তুমি যে গাথিলে মালা লৈয়া। আগে আমি যাই সেথা ধায়া ॥
এত কহি যাইয়া তুরিতে। মালা দিল কালিয়া-গলাতে ॥
মালার পরশে উঠে জাগি। হইলা বিকল রাই লাগি ॥

কহে কি জুড়াবে মোর হিয়া। নরহরি কহে মিলো গিয়া ॥৫

ধানশী—

কালা কত মনের উলাসে। চলয়ে তুরিতে রাইপাশে ॥
দূতী কহে লহু লহু হাসি। শুন ওহে গোকুলের শশী ॥
সে নব বয়স সুকুমারী। না বুঝে এ রসের চাতুরী ॥
ধীরজে সাধিবে সব কাজ। নহিলে পাইবে বহু লাজ ॥
রহ এই নিকুঞ্জভবনে। সে ধনী আনিব এই খানে ॥
এত কহি গিয়া তরাতরি। কহে রাই-মুখপানে হেরি ॥
আইলু চেতন করাইয়া। তুরিতে মিলহ প্রাণপিয়া ॥
ধৈরজ ধরিবে তার আগে। না হবে সরল অনুরাগে ॥
শুনি ধনী সখীর সহিতে। অভিসরে চড়ি মনোরথে ॥
নিকুঞ্জভবনে প্রবেশিয়া। জুড়াইল দেখি আঁখি হিয়া ॥
কালিয়া চঞ্চল রসে ভাসি। কহে কত সুমধুর হাসি ॥
ধনী লাজে বদন না তোলে। ভুজে ধরি করে কানু কোলে ॥
কুচযুগ পরশিয়া কাঁপে। বদনে বদনবিধু ঝাঁপে ॥
আনিয়া কুসুমিত শেজে। আঁখির পলক নাই তেজে ॥
হিয়া হিয়া মিশাইয়া রয়। কি শোভা উপমা নাই হয় ॥
কি নব ভঙ্গিমা দোহাকার। নবীন পিরীতি-পরচার ॥
দুঁহু মালা দুঁহু গলে দোলে। দেখি সখী আনন্দে উছলে ॥
নরহরি রহি সখীপাশ। দেখিব কি এ সুখবিলাস ॥৬

কামোদ—

আজু বৃন্দাবনে কি আনন্দ। নিরখিতে দোহার সুচারু মুখচন্দ ॥
তরুলতাকুল পুলকিত। শারী শুক মিলি গায় দুহুঁ গুণ গীত ॥
বিকশে কুসুম পুঞ্জ পুঞ্জ। চারিপাশে ভ্রমর করয়ে গুঞ্জ গুঞ্জ ॥

ময়ূর পেখম ধরি নাচে। নরহরি শোভা কি দেখিব রহি কাছে ॥৭

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীরাধিকায়াঃ পূর্ব্বরাগে
সংক্ষিপ্ত-সম্ভোগবর্ণনং নাম ষট্‌চত্বারিংশ আস্বাদঃ ॥৪৬।৩৯৩

সখী নায়িকাং প্রত্যাহ— **(আশাবরী)**

এ নব রমণী মুকুটমণি গোরি ! তোহে নিরখি জীউ করই কি মোরি ॥
কহ কহ কাহে ঐছে তুহু ভেলি। না রহু দেহ, শুধি সব ভুলি গেলি ॥
সঘনে কি শুনইতে পাতহ কাণ। শয়নে স্বপনে কি জপহ নহ ভাণ ॥
পেখহ কোণে এ নয়ন পসারি। নরহরি মরম বুঝই নাহি পারি ॥১

শ্রীরাধিকাহ— **(ধানশী)**

সজনি ! মরণ মানিয়ে বহুভাগি।
কুলবতী তিন পুরুষে ভেল আরতি জীবন কিয়ে সুখ লাগি ॥ধ্রু॥
পহিলে শুনলু হাম শ্যাম দু' আখর তৈখণে মন চুরি কেল।
না জানি কোন ঐছে মুরুলি আলাপই চমকই শ্রুতি হরি নেল ॥
না জানি কোন উহ পটে দরশাওলি নব জলধর জিনি কাঁতি।
চকিত হইয়া হাম যাহা যাহা ধাইয়ে তাহা তাহা রোধয়ে মাতি ॥
গোবিন্দদাস কহয়ে শুন সুন্দরি ! অতএ করহ বিশোয়াস।
যাকর নাম মুরলীরব তাকর পটে ভেল সো পরকাশ ॥২

ধানশী—

সুন্দরী ধরি পুন সহচরী-পাণি। ভরই বারি দিঠি ভণইতে বাণী ॥
সমুঝি চতুর সখী চললহি ধাই। কানুক নিয়রে কহল সব যাই ॥
মাধব চৌকি কহই সখীপাশ। কাহে করই এ বিফল অভিলাষ।
না বুঝব সোই খোয়ব কুললাজ। হাম কহ কৈছে করব ইহ কাজ ॥
বরজমাঝ মঝু সুযশ বিথারি। করহি না স্বপনে পরশি পরনারী ॥
পরতিরী-গ্রহণ দহন-জিনি তাপ। কো অছু মুরুখ করব ইহ পাপ ॥

সহজে সখা কছু সহই না দোষ। ধরমবিহীনে করু বিপরীত রোষ ॥
নরহরি ভুলি না কহ ইহ বাত। পশিতে শ্রবণে ঝাঁপায়ই গাত ॥৩

শ্রীরাগ—

কানুক ঐছন বাত। শুনি অবনতমাথ ॥
কছু না কহল ফেরি। লোরে পথ নাহি হেরি ॥
মলিন বদন ভেল। ধীরে ধীরে চলি গেল ॥
আয়ল রাইক পাশ। কি কহব জ্ঞানদাস ॥৪

ধানশী—

দূতীক বিরস বদন ধনী হেরি। করে ধরি যতনে কহই পুন বেরি ॥
কয়লি উপায় হোয়ল সব বাদ। দৈবরচিত ইহ না কর বিষাদ ॥
তেজল মোহে রসিকবর নাহ। ধিক্ রহু ঐছে জীবনে কিয়ে চাহ ॥
তেজব দেহ নিচয় কহি তোয়। শুনি ঘনশ্যাম কহই কছু রোয় ॥৫

বরাড়ী—

মধুর মধুর তুয়া রূপ। জগজনলোচন-অমিয়া স্বরূপ ॥
রূপ চাহি গুণ নহে উন। সো তনু তেজবি কাহে মহী করি শূন ॥
সুন্দরি ! মোহে না কর আন ছন্দ। হাম বলি যাও তুয়া মুখচন্দ ॥ধ্রু॥
তবহু সফল দিন মোর। রাই শুতব যব কানুক কোর ॥
পৈঠব কালিন্দী বারি। তবহু মনোরথ পূরব তোহারি ॥
যতন করব হাম সোই। কানু যৈছে তুয়া বশ হোই ॥
গোবিন্দ দাস ভালে জান। কানুক জলত পরাণ ॥৬

পঠমঞ্জরী—

দূতী বিরসে যব আয়ল ফেরি। তব পহু রোই কহই কত বেরি ॥
নিপট নিঠুর হাম কয়ল নিরাশ। ইথে ধনী জীবইতে না করব আশ ॥
বাঢ়ল ঘনঘন বিরহ-তরঙ্গ। দগধব দেহ এ দহন-অনঙ্গ ॥

ধিক্ ধিক্ মঝু এ জীবনে কিয়ে আর। হোয়ল অব্ সব বিফল হামার॥
ঐছে ভণত তহি সখী পুন গেল। দূরসঞে হেরি আগুসরি নেল॥
পুছই সঘনে ধনী কি ধরু থেহ। সখী কহে তুয় বিনু দগধই দেহ॥
চলহ তুরিত শুনি হরিষ অপার। দেয়ল সখীগলে মণিময় হার॥
আপন ভাগ সফল করি মানি। রাই-মিলনে চলু শুভখণ জানি॥
কানুগমন সখী কহে ধনী পাশ। শুনইতে উপজল বিপুল উলাস॥
পৈঠব কুঞ্জ-ভবনে উহ বেরি। নরহরি ভণই সুমুখীমুখ হেরি॥৭

ভূপালী—

শুন শুন এ সখি! বচনবিশেষ। আজু হাম তোহে দেয়ব উপদেশ॥
পহিলহি বৈঠবি শয়নক সীম। হেরইতে পিয়ামুখ মোড়বি গীম॥
পরশিতে দুহুঁ করে ঠেলবি পাণি। মৌন করবি পহুঁ পুছইতে বাণী॥
যব্ হাম সোঁপব করে কর আপি। ধাবসে ধরবি উলটি মোহে কাঁপি॥
বিদ্যাপতি কহে ইহ রসঠাট। কাম গুরু হোই শিখায়ব পাঠ॥৮

বালা ধানশী—

পহিলহি রাধামাধব মেলি। পরিচয় দুলহ দূরে রহু কেলি॥
অনুনয় বলয়িতে অবনত বয়নী। চকিত বিলোকনে নখে লিখু ধরণী॥
অঞ্চল পরশিতে চঞ্চল কান। রাই কয়ল পদ আধ পয়ান॥
বিদগধ নাগর অনুভব জানি। রাইক চরণে পসারল পাণি॥
করে কর বারিতে উপজল প্রেম। দারিদ ঘটভরি পাওল হেম॥
হাসি দরশি মুখ আগোরলি গোরী। দেই রতন পুন লেওলি চোরি॥
ঐছন নিরুপম পহিল বিলাস। আনন্দে হেরত গোবিন্দ দাস॥৯॥

কামোদ—

কিয়ে নব নব অভিলাষ। নিরুপম পহিল বিলাস॥
মাধব মদনে বিভোর। কত যতনে করু কোর॥

কুচযুগে ঝাপয়ে পাণি। সকুচই তরল-নয়ানী ॥
পরশি চিবুক মৃদুহাসি। পিবই অধর রসরাশি ॥
করি বহু বিনতি উপায়। শেজে শুতায়লি তায় ॥
নরহরি সহচরী সঙ্গ। হেরব কব ইহ রঙ্গ ॥১০॥

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীরাধিকায়াঃ পূর্ব্বরাগে
সংক্ষিপ্ত-সম্ভোগবর্ণনং নাম সপ্তচত্বারিংশ আস্বাদঃ ॥৪৭।৪০৩

পুন স্তদ্ যথা---

ধানশী—

রাইক রীত নিরখি সখী মেলি। পুছইতে কহই বিষম মোহে ভেলি ॥
শুনলু মুরলীরব অরু উহ নাম। হেরলু চিত্র মুরুতি অনুপাম ॥
তিনে হোয়ল রতি অতি পরমাদ। ইথে কি রহব কুলবতী-মরিযাদ ॥
কো ইহ তিন এ কয়লু অকাজ। নরহরি মরম কহলু তেজি লাজ ॥১

সখী আহ— **(সুহিনী)**

কেমন শুনিলা নাম কেমন মুরুলি। কিরূপ দেখিয়া পটে সব গেলা ভুলি ॥
কেমন দেখিলা তারে সব অভিলাষ। শুনিয়া সকল তুয়া পূরাইব আশ ॥
তিনজন নহে সে বুঝহ মন দিয়া। উপায় করিয়া তোহে দিব মিলাইয়া ॥
কহয়ে মাধবী মোর শিরে দিয়া হাত। থির হইয়া সুবদনি! কহ সব বাত ॥২

শ্রীরাধিকা সখীং প্রত্যাহ— (ধানশী)

শুন শুন পরাণের সই। বিরলে বসিয়া সব কই ॥
পশুপতি পূজিবার তরে। সাধে গেলু ফুল তুলিবারে ॥
কদম্বকাননে বাজে বাঁশী। উগারে অমিয়া রাশি রাশি ॥
কিবা না করয়ে সেই রবে। অজড় সজড় শিলা দ্রবে ॥
শ্রবণে পশিয়া সেই সান। কাড়িয়া লইল মোর প্রাণ ॥

ফুলবন দেখি সেই খানে। ললিতায় শুধা'লু যতনে॥
কত না আদরে কহে সে। কৃষ্ণের কুসুমবাটী এ॥
কি মধুর 'কৃষ্ণ' দুআখরে। না জানিয়ে কি অমিয়া ঝরে॥
লাখে লাখে হয় শ্রুতি মুখ। শুনিতে কহিতে তবে সুখ॥
নাম মোরে করিল বাউরী। বিশাখা প্রবোধে বেরি বেরি॥
আনি চিত্রপট দেখাইল। সে কুল ধরম বিনাশিল॥
তাহে শ্যামরূপ রসরাশি। কিবা চাঁদমুখে মিশা হাসি॥
দোলে মণিময় হার হিয়ে। নয়ান-ভঙ্গিতে কিবা জীয়ে॥
নিরুপম ভুজের বলন। মোরে যেন করে আলিঙ্গন॥
না বুঝিলু কি হইল অন্তরে। সদাই নয়ান মোর ঝরে॥
সখী কহে থির কর হিয়া। ঘনশ্যাম দিব মিলাইয়া॥৩

কামোদ—

রাইয়ের মরম কথা শুনি সখী চলিলা শ্যামের পাশে।
সজল নয়নে চাহি কানু পানে কহে গদগদ ভাষে॥
মুরলির ধ্বনি শুনি তুয়া নাম নারে নেবারিতে কাণ।
পটে এ মুরতি হেরি কুলবতী ধরিতে নারয়ে প্রাণ॥
কি কব লালসা অতি উদবেগে জাগিয়া হইল ক্ষীণ।
দারুণ জড়িমা বেগে নিরবেদ বাঢ়য়ে রজনি দিন॥
ঘটিল বিয়াধি উনমাদ মোহ কে পারে প্রবোধ দিতে।
তুয়া বিনু তনু তেজিব নিচয় চল নরহরি সাথে॥৪

সুহই—

সখীর বচনে কানু গুণমণি চলিল সখীর সাথে।
রাই অনুরাগে গর গর হিয়া অবশ হইলা পথে॥
দেখি সহচরী অতি তরাতরি রাইয়েরে কহিল গিয়া।

শুনি বিনোদিনী চলিলা তখুনী আনন্দে বিভোর হইয়া ॥
এথা নবদ্বীপ নিভৃত কাননে কানু অচেতনপ্রায় ।
রাই অঙ্গগন্ধ নাসা পরশিতে চমকি চৌদিকে চায় ॥
কোথা বিনোদিনী কহিতে এ বাণী দেখয়ে অলপ দূরে ।
মনের উলাসে চলে রাই পাশে ধরি নরহরি-করে ॥৫

দেশপাল—

প্রিয় সহচরী ধরি ধনী করে কহয়ে মধুর ভাষে ।
ওহ দেখ কালা রূপে করি আলা আইসে তোমার পাশে ॥
রসের আবেশে আসি নিরখিব তুয়া এ বদনশশী ।
ঝাপিবে ঘুঘটে পালটিবে মুখ দেখায়া অলপ হাসি ॥
পরশিতে কুচ করে কর ঠেলি সামাবে আমার কোলে ।
করিব কাকুতি তাহে তোমা দিব না যাবে আমার বোলে ॥
অবনত মাথে থাকি আথি কোণে নিরখি রাখিবে মান ।
নরহরি কহে যদি নোবারিতে পারয়ে মদন-বাণ ॥৬

ধানশী—

নিভৃতনিকুঞ্জে মঞ্জু গৃহমাঝ । শুভখণে পহিল মিলন ভেল আজ ॥
সহচরী ইঙ্গিতে উনমত নাহ । করইতে কোরে পসারই বাহ ॥
খঞ্জননয়নী রমণীমণি গোরী । পরশিতে তরসি রহই মুখ মোরি ॥
ছলহি ছয়ল পরিরম্ভণ কেল । পিবইতে অধর অমিয় ছকি গেল ॥
কুচযুগ ঝাঁপি কাঁপি গহি পাণি । কুসুমিত শেজে শুতায়লি আনি ॥
বাঢ়ল বিবিধ রঙ্গ রস ধাম । লোচন ভরি কি হেরব ঘনশ্যাম ॥৭

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীরাধিকায়াঃ পূর্ব্বরাগে
সংক্ষিপ্ত-সম্ভোগবর্ণনং নাম অষ্টচত্বারিংশ আস্বাদঃ ॥৪৮।৪১০

সখী শ্রীরাধিকাং প্রত্যাহ— (বালা ধানশী)

এসখি ! সুন্দরি ! কহ কহ মোয় । কাহে লাগি অঙ্গ অবশ তুয়া হোয় ॥
অধর কাঁপয়ে তোর ছল ছল আঁখি । কাঁপিয়া উঠয়ে তনু কণ্ঠময় দেখি ॥
মৌন করিয়া তুমি কি ভাবো মনে । এক দিঠি করি চাহ কিসের কারণে ॥
বড়ু চণ্ডীদাসে কহে বুঝিনু নিচয় । শ্রবণে পশিল বাঁশী অতএ সে হয় ॥১

ধানশী—

সহচরী কর গহি কহে নব গোরী । মুরলি আলাপি হরল জীউ মোরি ॥
পেখনু তবহি তুরিতে তহি যাই । সুবল সখা সহ বিলসে মাধাই ॥
থোরি দরশে মঝু না পূরল আশ । লাগল তিলে তিলে জগত উদাস ॥
ঐছে সুপুরুষ মিলব যব সোয় । তব ইহ জীবন সফল কহি তোয় ॥
দহই কুসুমশর সহই না পারি । ভণইতে ঐছে ঝরই দিঠি-বারি ॥
নরহরি তবহি ভেটল নটরায় । রাইক রাগ যতনে কহু তায় ॥২

সুহই—

অপরূপ তুয়া মুরলী-ধ্বনি । লালসা বাঢ়ল শবদ শুনি ॥
কিরূপে এরূপ দেখিয়া সেহ । উদবেগে ধনী না ধরে দেহ ॥
জাগিয়া জাগিয়া হইল খীণ । অসিত চান্দের উদয় দিন ॥
জড়িত হৃদয় করয়ে ভেদ । অতি বিয়াকুল কো সহে খেদ ॥
পাণ্ডুর বরণ বিয়াধি বাধা । মুরুছি নিশ্বাস হরল রাধা ॥
অব যদি তুহু মিলল তায় । গোকুল-মঙ্গল সভেই গায় ॥
জ্ঞানদাস কহে শুনহ কান । জীবন-ঔষধ তোহারি নাম ॥৩

শ্রীকৃষ্ণঃ দূতীং প্রত্যাহ— (গুজ্জরী)

সখি কাহে কহ বিপরীত । হাম নহ চপল চরিত ॥
জগতে বিদিত মঝু নাম । মদন পরাজই শ্যাম ॥
কৈছন রাধা নাম । কবহি না শুনি গুণগ্রাম ॥

পরনারী নয়নে না হেরি। ঐছন না বোলহ ফেরি॥
না করহ ও পরসঙ্গ। শুনইতে দগধয়ে অঙ্গ॥
পুন যদি কহ অনুচিত। ব্রজমাহা করব বিদিত॥
এত কহি পদ দুই যাই। বটু পরবোধল তাই॥
কহ যদুনন্দন দাস। শুনইতে ভেল নৈরাস॥৪

ধানশী—

দূতী নিরাশ করল যব কান। তব ধরু ধৈরজ তপসী-সমান॥
সো যব বিরসবদনে চলি গেল। খোয়ল কৃপণ ধনসম তব ভেল॥
ঝরই সুনয়ন তাক পথ হেরি। ছটফট বৈঠি উঠই বহু বেরি॥
নরহরি আগে শিরহি কর হানি। সঘনে ভণই পুন গদগদ বাণী॥৫

আশাবরী—

হরি হরি কিয়ে হাম কয়লু অকাজ। ধিক ধিক হামারি সুঘরপন আজ॥
যাক দরশ বহু ভাগহি হোয়। সো মঝু দরশ লাগি সব খোয়॥
কাঠ কঠিনহু মরম নাহি জানি। তাহে কহলু এ বরজসম বাণী॥
না বুঝলু হামারি কুমতি কাহে ভেল। দুলভ রতন হাত সঞে গেল॥
পহিলহি ঐছে নিপট অনুচিত। টুটল মনহি হোয়ল বিপরীত॥
দারুণ দৈব নিচয় ভেল বাম। অব কি উপায় করব ঘনশ্যাম॥৬

কামোদ—

নাগর ধরিতে নারে হিয়া। দূতীরে নিরাশ বচন কৈয়া॥
সুবল কত না প্রবোধে তায়। বিনু বিনোদিনী কিছু না ভায়॥
সে দূতী নিরাশ-বচন শুনি। উপনীত যথা রমণীমণি॥
ঝরে দুটি আঁখি অন্তরে বেথা। কাতরে তা সহ কহয়ে কথা॥
পিরীতি করিয়ে সমান সনে। কেনে মন দিলে এমন জনে॥
উপেখিলে বাণী শুনিয়া রাই। কহে নরহরি-পানেতে চাই॥৭

ধানশী—

মোরে উপেখিল শ্যাম সুনাগর এ সব শুনিলু কাণে।
দুরাশা বিরোধি হৈয়া নিরবধি তথাপি দগধে প্রাণে॥

সখি হে দড়াইলু এই সার।

সে অতি দুর্ল্ভ না হয় সুলভ মরণ সে প্রতিকার॥ধ্রু॥
কালিন্দী গভীর জলের ভিতর প্রবেশ করিব আমি।
তবে সে পিরীতি রহয়ে কিরীতি নিচয় জানিহ তুমি॥
এতেক কহিয়া গরগর হিয়া প্রেমের তরঙ্গে ভাসে॥
নারে থির হৈতে সে দশা দেখিতে কান্দে যদুনাথ দাসে॥৮

ধানশী—

দেখিয়া রাইর দশা সখী বসি কাছে। বসন অঞ্চল দিয়া চান্দমুখ মোছে॥
ধরিয়া দুখানি করে বোলে বারে বার। এমন দারুণ বাণী না শুনাবে আর॥
তোমার নিছনি লৈয়া আমরা মরিব। যেরূপে মিলয়ে শ্যাম তাহাই করিব॥
এত কহি কানু আনিবারে চলে ধাইয়া। নরহরি কহে সে আছয়ে পথ চায়া॥৯

বাঙ্গাল—

শ্যাম-সমীপে দূতী গেল। হেরইতে উলসিত ভেল॥
কহে হাম কয়লু অকাজ। দগধ হোয়লু হিয় মাঝ॥
অব হাম নিছনি তোহার। কহ কহ কুশল উহার॥
শুনইতে দূতী সিয়ানী। কহে কছু গদগদ বাণী॥
তুহুঁ যে উপেখলি রাই। সোই কহলু হাম যাই॥
তাহে বাজল জনু শেল। জীবইতে সংশয় ভেল॥
সহচরী চহুদিশে রোয়। কহইতে আয়লু তোয়॥
ঐছে বচনে নটরায়। নরহরি-করে ধরি ধায়॥১০

কামোদ—

নাগর হরষ হিয়ায় । রাই মিলনে চলি যায় ॥
কুঞ্জভবনে রহু যাই । রাইক মুরুতি ধিয়াই ॥
দূতী কহল ধনীপাশ । উপজল পরম উলাস ॥
তৈখণে বিরচি শিঙ্গার । অলখিত করু অভিসার ॥
শুনি সহচরী উপদেশ । কুঞ্জে কয়ল পরবেশ ॥
দরশনে যো কছু ভেল । নরহরি কহই না গেল ॥১১

মল্লার—

দুহুঁজন কাননে দরশন ভেলা । চকিতহি হেরি বসন মুখে দিলা ॥ধ্রু॥
দেখি মদনমদে আকুল কান । করগহি ফুয়ল রাই-বয়ান ॥
ভুজ ধরি আনল শয়নক সীম । পিবইতে অধর ফিরায়ত গীম ॥
কহ কবিশেখর শুন বরকান । লাজ লাগি ধনী করত এ আন ॥১২

ধানশী—

মাধব দৃঢ় পরিরম্ভণ বেরি । মুদই নয়ন বয়ন ধনী ফেরি ॥
লঘু লঘু কুচে কর ধরই কাঁপি । চুম্বনে বদনকমল করে ঝাঁপি ॥
উপজত নব নব মদন-তরঙ্গ । লাজক রাজ সহজে ভেল ভঙ্গ ॥
শুতল শেজে অলস দুহুঁ গাত । হেরব কব নরহরি সখীসাথ ॥১৩

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীরাধিকায়াঃ পূর্ব্বরাগে সংক্ষিপ্তসম্ভোগবর্ণনং নাম উনপঞ্চাশত্তম আস্বাদঃ ॥৪৯।৪২৩

সখী শ্রীরাধিকাং প্রত্যাহ— **(সোহিনী)**

কহ কহ সুবদনি রাধে ! কি তোর হইল বিয়াধে ॥
কেনে তোরে আনমন দেখি । কাহে নখে খিতিতল লেখি ॥
হেমকান্তি ঝামর হইল । রাঙ্গাবাস খসিয়া পড়িল ॥

আঁখিযুগ অরুণিত ভেল। মুখপদ্ম শুখাইয়া গেল॥
এমন হইলা কি লাগিয়া। না কহিলে ফাটি যায় হিয়া॥
এত শুনি কহে ধনী রাই। এ যদুনন্দন মুখ চাই॥১

ধানশী—

কি কব পরাণ-সজনি! তোরে। বড়ই বিষম হইল মোরে॥
জলদবরণে নাগররাজ। পশিয়া রহিল হিয়ার মাঝ॥
তিলেক ধৈরজ না রাখে চিতে। যতনে নারিয়ে প্রবোধ দিতে॥
করিলে পাগলী কিছু না ভায়। সদা মন করে দেখিতে তায়॥
শুনি ধনী-বাণী চতুর সখী। শ্যাম চিত্র চারু তুরিতে লেখি॥
তা দেখিয়া কেবা ধৈরজ ধরে। গুপতে দেয়ল রাইয়ের করে॥
বারেক সে পট-পানেতে চায়া। ধারা বহে দুটি নয়ান ব'য়া॥
নরহরি কর ধরিয়া ধনী। ভণে আধ আধ মধুর বাণী॥২

সুহই—

যে দেখেছি যমুনার তটে। সেই এই দেখি চিত্রপটে॥
যার নাম কহিলা বিশাখা। সেই এই পটে আছে লেখা॥
যাহার মুরলীধ্বনি শুনি। সেই বটে এ রসিকমণি॥
ভাটমুখে যার গুণগাথা। দূতীমুখে শুনি যার কথা॥
এই মোর হরিলে পরাণ। ইহা বিনে কেহো নহে আন॥
এত কহি মুরুছি পড়য়ে। সখীগণ ধরিয়া তোলয়ে॥
পুন কহে পাইয়া চেতনে। কি দেখিনু দেখাও সে বদনে॥
সখীগণ করয়ে আশ্বাস। ভণ ঘনশ্যামের দাস॥৩

বালা ধানশী—

রাইক ঐছে দশা হেরি এক সখী তুরিতহি কয়ল পয়ান।
নিরজনে নিজসখী- সঙ্গে যাঁহা মাধব যাই মিলল সোই ঠাম॥

শুন মাধব ! অব হাম কি কহব তোয় ।

সো বৃষভানু- কুমারী বরসুন্দরী অহনিশি তুয়ালাগি রোয় ॥ধ্রু॥
তুয়া অনুরূপ এক পট লিখি পুন দেয়ল তাকর আগে ।
সো রূপ হেরি মুরুছি পড়ু ভূতলে মানই করম অভাগে ॥
অম্বরে নবজল- ধর হেরি সো ধনী কাতরে করু পরলাপ ।
নীলাম্বর অব সহই না পারই অরুণাম্বরে তনু ঝাঁপ ॥
ঐছে দশা হেরি সকল সখীগণ রোয়ত যামিনী জাগি ।
কহ যদুনন্দন শুন নন্দনন্দন মিলহ সব জন ভাগি ॥৪

ভুপালী—

শুনইতে রাইক নব অনুরাগ । মাধব মনহি মানি বহু ভাগ ॥
ছলছল চঞ্চল যুগল নয়ান । প্রেম অমিয়জলে করল সিনান ॥
পুন পুন পুছই উহ পরসঙ্গ । বিপুল উলসে অবশ সব অঙ্গ ॥
গদগদ বচন ভণয়ে অনিবার । আজু কি শুভদিন হোয়ল হামার ॥
মেটল বিহি হিয়-বেদন হামারি । ভেটব পরম দুলহ সুকুমারী ॥
এত কহি তৈখণে শুভখণ জানি । চলইতে নাসা পরশে পুন পাণি ॥
গমনক বেরি অথির অনিবার । তুরিতহি পৈঠল কুঞ্জমাঝার ॥
নিরখি রাইমুখ রহিলা সাম্ভারি । অনুপ লেহ নরহরি বলিহারি ॥৫

ধানশী—

সুরত-তিয়াসে ধয়ল পহুঁ পাণি । করে কর বারই তরল-নয়ানী ॥
হঠ পরিরম্ভণে পরশিতে গাত । নহি নহি বোলি ঢুলায়ত মাথ ॥
অভিনব মদন-তরঙ্গিণী রাই । শ্যামতরঙ্গে অঙ্গ অবগাই ॥
চুম্বনে সকুচয়ে লোচন-তার । পিবইতে অধর রচয়ে শীতকার ॥
নখর-পরশে চমকই ধনী গোরী । দশইতে চমকি উঠই তনু মোরি ॥
কহইতে কহ গদগদ পদ্দ আধ । অন অন মনে মনসিজ উনমাদ ॥

তৈখণে রোখত বহি পরসাদ। গোবিন্দদাস কহ রস-মরিয়াদ ॥৬

সুহই—

কুঞ্জমন্দিরে সুন্দরী সহ শ্যামসুন্দর-কেলি।
হেরি সহচরী- বৃন্দ নন্দিত ভূরি কৌতুক ভেলি ॥
মঞ্জু পিঞ্জর মাহি সোহত কীর কোইল শারী।
চারু বিচিত্র চরিত গায়ত চিত্তরঞ্জনকারী ॥
ভ্রমর গুঞ্জত পুঞ্জ জনু নব যন্ত্র বাজত জোর।
ঘোর শবদ উচারি পঞ্চ পসারি নৃত্যত মোর ॥
মন্দ মন্দ সুগন্ধ মলয় সমীর বহত অভঙ্গ।
দাস নরহরি আশা পূরব কব নেহারব রঙ্গ ॥৭

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীরাধিকায়াঃ পূর্ব্বরাগে সংক্ষিপ্তসম্ভোগবর্ণনং নাম পঞ্চাশত্তম আস্বাদঃ ॥৫০॥৪৩০

শ্রীরাধিকাহ— **(বেলাবলী)**

এ সখি! মরম কহব কত তোয়।
কুলবতী-গরব খরব অব হোওল ভুরঘট বিহি এ ঘটায়ল মোয় ॥
চলইতে পন্থে চপল মতি অতিশয় নীপবিপিন-পথে কয়লু পয়ান।
তঁহি নব মদন- মন্ত্র শ্রুতি পৈঠত পড়লু ধরণীতলে হরলু গেয়ান ॥
পুছইতে কোই কহল ইহ কাননে কানু বাজায়ই মুরলী অভঙ্গ।
হোয়লু অধিক বিয়াকুল শুনইতে কি মধুর মধুর নাম পরসঙ্গ ॥
তা সঞে লেহ ঘটব যব তব মঝু সফল এ ভাগ ঘুচব হিয়-দাহ।
রচবি উপায় যতনে মন বাঁধবি ভণ ঘনশ্যাম তুলহ উহ নাহ ॥১

বালা ধানশী—

সুন্দরী কহইতে গদগদভাষ। সহচরী চতুর দেয়ই আশোয়াস ॥

কানু মিলব শুনি উপজে উছাহ। কতহি মনোরথ করু মনমাহ॥
দূতী চলল তহি তব্ হি তুরন্ত। খঞ্জননয়নী নিরখি রহু পন্থ॥
দূতী দরশরসে উলসিত নাহ। পুছল কুশল কহল তিহি ঠাঁহ॥
শুনি ধনীচরিত এ নওলকিশোর। মানল ভাগ ভরল দিঠিলোর॥
গহি দূতী-পাণি অথির হিয়মাহ। লহু লহু কহই তুরিতে দরশাহ॥
কহি ইহ বাণী রহল পথ হেরি। দূতী গেও রাইমিয়রে পুনবেরি॥
কহল সম্বাদ শিখায়ল রীত। নরহরিসহ ধনী চলল তুরিত॥২

ধানশী—

কত হি মনোরথ মনমথ-রঙ্গে। আয়লি রমণী বিপিনে সখীসঙ্গে॥
কেলি-সদনে পিয়বদন নেহারি। পালটি চললি পদ দুই চারি॥
দূতী পটাঞ্চলে ধরিধরি রাখে। বালা মনসিজ-রস নাহি চাখে॥
লাজক-রাজ শুতলু তনু দেশে। সকুচ-সচিব তাহা কয়ল প্রবেশে॥
কহে হরিবল্লভ ফুলশর-আগে। রাজা-সচিব সবহু চলি ভাগে॥৩

সুহই—

মাধব মধুর হাসি দিঠি বঙ্ক। ধনী কুচ কঞ্চুকি ফুয়ল নিশঙ্ক॥
কর গহি অধর অমিয়রস নেল। দৃঢ় পরিরম্ভণে সম্ভ্রম গেল॥
অভিনব কেলিতলপে পরতেক। মনমথ চতুর কয়ল দোহে এক॥
শ্রমজলবিন্দু ললিত তনজোতি। জনু ঘন তড়িতে বিথারল মোতি॥
খসল সুকেশ শিথিল নীবিবন্ধ। পহিল বিলাসে মদন ভেল ধন্দ॥
তিলে তিলে রঙ্গ অবধি নাহি হোই। হেরব কয় নরহরি সুখে গোই॥৪

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীরাধিকায়াঃ পূর্ব্বরাগে সংক্ষিপ্তসম্ভোগবর্ণনং নাম একপঞ্চাশত্তম আস্বাদঃ ॥৫১।৪৩৪

ধানশী—

কি কহব হাম অবলা অগেয়ানী। দেখলু চিত্রপট শুনি সখীবাণী॥
কি মধুর মধুর পুরুষ নিরমাণ। দেখব দূরে, না শুনলু কভু কান॥
শ্যামবরণবর বয়ন ময়ঙ্ক॥ মনমথ কোটি নিছনি দিঠি বঙ্ক॥
কিয়ে নবভঙ্গি ভুবন-মনচোরি। দিঠি পথে পৈঠল হিয়মাহা মোরি॥
তছু গুণচরিত দূতী কহি দেল। ধৈরজ ধরম সরম হরি নেল॥
নরহরি জীবন জীয়ব তব মোর। ভেটব যব উহ নওলকিশোর॥১

সুহই—

শুনি ধনী-বচন দূতী চলু তাহি। বিলসয়ে শ্যাম সুবল সঞে যাহি॥
রাইক রীত কহল শুনি নাহ। বাহিরে বিরস হরষ হিয় মাহ॥
করতলে শ্রবণ ঝাঁপি কহু থোর। পরতিরী-পরশ স্বপনে নহু মোর॥
ঐছে বচন কহইতে নহু লাজ। কৈছে করব ইহ অনুচিত কাজ॥
শুনইতে দূতী তৈছে তহি যাই। রোই কহল শুনি নিশ্বসই রাই॥
কাতরে গদগদ নিগদে নেহারি। তেজব দেহ, দহন দেহ জারি॥
তৈখণে কোউ কর পরবোধ। আনব কান, বাঢ়াওব মোদ॥
নরহরি কহ উহ দূতী উপেখি। বিলপে বিকল হাম আয়লু দেখি॥২

সুহই—

যাহা বিলপয়ে বরকান। তাহা সখী কয়ল পয়ান॥
মিলল নাগর-পাশ। তেজই দীঘ নিশ্বাস॥
নাগর হেরি বিভোর। নয়নহি আনন্দ লোর॥
কানু কহই মৃদুভাষ। পূরবি মঝু অভিলাষ॥
কৈছে আছয়ে ধনী রাই। শুনইতে মঝু নিঠুরাই॥
হাম কয়ল পরিহাস। তাকর বিরহ হুতাশ॥
অতএ গমন করু তাই। তুরিতহি আনবি রাই॥

এত শুনি সো সখী গেল। রাইক সমুখহি ভেল ॥
কানু কহই রসভাষ। সবহু কহল ধনীপাশ ॥
সচকিত সো বরনারী। তবহি কয়ল অভিসারী ॥
শুভখণে আয়ল কুঞ্জ। সখীগণ আনন্দপুঞ্জ ॥
ইহ যদুনন্দন দাস। ধায়ল কানুক পাশ ॥৩

সুহই—

কানু-সমীপ সখী যাই। কহে চল চলহ মাধাই ॥
তুয়া মনোরথ-সিধি ভেল। কুঞ্জে গমন ধনী কেল ॥
শুনইতে উপজল রঙ্গ। সঘনে পুলক প্রতি অঙ্গ ॥
শুভখণে চলু ধনী যাহি। পহিলে মিলল সখী তাহি ॥
কানু-গমন শুভবাণী। কহলহি ধরি ধনীপাণি ॥
মিলনে শিখায়ল রীত। নরহরি বুঝয়ে কি প্রীত ॥৪

ধানশী—

সখী-উপদেশে চরব সুকুমারী। চঞ্চল চহুঁ দিশ চকিত নেহারি ॥
নিয়রহি শ্যামর দরশন ভেল। ঘুঘটে বদন ঝাঁপি রহি গেল ॥
রাই বদনবিধু হেরইতে কান। মাতল মনরথে অথির পরাণ ॥
পরশব গাত কতহি অভিলাখি। নরহরি তবহি ভঙ্গি সঞে ভাখি ॥৫

বালা ধানশী—

শুন শুন কান বিনতি কছু মোরি। সোঁপব তোহে রমণীমণি গোরী ॥
শিরিস কুসুম জিনি কোমল দেহ। পরশবেরি চিতে বাঁধবি থেহ ॥
তুহুঁ অতি তৃষিত মধুপ মতি ভোর। পিয়বি বদন কমল মধু থোর ॥
সুরত রীত ইহ স্বপনে না জানি। সমুঝি ভণবি এ রভসরস বাণী ॥
চন্দনসম শীতল ভই ভীত। সহচরী বচন লখি বালচরিত ॥
ভাজব লাজ সহজে রহি পাশ। অনুখণে বিনয়ে মিটায়বি ত্রাস ॥

সাধবি সব অরু কি কহব তোয় । বাল্লা রমণী যতনে রস হোয় ॥
ভণি ইহ বাণী করহি কর আপি । পরশিতে তরসি রহই ধনী কাঁপি ॥
ভুজগহি নিবিড় আলিঙ্গন কেল । কেলি-তলপে রস নিমগন ভেল ॥
সখীসুখে অলখিত লখই বিলাস । নরহরি তহি কি রহব সখীপাশ ॥৬

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীরাধিকায়াঃ পূর্ব্বরাগে সংক্ষিপ্তসম্ভোগবর্ণনং নাম দ্বিপঞ্চাশত্তম আস্বাদঃ ॥৫২।৪৪•

মালবশ্রী—

সখী সঞে রঙ্গিণী গোরী । অভিনব নব সব রঙ্গে বিভোরি ॥
কুসুমচয়নে চিত ভেল । গুরুজনে তৈখণে অনুমতি দেল ॥
বেশ বিরচিত হি কাল । চলু জনু নিরমল চান্দকি মাল ॥
ভণ ঘনশ্যাম সুচেত । বৃন্দাবন শোভা তৈখণে লেত ॥১

বসন্ত—

তরু তরু নব নব কিশলয় লাগি । সুকুসুম ভরে কত অবনত শাখী ॥
তহি শুক শারীক পিকু নিকু বোল । কুঞ্জ নিকুঞ্জ ভ্রমর করু রোল ।
অপরূপ শ্রীবৃন্দাবন মাঝ । সব ঋতু সঙ্গে বসত ঋতুরাজ ॥ধ্রু॥
বিকসিত কুবলয় কমল কদম্ব । মাধবী মালতী মিলি তরুলম্ব ॥
কাহা কাহা সারস হংস নিসান । কাহা কাহা দাদুরী উনমত গান ॥
কাহা কাহা চাতক পিউ পিউ ফুর । কাহা কাহা নাচত উমত ময়ূর ॥
গোবিন্দদাস কহ অপরূপ ভাঁতি । চৌদিশে হেরি কুসুমকর পাঁতি ॥২

জাতি শ্রী—

আওয়ে কুসুম বনি, রাই রমণী মণি,
ধনি ধনি বৃষভানু নবীন তনী ॥ধ্রু

অরুণ বসন বনি বরণ হিরণ মণি
অবনি উয়ল জনু সুথির সৌদামিনী ॥
বদন চাঁদ জিনি বচন অমিয়া কণি
হরিনীনয়ণী ধনী প্রাণ সহচরী গণি ॥
অরুণ চরণে মণি নূপুর ঝনঝণি
মুগধ গমনী ধনী গোবিন্দ দাস ভণি ॥৩

গুজ্জরী—

কুঞ্জে রমণীমণি আজ। বৈঠলি সখীক সমাজ ॥
মরম বেকত নাহি কেলি। ধৈরজ গহি রহি গেলি ॥
তহি সখী কোউ সিয়ানী। পুছই চপল চিত জানি ॥
তব ঘনশ্যামে নেহারি। লহু লহু কহু সুকুমারী ॥৪

শ্রীগান্ধার—

শ্রবণে শুনলু হাম কানক নাম। ধায়ল চপল নয়ন তছু ঠাম ॥
চিরদিন ফণি মণি মণ্ডল ঠাম। পেখলু নটবর সো ঘনশ্যাম ॥
এ সখি ! কো জানে পুন কথি লাগি। তদবধি হৃদয়ে জলত মঝু আগি ॥ধ্রু॥
মোরে হেরি করু ছিরিদামক কোর। তৈছন করইতে মঝু মন ভোর ॥
দুহুঁ ভুজ বন্ধন দুহুঁ করু কেরি। মঝু লোচন ঝরু সো মুখ হেরি ॥
নারী শুনয়ে যবে তৈছন যোগ। জানলু তবহি জনম ফল ভোগ ॥
অতএ সে কি ফল জীবন পাপ। গোবিন্দ দাস কহ মিটব সন্তাপ ॥৫

পুনঃ শ্রী—

এ সখি ! কহইতে কহই না জান। সো ফুলবন কাহে আজু ভেল আন ॥ধ্রু॥
মাধবী-পরিমলে মঝু মন দহই। মালতী হেরি নয়নজল গলই ॥
যূথিক পরশে চমক জনু আগি। রঙ্গণ সঙ্গে অঙ্গে জনু আগি ॥
তোড়তে কুমুদ সঘনে কর কাঁপি। কমলকে নামে জীউ দেই ঝাঁপি ॥

গরল সরিথ বরিখে মকরন্দ। নিশি দিশি কিশলয় লাগল ধন্দ॥
সহই না পারিয়ে অলিকুল-বোল। কোকিল কলরবে অতি উতরোল॥
দক্ষিণ পবন কাহে ভেল বাম। গোবিন্দ কহ দিনকর পরণাম॥৬

আভিরী—

সহচরী-বচনে রমণীমণি গোরী। প্রণমই দিনকর করযুগ জোরি॥
লহু লহু কহই হরহ হিয়দাহ। অচিরে মিলাওহ উহ নব নাহ॥
লোচন সফল তাহে যব পেখি। তা' বিনু জীবন বিফল করি লেখি॥
ভণ ঘনশ্যাম পূজহ দেই চিত। দিনকর তুরিতে করব তুয় হিত॥৭

পঠমঞ্জরী—

ভানু পূজত বৃষভানু-কিশোরী। সুলছন পেখি লখই চহুঁওরি॥
বৃন্দা বেগি গমন তহি জোই। পুছত কুশল যতনে কহু সোই॥
এ ধনি! কৈছে কয়লি তুহু যাগ। ঐছে সুপুরুষ মিলয়ে বহু ভাগ॥
কি কহব যব্ ধরি পেখল তোয়। তব্ ধরি নাহ ধৈরজপন খোয়॥
দেব ঘটায়ল তুয় সঞে লেহ। গুণইতে তোহে অবশ সব দেহ॥
অনুখণ দগধয়ে মদন দুরন্ত। তাহে বিষম ইহ সময় বসন্ত॥
তুয় বিনু স্বপনে আন নাহি ভায়। শুনইতে ঐছন পুলক ভরু গায়॥
চললহি ললিত শিঙ্গারিণী রাই। কহু ঘনশ্যাম শ্যাম-পয়ে যাই॥৮

বসন্ত—

গোরী শুভ গমন শুনি হরষ হিয় মাহ। বসই বাসন্তী কুঞ্জে রসিক নাহ॥
বিরচি সময়োচিত সুবেশ রস ভাসি। আগুসরি চলত গতি ললিত মৃদু হাসি॥
দূরে সঞে নিরখি পগ ধরই নাহি যাত। হরল দিঠি নিমিখ ঘন পুলক ভরু গাত
ঐছে নব রমণীমণি দূর সঞে হেরি। মুদিত মন ভণত ঘনশ্যামে বহু বেরি॥৯

বসন্ত—

পেখহ নব নাগর কিয়ে মুরুতি ঋতুরাজ।

বিরচিত নব বিবিধ কুসুম,　　　পল্লব অবতংস সুষম,
　শিরে শিখিপিঞ্ছা তিলক সুকেশর সুবসন সাজ ॥ধ্রু॥
ঝলকত মুখকমল ললিত,　　　অলকাবলি অলি বলয়িত,
　চঞ্চল নয়নাঞ্চলে দলে কুলবতীকুল-লাজ ॥
মনমথময় মধুর দেহ　　　বরষত ঘনশ্যাম নেহ
　কৈছে ধরব ধৈরজ কহ কি করই হিয় মাঝ ॥১০

ধানশী—

সুন্দরী অতি　　অথির হেরি　　সহচরী চহুঁ পাশ।
ভাসত সুখে　　হাসি মধুর　　ভাখত মৃদু ভাষ ॥
এ ধনি ! ধর　　ধৈরজ অব　　ঐছে উচিত হোয়।
বারহ দিঠি　　অঞ্চল বসনাঞ্চলে　　মুখ গোয় ॥
ওড়নী উঢ়ি　　লেহ বিপুল　　পুলকালয় গাত।
অবনত শির　　সঞ্চর অরু　　বিরমহ ইহ বাত ॥
পৈঠহ ঝট　　কুঞ্জ ভবন　　সাজল ঋতুরাজ।
নরহরি কহ　　কানু চপল　　ভেটব পথ-মাঝ ॥ ১১

শ্রীরাগ—

সুন্দরী-দরশে অথির নবনাহ।　　ভেটল কুঞ্জভবন পথমাহ ॥
পরশক আশে যতন কত কেল।　　কর গহি কুসুম শেজে লই গেল ॥
করইতে কোরে করই অনুবন্ধ।　　চৌকি রমণীমণি হসই সুছন্দ ॥
চুম্বত চারু কমলমুখ মোরি।　　মাধব লুবধ মধুপ নাহি ছোরি ॥
কঞ্চু উঘারি ধরই কুচে পাণি।　　ধনী কর বারি, বেকত নহু বাণী ॥
পহিল মিলন কি ললিত দুহু রঙ্গ।　　ভণ ঘনশ্যাম এ মদন-তরঙ্গ ॥১২

বসন্ত—

গোরী শ্যাম　　সরস লসত　　অমন্দ মন্দির মাহ।

হোত তিলে তিলে	রঙ্গ নিরুপম	বিপিনে ভরল উছাহ ॥
তরুণ তরুকুল	বল্লি নূতন	পত্র কুসুম-বিকাশ।
মত্ত মধুকর	পুঞ্জ মঞ্জুল	গুঞ্জে ভ্রমি চহুঁ পাশ ॥
কুহকে কুহু কুহু	কোকিলাবলি	ভখই মুকুল রসাল।
ললিত পিঞ্ছ পসারি	ছবি সঞে	নাচি ফিরু শিখিজাল ॥
শারি শুক নব	চরিত গাওত	সফল সময় বসন্ত।
ভণত ঘন ঘন-	শ্যাম কৌতুক	লখব রহি কি একান্ত ॥১৩॥

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীরাধিকায়াঃ পূর্বরাগে সংক্ষিপ্তসম্ভোগবর্ণনং নাম ত্রিপঞ্চাশত্তম আস্বাদঃ ॥৫৩।৪৫৩

পুনস্তৎ স্বাপ্নসংক্ষিপ্তসম্ভোগ-পূর্বকং যথা—

তৎ স্বাপ্নসংক্ষিপ্তসম্ভোগঃ—উজ্জ্বলে (১৫।২১০—২১২)

স্বপ্নে প্রাপ্তিবিশেষোহস্য হরের্গৌণ ইতীর্য্যতে।
স্বপ্নো দ্বিধাত্র সামান্য-বিশেষত্বেন কীর্ত্তিতঃ ॥
সামান্যঃ স তু যঃ পূর্বং কথিতো ব্যভিচারিষু।
বিশেষঃ খলু জাগর্য্যা-নির্বিশেষো মহাদ্ভুতঃ।
ভাবোৎকণ্ঠাময়ো হ্যেষ চতুর্ধা পূর্ববন্মতঃ ॥

সখী শ্রীরাধিকাং প্রাহ— (ধানশী)

এ নব রমণীমণি রাই।	এমন কথনু দেখি নাই ॥
অনুখণ বসি নিরজনে।	আঁখি মোদ কাহার ধিয়ানে ॥
ঘন ঘন অঙ্গ মোড়া দিয়া।	তিলেক ধরিতে নার হিয়া ॥
পুলক ঝাঁপিছ নীলবাসে।	মুখানি হাসিছে বিনি হাসে ॥
কোন কিছু নাহি ভয় মনে।	বোলো হে এমন হৈলা কেনে ॥
শুনি কহে লাজ তিয়াগিয়া।	নরহরি-পানেতে চাহিয়া ॥১

শ্রীমত্যাহ—　　(বিভাষ)

কি পেখিনু নিশির স্বপনে।

এক পুরুষবর　　তনু নব জলধর　　হাসিয়া করয়ে আলিঙ্গনে ॥ধ্রু॥
শরদ পূর্ণিমাচান্দ　　জিনিয়া বদন ছান্দ　　মোর ঘরে করিয়া প্রবেশে।
মধুর মধুর বোলে　　যৈছন অমিয়া ঝরে　　মুখে মুখ দিয়া পুন হাসে॥
নবীন তুলসী দাম　　গাঁথা অতি অনুপাম　　আজানুলম্বিত গলে দোলে।
মাথায় বিনোদ চূড়া　　মালতী-মালায় বেড়া　　শিখিপুচ্ছ ঝলমল করে॥
কপালে চন্দনচাঁদ　　কামিনী মোহন ফাঁদ　　ভূষণে ভূষিত সব অঙ্গ।
বংশীবদনে বোলে　　অনেক ভাগ্যেতে মিলে　　এই ব্রজে নবীন অনঙ্গ ॥২

পুনঃ তোড়ী—

তোমারে কহিয়ে সখি! স্বপন-কাহিনী।
পাছে লোক মাঝে মোর হয় জানাজানি॥

শাঙন মাসের সে　　রিমি ঝিমি বরিষে　　নিন্দে তনু নাহিক বসন।
শ্যামল বরণ এক　　পুরুষ আসিয়া মোর　　মুখ ধরি করয়ে চুম্বন॥
বোলে সুমধুর বোল　　পুন পুন দেই কোল　　লাজে মুখ রহিলু মোড়াই।
আপন করয়ে পণ　　সবে মাগে প্রেমধন　　বোলে কিনো যাচিয়া বিকাই॥
চমকি উঠিল জাগি　　কাঁপিতে কাঁপিতে সখি! যে দেখিনু সেহো নহে সতি।
আকুল পরাণ মোর　　দুনয়ানে বহে লোর　　কহিলে কে যায় পরতীতি॥
কিবা সে মধুর বাণী　　অমিয়ার তরঙ্গিণী　　কত রঙ্গ ভঙ্গিমা চালায়।
কহে বসু রামানন্দে　　আনন্দে আছিলু নিন্দে　　কেনে বিধি চিয়াইলে তাঁয় ॥৩

আশাবরী—

ওগো সই স্বপনের কথা।　　কহিতে হিয়ায় বাঢ়ে ব্যথা॥
পাইয়া হারালু কালাচান্দে।　　তা' বিনু পরাণ মোর কান্দে॥
না দেখি না শুনি বড় যারে।　　সে আসি এমন কেনে করে॥

কোন্ বিধি এ নিন্দে নিন্দাইল। হেন সুখ কেনে বা ভাঙ্গিল॥
স্বপনে যে কৈলে হেন রীত। না জানি কি তাহার পিরীত॥
বারেক দেখিতে যদি পাই। তবে হিয়া-আনল নিভাই॥
মরি মরি নিছনি লইয়া। না বুঝি কাহার হেন পিয়া॥
নরহরি কহে তুয়া বিনে। স্বপনে সে আন নাহি জানে॥৪

শ্যামশ্রী—

বিনোদিনী সে স্বপন কহে। তিল আধ চিতে থির না রহে॥
সহচরী কত প্রবোধিয়া। কালিয়া নিকটে কহয়ে গিয়া॥
স্বপনে কি কৈলে বিষম কাজ। নিরমল কুলে পাড়িলে বাজ॥
কি আর বলিব যে দশা তার। পরাণ রাখিতে হৈল ভার॥
শুনি কানু অতি আতুর হৈয়া। নিকুঞ্জ-ভবনে চলিল ধায়া॥
বিনোদিনী হেরি কালিয়া পানে। উপজল লাজ, উলাস মনে॥
রসিকশেখর নাগররায়। অনিমিখ আখ্যে ও মুখ চায়॥
কত না আদরে করয়ে কোরে। বিলসে বিপুল রসের ভরে॥
নরহরি আশা করয়ে চিতে। দেখিব কি সুখ সখীর সাথে॥৫

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীরাধিকায়াঃ পূর্ব্বরাগে সংক্ষিপ্তসম্ভোগবর্ণনং নাম চতুঃপঞ্চাশত্তম আস্বাদঃ॥ ৫৪।৪৫৮

পুনস্তৎ স্বাপ্নসম্ভোগ-পূর্বকং—
সখী শ্রীরাধিকাং প্রত্যাহ— **(তোড়ী)**

ওহে বিনোদিনি রাই! গোপহ কি নিধি পাই॥
ধৈরজ না ধর চিতে। মজিলা কাহার সাথে॥
বোলহ মরম মোহে। ইথে কি সরম তোহে॥
শুনি ধনী সুখে ভাসে। কহে নরহরি দাসে॥১

শ্রীমত্যাহ— **(শ্রীরাগ)**

সজনি ! রহিতে নারিনু কুলে।

না দেখি না শুনি এমন দেবতা যুবতি দেখিয়া ভুলে ॥ধ্রু॥
নিশির স্বপনে চাঁদ উপরাগ হেরিয়ে মন্দিরে বসি ॥
হেনই সময়ে সে নব দেবতা মোরে গরাসল আসি ॥
গরাস তরাসে আকুল হইয়া মুরুছি পড়িনু ভূমে।
তোর নাম ধরি কত না ডাকিলু শুনি না শুনিলি কাণে ॥
আমার বিতথা সে নব দেবতা হাসিয়া ভুলিল রঙ্গে।
চন্দন বসন সব আভরণ স্বপনে দিয়াছি অঙ্গে ॥
শাশুড়ী ননদী ঘরে নোর বাদী কি জানি কি হৈল মোরে।
জ্ঞানদাস কহে আমরা থাকিতে কিবা পরমাদ তোরে ॥২

তোড়ী—

মনের মরম কথা তোমারে কহিয়ে তথা শুন শুন পরাণের সই।
স্বপনে দেখিলু যে শ্যাম বরণ দে' তাহা বিনু আর কারু নই ॥
রজনী শাঙন ঘন ঘুনদে আগর জন ঝন ঝন শবদে বরিষে।
পালঙ্কে শয়ন রঙ্গে বিগলিত চির অঙ্গে নিন্দ যাই মনের হরিষে ॥
শিখরে শিখণ্ড রোল মত্ত দাদুরি বোল কোকিল কুহরে কুতূহলে।
ঝিঝা ঝিনিকি বাজে ডাহুকি সে গরজে স্বপন দেখিনু হেন কালে ॥
মরমে পৈঠল সেহ হৃদয়ে লাগল দেহ শ্রবণে ভরল সেই বাণী।
দেখিয়া তাহার রীত যে করে দারুণ চিত ধিক রহু কুলের কামিনী ॥
রূপে গুণে রসসিন্ধু মুখছটা জিনি ইন্দু মালতীর মালা গলে দোলে।
বসি মোর পদতলে গায় হাত দেই ছলে 'আমা কিনো বিকাইলু' বোলে
কিবা সে ভুরুর ভঙ্গ ভূষণের ভূষণ অঙ্গ কাম মোহে নয়ানের কোণে।
হাসি হাসি কথা কয় পরাণ কাড়িয়া লয় ভুলাইতে কত রঙ্গ জানে ॥

রসাবেশে দেই কোল মুখে নিরসে বোল অধরে অধর পরশিল ॥
অঙ্গ অবশ ভেল লাজ ভয় মান গেল জ্ঞানদাস ভাবিতে লাগিল ॥৩

পুনঃ সুহই—

ওগো এই নিশি-অবসানে। কিছু নিন্দে ঝাঁপিছে নয়ানে॥
হেন বেলে দেখিনু স্বপন। ঘরে সামাইল এক জন॥
কত না ভঙ্গিমা পরকাশে। আসিয়া বসিল মোর পাশে॥
সে নব বয়স রসনিধি। কিরূপে গড়িল কোন্ বিধি॥
মেঘের বরণ তনু তায়। কত না মদনে মুরুছায়॥
কত সুধা উগারে হাসিতে। যুবতি না জীয়ে চাহনিতে॥
সজনি! কি কব তার কথা। ঘুচায় শ্রবণ-মন-বেথা॥
কত না আদর করি মোরে। বাহু পসারিয়া করে কোরে॥
শিশির শীতের পারা কাঁপে। ঘন ঘন মুখে মুখ ঝাঁপে॥
লাজে কিছু বলিতে না পারি। অমনি রহিনু মুখ হেরি॥
চিনিতে নারিনু তারে যেন। মজাইলে জাতি কুল হেন॥
নরহরি কহে ওই কানু। ওনা জানে আন তুয়া বিনু॥৪

ধানশী—

স্বপন-কাহিনী রাই কহিতে কহিতে। ধরিতে নারয়ে হিয়া কত উঠে চিতে॥
বুঝিয়া মরমসখী চলে কানু-পাশে। কহয়ে সকল কথা কত না উলাসে॥
শুনিতে শুনিতে কালা চলিলা তখুনি। যেখানে আছয়ে রাই রমণীর মণি॥
দুরাদুরি দোঁহে দোঁহা দেখি আঁখি ভরি। রসের সায়রে ভাসে ভণে নরহরি॥৫

ভূপালী—

কালা আসিয়া রাইয়ের পাশে।
কত না আদরে কহি কত কথা মধুর মধুর হাসে॥

ধনী লাজে অবনত হৈয়া।
ঘুঘটে বদন ঝাঁপি মৃদু মৃদু হাসয়ে ও মুখ চা'য়া॥
কানু সে নব ভঙ্গিমা দেখি।
চিবুক পরশি চুম্বে চারু মুখ হিয়ার মাঝারে রাখি॥
দোঁহে বিলসে উলস হৈয়া।
নরহরি সহচরী সহ কিয়ে হেরিব গুপতে রৈয়া॥৬

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীরাধিকায়াঃ পূর্ব্বরাগে সংক্ষিপ্ত-সম্ভোগবর্ণনং নাম পঞ্চপঞ্চাশত্তম আস্বাদঃ ॥৫৫।৪৬৪॥

পুন স্তৎ সংক্ষিপ্ত-সম্ভোগরসোদ্গার-পূর্ব্বকং—[**সখী শ্রীরাধিকাং প্রত্যাহ**]

ধানশী—

আজু কেনে তোমা এমন দেখি। সঘনে অলসে ঝাঁপিছ আঁখি॥
অঙ্গ মোড়া দিয়া কহিছ কথা। না জানি কি আছে হিয়ায় বেথা॥
কিবা বা মনেতে লাগিয়াছে। দোষদিঠে কেবা দেখিয়াছে॥
সঘনে বসন না রহে গায়। রসের অঙ্কুর উপজে তায়॥
যদি না বোলহ লাজের কাজে। মরমী লোকের মরমে বাজে॥
কালা কানুর পথে যে জন যায়। বাতাসে মানুষ চমক পায়॥
তার ভাবে যদি এমন জানো। জ্ঞানদাস বোলে কেনে না মানো॥১

পুনঃ বরাড়ী—

চলিতে না পারো রসের ভরে। আলস নয়ন অলপ ঝরে॥
ঘন ঘন তুমি বাহিরে যাও। আনছলে কত কথা বুঝাও॥
না জানিয়ে কিবা অন্তর সুখে। আঁচরে কাঞ্চন ঝলক মুখে॥
মরম পিরীতি বেকত অঙ্গ। তিলেক সোয়াথ না দেয় অনঙ্গ॥
কালা বরণ দেখি চমকি চাও। ভাবে বিয়াকুল ওর না পাও॥

কপোলে পুলক বেকত দেখি। প্রেমকলেবর সতত সাথী ॥
জ্ঞানদাস অনুভবিয়া গায়। রসের বেভার লুকান না যায় ॥

পুনঃ শ্রীরাগ—

সুন্দরি ! বুঝিলু তোমার ভাব।

প্রেম রতন গুপতে পাইয়া ভাড়িলে কি হবে লাভ ॥ধ্রু॥
আনছলে কহ আনের কথা বেকত পিরীতি রঙ্গ।
রসের বিলাসে অঙ্গ ঢর ঢর রঙ্গিত রং তরঙ্গ ॥
ভাবের ভরে চলিতে না পারো বচন হইলা হারা।
কানুর সনে নিকুঞ্জ-ভবনে রঙ্গেতে হৈয়াছ ভোরা ॥
পুছিলে মনের মরম না কহ এবে ভেল বিপরীত।
বলরাম কহে কি আর বলিব ভাবেতে মজিল চিত ॥৩

ধানশী—

ভাবের আবেশে বিনোদিনী। হাসি মিশাইয়া কহে সুমধুর বাণী ॥
সই তোরে বলিতে কি লাজ। ভেটিলু কালিয়া বিধু নিধুবনমাঝ ॥
ভয়ে না যাইয়ে তার পাশে। সে করে কাকুতি কত পরশের আশে ॥
কি মোহিনী কৈলে চাহনিতে। কখন করিল কোলে নারিলু জানিতে ॥
ঘন ঘন মুখে মুখ দিয়া। পরাণ পাইলু বলি উমড়য়ে হিয়া ॥
সে নব পিরীতি সোঙরিতে। নরহরি কি কব, কত না উঠে চিতে ॥৪

ধানশ্রী—

শুনি ধনী বচন-বিলাস। সখী মুখে হাসিয়া কহয়ে মৃদুভাষ ॥
পরাণ সেঁাপিলা সই যারে। না বুঝিয়ে করহ কিসের ভয় তারে ॥
তুমি তার নয়ানের তারা। তোমা বিনে তিলেকে সকল হয় হারা ॥
তোমারে জপয়ে দিবারাতি। কি আর বলিব সে না পিরীতি মুরুতি ॥
পুন তুয়া পরশন লাগিয়া। না জানিয়ে কেমন হইছে তার হিয়া ॥

চল যাই যমুনা-সিনানে।　　নরহরি কহে কানু আছে সেইখানে ॥৫॥

শ্রীরাগ—

গুরুজন-অনুমতি মতে।　　সখী সহ চলয়ে যমুনা সিনাইতে ॥
বিনোদিনী রসের আবেশে।　　চলিতে চঞ্চল আঁখি চাহে চারিপাশে ॥
তীরে তরুতলে গিয়া রাই।　　ধরিতে নারয়ে হিয়া কানু-পানে চাই ॥
রাইরূপ নিরখিয়া কানু।　　মদন বিভোর ঘন পুলকিত তনু॥
কতনা কৌতুকে সখীগণে।　　দোঁহে মিলাইল নব নিকুঞ্জ ভবনে ॥
নব নব দোঁহার বিলাস।　　দুহুঁ প্রেম নিছনি এ ঘনশ্যাম দাস ॥৬

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীরাধিকায়াঃ পূর্ব্বরাগে
সংক্ষিপ্ত-সম্ভোগ-রসোদ্গারে
সংক্ষিপ্ত সম্ভোগরসোদ্গার-বর্ণনং নাম ষট্পঞ্চাশত্তম আস্বাদঃ ॥৫৬॥৪৭০॥
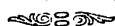
পুনস্তদ্রসোদ্গারপূর্বকং— [সখী শ্রীরাধিকাং প্রত্যাহ]

গান্ধার—

কাহে কানু ঘন ঘন　আয়ত যাওত　ফিরি ফিরি বয়ন নেহারি।
হাসি হাসি মুখশশী　উগারে অমিয়া রাশি　তোহে কিয়ে কয়ল পুছারি ॥
সখি হে! কহ কিছু বচন-বিশেষ।
হেন অনুমানি চিতে　না জানি কাহার ভিতে　আছয়ে পিরীতিলব লেশ ॥ধ্রু॥
সহজে রসিকরাজ　অলখিত সব কাজ　অনুভবি ওর নাহি পাই।
যাহার নয়ান-শরে　জাতিকুলশীল হরে　ভাগ্যে ভাগ্যে আমরা এড়াই ॥
একই নগরে বৈসে　কখন এদিগে আইসে　দেখি শুনি কাঁপয়ে পরাণ।
জ্ঞানদাস শুনি বোলে　কহ দেখি কোন্ ছলে　করিতে না পারি অনুমান ॥১

পুনঃ ধানশী—

লহু লহু মুচুকি　হাসি চলি আয়লি　পুন পুন হেরসি ফেরি।
জনু রতিপতি সঙ্গে　মিলল রঙ্গভূমে　ঐছন কয়ল পুছেরি ॥

ধনি হে ! সমুঝল এ সব বাত।

এতদিনে তোহারি মনোরথ পূরল ভেটলি কানুক সাথ ॥ধ্রু॥
যব তোহে সখীগণ নিরজনে পুছল তব তুহুঁ ছাপলি কাহে।
অব বিহি সো সব বেকত কয়লরে কৈছনে গোপবি তাহে ॥
চোরিক বচন কহত সব গুরুজন সো সব পাওলু সাথী।
দশদিন দুরজন সুজনে একদিন আজু পেখলু নিজ আঁখি ॥
হাম সব নিজজন কহসি রাতিদিন সো সব সমুঝলু কাজে ॥
জ্ঞানদাস কহ সখি ! তুহু বিরমহ রাই পায়ল বহু লাজে ॥২

পুনঃ কামোদ—

রূপ কলা গুণ সব সম্পূরণ ঐছে কানুবর নাহা ॥
আছিল আমার চিতে তুয়া সহ মিলাইতে ভালে ভেল ভাল নিরবাহা ॥

সখি হে ! কাহে তুহু মানসি লাজে।

বিহি-পরসাদে সাধ সব পূরল বুঝলু মু অদভুত কাজে ॥ধ্রু॥
যাক কাহিনী তুহুঁ ছাড়ি আন দিন আন শুনসি নাহি কাণে।
বচন রচন করি সব উলটায়সি আজু দেখি আন সন্ধানে ॥
সব অনুচিত রীত তুয়া অন্তর বয়ন ঝাঁপয়ি এক হাতে।
জ্ঞানদাস কহ বচন আন নহ কো পাতিয়ায়ব তাতে ॥৩

পুনঃ শ্রীরাগ—

এ ধনী শুনইতে তুয়া মৃদু ভাষ। কয়লু মো তোহে কতহি পরিহাস ॥
হামারি শপথ না বয়ন কর হেঠ। ভণহ কৈছে তা সঞে ভেল ভেট ॥
নিজজনে লাজ উচিত নাহি হোয়। পুন তাহে যতনে মিলায়ব তোয় ॥
ঐছে বচনে ধনী লহু লহু হাসি। নরহরি হেরি কহই রসে ভাসি ॥৪

শ্রীমধ্যাহ্ন— (গুর্জ্জরী)

শুন সজনি ! ও নব নাগররাজ। মূল বিনু পরধন মাগয়ে বিয়াজ ॥ধ্রু॥

একদিন হেরি হেরি হাসি যায়। আরদিন নাম ধরি মুরলী বাজায়॥
আজু অতি নিয়ড়ে কয়ল পরিহাস। না জানি এ গোকুলে কাহার বিলাস॥
অতি পরিচয় দেখিয়ে আন কাজ। না করয়ে সম্ভ্রম না করয়ে লাজ॥
আপনা নেহারি নেহারে তনু মোর। দেই আলিঙ্গন হোই বিভোর॥
খেণে খেণে বৈদগধি কলা অনুপাম। অধিক উদার দেখিয়ে পরিণাম॥
বিদ্যাপতি কহে আরতি ওর। বুঝিয়া না বুঝহ ইহ রসবোল॥৫

পুনঃ ধানশী—

এ সখি! কি বুঝব সো রসমেহ। বরিষয়ে সঘনে কি সুমধুর লেহ॥
তাক বিলাস কহই নাহি ফুর। বহু ভয় লাজ অচিরে করু দূর॥
হিয় মাহা যবহি হোত পরকাশ। ধৈরজ ধরম তবহি করু নাশ॥
তা বিনু জীবইতে সংশয় হোই। ভণ ঘনশ্যাম ঐছে ভেল সোই॥৪

দেশপাল—

ধনী বিধুবদনে অমিয় মৃদু হাস। পিবইতে সহচরী পরম উলাস॥
তৈখণে গুরুজনে অনুমতি নেল। পশুপতি-পূজনে গোরী লই গেল॥
পৈঠল ললিত কুঞ্জবন মাঝ। তহি রহু শ্যাম সুবর রসরাজ॥
ধনীক ধিয়ানে ধিরজ-পন খোয়। বিলপই পিয়া কি মিলব পুন মোয়॥
ঐছে ভণত শুনি নূপুর রাব। চৌকি চপল দিঠে চহুদিশ ধাব॥
আওত গোরী গমন অনুপাম। তাকর নিয়রে হরষে চলু শ্যাম॥
আদরে কর গহি কয়লহি কোর। চুম্বই বদন মদনমদ ভোর॥
দুহুঁক মিলনে পুলকিত সখীদেহ। নরহরি নিছনি নিরখি ইহ লেহ॥৭॥

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীরাধিকায়াঃ পূর্ব্বরাগে
সংক্ষিপ্তসম্ভোগরসোদ্গারে সংক্ষিপ্তসম্ভোগবর্ণনং নাম
সপ্তপঞ্চাশত্তম আস্বাদঃ॥৫৭॥৪৭৭॥

পুনস্তত্রসোদ্গারঃ— [সখী শ্রীরাধিকাং প্রত্যাহ]

ললিত ধানশী—

দেখিতে দেখিয়ে আনহি ছান্দে। কিবা লাগিয়াছে মদন ফান্দে ॥
সহজে কানুর চরিত যে। তা দেখি জগতে না ভুলে কে ॥
এ ধনি! তোমারে বলিব কি? প্রেম পরসঙ্গ দেখিতেছি ॥
নহিলে এমন চরিত নয়। আনছলে এত কথা কি কয় ॥
হাসির মিশালে চাহনি আন। তা দেখি কাহার না হয় ভান ॥
জ্ঞানদাস অনুভবিয়া গায়। রসের বেভার লুকান না যায় ॥১

পুনঃ ধানশী—

নিতি নিতি দেখিয়ে না কহি লাজে। অনুভবে জানলু অদভুত কাজে ॥
তুহুঁ বরনারী চতুরবর কান। মরকতে মিলল কনক দশবাণ ॥
এ ধনি এ ধনি! বহু পরিহার। নিজজন জানি কাহে না কহ বেভার ॥
খেণে খেণে অলসে মুদসি আধ আঁখি। নিজ তনুছাহে চাহি কর সাখী ॥
জলধর হেরইতে ভেলি চমকিত। শ্যামরচান্দে চোরায়ল চিত ॥
খেণে পুলকিত তনু রহসি সম্ভারি। মৃগমদ উরুজে যতনে চোরে বারি' ॥
কয়ল কবরি উরহি উলটায়। জ্ঞানদাস কহে কাহে লুকায় ॥২

পুনঃ তোড়ী—

হাসি হাসি বয়ন লুকায়সি রাই। শ্যাম সুনাগর রস অবগাই ॥
অন্তরে অন্তরে পিরীতি নিরবন্ধ। লাজ কপাট কয়ল মুখবন্ধ ॥
এ সখি এ সখি! মানহ মোয়। পরতেক জানি পুছলু হাম তোয় ॥
তিলে তিলে প্রতি অঙ্গে পরতেক হোই। তুখ বিন্দু তুহুঁ দিঠি লহু লহু রোই ॥
নিতি নিতি সমুচিত সমুঝিয়ে অঙ্গ। আজু আন রীত দেখিয়ে আর রঙ্গ ॥
কহইতে না কহসি মোড়সি অঙ্গ। বহু পরসাদ হি কয়ল অনঙ্গ ॥
মন-পরিতোষ দোষ নাহি দেহ। জ্ঞানদাস কহ নব নব লেহ ॥৩

পুনঃ শ্রীরাগ—

কহইতে লাজ করহ কাহে গোরি। কানুক নবীন নেহে ভেলি ভোরি॥
শুনি ধনী সহচরী বচন-বিলাস। মৃদু মৃদু হাসি ভণই মৃদু ভাষ॥
এ সখি! সরম ভরম তুয়া হাত। তোহে না কহব ঐছে নাহি বাত॥
জানসি মরম পুছসি পুন মোয়। তাকর লেহ কহই নাহি হোয়॥
মোহে দরশি রসে হসই সুছন্দ। করইতে কোরে করই অনুবন্ধ॥
লাজে পলটি যব পদ দুই চারি। তব করযুগ যুগচরণে পসারি॥
পরশে হরষে তনু থরহরি কাঁপি। পায়ত কত নিধি মুখে মুখ কাঁপি॥
সো সব গুণত কি করু মঝু ছাতি। ভণ ঘনশ্যাম তাক ইহ ভাতি॥৪

তিরোতিয়া ধানশী—

সুন্দরী বচন ভঙ্গি রস ঝরই। পৈঠত শ্রবণে শ্রবণ মন হরই॥
সখী সুখ বরখি পরস্পর নয়নে। বিরচল ছল লেই চলু ফুল-চয়নে॥
মঞ্জু গমনী ধনী সখী সহ চলই। উপনীত কুসুম বিপিন ঘন কলই॥
তহি রহু শ্যাম জলদ তনু ঝলকে। অলখিত লখত তেজল দিঠি পলকে॥
পুলকি রহল হনি মঞ্জুল বরণী। থির বিজুরি জনু বিলসত ধরণী॥
কানুক নয়ন পড়ত ধনি-বয়নে। পাওল নিধি কি প্রেম ঝরু নয়নে॥
চলল আগুসরি কি মধুর চলনা। হোত সমীপগত সচকিত ললনা॥
ভুজ গহি কোরে করত অতি উলসে। চুম্বত বদন মদনমদে বিলসে॥
খঞ্জননয়নী মৌন গহি রহই। মাধব তবহি হাসি কত কহই॥
ইহ নব চরিত নিরখি সখী নগনা। নরহরি নিছনি এ নিরুপম লগনা॥৫॥

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীরাধিকায়াঃ পূর্ব্বরাগে
সংক্ষিপ্তসম্ভোগ-রসোদ্গারে সংক্ষিপ্ত-সম্ভোগবর্ণনং নাম
অষ্টপঞ্চাশত্তম আস্বাদঃ ॥৫৮।৪৮২॥

পুনস্তৎসোদ্গারঃ— [সখী শ্রীরাধিকাং প্রত্যাহ]

পঠমঞ্জরী—

আজু কেনে তোমা এমন দেখি। সঘনে ঢুলিছে অরুণ আঁখি॥
অঙ্গ মোড়া দিয়া কহিছ কথা। না জানি অন্তরে কি ভেল ব্যথা॥
সঘনে গগনে গণিছ তারা। দেব অবঘাত হইয়া পারা॥
যদি বা না কহ লোকের কাজে। মরমি জনার মরমে বাজে॥
আঁচরে কাঞ্চন ঝলকে দেখি। প্রেম কলেবর দিয়াছে সাখী॥
বিদ্যাপতি কহে এ কথা দঢ়। গোপত পিরীতি বিষম বড়॥১

পুনঃ বিভাষ—

চৌদিকে চকিত নয়নে ঘন চাহসি ঝাঁপসি ঝাঁপল অঙ্গ।
বচনক-ভাতি বুঝই নাহি পারিয়ে কাঁহা শিখলি ইহ রঙ্গ॥
সুন্দরি ! কি ফল এ পরিজনে বাঁচি।
শ্যাম সুনাগর গোপত প্রেমধন জানলু হিয়মাহা সাঁচি॥ধ্রু॥
এ তুয়া হাস মরম পরকাশই প্রতি অঙ্গ ভঙ্গিম সাখী।
গাঠিক হেম বদন মাহা ঝলকই এতদিনে পেখলু আঁখি॥
গহন মনোরথ পন্থ নেহারসি জাতলি মনমথরাজ।
গোবিন্দ দাস কহই ধনি ! বিরমহ মৌনহি সমুঝল কাজ॥২

পুনঃ ধানশী—

এ সখি ! অনুচিত লাজ। দৈব কয়ল তুয়া সমুচিত কাজ॥
হোয়ব লেহ নিরবাহ। তুহুঁ রসময়ী উহ রসময় নাহ॥
তাকর দরশন কেলি। কহ কহ কৈছে কতহি সুখ ভেলি॥
শুনি ধনি ভঙ্গি বিথারি। লহু লহু কহু ঘনশ্যামে নেহারি॥৩॥

শ্রীমত্যাহ— (সুহই)

আধক আধ আধ দিঠি অঞ্চলে যব ধরি পেখলু কান।

কত শত কোটি কুসুম-শরে জরজর রহত কি যাত পরাণ ॥
সজনি ! জানলু বিহি মোহে বাম।
দুউ লোচন ভরি যো হরি হেরই তছু পয়ে মঝু পরণাম ॥ধ্রু॥
সুনয়নী কহত কানু ঘনশ্যামর মোহে বিজুরি সম লাগি।
রসবতী তাক পরশ-রস মাগয়ে হামারি হৃদয়ে জনু আগি ॥
প্রেমবতী প্রেম লাগি জীউ তেজই জীবন-রাখত মঝু সাধ।
গোবিন্দ দাস কহই শ্রীবল্লভ জানই রসমরিযাদ ॥৪

পুনঃ গান্ধার—

দরশনে লোর নয়নযুগে ঝাঁপ। করইতে কোরে দোউ ভুজ কাঁপ ॥
দূর কর এ সখি ! সো পরসঙ্গ। নামহি যাক অবশ করু অঙ্গ ॥ধ্রু॥
চেতন না রহ চুম্বন-বেলি। কো জানে কৈছে রভসরসকেলি ॥
যো ধনী মান সুরত অধিদেবী। তা কর চরণ কমল পয়ে সেবি ॥
কানুক পরশে যতহু অনুভাব। অনুভবি আপ পরহু সমুঝাব ॥
তবহু জগত ভরি অকীরতি এহ। রাধা মাধব অবিচল লেহ॥
এ কিয়ে সুদৃঢ় কিয়ে পরিবাদ। গোবিন্দ দাস কহ না ভাঙ্গে বিবাদ ॥৫

সখী আহ— (**বরাটি**)

যাহা দরশনে তনু পুলকিনী ভরই। যাহা কর-করষণে টুটত বলই ॥
যাহা পরিরম্ভণে অম্বর খলই। যাহা ঘন চুম্বনে বদন না টলই ॥
এ সখি ! মানিয়ে হরিসঞে মেলি। যব হোয় এ হেন মনোভব-কেলি ॥ধ্রু॥
যাঁহা কিঙ্কিণী মণি কঙ্কণ বলই। যাঁহা নখ বিলিখনে দুহুঁ তনু দলই ॥
যাঁহা মণি নূপুর তরলিত কলই। যাঁহা ঘনচন্দন শ্রমজলে গলই ॥
যাঁহা নাহি ঐছন রস নিরবহই। তাঁহা পরিবাদ গোবিন্দদাস কহই ॥৬

ধানশী—

শুনি ধনী সহচরী বচন বিলাস। সুমধুর হাসি বদনে দেই বাস ॥

তৈখণে দূতী কানু পয়ে যাই। লহু লহু কহই কি কহব মাধাই ॥
ঘোষই জগতে সুযশ রসরাজ। তুয়া অপযশ অব ভেল সখীমাঝ ॥
কাহুক কোউ যবহি কছু দেত। সো পুন কবহি ফেরি নাহি লেত ॥
তুহুঁ যে কয়লি ইহ কছুঁ নাহি ভেলি। দেই তনু লেই চেতন পুন নেলি ॥
ইথে উপদেশ তোহে হাম দেব। স্বোঁপবি তনু মন পুন নাহি লেব ॥
ঐছে মিলবি দউ তনু তনু ছাঁদি। জনু না রহু পবন পরশ কি সাধি ॥
অচিরে ঘুচব তব ইহ পরিবাদ। তাকর সখীক পূরব সব সাধ ॥
দূতী বচন জনু অমিয় প্রবাহ। পৈঠত শ্রবণে ভবন তেজি নাহ ॥
চললহি রাই নিয়রে উপনীত। ভণ ঘনশ্যাম কি রসময় রীত ॥৭॥

কামোদ—

কানুক নিরখত গোরী। চঞ্চল নয়ন লাজে মুখ মোরি ॥
মাধব মধুরিম হাসি। করইতে কোরে কতহি রসে ভাসি ॥
চুম্বই চাঁদ বয়ান। কুচে কর ধরইতে হরই গেয়ান ॥
ঘন ঘন উরে উর ঝাঁপি। খোলত নীবিবন্ধন ঘন কাঁপি ॥
কুসুম শেজে তুহুঁ মেলি। বিলসত রঙ্গে কতহি সুখ ভেলি ॥
পূরল সখী মনকাম। ইহ নবলেহ নিছনি ঘনশ্যাম ॥৮

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীরাধিকায়াঃ পূর্ব্বরাগে
সংক্ষিপ্ত সম্ভোগরসোদ্গারে সংক্ষিপ্ত সম্ভোবর্ণনং নাম
ঊনষষ্টিতম আস্বাদঃ ॥৫৯॥৪৯০

পুনস্তদ্রসোদ্গারঃ—
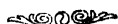
[সখী রাধিকাং প্রত্যাহ] ধানশী—

কহ কথি শ্যামরি ঝামরি দেহা। কৌন পুরুষ সনে ভ্যায়লি লেহা ॥
অধর সুরঙ্গ জনু নিরস পোণ্ডারা। কৌন লুটল তুয়া অমিয়া ভাণ্ডারা ॥

রঙ্গ পয়োধর অতি লৈ গোরা। মাজি ধয়ল জনু কনয় কটোরা॥
না যাইহ সোপিয়া তহ্লি এক গুণে। ফেরিয়া অলি তুহু পুরুবক পূনে॥
কবি বিদ্যাপতি ইহ রস জানে। রাজা শিবসিংহ লছিমা পরমাণে॥১॥

পুনঃ ভুপালী—

নব কুচে নখ দেখি জিউ মোর কাঁপে। জনু নব কমলে ভ্রমর করু ঝাঁপে॥
টুটল গীমক মোতিম হার। রুধিরে ভরল পিয়ে সুরঙ্গ পৌঙার॥
পুন না যাইহ ধনি! সো পিয় ঠাম। জীবন রহিলে পুরাইহ কাম॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি সুন্দরি! আজ। আনলে পুড়িলে পুন আনলে কাজ॥২

পুনঃ সুহই—

এ বিধুবদনি! রমণীমণি রাধে! সমুঝলু সো বিলসন বহু সাধে॥
পাওল তোহে রতন বহু রঙ্কা। ঐছে মুদিত না রহল কছু শঙ্কা॥
এতদিনে প্রকট হোয়ল নবলেহা। সাখী দেয়ত তুয়া সুমধুর দেহা॥
কৈছে মিলনে কহ কহ মঝু ঠামে। শুনি ধনী ভণই নিরখি ঘনশ্যামে॥৩

শ্রীমত্যাহ—　　(রামকেলী)

কি কহব রে সখি! কহইতে লাজ। যোই কয়ল সোই নাগররাজ॥
পহিল বয়স মঝু নাহি রতিরঙ্গ। দূতী মিলাওল কানুক সঙ্গ॥
হেরইতে দেহ মঝু থরহরি কাঁপ। সোই লুবধমতি তাহে করু ঝাঁপ॥
চেতন হরলু আলিঙ্গন বেলি। কি কহব কিয়ে কয়ল রসকেলি॥
হঠ করি নাহ কয়ল যত কাজ। সো কি কহব ইহ সখিনী-সমাঝ॥
জানসি তব কাহে করসি পুছারি। সো ধনী যো থির তাহে নেহারি॥
বিদ্যাপতি কহে না কর তরাস। ঐছন হোয়ত পহিল বিলাস॥৪

দেশী—

সুন্দরী কহইতে কানুক কেলি। অবিরল পুলক লাজগত ভেলি॥
গহি রহু মৌন চাহি চহু ওর। তৈখণে শুনল মুরলিরব থোর॥

থেহ না ধরই ভরই দিঠি বারি। কৈছে মিলব কছু না কহু উঘারি ॥
সহচরী হরষে বিরচি ছল তাঁহি। লেই চলল ধনী হরি রহু যাঁহি ॥
দুহুঁ দুহুঁ দরশে অবশ দুহুঁ দেহ। দোহে করু এক প্রবল নবনেহ ॥
কিয়ে দুহুঁ ভঙ্গি ভুবনে অনুপাম। দুহুঁ কর মিলন নিছনি ঘনশ্যাম ॥৫

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীরাধিকায়াঃ পূর্বরাগে
সংক্ষিপ্তসম্ভোগরসোদ্গারে সংক্ষিপ্তসম্ভোগবর্ণনং নাম
ষষ্টিতম আস্বাদঃ ॥৬০॥৪৯৫

পুনস্তদ্রসোদ্গারঃ— [সখী নায়িকাং প্রত্যাহ]
শ্রীরাগ—

সুন্দরি ! বেকত গোপন লেহা।
বঞ্চিতে আজু বচনে নাহি পারবি সাখী দেয়লি তুয়া দেহা ॥ধ্রু॥
সঘন অলস লখি তুয়া মুখমণ্ডল গণ্ড অধর ছবি মন্দ ॥
কত রস পান কয়ল রসমোহিত রাহু উগারল চন্দ ॥
জাগি রজনি দুহুঁ লোহিত লোচন অলস নিমীলিত ভাঁতি ॥
মধুকর কমল- কোরে জনু শোহত শুতি রহল মদে মাতি ॥
বেকত পয়োধরে নখরেখ ভূষণ তাহে পড়ল কচ ভারা ॥
নিজ রিপু বাল- কলানিধি হেরইতে মেটি পড়ল আঁধিয়ারা ॥
নব কবিশেখর কহই না পারই ঘোষ শপতি করি জানি।
কত শত বেরি চোরি করু গোপন বেরি একু বেকত বাণী ॥১

শ্রীমত্যাহ— **(মঙ্গল)**

সখি হে ! তোহে হামারি রহু সেবা।
ঐছন বাণী কবহুঁ জানি বোলবি জাতি মহত কিয়ে লেবা ॥ধ্রু॥
গোকুল নগরে কানু অতি লম্পট যৌবন সহজে হামারি।

তুহুঁ সখি রভসে　মোহে যদি বোলবি　লোক করব পতিয়ারা ॥
কেশর-কুসুম　হেরি হাম কৌতুকে　ভুজযুগে মেটল তাই ।
দাড়িম-ভরমে　পয়োধর উপরে　পড়লহু কীর লুভাই ॥
উভয় চকিত ভুজে　ইতি উতি পেখলু　তে বেশ ভৈগেল আন ।
ইথে পরিবাদ　কহসি মোহে বৈরিণী　ইহ কবিশেখর গান ॥২

গান্ধার—

কুঞ্জে রমণীমণি রাই ।
গোপই রজনি-　বিলাস আলীসঞে　করত বচনে চতুরাই ॥ধ্রু॥
তব তহি কানু　কুসুমছলে আয়ল　হেরইতে উপজল লাজ ॥
সহচরী হাসি　কহই কিয়ে সুঘটন　দৈব প্রকট করু আজ ॥
কৌতুক ঐছে　রচই সখী-ইঙ্গিতে　মাধব মদনে বিভোর ।
বিধুমুখী অবনত　বদন বিলোকত　কতহি যতনে করি কোর ॥
চুম্বই অধর　মধুর করে করসঞে　কুচ কঞ্চকি অনুপাম ।
বিলসই সুললিত　কেলি-তলপে দুহুঁ　লেহ নিছনি ঘনশ্যাম ॥৩

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীরাধিকায়াঃ পূর্ব্বরাগে সংক্ষিপ্তসম্ভোগরসোদ্গারে সংক্ষিপ্তসম্ভোগবর্ণনং নাম একষষ্টিতম আস্বাদঃ ॥৬১॥৪৯৮॥

পুনস্তদ্ রসোদ্গার—　**[সখী শ্রীরাধিকাং প্রত্যাহ]**

পঠমঞ্জরী—

পুছ মো এ সখি ! পুছ মো তোয় ।　কেলি-কলাবস কহবি মোয় ॥
বেশ ভূষণ তোর সব ছিল পূর ।　অলক তিলক মিটি গেলহি দূর ॥
কুসুমমাল সব ভেল ভিনভিন ।　অধরহি লাগল দশনক চিন ॥
কৌন অবুঝ হেন কুচে নখ দেল ।　হাহা শম্ভু ভগন ভই গেল ॥

অলসহি পূরল সকল হি গা। বসন লেই ঘন ঘন কবরা॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি! সব রস লেওল রসিক মুরারি॥১

ধানশী—

সুন্দরি! দূর করু লাজ। কহইতে না কর বিয়াজ॥
মরি মরি কো দুখ দেল। দেহ অবশ ভই গেল॥
নিন্দ রহল দিঠি লাগি। রজনি গোঙায়ল জাগি॥
ঐছে নিদয়পন কেল। সাচি অধর রস নেল॥
কমল-কলিক কুচে রেহ। হেরইতে জিউ নহ থেহ॥
শুনি ধনি সহচরী-বাণী। কহে গহি নরহরি-পাণি॥২

বিভাষ—

কি কহব রে সখি! রজনীক বাত। বহু দুখে গোঙায়লু মাধব সাথ॥
করে কুচ ঝাঁপয়ে অধরে মধু পান। বদনে দশন দিয়া বধয়ে পরাণ॥
নব যৌবন তাহে রসপরচার। রতিরস না জানয়ে কানু সে গোঙার॥
মদনে বিভোর কিছুই নাহি জান। কত যে মিনতি করি তভু নাহি মান॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি! তুহুঁ মুগধিনী সোই লুবধ মুরারি॥৩

সুহই—

এ সুবদনি! সমুঝলু সব কাজ। মাধব আজ পাওব বহু লাজ॥
অনুমতি বিনু এ কয়ল অতি দোষ। না বুঝে সুরত ইথে না করবি রোষ॥
যব নবকুঞ্জে মিলব উহ বেলি। দেখবি শিখাই সুরত রস কেলি॥
শুনি ধনা উলস লাজে লহু হাসি। ভণ ঘনশ্যাম কি রস পরকাশি॥৪

ধানশী—

সহচরী তবহি বিরচি চতুরাই। আনল কানু কুঞ্জে-যঁহি রাই॥
ধনী দরশাই হরষ হিয়মাহ। লহু লহু কহই কয়লি কিয়ে নাহ॥
যাকর দরশ কাহু নাহি হোয়। বহু পুণে তাক পরশ ভেল তোয়॥

তা সঞে ঐছে উচিত কিয়ে কেলি। অলসল দেহ অবশ ভই গেলি ॥
অরুণিম অধরে বিগত ভেল রাগ। বেকত রহল তুয়া দশনক দাগ ॥
কোমল কুচে দেয়লি নখরেখ। কঞ্চু উঘারি লখহ্ পরতেক ॥
অবুঝ কাজে উপজায়লি রোষ। জানহ্ যৈছে ক্ষেমায়হ্ দোষ ॥
শুনি সখী-বাণী উলসে ভরু গাত। রাইক চরণে ধরল নিজ মাথ ॥
কানুক রীত নিরখি নব গোরী। সুমধুর হাসি লাজে মুখ মোরি ॥
চঞ্চল নাহ রভস রস বঙ্ক। ভুজগহি ভুরি যতনে ভরু অঙ্ক ॥
বদনকমল মধু পিবইতে মাতি। কুসুমিত তলপে বিলসই সুভাঁতি ॥
ঝলকত দুহুঁক দেহ ছবিধাম। দুহুঁ কর রঙ্গ নিছনি ঘনশ্যাম ॥৫

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীরাধিকায়াঃ পূর্ব্বরাগে সংক্ষিপ্তসম্ভোগরসোদ্‌গারে সংক্ষিপ্তসম্ভোগবর্ণনং নাম দ্বিষষ্টিতম আস্বাদঃ ॥৬২॥৭।৫০৩॥

পুনস্তদ্রসোদ্‌গারঃ— [সখা নায়কাং প্রত্যাহ]

ললিত—

আজু কেনে হেন দেখি।
স্বরূপ করিয়া না কহ আমরা মনের মরম সখী ॥ধ্রু॥
আঁখি ঢুলু ঢুলু ঘুমেতে আকুল জাগিয়াছ বুঝি নিশি।
রসের ভরে অঙ্গ না ধরে বসন পড়িছে খসি ॥
এক কহইতে আন কহিছ বচন হইছ হারা।
রসিয়ার সঙ্গে কিবা রসরঙ্গে সঙ্গ হইয়াছে পারা ॥
ঘন ঘন তুমি মুড়িছ অঙ্গ সঘনে নিশাস ছাড়।
স্বরূপে কহিয়ে না কহসি ইহা মরমে কপট বড়।
ভালের সিন্দুর আধেক আছে নয়ান আধ কাজল ॥

চাঁদ নিঙাড়িয়া এমন করিয়া কেবা নিলে এ সকল ॥
কৃষ্ণপ্রসাদ কয় যে বোলো সে হয় ভালো ভুলাইলে কাজ।
সঙ্গের সঙ্গিনী বঞ্চিতে নারিয়া কিবা কর আর লাজ ॥১

পুনঃ সুহই—

এ সুবদনি ধনি আজ। কো কহু করইতে লাজ ॥
কি ফল এ পরিজনে বাঁচি। তেজি কপট কহ সাঁচি ॥
সো সুপুরুষ উহ বেলি। কৈছে কয়ল রসকেলি ॥
শুনি ধনী রজনী-বিলাস। কহে ঘনশ্যামর পাশ ॥২

শ্রীমত্যাহ— (বালা ধানশী)

কি কহব এ সখি! আজুক বিচার। সো সুপুরুষ মঝু কয়ল সিংগার ॥
ধরি পহুঁ হাসি আলিঙ্গন দেল। মনমথ অঙ্কুর কুসুমিত ভেল ॥
আঁচর পরশি পয়োধর হেরু। জনম পঙ্কু জনু ভেটল সুমেরু ॥
যব নীবিবন্ধ খসায়ল কান। আপন দিব তব যদি কছু জান ॥
রতিচিহ্নে জানলু কঠিন মুরারি। তোহারি পুণ্যে জীয়ল হাম নারী ॥
কহ কবিরঞ্জন সহজ মধুরাই। নাহক সুধামুখী গেও চতুরাই ॥৩

পুনঃ আশাবরী—

এ সখি! কি করব হাম অসিয়ানী। কানুক ঐছে চরিত নাহি জানি ॥
বহুপুণে বেগি হোয়ল নিশিভোর। ধকধক জীউ অবহি করু মোর ॥
এত কহি মৌন কয়ল অবলম্ব। ভাবে বেকত ভেল পুলক-কদম্ব ॥
সহচরী শুনি ধনী-রজনিবিলাস। মানি সফল জীউ বিপুল উলাস ॥
তৈখণে গুরু দুরুজন দিঠে বারি। তুরিতে মিলায়ল বিপিনবিহারী ॥
দুহুঁ দুহুঁ দরশে উপজে রসপুঞ্জ। ভণ ঘনশ্যাম বিলসে নবকুঞ্জ ॥৪

ধানশী—

আজু কি অপরূপ দুহুঁক বিলাস। তিলে তিলে উপজে কতহি অভিলাষ॥
করইতে কোরে যবহি পহুঁ কাঁপি। তব ধনী হাঁসি বসনে তনু ঝাঁপি॥
কুচে কর ধরইতে করে কর ঠেলি। চুম্বন বেরি ঘুঘট মুখে দেলি॥
ঐছে পরসপর পরশে বিভোর। নরহরি নিছনি লেহ নহু ওর॥৫

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীরাধিকায়াঃ পূর্ব্বরাগবর্ণনে
সংক্ষিপ্তসম্ভোগরসোদ্গারে সংক্ষিপ্ত-সম্ভোগবর্ণনং নাম
ত্রিষষ্টিতম আস্বাদঃ ॥৬৩॥৭॥৫০৮

পুনস্তদ্রসোদ্গারঃ— **[সখী শ্রীরাধিকাং প্রত্যাহ]**

ধানশী—

সুন্দরি! সমুঝলু সো বড় ভাগী। তো সঞে রজনি গোঙায়ল জাগি॥
অতএ তুয়া দিঠে অরুণিম ভেলি। কহ সই কৈছে রভসরসকেলি॥
পহিল সমাগমে উপজে তরাস। সো নাহি হোয়ল পূরল অভিলাষ॥
শুনি ধনী লাজে কমলমুখ ফেরি। লহু লহু কহু ঘনশ্যামরে হেরি॥১

শ্রীমত্যাহ— **(সুহই)**

না কহ না কহ মিছা অপবাদ। সহজ যৌবন তাহে কুলমরিয়াদ॥
সখী-পরসঙ্গে নিশি জাগলু হাম। বিপরীত হোয় জানি গুরুকুল ঠাম॥
ঐছে বচন পুন না কহবি মোয়। রভসহি বচন সাঁচি জনি হোয়॥
বিদ্যাপতি কহ ইথে কি বিচার। দিনে দিনে জগতে হোয়ব পরচার॥২

সখী আহ— **(পঠমঞ্জরী)**

এ সুবদনি ধনি রাই। শিখলি কাঁহা তুহুঁ ইহ চতুরাই॥
তুয়া তনু বেকত বিলাস। কো অছু বচনে করব বিশোয়াস॥
মন রহু অনত বিয়াপি। পুছইতে পরিজনে কপট আলাপি॥
ঐছে উচিত নহু কাজ। কহ ঘনশ্যামে করহ কাহে লাজ॥৩

তত্রঃ শ্রীমত্যাহ— (সুহই)

এ সখি ! কহইতে কহই না পারি। না বুঝি লাজ কাহে উপজে হামারি ॥
জানসি সো সুপুরুষ যিহি ভাঁতি। দরশে কি হরষ পরশে রস মাতি ॥
লহু লহু হাসি রভসে কত বোলি। চুম্বই বদনে ঘুঘট-পট খোলি ॥
তব হাম কপটে উলটি চলু থোর। তৈখণে চপল ধয়ল পগ মোর ॥
পায়ল নিধি কি পরশি পগপাণি। নিজ তনু নিছই সফল জিউ মানি ॥
ভণ ঘনশ্যাম সুযশ ইথে হোহি। ভুবনমোহনে তুহুঁ লেয়লি মোহি ॥৪

পুনঃ ধানশী—

এ সখি ! কি কহব তাকর রীত। জানলু সোই মুরুতিময় প্রীত ॥
যব কুচ কঞ্চু পরশে করু সাধ। তব হাম সমুঝি হাসি রহু আধ ॥
উপজল কৈছে উলস উহ বেরি। অনিমিখ নয়নে রহল মুখ হেরি ॥
ভণ ঘনশ্যাম তুলহ ইহ রঙ্গ। বহু পুণে ঐছে রসিক সহ সঙ্গ ॥৫

পুনঃ দেশী—

এ সখি ! সো কিয়ে মনমথরাজ। কি বুঝব তাক তুলহ সব কাজ ॥
ঐছে কয়ল সুধি সব হরি নেল। কো জানে কৈছে রজনি বহি গেল ॥
সাঁচি কহলু মন রহু তছু পাশ। তা' বিনু তিলে তিলে সকল উদাস ॥
ঐছে বচনে উলসিত ঘনশ্যাম। চলল বেগি কহু কানুক ঠাম ॥৬

তোড়ী—

ধনি ধনি ! নাহ তোহারি রসকেলি। রসিকিণী মাঝে সুযশ বহু ভেলি ॥
পুছইতে তাহে কহই নাহি পারি। উলসে ভরল তনু পুলক বিথারি ॥
তুয়া পথ নিরখি ভ্রমত নব কুঞ্জ। চলতহি তুরিতে বরষ রসপুঞ্জ ॥
তৈখণে কানু মিলল ধনিপাশ। ভণ ঘনশ্যাম কি ললিত বিলাস ॥৭

তিরোতিয়া ধানশী—

শশিমুখী শ্যামবদনবিধু-দরশে। উপজে লাজ অবনত শির হরষে॥
লহু লহু হসত লগত রস দশনে। পুলক-বলিত তনু গোপই বসনে॥
ধনী নিরখত পহুঁ ধিরজ না ধরই। ভুজগহি যতনে আলিঙ্গন করই॥
কৌতুক বচনে অমিয় জনু সিঁচয়ে। নরহরি দুহুঁক লেহে জিউ নিছয়ে॥৮

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীরাধিকায়াঃ পূর্ব্বরাগে সংক্ষিপ্তসম্ভোগরসোদ্গারে সংক্ষিপ্তসম্ভোগবর্ণনং নাম চতুঃষষ্টিতম আস্বাদঃ ॥৬৪॥৫১৬
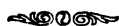
পুনস্তদ্রসোদ্গারঃ—　　[সখী শ্রীরাধিকাং প্রত্যাহ]

ধানশী—

অভিসারিণি! কপট করহ কথি লাগি।

কৌন পুরুষবর　হরল তোহারি মন　রজনি পোহায়লি জাগি ॥ধ্রু॥
কারণ কৌন　ধমিল ভেল ধূসর　পুন আরতি কৌন দেলা।
অধরক পরশে　পোঙার ধবল ভেল　অরুণ মলিন কৌন কেলা॥
গৌর পয়োধরে　নখরেখ সুন্দর　মৃগমদ পঙ্ক লেপোলা।
সুমেরু শিখরে জনু　শশিখণ্ড উয়ল　জলধরজালে ঝাঁপোলা॥
নবীন নলিনী কুচ　কঞ্চুকি ডারলি　পরশল সুরতকি লোলে।
ঐছে দেখি তনু　বিদ্যাপতি ভণ　বেকত লুকায়বি কোলে॥১

শ্রীরাধিকা সখীং প্রত্যাহ—　(সুহই)

না বোল সজনি! শুন স্বপন-সম্বাদ। হসইতে কেহু জানি করে পরিবাদ॥
মন্দিরে আছিলু সহচরী-মেলি। পরসঙ্গে রজনি অধিক ভই গেলি॥
যব সখী চললহি আপন গেহ। তব মঝু নিন্দে ভরল সব দেহ॥
শুতি রহলু হাম করি এক চিত। দৈব-বিপাকে ভেল বিপরীত॥

বিষাদ পড়ল মঝু হৃদয়ক মাঝ। তুরিতে ঘুচাইলু নীবিক সাজ॥
এক পুরুষ পুন আয়ল আগে। কোপে অরুণ আঁখি অধরক দাগে॥
সে ভয়ে চিকুর চীর আনহি গেল। কপালে কাজর মোর সিন্দুর ভেল॥
কতয়ে করব কেহু পরবশ গাব। বিদ্যাপতি কহ কো পাতিয়াব॥২

সখী আহ— **(ধানশী)**

কহ কহ সুবদনি! অকপট হোই। কৈছে তুয়া সহ বিলসল সোই॥
রাখল অঙ্গে বেকত রতিচিন। ইথে সমুঝল উহ অতি পরবীণ॥
শুনি ধনী মৌন গহই লহু হাসি। লোচন-কোণে মরম পরকাশি॥
সহচরী হরষে রহল মুখ জোই। নরহরি কহ কিয়ে কৌতুক হোই।৩

কামোদ—

দূতী তুরিত গয়ো তাঁহি। রাইক লাগি বিকল পহুঁ যাঁহি॥
কহলহি সকল সম্বাদ। শুনইতে হিয়ে উপজল কত সাধ॥
বিরচল নটবর বেশ। বেঢ়ল কুসুমে সুকুঞ্চিত কেশ॥
মধুর মুরলি গহি পাণি। রাই নিয়রে গেয়ো শুভখণ জানি॥
দুহে দুহুঁ নিরখত থোরি। উনমত কানু লজিত ভেল গোরী॥
দুহুঁক নিছনি ঘনশ্যাম। তিলে তিলে নবীন মিলন অনুপাম॥৪

ধানশী—

আজু কি মধুর রঙ্গ। পুলকে ভরু দুহুঁ অঙ্গ॥
কানু ঘন ঘন কাঁপি। রাই উরে উর ঝাঁপি॥
লাজে নওল কিশোরী। হাসি রহু মুখ মোরি॥
তবহি নাহ নিশঙ্ক। চুম্বে বদন-ময়ঙ্ক॥
কেলি-তলপহি আনি। ভণই লহু লহু বাণী॥
মরম কহব কি তোয়। মদন দগধয়ে মোয়॥
সমুঝি তেজহ তরাস। পূরহ মঝু অভিলাষ॥
ঐছে কহি হসি মন্দ। খোলি নব নীবিবন্ধ॥

তরল-নয়নী নিবারি। অবশ রসিক মুরারি ॥
তুহুঁএ ললিত বিলাস। নিছনি নরহরি দাস।৫

কানড়া—

কুঞ্জ মন্দিরে সুন্দরীসহ শ্যামসুন্দর সাজি ॥
বরষে কুসুম- সমূহ তহি নব বল্লরী দ্রুমরাজি ॥
তুহুঁক নয়ল বিলাস কোইল কীর করতহি গান।
হরত কিন্নর গরব শ্রুতিপুটে পৈঠি মোহত প্রাণ ॥
মাতি মধুকর- পুঞ্জ গুঞ্জত যন্ত্র রব রহু দূর।
নটত পঙ্খ পসারি শিখী লখি অপ্‌সরী মদ চুর ॥
ভ্রমে কুরঙ্গ কুরঙ্গিণীগণ থির রহই ন থোর ॥
ভণত নরহরি আজু বিপিন বিনোদ ভণই ন ওর ॥৬

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীরাধিকায়াঃ পূর্ব্বরাগে সংক্ষিপ্তসম্ভোগরসোদগারে সংক্ষিপ্তসম্ভোগবর্ণনং নাম

কিঞ্চ— (**সুহই**)

ওহে শ্রোতাগণ শুন।

করযুগ জুড়ি চরণেতে পড়ি নিবেদিয়ে পুন পুন।
শ্রীরাধিকাপূর্ব- রাগ ক্রমমত সঙ্ক্ষেপে গাইলু যাহা।
স্বগণ সহিত নিত চিত দিয়া সুখে আস্বাদিব তাহা ॥
মুঞি শিশুমতি অতি হীন গুণে না বুঝি রসের লেশ।
করিবে সঙ্গতি অসঙ্গতি যশ ঘুষিবে সকল দেশ ॥
অপরাধভয়ে ভাবি নিশিদিশি রাখিবে আপন জনে।
এই কৈরো এই রসে ভাসি সদা দাস নরহরি ভণে ॥১॥৭৮৮

ইতি শ্রীরাধিকায়াঃ পূর্ব্বরাগঃ

অথ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রস্য পূর্ব্বরাগঃ—

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ—

জয় কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র প্রেমরসার্ণব !
নিত্যানন্দাদ্বৈত-দেবাভিন্ন ভক্তপ্রিয় প্রভো !!

জয় গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দ প্রাণধন। জয়াদ্বৈতনাথ গদাধরের জীবন ॥
জয় ভক্তগণের সর্ব্বস্ব রসময়। ভক্তগোষ্ঠীসহ কৃপা কর কৃপালয় ॥
জয় গৌরপ্রেম-রসোন্মত্ত শ্রোতাগণ ॥ পূর্ব্বরাগামৃতগীত কর আস্বাদন ॥
শ্রীরাধিকা পূর্ব্বরাগ গাইলু ক্রমেতে। গাইব কৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ সংক্ষেপেতে ॥
পূর্ব্বে গৌরগীত গাইল ত্রিবিধ প্রকার। এবে গৌরগীত গাই সেই অনুসার ॥
ইহার পশ্চাতে গাবো কৃষ্ণ-পূর্ব্বরাগ। নরহরি আশাপূর্ণ করো মহাভাগ ॥

অথ প্রথমতঃ সামান্য প্রকারমাহ— [তত্রাদৌ ভাববিতর্কে]

বিভাষ—

পুলক বলিত অতি ললিত হেমতনু অনুখণ নটনবিভোর।
কত অনুভাব অবধি নাহি পাইয়ে প্রেমসিন্ধু নয়নহিলোর ॥
জয় জয় ভুবনমঙ্গল অবতার।
কলিযুগ-বারণ- মদনিবারণ হরিধ্বনি জগতে বিথার ॥ধ্রু॥
নিজ রসে ভাসি হাসি খণে রোয়ই গদ গদ আকুল বোল।
প্রেমভরে গরগর না জানে আপন পর পতিতজনেরে দেই কোল ॥
ইহ রসসাগরে মগন সুরাসুর দিবস রজনি নাহি জান।
গোবিন্দ দাস বিন্দুলাগি রোয়ত শ্রীবল্লভ পরমাণ ॥১

পুনঃ সুহই—

পেখলু গৌরচন্দ্র নটরাজ। সোহত ভকতচন্দ্রগণ মাঝ ॥

অনুখণ কীর্ত্তন নটন বিভোর। অরুণিম নয়নযুগলে লোর ॥
বিপুল পুলকে ভরু সুললিত অঙ্গ। তিলে তিলে উপজত কতহি তরঙ্গ ॥
'না বুঝই কৈছে হোয়ই কথি লাগি। ভণ ঘণশ্যাম পুরুব রস জাগি ॥২

অথ **দর্শনে**— (**তোড়ী বরাড়ী**)

হাসিতে হাসয়ে কত চাঁদকলা অবিরত দশন মুকুতা কুন্দফুলে ॥
নাচিতে চরণতলে অরুণ কমল পড়ে কত চাঁদ নাচে নখছলে ॥
কি পেখলু গোরা নটবরে।
প্রতিবিম্ব প্রতিগায়ে সৌদামিনী ঝলকয়ে হেম মণি দীপ যেন জ্বলে ॥ধ্রু॥
কার ভাবে কান্দে জানি নয়ানে গলয়ে পানি যেন মন্দাকিনী বহি যায় ॥
পুলকে পূরল তনু কনয়া কদম্ব জনু স্বেদ মকরন্দ বহে তায় ॥
দাস গদাধর হেরি কাঁপে থরহরি হেমরম্ভা যেন রহু বায় ॥
প্রেমসিন্ধু মাঝে রহি প্রেমে ভাসায়ল মহী সবে যদুনন্দন এড়ায় ॥

পুনঃ নটনারায়ণ—

ভাবে বিভোর গৌর রসসাগর। সংকীর্ত্তন-লম্পট নটনাগর ॥
বিহরত সুরধনীতীর ধীরগতি। মাধুরী মধুর হরত কুলবতী-ধৃতি ॥
ঝলকত চাঁদবদন রুচি রুচিকর। লহু লহু হাস অমিয়া ঝরু ঝর ঝর ॥
বিপুল পুলক কুল ললিত অঙ্গ ভরু। লোচন যুগলে নিমিষ নাহি সঞ্চরু ॥
বিতরত প্রেমরতন ধন অবিরত। বেদন বিসরি দুখিতগণ উনমত ॥
নিজগুণে ঐছে করুণ পরকাশল। ভণ ঘণশ্যাম সুঘন মহী ভাসল ॥২।৪

অথ **শ্রবণে**— **সুহই**—

নিরমল হেম জলদ জিনি দেহ। বরিষয়ে সঘনে মধুর নবলেহ ॥
পেখহ অপরূপ গৌরকিশোর। সুর নরনারী-নয়নমন-চোর ॥ধ্রু॥
গায়ত ভকতবৃন্দ তহি মাঝ। রাজত জনু উড়ুগণে উড়ুরাজ ॥
পৈঠত শ্রবণে বরজ-গরসঙ্গ। ধরই না থেহ, উলসে ভরু অঙ্গ ॥

সুঘটন নটনে ঘটই দিঠিলোর। লহু লহু হাসি পতিতে দেই কোর॥
বিতরত দুলহ প্রেম মহী ভাসি। নরহরি পহুঁ কি করুণা পরকাশি॥

পুনঃ সুহই—

শুনিতে পূরব পরসঙ্গ। কিভাবে ভরল গোরা অঙ্গ॥
গদাধর মুখ পানে চায়। নয়ানের জলে ভাসি যায়॥
লহু লহু বচন-বিলাসে। মধুর মধুর মৃদু হাসে॥
কাঁপয়ে বিজুরি নিরসিয়া। তিলে তিলে উমড়য়ে হিয়া॥
বড় দয়া পতিত পামরে। ধরিয়া ধরিয়া করে কোরে॥
মাতায় দুলহ প্রেমদানে। ঝুরে নরহরি পহুঁ গুণে॥২।৬

অথ দশা দশ— [তত্র **লালসায়াং**]

মল্লার—

বিকচ কনয়া কমল কাঁতি। বদন পূর্ণিম চাঁদের ভাঁতি॥
দশন শিখর-নিকর পাঁতি। বাঁধুলী অরুণ অধর আতি॥
মধুর মধুর গৌরাঙ্গ শোভা। এ তিন ভুবন নয়ান-লোভা॥
কে জানে কি রসে সঘনে মাতি। গমন মন্থর গজেন্দ্রগতি॥
অরুণ নয়ানে ঝরয়ে লোর। অমিয়া রসে কি চকোর জোর॥
সোঙরি কান্দয়ে কি নব লেহ। গরজে যৈছন নবীন মেহ॥
দাস গদাধর বলিয়া ডাকে। যদু কহে পহুঁ ঠেকিলা পাকে॥১

পুনঃ তোড়ী—

গৌর মনোহর নাগর-শেখর। হেরইতে মুরুছই অসীম কুসুমশর॥
কাঞ্চন রুচিতর রুচির কলেবর। মুখ হেরি রোয়ত শরদ সুধাকর॥
জিনি মত কুঞ্জর গতি অতি মন্থর। অধর সুধারস হসিত মধুর ঝর॥
নিজ নাম অন্তর জপয়ে নিরন্তর। ভাবে অবশ তনু গর গর অন্তর॥
হেরি গদাধর মুখ অতি কাতর। রাই রাই করি পড়ই ধরণীপর॥

লোচন-জলধর বরিষয়ে ঝর ঝর।　　মরমে ভরম থর বিষম বিরহ-জ্বর ॥
অতি রসে জর জর না চিনে আপন পর।　রোয়ত করে ধরি পতিত নীচতর ॥
ও রসসাগরে মগন সুরাসুর।　　বিন্দু না পরশ বলরামদাস পর ॥২।৮

অথোদ্বেগে　　(সুহই)

সকল কলাগুরু　　রসিক শিরোমণি　　নাগর গৌর কিশোর ॥
অনুভব ভাবিতে　　হৃদে অবধারলু　　নীলমণি কাঞ্চন যোর ॥
গদ গদ আধ　　আধ মৃদু বোলই　　হেরি প্রিয় নরহরি অঙ্গ ॥
প্রেমে অবশ মন　　এ দিন যামিনী　　দিঠি জলে মহী করু পঙ্ক ॥
'রা রা' বোলই　　'ধা' নাহি পারই　　পুলকে পূরল সব দেহা।
কহ কবিশেখর পূরব প্রেমধন　　বিলসই রসময় লেহা ॥১

ধানশী—

মনমথ-দরপ-দমন পহুঁ গোরা।　　নিরুপম ভঙ্গি কি বয়স কিশোরা ॥
তনু-রুচি রুচির তরুণীচিতচোরা।　　কীর্ত্তনে রত না ধরত ধৃতি থোরা ॥
তিলে তিলে অবিরল পুলক উজোরা।　　গদ গদ হৃদয় বহই দিঠি লোরা ॥
বিতরত প্রেম ভুবন ভেল ভোরা।　　ভণ ঘনশ্যাম পরশ নহু মোরা ॥২।১০

অথ জাগর্য্যে—　　(সিন্ধুড়া)

কনক ভূধর-　　গরব গঞ্জন　　মঞ্জু গৌর শরীর।
ভাবে গর গর　　মরম কি বুঝব　　বিজুরী জিনিয়ে অথির ॥
শরদ বিধু মদ-　　কদন বিধু মুখে　　গদত গদ গদ বাত।
নিরখি মাধব-তনয়ে　　অভিনব　　ভঙ্গি ভণই ন যাত ॥
সুবর পরিকর　　করত কীর্ত্তন　　শ্রবণে ঘন ঘন মাতি।
বক্ষে গহি মহী　　পঙ্ক করু, ঝরু　　অরুণ দিঠি দিন রাতি ॥
প্রেমধনে ধনী　　কয়ল কলি-হতে　　রহল নাহি দুঃখ-লেশ।
দাস নরহরি　　পহুঁক নব নব　　সুযশে ভরু সব দেশ ॥১

পুনঃ সুহই—

গৌর গুণমণি ভাবে গর গর। নয়নে ঝরু নব লেহ ঝর ঝর॥
দিবস নিশি সুধি সকল বিসরত। "রা" কহই মুখে "ধা" না নিসরত॥
পতিত পামরে নিরখি ঘন ঘন। কোরে করি করু ভকতি বিতরণ॥
করুণ শুনইতে দারু দরবত। রহল নরহরি কুমতি কলিহত॥২।১২

অথ তানবে— (আশাবরী)

মদন মদভর- হরণ সুমধুর মুরুতি গৌরকিশোর।
বিবিধ বেশ- বিশেষ মাধুরী তরুণী-লোচনচোর॥
আজু কিয়ে নব ভাবে গরগর হোত দুরবল দেহ।
পতিত পামরে খোঁজি করু করুণা না বাঁধই থেহ॥
পহুঁক চরিত নেহারি পরিকর বরজ কেলি আলাপি।
শুনত শ্রুতিভরি ভূরি নিশ্বসই চৌকি থরহরি কাঁপি॥
নয়ন-বারিজ বারি সুরধনী- ধার সহ বহি যাত।
ভণত গদ গদ বাণী শুনি ঘন- শ্যাম হিয় অকুলাত॥১

পুনঃ সুহই—

গোরা কেনে কান্দে রাতি দিন। হইল সোণার তনু খীণ॥
তেজিয়া সুবেশ মনোহর। অনুখণ ধূলায় ধূসর॥
না জানি কি জপয়ে অন্তরে। তিলেক ধৈরজ নাহি ধরে॥
ঘন ঘন চারি পানে চায়। পতিত দেখিয়া দূরে ধায়॥
সাধে সাধে দু' বাহু পসারে। আইস আইস বলি কোলে করে॥
তা সভারে কি দিয়া মাতায়। নরহরি উদ্দেশ না পায়॥২।১৪

অথ জড়িম্নি (ধানশী)

সুরধনী তীরে গৌর দ্বিজরাজ। রাজত ভকত নখতগণ মাঝ॥
করুণাকিরণে তাপতম হারি। জগভরি প্রেম অমিয় দেই ঢারি॥

নিরুপম চরিত কহব কিয়ে সই। বরজ-বিলাস শুনত বহু রোই॥
তিলে তিলে অঙ্গ অবশ ভই জাত। নরহরি না বুঝত মরমক বাত॥১

পুনঃ সুহই—

কি ভাবে অবশ গোরা-গা। চলিতে না পারে আধ পা॥
পিয় গদাধর পানে চায়া। ধারা বহে মুখ বুক বায়া॥
খেণে মুদে দুইটি নয়ান। না জানি কি ধরয়ে ধিয়ান॥
খেণে ছাড়ে দীঘল নিশ্বাস। খেণে কহে কি মধুর ভাষ॥
দু' বাহু পসারে খেণে খেণে। জগত মাতায় প্রেমদানে॥
দয়ার অবধি পতিতেরে। নরহরি এনা গুণে ঝুরে॥২।১৬

অথ বৈয়গ্রে— (কামোদ)

কনক-কেতকী- দাম-দমন মনোজ মোহন দেহ।
কতহিঁ কুলবতী- ধরম ধ্বংসন ধূরি ধূসর সেহ।
কোন সমুঝব ভাব তিলে তিলে হোত অতি হি উদাস।
খেদ বচন উচারি ঘন পিয় পারিষদগণ পাশ॥
লোরে লোচন জল ছলছল চারু করুণ বিথারি।
দীন দুরগত পতিত পামরে গহই বাহু পসারি॥
দেত কি মধুর অমিয় পিবইতে কো না উনমত হোই।
দাস নরহরি পহুঁক ইহ গুণ গুণত জগজন রোই॥১

পুনঃ ধানশী—

গোরা মোর থির নাহি বাঁধে। হায় হায় জীবের কি হবে বলি কান্দে॥
পতিতে করুণা-দিঠে চায়। দেবের দুলহ প্রেম সায়রে ভাসায়॥
কে বুঝয়ে অন্তর গহীন। নিরজনে রাই রাই জপে রাতি দিন॥
কত না তরঙ্গ উঠে তায়। নরহরি নিছনি এ হেন পহুঁ পায়॥২।১৮

অথ ব্যাধৌ— (গান্ধার)

গৌর পরিকর-মাঝ। কৈছে হোয়ল আজ॥
শুনত বরজ-চরিত। উমড়ে হিয় বিপরীত॥
কনক দরপণ দেহ। কম্প ঘন নহু থেহ॥
ধরণী পড়ি গড়ি যাত। বয়নে বিরহিত বাত॥
অগতি পতিতে নেহারি। ঝরই লোচনে বারি॥
লেই কর গহি তায়। প্রেম অমিয় পিয়ায়॥
রহই কোরে অগোরি। আধ তিল নাহি ছোড়ি॥
করুণ ভুবন বিয়াপি। ছোড়ি নরহরি পাপী॥

পুনঃ ধানশী—

আহা মরি গোরা কাঁচা সোণা। রূপেতে ভুবন করে জোনা॥
সে দুটি নয়ানে ধারা বয়। তা' দেখি ধৈরজ কে বা রয়॥
ধূলায় ধূসর তনুখানি। কহে কিবা গদ গদ বাণী॥
বড় দয়া দেখিনু পতিতে॥ হেন দাতা নাই প্রেম দিতে॥
করুণায় জগত মজিল। পাপ তাপ সব দূরে গেল॥
নরহরি অতি অভাগিয়া। না ভজিল হেন প্রভু পায়া॥২।২০

অথোন্মাদে— (ধানশী)

গৌর পিরীতিময় মনমথ-ভূপ। কুলবতী-বরত-বিমোচন রূপ॥
কি নব ভাবভরে রহই অথির। কম্পই খণে খণে গরজে গভীর॥
খণে খণে ধূরি-ধূসর তনু হোই। পামরে নিরখি কোরে করু রোই॥
সিঞ্চই প্রেম অমিয় অনিবার। নরহরি পহুঁ গুণ ভণইতে ভার॥১

পুনঃ গান্ধার—

গোরার বালাই লৈয়া মরি। না জানি কি ভাবে কান্দে গুমরি গুমরি॥

খেণে থির অচলের পারা। খেণে বিয়াকুল যেন ফণি মণিহারা॥
খেণে হাসে অতি বিপরীত। খেণে কি কহয়ে যেন বাউলের রীত॥
দু' বাহু পসারি খেণে ধায়। পাতকী করিয়া কোলে ধূলায় লোটায়॥
ভকতি রতন বিলাইতে। না জানে রজনী দিন কত সাধ চিতে॥
গুণে ঝুরে কি পুরুষ নারী। না ধরে ধৈরজ এ অবুঝ নরহরি॥২।২২

অথ মোহে— (তোড়ী)

ভাবে অবশ রসময় নব নাহ। ছলছল দিঠি বিলুঠই মহীমাহ॥
হোত নিচল কনকাচল দেহ। হেরইতে পরিকর ধরই না থেহ॥
রাধা নাম উচারি বহু বেরি। শুনত চৌকি পহুঁ চহুদিশ হেরি॥
গরগর হিয় গহি নরহরি-পাণি। বিতরত প্রেম না নিজপর জানি॥১

পুনঃ গৌরী—

সোনার বরণ গোরা প্রেমবিনোদিয়া। প্রেমজলে ভাসাইল নগর নদীয়া॥
পরিসর বুক বাহি পড়ে প্রেমধারা। না জানে দিবানিশি প্রেমে মাতোয়ারা॥
গোবিন্দের অঙ্গে পহুঁ অঙ্গ হেলাইয়া। বৃন্দাবন-গুণ শুনে মগন হইয়া॥
রাধা রাধা বলি পহুঁ পড়ে মুরুছিয়া। শিবানন্দ কান্দে পহুঁর ভাব না বুঝিয়া॥২॥২৪

অথ মৃত্যুদশায়াং (সুহই)

সুরধনী-সমীপ নীপবন-নিয়রে। পূরব সোঙরি কি হোয়ল পহুঁ-হিয়রে॥
পণ্ডিত গৌরীদাস-কর গহই। উসসি উসসি নিশ্বসত কত কহই॥
দিঠি ঝরু নীর নীরদ জনু বরষে। ভৈল নিচল তনু মহীতল-পরশে॥
নরহরি পহুঁ হেরি ধীরজ না হোয়ই। ভুতরি ফুকরি ফুকরি সব রোয়ই॥১

পুনঃ সুহই—

আজু নব কদম্ব-কাননে। বিহরয়ে পারিষদ-গণে॥
মুকুন্দ মাধব মহামতি। গায় পহুঁ পুরুব পিরীতি॥

শুনি বিয়াকুল গোরা রায়। রাধা রাধা রাধা বলি ধায়॥
চাহি প্রিয় গৌরীদাস-পানে। কত ধারা বহে দু'নয়ানে॥
কহে গদগদ আধ ভাষ। রাই বিনু জীবনে কি আশ॥
সে নাম শুনাবে শ্রুতিদেশে। করিবে উচিত ক্রিয়া শেষে॥
এত কহি ধরণী লোটায়। দেখি কেনা কান্দে উভরায়॥
না দরবে নরহরি-হিয়া। কে গড়িল কি পাষাণ দিয়া॥২।২৬

অথাপ্তদূতীগভুক্ত্যাদৌ—(সুহই)

আরে মোর গোরা দ্বিজমণি। রাধা রাধা বলি কান্দে লোটায় ধরণী॥
রাধা নাম জপে গোরা পরম যতনে। সুরধনী-ধারা বহে অরুণ নয়ানে॥
খণে খণে গোরা অঙ্গ ভূমে পড়ি যায়। রাধা নাম বলি খেণে খেণে মুরুছায়॥৪
পুলকে পূরল তনু গদ গদ বোল। বাসু কহে গোরা কেনে এত উতরোল॥১।২৭

অথ সংক্ষিপ্ত-সম্ভোগে— (ভাটিয়ারী)

ভুবন-সুন্দর গৌর কলেবর আজানুভুজযুগ লোল।
অরুণ নয়ানে বয়ানে চাহিয়া পড়ই প্রেমহিলোল॥
গোরা-রূপ হেরি জগমন কান্দে।
চান্দজিনি মুখ অধিক ঝলমলি কুমুদ পড়িলেন ধান্দে॥ধ্রু॥
ভাবে গর গর গৌর গভীর জগত বৈচিত্র চলে।
সজল নয়ানে চৌদিকে হেরিয়া রহে গদাধর-কোলে॥
হাস গদ গদ বচন-অমৃত সিঞ্চিত জীব জন্তু লতা।
জ্ঞানদাস কহে গড়ল ওনা রূপে সে পুন কেমন ধাতা॥১।২৮

অথ স্বাপ্নসংক্ষিপ্তসম্ভোগে— (ধানশী)

ভাসে গোরা সুখের পাথারে। প্রেমধন যাচে যারে তারে॥
বিপুল পুলক হেম গায়। রসের তরঙ্গ কত তায়॥

গদাধরে ধরি দেই কোর। রাখিতে নারয়ে আঁখিলোর ॥
তা' পানে নয়ান দু'টি দিয়া। কি কহিতে উমড়য়ে হিয়া ॥
কি মধুর হাসি মুখ চাঁদে। তা' দেখি ধৈরজ কেবা বান্ধে ॥
নরহরি গণে মনে মনে। কি ভাব এ গদাধর-সনে ॥১।২৯

অথ সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ-রসোদ্গারে— (ভূপালী)

গোরা প্রেম অমিয়ার রাশি। পতিতে বিতরে দিবানিশি ॥
কত সুখে উমড়য়ে হিয়া। রহিতে নারয়ে থির হৈয়া ॥
হাসি হাসি সুমধুর ভাষে। কহে কিবা প্রিয়গণ-পাশে ॥
পুলকে পূরয়ে গোরা তনু। ঝলকে তপত হেম জনু ॥
কতনা ভঙ্গিমা খেণে খেণে। তাহা দেখি কে জীয়ে পরাণে ॥
কিবা দু'টি নয়ান-চাহনি। নরহরি সে শোভা নিছনি ॥১

পুনঃ ভাটিয়ারী—

নদীয়ানগরে দেখিনু গো সখি! বিনোদনাগর গোরা।
সো বড়ি নাগর সে রসে আগোর সে রসে হৈয়াছে ভোরা ॥
ঢর ঢর ঢর গোরা কলেবর অঝরে ঝরয়ে আঁখি।
মধুর বচন শুনিয়া মাতল ভকত-চকোর পাখী ॥
অধর কম্পনে ও চাঁদবদনে গদগদ বাণী আধা।
আহা আহা করি নিজ বুক ধরি সদাই গোঙরে রাধা ॥
হেন মনে লয় আরো কেহ নয় সে রমণীমন-চোরা।
নয়নানন্দে কহে ওই অনুভবি হৈয়াছে বরণ গোরা ।২।৩১।

ইতি শ্রীগৌরচন্দ্রস্য গীতং

অথ নিত্যানন্দচন্দ্রস্য :— (বেলাবলী)

জয় জগতারণ কারণ ধাম। আনন্দকন্দ নিত্যানন্দ নাম ।ধ্রু॥
ডগমগ লোচন কমল ঢলায়ত সহজে অথির গতি জিনি মাতোয়ার।

ভায়া অভিরাম বলি ঘন ঘন ডাকই গৌরপ্রেমভরে চলই ন পার ॥
গদগদ মধুর মধুর বচনামৃত লহু লহু হাস-বিকশিত গণ্ড ।
পাষণ্ড-খণ্ডন শ্রীভুজ মণ্ডন কনয়-খচিত অবলম্বন দণ্ড ॥
কলিযুগ-কাল ভুজঙ্গমে দংশল দগধল স্থাবর জঙ্গম দেখি ।
প্রেম সুধারস জগভরি বরিষত গোবিন্দ দাসক কাহে উপেখি ॥১

পুনঃ সিন্ধুড়া—

ভাবে বিঘূর্ণিত লোচন ঢলঢল দিগবিদিগ নাহি জানে ।
মত্তসিংহ জিনি গর্জ্জন ঘনঘন জগমাহা কাহু না মানে ॥
দেখ প্রবল মল্লরূপধারী ।
নাম নিতাই ভাই বলি রোয়ত মহিম বুঝই না পারি ॥ধ্রু॥
লীলা রসময় সুন্দর বিগ্রহ আনন্দ নটন বিলাসে ।
কলিবল-দলন দোলন গতি মন্থর কীর্ত্তন করল প্রকাশে ॥
কটিতটে বিবিধ বরণ পট পহিরণ মলয়জ-লেপিত অঙ্গে ।
জ্ঞানদাস কহ কৌনে মিলায়ল জগমাহা ঐছন রঙ্গে ॥২

পুনঃ ভাটিয়ারী—

চলিতে না চলে পা কিবা সে হেলনি গা রাজপথে নিতাইর নাট ।
সঙ্গের যতেক সঙ্গী তাবড় তাবড় রঙ্গী অতি অপরূপ রসের হাট ॥
এ দেশেতে এমন না ছিল এতদিন নিতাই চাঁদের হেন লীলা ।
শুনিয়া ভাইর কথা পুরুবে বারুণী পীতা সে সব আভাসে হাস মুখে ॥
না করে কাহারে ভিন এই সে প্রেমের চিহ্ন দিগবিদিগ নাই সুখে ॥
রাত্রে দিনে আন নাই কহিতে লোকের ঠাই আবেশে অবশ হৈয়া পড়ে ।
জ্ঞানদাস এই কয় জগ ভরি জয় জয় ভবভয় সব গেল দূরে ॥৩

পুনঃ গান্ধার—

পট্টবসন পরে মুকুতা শ্রবণে । ঝলমল করে অঙ্গ নানা আভরণে ।

পিঠে পাট থোঁপা তাহে শোভে হেম ঝাঁপা। কলি-কলমষরাশি নাশি করে কৃপা
আরে মোর আরে মোর নিত্যানন্দ রায়। আপে নাচে আপে গায় গৌরাঙ্গ বোলায়॥ধ্রু
লম্পে ঝম্পে যায় পহুঁ গোর-আবেশে। পাপ পাষণ্ড মতি না থুইল দেশে॥
দয়ার কারণে পহুঁ ক্ষিতিতলে আসি। অবিচারে দিল প্রভু প্রেমরাশি রাশি।
সঙ্গে রঙ্গে সঙ্গী রঙ্গী রামাই সুন্দর। গৌরীদাস আদি করি যত সহচর॥
চৌদিগে হরিদাস হরি হরি বোলায়। জ্ঞানদাস নিশি দিশি পহুঁ-গুণ গায় ॥৪

পুনঃ বরাড়ী—

আমার নিতাই গুণের মণি।

ভকতি রতন ধন বিলাইয়া জগত করিলা ধনী ॥ধ্রু॥
পতিত পামরে ধরি করি কোরে ভিজায় আঁখির জলে।
গোরাপ্রেম ভরে থির হৈতে নারে পড়য়ে ধরণীতলে ॥
অরুণ ভূধর জিনি কলেবর এধূলি ধূসর তাহে।
পুলক আবলি কিবা ঝলমলি ছটায়ে ভুবন মোহে ॥
চৌদিকে চাহিয়া গরগর হিয়া গজেন্দ্রগমনে যায়।
নিরুপম যশে ভাসে দিশা দশ দাস নরহরি গায় ॥৫।৩৬

অথ শ্রীমদদ্বৈতচন্দ্রস্য— (সুহই)

প্রভু মোর শ্রীঅদ্বৈত উদার ॥ কলিযুগ-গরবহারী-অবতার ॥
চম্পকদাম-দমন তনুকাঁতি। অবিরল বিপুল পুলককুল ভাঁতি ॥
গৌরপ্রেম ভরে পরম বিভোর। অনুখণ কমলনয়নে বহে লোর ॥
নিরুপম সংকীর্ত্তন-সুখে মাতি। নিজগণ সঙ্গে বিহরে দিনরাতি ॥
পামর দুরগত দুখিতে নেহারি। করই কোরে ভুজযুগল পসারি ॥
জনে জনে ভকতি রতন করু দান। বঞ্চিত রহু নরহরি অগেয়ান ॥১

পুন ধানসী—

আরে মোর ঠাকুর অদ্বৈত দয়াময়। ভুবনমোহন রূপ গুণের আলয় ॥

কিভাবে ভাবিত কিছু বুঝিতে না পারি। গোরা গোরা বলি কান্দে দু'বাহু পসারি
কত ধারা বহে দু'টী নয়ান-কমলে। কাঁপিয়া কাঁপিয়া খেণে পড়ে ভূমিতলে॥
খেণে হাসে খেণে খেণে দিয়া কাঁখতালি। জিতিলু জিতিলু বলি ধায় দিগ দলি॥
যারে দেখে তারে পুন ধরি দেয় কোর। পরশ পাইয়া তারা আনন্দে বিভোর॥
প্রেমের বাদরে সব জগত ভাসায়। নরহরি দিবস রজনি যশ গায়॥২।৩৮

অথ শ্রীমচ্চৈতন্যনিত্যানন্দয়োঃ— (সুহই)

দয়ার অবধি দুই ভাই।

পূর্বে কৃষ্ণবলরাম পরম সুখের ধাম এবে নাম চৈতন্য নিতাই॥ধ্রু॥
বলি কলিকাল সর্প করি অতিশয় দর্প জীবে দগধয়ে দন্তাঘাতে।
নাশি সে সকল দুখ উপজায় মহাসুখ সুধাবৃষ্টি করি' দৃষ্টিপাতে॥
ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেমা বিতরিতে নাই ক্ষেমা বিহরয়ে কীর্ত্তনবিলাসে।
পারিষদগণ সঙ্গে নাচে গায় কিবা রঙ্গে নয়ানের জলে সদা ভাসে॥
কনক পর্বতজিনি দুহুঁ অঙ্গ সুবলনি অনুখণ ধূলায় লোটায়।
কি নারী পুরুষ যত সভে মগ্ন উনমত নরহরি পহুঁ গুণ গায়॥১।৩৯

অথ শ্রীমদ্ গৌরনিত্যানন্দাদ্বৈতদেবানাং— (সুহই)

জয় শচীসুত নিতাই অবধূত অদ্বৈত গুণের নিধি।
চারিযুগ বলি তাহে এই কলি ধন্য সে বাঞ্ছিত-সিধি।
অতি অবিদিত ভক্তি প্রেমামৃত ব্রহ্মার দুর্লভ যাহা।
পতিত পামরে চাহি ঘরে ঘরে যাচিয়া বিলায় তাহা॥
সংকীর্ত্তনরসে দিবানিশি ভাসে প্রিয়পারিষদ সঙ্গে।
সুরধনীতীরে নদীয়ানগরে বিহরে বিবিধ রঙ্গে॥
পাপী তাপী যত হৈল ভাগবত ফিরয়ে আনন্দ হৈয়া।
নরহরি দাসে কবে দেশে দেশে বেড়াবে এ যশ গায়া॥১

কিঞ্চ—　　(গান্ধার)

নাচে গৌর নিত্যানন্দ রায়।

অদ্বৈত শ্রীগদাধর　　শ্রীনিবাস বক্রেশ্বর　　মুরারি রামাই নাচি যায়॥
হরিদাস হরি বলি　　ফিরে দুই বাহু তুলি　　দাস গদাধরের কি রঙ্গ।
হরিদাস দ্বিজবর　　ধনঞ্জয় ষষ্ঠীধর　　বায় মহামধুর মৃদঙ্গ॥
রামানন্দ দামোদর　　জগদীশ কাশীশ্বর　　গৌরীদাস মুকুন্দ উদার।
সঞ্জয় জগদানন্দ　　মাধব বাসু গোবিন্দ　　গায় গীত অমিয়া পাথার॥
ইথে কি ধৈরজ বান্ধে　　পশু পক্ষী আদি কান্দে গলয়ে পাষাণ-সম হিয়া।
নরহরি প্রাণনাথ　　করি শুভ দৃষ্টিপাত জগত মাতায় প্রেম দিয়া॥২'৪১

ইতি প্রথম প্রকারে প্রথম আস্বাদঃ।

অথ দ্বিতীয়-প্রকারঃ—　　**[ভাববিতর্কে]**

ধানশী—

গোরা কি মধুর ভাঁতি।　　কনক-কেতকী কাঁতি॥
বদন পূর্ণিম চাঁদ।　　রমণীমোহন ফাঁদ॥
সে দু'টি দীঘল আঁখে।　　করুণা ধৈরজ রাখে॥
আজু সে কেমন ধারা।　　হৈল ধৈরজ হারা॥
চম্পক কুসুম দেখি।　　অঝরে ঝরে সে আঁখি॥
আন না মনেতে ভায়।　　ভাবে নরহরি তায়॥১

পুনঃ সুহই—

কি মধুর গোরা তনুখানি।　　দেখি কি পরাণ ধরে কুলের কামিনী॥
কিবা দু'টি নয়ান-সন্ধান।　　তাহে কি উপমা ছার মদনের বাণ॥
বদনে সদাই মৃদু হাসি।　　চাঁদের গরব হরে ঝরে সুধারাশি॥
আজু সে বসিয়া নিরজনে।　　অনিমিখ আঁখি করি চায় কায় পানে॥
আউলাই পড়ে কেশপাশ।　　সম্বরিতে নারে নিজ পরিধেয়-বাস॥

হইল অবশ খেণে খেণে। না দেখি উপায় নরহরি ভাবে মনে ॥২

তত্রাদৌ দর্শনে— (সুহই)

গুণমণি গৌর কি ধরই ধিয়ান। খণে খণে মুদই কমল-নয়ান ॥
খণে কহে কো উহ নব সুকুমারী। দামিনীদামদমন ছবি ভারি ॥
চৌঁকি চললি নিজ সহচরী পাশ। থোরি দরশে মঝু না পূরল আশ ॥
ভণইতে ঐছে রহই পুন ধন্দ। নরহরি পহুঁ কিয়ে গোকুলচন্দ ॥১

পুনঃ আশাবরী—

গোরা কিবা নবীন কিশোর। রূপের গুণের নাহি ওর ॥
বসন ভূষণ কেশ বেশে। যুবতির জাতি কুল নাশে ॥
আজু সে বসিয়া নিরজনে। কথা কয় আপনার মনে ॥
আহা মরি ! কি নবীন গোরি। তনু জিনি কনক-বিজুরি ॥
নিরখিলু যমুনা তীরে। সখীসহ যায় ধীরে ধীরে ॥
কিবা তার নয়ান-সন্ধান। হরিয়া লইলে মোর প্রাণ ॥
এই কথা কহিতে কহিতে। চমকি চাহয়ে চারি ভিতে ॥
নয়ানের জলে ভাসি যায়। নরহরি কি বুঝিব তায় ॥২।৪

অথ শ্রবণে— (ধানশী)

পেখলু গৌর কমলদল-নয়না। ঝলকত শারদ-সুধাকরবয়না ॥
কিয়ে নব প্রেম উথলে হিয়ে পরই। নিরুপম দেহ পুলককুল ভরই ॥
পলছল কাহু নিয়রে নাহি রহয়ে। কি মধুর মধুর শুনলু ইহ কহয়ে ॥
পুছইতে 'রা' বিনু 'ধা' না নিসরই। নরহরি পহুঁক নয়নযুগ ঝরই ॥১

পুনঃ কামোদ—

আজু ওনা নদীয়ার শশী। নয়ানের জলে যায় ভাসি ॥
ঘন ঘন কহে কি শুনিলু। তনু মন কাণ জুড়াইলু ॥
আহা মরি কি মধুর নাম। কি নব চরিত অনুপাম ॥

তা বিনু কিছুই নাই ভায়।　　সুবল বোলহ কি উপায় ॥
এত কহি উমড়য়ে হিয়া।　　রহিতে নারয়ে থির হৈয়া ॥
নরহরি মনে এই রটে।　　এ মেন গোকুলবিধু বটে ॥২।৬

অথ লালসাদৌ—　　[তত্র লালসায়াং]

সুহই—

মনমথ-মথন গৌর দ্বিজরাজ।　　বিলপত কত কি ললিত রীতি আজ ॥
অনুখণ চম্পক কুসুম নেহারি।　　বারিজনয়নে নিঝরে ঝরু বারি ॥
নিজজনসহ না ভণই মৃদুভাষ।　　রহি রহি তেজই তপত নিশাস ॥
নিমিখ না আন বচনে শ্রুতি পাতি।　　মন রহু অনত অথির দিনরাতি ॥
ভোজন শয়ন স্বপনসম ভেল।　　আয়ত গাত বিপথ পথ কেল ॥
কনক-দমন তনু ঘন ঘন মোরি।　　পুছইতে কোউ কহই নাহি থোরি ॥
জৌতিখ ভণত লখত অনুরাধ।　　উছলই হিয় তছু শুনইতে আধ ॥
কি কহব সখি ! সংশয় গেও মোর।　　নরহরি পহুঁবর বরজ কিশোর ॥ ১

পুনঃ তোড়ী—

গোরাতনু কি থির দামিনী।　　দেখি থির হৈতে নারে কুলের কামিনী ॥
হাসিতে মদন মুরুছায়।　　নয়ানচাহনি চারু কি ভাব হিয়ায় ॥
পীতবাস পরে বারে বার।　　গলায় দোলায় কাঁচা কনকের হার ॥
চম্পক-কলিকা কাণে পরে।　　গোরোচনা তিলক রচয়ে নিজকরে ॥
তিলেক ধরিতে নারে ধৃতি।　　চমকি চমকি পথে করে গতাগতি ॥
নরহরি থির কৈলো মনে।　　এই সেই কালা হেন হৈল রাই বিনে ॥২।৮

অথোদ্বেগে— সুহই—

আজু বিপিনে পহুঁ পেখি।　　অবনত মাথ নখহি ক্ষিতি লেখি ॥
ঝরই নয়ন অনিবার।　　মেরুশিখরে জনু সুরধনী ধার ॥
নিশসই কছু না আলাপি।　　মলিন কনক তনু ঘরম বিয়াপি ॥

পলছন মন নহু পাশ। বিরহিত চান্দ বদনে মৃদু হাস॥
সুধি না রহই দিনরাতি। তিলে তিলে কৈছে উমড়ি রহু ছাতি॥
নরহরি ইহ অনুমান। সো ধনী লাগি যৈছে উহ কান॥১

পুনঃ গুজ্জরী—

কনক কেশর জিনি গা। হইল কাজরপারা তা'॥
সে চাঁদ বদনে নাই হাস। তেজয়ে সে বিষম নিশাস॥
তিলেক হইতে নারে থির। অরুণ নয়ানে ঝরে নীর॥
রাধা নাম শুনিতে শ্রবণে। চমকি চাহয়ে চারি পানে॥
দেখি যেন কেমন বন্ধান। সুধাইব কে জানে সন্ধান॥
নরহরি কহে জানি মোরা। গোকুল-নাগর এই গোরা॥২॥১০

অথ জাগর্য্যে— (**সুহই**)

ভুবনমোহন মোর গোরা। আজু কি ভাবেতে ভেল ভোরা।
জাগিয়া পোহায় সব নিশি। শুকাইয়া যায় মুখশশী॥
নয়ান-কমল জলে ভাসে। চাহিয়া রহয়ে চারি পাশে॥
থির নহে হিয়ার বেথায়। নরহরি কি করু উপায়॥১

পুনঃ ধানশী—

পেখলু গৌর তড়িত জিতি দেহ। খণে খণে বৈঠি উঠহ নাহি থেহ
তেজই ঘন ঘন তাঁখিণ নিশাস। নিরস বদনবিধু বিরহিত হাস॥
রাধানামে কতহি মন লাগি। জপইতে দিবস রজনী রহু জাগি।
কোউ ন নিয়রে কহই মৃদু বাণী। সুবল উপায় রচহ হিয় জানি॥
ভণইতে ঐছে চাহি চহুঁ ওর। ঝর ঝর ঝরই সুলোচনে লোর॥
অরু কি কহব মোহে লাগল ধন্দ। নরহরি কহ উহ গোকুলচন্দ॥২।১২

অথ তানবে— (**কর্ণাট**)

অব পেখলু গৌরবিধু হিয়ে কি ভেল বুঝই না পারি

মদন মদভর হরল লোচন ঝরই ঝর ঝর বারি॥
নিখিল কুলবতী লাজভয় ধৃতি ধরম ধ্বংসল দেহ।
হোত তিলে তিলে খীণ জনু নব- শশী সুকেশর রেহ॥
শরদ শশধর- নিকর জরী মুখে বচন ভণত লজাতি।
চৌকি ঘনঘন উসসি নিশসই গহই কর সঞে ছাতি॥
ধরত পগ ডগ ডিগত তবহু ন থির থরপত থোরি।
কতহি যতন- বিশেষে নরহরি রহত কোরে অগোরি॥১

পুনঃ ধানশী—

গোরা মোর থির নাহি বান্ধে। তা' পানে চাহিতে প্রাণ কান্দে॥
রাধা রাধা জপে রাত্রি দিন। হইনু সোণার তনু খীণ॥
ধারা বহে নয়ানের জলে। লোটাইয়া পড়ে ভূমিতলে॥
তিলে তিলে কত উঠে চিতে। নরহরি নারে প্রবোধিতে॥২।১৪

অথ জড়িম্নি— (বালাধানশী)

নদীয়ার শশী রসিক-শেখর রমণী-পরাণচোর।
বসি নিরজনে কিবা ভাবে মনে না জানি কি রসে ভোর॥
মদন নিছনি মৃদু তনুখানি কনক নবনীগোরা।
আহা মরি যেন সে না তিলে তিলে হইল কেমন ধারা॥
ছল ছল আঁখি মুখ শুখাইল মরমে না কহে আনে।
পুছিলে কিছু না কহে রহে ফিরি না চাহে কাহার পানে॥
চুয়য়ে ঘরম ঘন ঘন ভ্রম বিষম নিশ্বাস তায়।
নরহরি সাথী সে দশা নিরখি পরাণ উড়িয়া যায়॥১

পুনঃ সুহই—

গৌর গুণমণি মরম কি বুঝব বিরলে পেখলু থোরি॥
শরদ বিধুমদ- কদন বদনে সুভাস হাসহি ছোরি॥

পীতবসনে অগোরি তনু তহি নীপ নিকটহি বেঠি ॥
ধরই কি নব ধিয়ান নিজজন- বচন শ্রবণে না পৈঠি ॥
কমলদল দলি ললিত লোচন- কোণে কছু ন নেহারি।
নিরত ঝর ঝর বারি ঝরু জনু বিমল মোতি বিথারি ॥
হোত ভ্রম বহু না রহু শুধি বুধি তেজি তীখিণ নিশ্বাস ॥
করত কতহি উপায় উপশম লাগি নরহরি দাস ॥২।১৬

অথ বৈয়গ্র্যে— (নটনারায়ণ)

মধুর সুরধনী তীর নিবসই তরুণ তরুগণ মাঝ।
চকিত পেখলু চারুতনু জনু কনক-ভূধররাজ ॥
বদন শশধর হাসবিরহিত শ্বাস ঘন ঘন ছোড়ি।
বারি বারিজ- দল বিলোচন বারি ঝরতহি থোরি ॥
রাধিকাগুণ নাম শুনইতে উপজে খেদবিশেষ।
হোত ভ্রম অন- বরত ধরত ন শকত ধৈরজ লেশ ॥
সুবল মিলব কি ঐছে কহু ইথে কয়লু কছু অনুমানি।
ভণত নরহরি গৌর বিধুবর বরজমোহন কান ॥১

পুনঃ ধানশী—

নদীয়ানগরে নাগর গোরা। জগত-যুবতি-পরাণচোরা ॥
না জানি কাহার রসেতে মাতি। না ধরে ধৈরজ দিবস রাতি ॥
নহে নিবারণ সে তনু স্বেদ। নিরজনে একা করয়ে খেদ ॥
দেখি দশা নরহরি সে ধন্দ। বুঝিল এ মেন গোকুলচন্দ ॥২।১৮

অথ ব্যাধৌ— (আশাবরী)

ওগো সে নদীয়াচান্দে।
না জানি এমন কেবা কৈলে তাহে দেখিতে পরাণ কান্দে ॥
কনক জিনিয়া দেহা।

দণ্ডে দণ্ডে পাণ্ডু-　　বরণ সে অতি　　তপত না থাকে থেহা ॥
পড়িব ধরণীতলে।
কাঁপয়ে সঘনে　　ঘন নিশ্বসয়ে　　ভাসয়ে আঁখির জলে ॥
না শুনে কাহারু কথা।
নরহরি পহুঁ　　মরম না কহে　　কি হৈল হিয়ার বেথা ॥১

পুনঃ তোড়ী—

পেখলু পহুঁ কিয়ে ভাতি।　　নিশসই নিরত কবহি উর জাতি ॥
উতপত কাঞ্চন দেহ।　　পাণ্ডুর বরণ ঘটত গত-থেহ ॥
কহে অতি গদগদ ভাষ।　　সুবল সাংঘাত বিফল ভেল আশ ॥
তবহি মৌন গহি নেল।　　উপজত শীত বিরস ভই গেল ॥
মোহ ইছই বহু বেরি　।　　ঝরই নয়ন নিজ পরিজন হেরি ॥
নরহরি কহই ন ওর।　　সমুঝলু গৌর গোপীচিত-চোর ॥২।২০

অথোন্মাদে—　　(পঠমঞ্জরী)

ওগো গৌরাঙ্গ গুণের নিধি।
আহা মরি তাহে　　হেন দশা কেন　　ঘটাইলে দারুণ বিধি ॥
সে যে হইল বাউলপারা।
কিবা ভাবে মনে　　আনে না কহয়ে　　চাহয়ে চঞ্চলধারা ॥
খেণে হাসয়ে বিরলে বসি।
তেজয়ে নিশ্বাস　　নিশবদ খেণে　　মলিন বদন-শশী ॥
খেণে নয়ানে ঝরয়ে নীর।
নরহরি পহুঁ　　বিরহ বিষম　　তিলেক না বাঁধে থির ॥

পুনঃ ধানশী—

পেখি আয়লু আজ।
গৌর বিধুবর　　তরল ছলছল　　না রহু পরিকর মাঝ ॥
ভ্রমত ভ্রমই ন জাত।

চৌকি চহুঁ দিশ চাহি মহি গহি ধূরি ধূসর গাত ॥
কি দিশি নিশি নাহি জানি।
কিয়ে কঠিন উনমাদ উপজল কাহু বচন না মানি ॥
শ্বাস তীখিণ বিথারি।
বারি ঝরু ন নিবারি বারিজ- নয়ানে বারিদহারি ॥
কহই কাতর ভাষ।
গোই সুবদনী মোহে নিকরুণ সখি! না পূরল আশ ॥
বহু বিলপি বিরমই বাণী।
দাস নরহরি পহুঁ এ গোকুল- নাহ নিহচয় জানি ॥২।২২

অথ মোহে— (পঠমঞ্জরী)

আজু কি বিষম অবশ পহুঁ গাত। বারিজ-নয়নে বারি বহি যাত ॥
রাধা আধ বচন মুখে আনি। শ্বাস না নিসরে ধরই উরে পাণি ॥
মুরুছত পরিকরে চকিত নেহারি। ক্ষিতিতলে চাঁচর চিকুর বিথারি ॥
ধূসর ধূরি খিরজপন খোই। হোত নিচল লখি নরহরি রোই ॥১

পুনঃ আশাবরী—

আহা মরি মরি কি আর বলিব গৌরাঙ্গ চাঁদের কথা।
সে মুখ মলিন হেরি হিয়া মাঝে বাঢ়য়ে দারুণ বেথা ॥
কাঁচা সোণা জিনি অঙ্গের লাবণি কেবা না হেরিয়া ভুলে।
সে ধূলি ধূসর যেন ধরাধর লোটায় ধরণীতলে ॥
সে বেশভূষণ দূরে গেল সব সে নব কুসুম হার।
আউলায়া পড়িছে চামরের পারা চাঁচর চিকুর ভার ॥
হইল নিচল না চলে নিশাস মরম বুঝিব কে?
নরহরি কহে সে দশা ঘটিল গোকুল-নাগর এ ॥২।২৪

অথ মৃত্যুদশায়াং— (দেবকিরী)

সজনি ! পেখলু গৌর গোকুল- চন্দবর পরতেক ।
চারু চম্পক- কুঞ্জ কেতনে থির নহু পল এক ॥
উমড়ি হিয় নব নেহ চকিত নেহারি রহু চহুঁ পাশ ।
পাণি-পঙ্কজে ছাতি জাতই তেজি তীখিণ নিশ্বাস ॥
ভণই ঘন ঘন শুনহ সুবল । সাংঘাত বাত হামারি ।
বিফল ভেল অভি- লাষ বিঘটল দৈব বুঝলু বিচারি ॥
করবি সমুচিত কাজ তনু সঞে হোয়ব জীবন ভিন ।
ঐছে ভণি ঘন শ্যাম পহুঁ ঘন রোই ভেল মহীলীন ॥১

পুনঃ ভূপালী—

নিরজনে গোরা গুণমণি । ঘন ঘন লোটায় ধরণী ॥
বুঝিলু এ গোকুলের কালা । নহিলে কি এত প্রেমজ্বালা ॥
রাধা নাম না পারে কহিতে । তিলেক ধৈরজ নাই চিতে ॥
কাহারু প্রবোধ নাই মানে । আঁখি মুদে উহারি ধিয়ানে ॥
খেণে কহে এ সুবল সখা ! তোমার সহিত এই দেখা ॥
খেণে কহে জীয়িতে কি সাধ । বিধাতা করিলে সব বাদ ॥
এত কহি নীরব হইল । সে মুখ-কমল শুখাইল ॥
নয়ানে বহয়ে বারিধারা । নিশসয়ে পাবকের পারা ॥
সে দশমী দশা নিরখিয়া । দারু শিলা যায় দরবিয়া ॥
নরহরি না দেখি উপায় । ভূমে পড়ি কান্দে উভরায় ।২।২৬

অথাপ্তদূতীগতুক্ত্যাদৌ— (ধানশী)

আজু গোরাচান্দে নিরখিয়া । মনে দড়াইলু এই সে নব কালিয়া ॥
তিলেক ধৈরজ নাহি ধরে । পুলকিত তনুখানি আপনা পাসরে ॥
সে নব পিরীতি প্রকাশয় । নিরজনে আপনা আপনি কথা কয় ॥

ওহে বীরা মু যাও নিছনি। কহ কই রাই কি কহল তাহা শুনি॥
গিয়া তুমি আইলা তুরিতে। মনে অনুমান করি মোরে বা লইতে॥
এত কহি চাহি পথ-পানে। পদ দুই চারি চলে নরহরি সনে॥১।২৭

অথ সংক্ষিপ্তসম্ভোগে — (দেবকিরী)

ওগো সে নদীয়াবিনোদ গোরা। আজু কি আনন্দে হইল ভোরা॥
আহা মরি কিবা মোহন বেশ। কুসুমে খচিত চাঁচর কেশ॥
ঝলমল মুখে মধুর হাঁসি। সুধা ঢালে যেন বিমল শশী॥
নয়ান চাহনি কত না ছাঁদে। তা হেরি কেবা বা ধৈরজ বাঁধে॥
পুলক-বলিত ললিত তনু। কনক কদম্ব কেশর জনু॥
কি নব মধুর ভঙ্গিমাখানি। গলয়ে পাষাণ শুনি সে বাণী॥
বিধিরে প্রশংসা করয়ে কত। বুঝি সে করিল মনের মত॥
দেখিয়ে সকল কালিয়া-রীতি। নরহরি কহে সেই এই সতি॥১।২৮

অথ স্বাপ্নসংক্ষিপ্তসম্ভোগে— (ধানশী)

গোরা-প্রেম অমিয়া পুতলি। ভুবন মোহয়ে সে বেশের ঝলমলি॥
হাসির ছটায় কে না মোহে। চাহনিতে যুবতী না রহে জাতি কুলে॥
দেখিনু নয়ান ভরি তায়। অবিরল পুলকবলিত হেম গায়॥
থির নহে মনের উলাসে। কি কহিতে কিবা কহে সুমধুর ভাষে॥
না রহে গোপন ও না কাজ। নিজ তনু নিরখি হিয়ায় বাঢ়ে লাজ॥
নরহরি কি জানে কহিতে। সেই এ কালিয়াচাঁদ বুঝিলু মনেতে॥১।২৯

অথ সংক্ষিপ্ত সম্ভোগরসোদ্গারে— (বিভাষ)

গোরা কত করয়ে যতন। গোপন করিতে নারে পিরীতি-রতন।
কহে কিছু কহিতে না পারে। উথলয়ে হিয়া সুখ-সায়রে সাঁতারে॥
পুলকে ভরয়ে সব অঙ্গ। ঢুলু ঢুলু নয়ানকোণেতে কিবা রঙ্গ॥
মধুর মধুর মুখহাসে। বরিষে অমিয়া শশি-গরব বিনাশে॥

কি নব ভঙ্গিমা খেণে খেণে।　　দেখিতে মজিনু সই ! কই যাহা মনে ॥
নরহরি পহুঁ শ্যামরায়।　　যুবতি বধিতে এই আইল নদীয়ায় ॥১৩০

ইতি দ্বিতীয়-প্রকারে দ্বিতীয় আস্বাদঃ ॥৭১

অথ তৃতীয়-প্রকারঃ

গান্ধার—

শ্রীশচীতনয় গৌর গুণধাম।　　ভববিধি-বন্দ্য ভুবনে অনুপাম ॥
আজু বিরলে বিলসয়ে বহু রঙ্গ।　　মনমথ কোটি মথন প্রতিঅঙ্গ ॥
সুললিত দুর্গম চরিত অপার।　　কো সমুঝব ইহ জগত-মাঝার ॥
পরিকর প্রাণ জীবন রসভূপ।　　নরহরি নিছনি নিরখি পহুঁ রূপ ॥১

অথ ভাববিতর্কে— [প্রেমবিহ্বলা কাচিৎ কুতুকিনী বৃদ্ধা বৃদ্ধামাহ]

ধানশী—

সখি ! কহিতে কি আর তা'।

সোণার নিমাই-　পানে নিরখিতে　উলসে আউলায়্যো গা ॥ধ্রু॥
নবীন বয়েস　বেশ বিনোদিয়া　হিয়া কে ধরিবে তায়।
কুলবতী-ধৃতি　না রাখয়ে আঁখি-　কোণে কি সন্ধানে চায় ॥
হাসির মিশালে　ঢালে সে অমিয়া　পিয়া কে পরাণে জীয়ে।
কত না ভঙ্গিতে　ভণে বাণী হেন　নাহি যে উপমা দিয়ে ॥
সদাই চঞ্চল　ধারা পারা বুঝি　মজিবে কাহারু সনে ॥
নরহরি কহে　তুয়া নাতি তাহে　ইহা না হইবে কেনে ?১

পুনঃ কামোদী—

সখি ! সে সোণার নাতি।

নাগরালী-বেশে　বিলসয়ে নব　যৌবনমদেতে মাতি ॥ধ্রু॥
নানা ভঙ্গি করি　ফিরয়ে নদিয়া-　নগরে নাগর যত।
দেখিয়ে অঙ্গের　শোভা তা সভার　গরব ভইল হত ॥

নয়ান-সন্ধানে প্রাণে হানে হাসি হরয়ে তরুণী-হিয়া।
না জানি কিরূপে কেবা নিরমিল কি নব পিরীতি দিয়া॥
এ হেন নিমায়ে কেবা মজাইল মরম বেকত মুখে।
কহে নরহরি বিরলেতে ইহা সুধাহ মনের সুখে॥২।৩

অথ দর্শনে— [কাচিৎ কুতুকিনী বৃদ্ধা শ্রীগৌরচন্দ্রং প্রত্যাহ]

দেবগান্ধার—

শচীর দুলাল মোর পরাণ নিমাই হে নাতি হইয়া লাজ কর কেনে॥
বোল বোল মরম- কাহিনী নিরজনে হে শুনিতে এ সাধ বড় মনে॥
তুয়া রূপ গুণের বালাই লৈয়া মরি হে কি সুধাতরঙ্গ বহি যায়।
দেখিলু নদীয়ামাঝে যত কুলবধূ হে উছাই বিরলে বসি গায়॥
তোমার আঁখির ঠারে কে ধরে ধৈরজ হে হাসিতে মদন মুরুছয়॥
বোল তুমি কারে দেখি এমন হইলা হে সে তোমা করিল পরাজয়॥
সদাই অথির হিয়া কি আর লুকাও হে সে নাম শুনিতে যদি পাই।
তবে নরহরি সহ মনের মানসে হে তারে তোমায় আনিয়া মিলাই॥১

পুনঃ কামোদ—

ওহে নাতি তুমি নদীয়ার বিধু। তোরে দেখি ভুলে কুলের বধূ॥
আজু কেনে তোমা এমন দেখি। কোথা মজাইলে চঞ্চল আঁখি॥
একি অসম্ভব ভবন ছাড়ি। কখনু না জানহ কাহারু বাড়ী॥
বুঝি সুরধনী সিনান যাইতে। তারে নিরখিলা বিরল পথে॥
বুঝি পটে কেহো লিখিয়া তাহে। গোপনে আনিয়া দেখাইলে তোহে॥
বুঝিবা স্বপনে দেখিয়া তায়। হইলা এমন মনেতে ভায়॥
তিলেক রহিতে নারহ ঘরে। সে কে ভ্রমাইলে বোলহ মোরে॥
ইথে কিছু লাজ না কৈরো তুমি। নরহরি সাথী মিলাব আমি॥২।৫

অথ শ্রবণে—　　(ধানশী)

কি আর বলিব নাতি ! নদীয়া নগরে হে তোমারে দেখিব থাকু দূরে ।
এ নব বয়স বেশ- বিলাস শুনিতে হে কোণে থাকি কুলবধূ ঝুরে ॥
তোমার মতন হেন রঙ্গিয়া নাগর হে না দেখি না শুনি কোন খানে ।
মনে করি ইহারে এ পিরীতি ঘটুক হে তাহা বিধি ঘটাইল মেনে ॥
নদীয়ার মাঝে যত নবীন রমণী হে সভারে করিয়ে প্রীত আমি ॥
বোলহ কাহারু রূপ গুণ নাম শুনি হে হইলা পাগলপারা তুমি ॥
কহিতে মরম আর না কর সরম হে এমন করিব কেবা জানে ।
তা সহ তোমারে দেখি নয়ান জুড়াব হে নরহরি নিছিব পরাণে ॥১

ধানশী—

ওহে বিশ্বম্ভর সোণার নাতি । কেনে দেখি তোমা এমন রীতি ॥
চঞ্চল নয়ান চৌদিগে ধায় । ধৈরজ ধরিতে নারহ তায় ॥
পুলক ঝাঁপিহ পিয়ল বাসে । মদন মোহিহ মধুর হাসে ॥
অঙ্গ মোড়া দিহ কত না ছলে । ভাসিছে নয়ান আনন্দ-জলে ॥
বুঝি কারু কথা শুনিয়া কাণে । মন মজাইলে তা সনে মেনে ॥
ভাল কৈলে ইথে কিসের লাজ । নরহরি সঙ সাধিব কাজ ॥২।৭

অথ লালসায়াং—　　(পঠমঞ্জরী)

সোণার নিমাই মোর পরাণ জুড়ায় হে দেখিতে তোমার তনুখানি ।
পরাণ যেমন করে তাহা কি কহিব হে শুনি চাঁদ বদনের বাণী ॥
হেলিতে ডুলিতে তুমি পথে চলি যাও হে কেশ আউলাইয়া ফেলি পিঠে ।
তখন কুলের বধূ ধায় চারি পাশে হে দেখয়ে তোমারে এক দিঠে ॥
তুমিত কাহারু পানে ফিরিয়া না চাও হে তাহাতে পাইলু মনে দুখ ।
আরাধিলু বিধি তেহোঁ সদয় হইল হে এতদিনে হবে যেন সুখ ॥
কহ মোরে মরম এ লাজ পরিহরি হে ধৈরজ হরিলে কেন্ ধনী ।

নরহরি সহ সব যতনে সাধিব হে বারেক তোমার মুখে শুনি ॥১

পুনঃ আশাবরী—

নাতি ! বেকত দেখিয়ে রীত ।

অঙ্গ মোড়া দিয়া ছাড়িহ নিশ্বাস সদাই অনত চিত ॥ধ্রু॥
হাসিনিশা মুখ শুকাইছে ক্ষেণে কাঁপিছ দামিনীপারা ।
চম্পক-কলিকা পানে নিরখিতে বহিছে নয়ান-ধারা ॥
কোকিল-শবদ শুনি চমকহ হিয়া না ধৈরজ বান্ধে ।
নবীন বয়স সিধি কৈলে বিধি কান্দাইলে পিরীতি ফান্দে ॥
বোল বোল মোরে সে কোন কামিনী ভুলিলা যাহারে দেখি ।
তুয়া মন মত যতনে করিব ইথে নরহরি সাখী ॥২।৯

অথোদ্বেগে— **(বরাড়ী)**

নাতি ! তুমি নদীয়ার বিধু ।

তোমারে দেখিতে চিতে কত সাধ করে হে নবীন নবীন কুলবধূ ॥ধ্রু॥
তুমি তা সভারে ভালে ভুলাইতে জানো হে ফিরো নানা নাগরালি বেশে ।
এই কথোদিন হইতে দেখি আন ভাঁতি হে নয়ানের জলে বুক ভাসে ॥
সঘনে কাঁপয়ে মন মলিন বরণ হে ঘামে তনু তেজহ নিশ্বাস ॥
অবনত মাথে চিতে চিন্তিত সদাই হে মুখে নাই সে মধুর হাস ॥
ঘটিল কঠিন দশা এ নব বয়সে হে কার সনে বাঢ়াইলা প্রীত ।
কহিলে মরম তারে আনিয়া মিলাই হে নরহরি জানে মোর রীত ॥১

পুনঃ ধানশী—

ওহে নাতি ! তুমি ঠেকিলা পাকে । যে কৈলে এমন কি কব তাকে ॥
ভাবিতে ভাবিতে সে নব লেহা । ঝরে আঁখি যেন শাঙন মেহা ॥
বি-বরণ তনু তিতয়ে ঘামে । কাঁপে মন জিনি দামিনীদামে ॥
উসসি নিশ্বসি বিষম গতি । গোপহ গোপন না রহে রীতি ॥

না বুঝিয়ে মেন কেমন কাজ।　　আমারে করিতে করহ লাজ॥
কি বলিব তুয়া পানেতে চায়া।　　নরহরি জানে যে করে হিয়া ॥২॥১১

অথ জাগর্য্যে—　　(শ্রীরাগ)

নাত্যা ! মোরে লাজ কর কেনে।

মরম-কাহিনী আর　কারে শুনাইবা হে　কে সাধ সাধিবে আমা বিনে॥
চাহিতে তোমার পানে　পরাণ কি করে হে　কেশ বেশ সব গেল দূরে।
যে হৈতে পিরীতি রসে　মন মজাইলা হে　সে হৈতে নয়ান দুটি ঝুরে॥
হিয়ার বেদনা সদা　বদন শুকায় হে　তিলেক সোয়াথ নাই পাও।
না ভায় ভোজন পান　কভু না ঘুমাও হে　হেন নিশি জাগিয়া পোহাও॥
পূরাইব আশ এই　নিশ্বাস সম্বর হে　আমার শপথ তোরে লাগে।
কেমনে দেখি এমন　হৈলা বিবরিয়া হে বোল বোল নরহরি আগে॥১

পুনঃ কামোদ—

ওহে নাতি ! নদীয়ার চান্দ।　　কে ভুলাল্যে পাতি প্রেমফাঁন্দ॥
সদাই দেখহ চারি পাশে।　　নিন্দ নাই জলে আঁখি ভাসে॥
কাতর হইয়া কও কথা।　　না জানি অন্তরে কত বেথা॥
বদন-কমল শুকাইল।　　হেম অঙ্গ মলিন হইল॥
তোমার বালাই লৈয়া মরি।　　কহিলে কি না করিতে পারি॥
নরহরি জানে মোর কাজ।　　আমারে কহিতে কিবা লাজ॥২।১৩

অথ তানবে—　　(অমর পঞ্চম)

এ নব বয়েসে নাতি　এ রসে মজিলা হে　লুকাইলে লুকা নাই যায়।
তখনি জানিয়ে মোরা　নাগরালি বেশে হে　যখন ফিরহ নদীয়ায়॥
মরি মরি এমন　সোণার তনুখানি হে ভাবিতে ভাবিতে হৈল খীণ।
অসিত চতুরদশী-　শশীর সমান হে　তাহাতে ভ্রমহ রাতি দিন॥
অঙ্গের ভূষণ সব　খসিয়া পড়িছে হে　না পারো বসন সম্বরিতে।

ঘন ঘন নিশ্বাস নয়ান জলে ভাসো হে চমকিয়া চাও চারি ভিতে ॥
ধনি ধনি যে কৈলে এমন আঁখি কোণে হে এ বিষম সন্ধান যাহার।
নরহরি পরাণ নিছিব তার পায় হে বোল শুনি কি নাম তাহার ॥১

পুনঃ ধানশী—

নাতি ! রসিকশেখর তুমি।

নদিয়া নগরে হেন নাগরালি ইহা কি না জানি আমি ॥
কি আর বলিব কিবা শুধাইব দেখিয়ে কেমন ধারা।
মজিছে পিরীতে ভাবি ভাবি চিতে হইলা কাজর পারা ॥
সে নব রমণী মন চোরাইলে ধরিতে নারহ থেহ।
সদাই ভ্রমণে খীণ খেণে খেণে নিপট দুবর দেহ ॥
সে ধনী আনিয়ে দুখ ঘুচাইয়ে দেহ পরিচয় তার।
নরহরি সাথী রাখিব গোপনে কেহো না জানিবে আর ॥২।১৫

অথ জড়িমায়াং— (সিন্ধুড়া)

এ নব বয়েসে নব রসের তরঙ্গ হে এত দিনে গেল সব জানা।
এমন হইব বলি মনে যদি হইত হে তখনি করিতু তবে মানা ॥
সে অতি দুলহ এই মনে অনুমানি হে হইলা জড়ের পারা তুমি।
ঘন ঘন তেজ এই তীখিণ নিশ্বাস হে ইহা কি সহিতে পারি আমি ॥
না কহ না শুন কিছু না চাও নয়ানে হে ভ্রম কত কি বুঝিব আনে।
ঘুচায় এ সব দুখ এখুনি মিলায় হে নরহরি যদি তায় জানে ॥১

পুনঃ ধানশী—

কি বলিব নাতি ! নদীয়া নগরে সভার পরাণ তুমি।
এ হেন বয়েসে বেশ বিরহিত সহিতে নারিয়ে আমি ॥
শুকাইল মুখ আখি ছলছল না চাহ কাহারু পানে।
না কহ বচন রহ আন মনে কিছু না শুনহ কাণে ॥

খেণে খেণে ভ্রম　　নিশ্বাস বিষম　　হুঙ্কার করহ তায় ॥
নবীন পিরীতি　　করে এই রীতি　　ঠেকিলে দারুণ দায় ॥
বোল বোল শুনি　　সে কোন রঙ্গিণী　　মোরে কি কহিতে লাজ।
নরহরি জানে　　না জানাবো আনে　　গোপনে সাধিব কাজ ॥২।১৭

অথ বৈয়গ্র্যে—　　(মালবশ্রী)

সোণার নিমাই নাতি মোর।

কি আর বলিব হিয়া　　বিয়াকুল হয় হে　　চাহিতে বদন পানে তোর ॥
মধুর মধুর হাসি　　সে নব ভঙ্গিতে হে　　না কহ বচন সুধাপারা।
বারেক না চাও কারু　　পানে দুটি আঁখি হে　　সদাই বহয়ে বারিধারা ॥
তিলে তিলে বিকল　　বিলাপ কত করো হে　　কে পারে শুনিতে খেদকথা।
আনল সমান তেজ　　দীঘল নিশ্বাস হে　　বেথিত বুঝয়ে এনা বেথা ॥
মাথার শপথ এথা　　লাজ পরিহর হে　　সে কোন রঙ্গিণী বোল মোরে।
নরহরি জানে কত　　চাতুরি তুরিতে হে　　আনিয়া মিলাব তায় তোরে ॥১

দেশী তোড়ী—

নাতি কিশোর বয়স তোর।　　দেখি জুড়ায় নয়ন মোর ॥
তুয়া মধুর মধুর হাসে।　　মধু সুধা-গরব নাশে ॥
সদা রচহ নবীন বেশ।　　সে যে না রাখে ধৈরজ লেশ ॥
এবে চাহিতে তোমার পানে।　　নারি কহিতে যে হয় মনে ॥
তিল আধ না বাঁধহ থেহ।　　তেজো নিশ্বাস বিষম এহ ॥
তাহে করহ দারুণ খেদ।　　খেণে খেণে কত নিরবেদ ॥
দু'টি নয়ানে ঘটিল ধারা।　　মুখ হইল কাজর-পারা ॥
তনু কোমল শুকায়া গেল।　　মন কেমন হরিয়া নিল ॥
কহি মিনতি করিয়া তোরে।　　লাজ তেজিয়া বোলহ মোরে ॥
ইথে নরহরি রহু সাথী।　　আনি মিলাব গোপনে রাখি ॥২।১৯

অথ ব্যাধৌ— **(ভূপালী)**

ওহে নাতি ! কি আর কথায় ।

বুঝিলু মরম তুয়া মরমে কি করে হে থির নহো হিয়ার বেথায় ॥ধ্রু॥

পাণ্ডুর বরণ তনু সদা উতাপিত হে ঘটিল দারুণ শীত তায় ।

মুরুছা ইছই তেজি তীখিণ নিশ্বাস হে ভাসো দুটি আখির ধারায় ॥

বরজ নাগরী লাগি যেরূপ কালিয়া হে মনে করি সেই যেন তুমি ।

দেখিতে এদশা মোর পরাণ বিদরে হে ইহা না সহিতে পারি আমি ॥

কহ নরহরি-পাশে সে ধনী কে বটে হে কে তোহে ফেলিল প্রেমফান্দে।

তাহার নিদয়পনা মনে না করিহ হে সে কি তুয়া বিনে থির বান্ধে ॥১

পুনঃ ধানশী—

হেদেহে নদিয়ানাগর নাতি ! মোরে লুকাহ এ কোন্ রীতি ।

মন মজাইলা নাগরী সনে । নহিলে এমন হইবা কেনে ?

হেম কাঁতি হৈল পাণ্ডুর হেন । উতপত তনু আনল যেন ॥

সঘনে কাঁপিছ কিছু না ভায় । উসসি নিশ্বাস তেজিছ তায় ॥

সদাই ভিজিছ আখির জলে । লোটায়া পড়িছ ধরণীতলে ॥

নরহরি জানে মনে যে করি । কহিলে কি তারে মিলাইতে নারি ?২।২১

অথ উন্মাদে— **(গান্ধার)**

ওহে নাতি ! কই এনা কথা ।

বরজে কুলের বধূ অতি রসিকিনী হে সেরূপ কুলের বধূ এথা ॥ধ্রু॥

কত অনুরাগে ওনা কানুরে মোহিল হে চাহি চারু নয়ানের কোণে ।

সেরূপ তোমার মন হরিয়া লইল হে নিরুপম আখির সন্ধানে ॥

নবীন বয়েসে শুনি যে দশা কানুর হে সে দশা তোমার দেখি আমি ।

কেবল বরণ ভিন সকল একই হে বুঝি যেবা সেই হও তুমি ॥

আহা মরি বোল বোল সে ধনী কে বটে হে যে ঘটালো হেন উনমদ ।

আনি তায় তোমারে　যতনে মিলাইব হে　　নরহরি পূরাইব সাধ ॥১

পুনঃ আশাবরী—

ওহে নাতি ! নদীয়াকিশোর ।　　হইলা কাহার রসে ভোর ॥
সদাই থাকহ নিরজনে ।　　কথা কহ আপনার মনে ॥
খেণে তেজো দীঘল নিশ্বাস ।　　খেণে অতি বিরহ হুতাশ ॥
খেণে দু'টি আঁখি বহে জল ।　　খেণে তুমি হাস খলখল ॥
খেণে খেণে বাহু পসারিয়া ।　　উঠহ কাহারে নেহারিয়া ॥
লাজ করো আমারে কহিতে ।　　নরহরি না পারে সহিতে ॥২।২৩

অথ মোহে—　　**(হিন্দোল)**

নাতি !　তুথ দেখা নাই যায় ।

মজিলা পিরীতি রসে　বিষম হইল হে　হেন তনু ধুলায় লোটায় ॥ধ্রু॥
গোকুল-নাগর পারা　চরিত তোমার হে　তুমি সেই হেন মনে বাসি ।
তাহার পিরীতি যার　সনে তা শুনিনু হে　নাম তার রাধিকা রূপসী ॥
অতি রসিকিণী সেই　হেমতনু তার হে　তাহারে ভাবিতে হইলা গোরা ॥
তেঁহো তুয়া শ্যামল-　বরণ ঘুচাইল হে　এই অনুভব কৈনু মোরা ॥
নদীয়া নগরে বোলো　সে কোন রমণী হে　যে তোমার মোহ ঘটাইল ।
নরহরি তারে মিলা-　ইব এই লাগি হে　কত না যুগতি সিরজিল ॥১

পুনঃ সুহই—

নাতি !　কি আর বলিবু তোরে ।

মুরুছি পড়হ　খিতিতলে তনু　মরম না কহ মোরে ॥ধ্রু॥
সে নবীনা ধনী　কেমন না জানি　যে কৈলে পরাণ চুরি ।
নদীয়ানগরে　ফিরি ঘরে ঘরে　তারে না চিনিতে পারি ॥
যদি জানে কেহো　না কহয়ে সেহো　রচিনু উপায় চিতে ।
দেব আরাধিয়া　তাহারে মিলিয়া　মিলাব তোমার সাথে ॥

সোণার বরণ সে হইল এমন না জানি কেমন হবে !
ঘটিল যে দশা ইথে কি ভরসা দাস নরহরি ভাবে ॥২।২৫

অথ মৃত্যুদশায়াং— (গান্ধার)

চাহিতে মুখের পানে পরাণ বিদরে হে নাতি তোরে আর কব কত।
ঘটিল দশমী দশা বিষম হইল হে সকল দেখিয়ে কানুমত ॥
রাধার বিরহে সে না অতি নিরজনে হে তেজিব জীবন কৈল মনে।
সখীমুখে সে ধনী শুনিয়া ব্যাকুল হে পিয়ায় মিলিল গিয়া বনে ॥
তোমার এদশা যদি শুনে সে রমণী হে তবে শুনা পরাণে মরিব।
এ কুল-কলঙ্ক ভয় লাজ ঘুচাইয়া হে জীবন যৌবন সমর্পিব ॥
কানিয়া হইতে তুয়া অধিক এ রীত হে এ হেন সময়ে কর লাজ।
শুনিলে সে নাম ঘন- শ্যাম সেথা গিয়া হে ত্বরিতে সাধয়ে সব কাজ ॥১

পুনঃ আশাবরী—

ওহে নাতি ! এই কেমন কথা। শুনিতে অন্তরে পাইয়ে বেথা ॥
কারু হাতে কিছু যতনে দিয়া। মরিবারে চাহ বিপিনে গিয়া ॥
ও মোর নিমাই ! নিছনি যাই। হেন অমঙ্গল বলিতে নাই ॥
যা' সনে ঘটিল এ নব লেহা। সে ইথে কেমনে ধরয়ে থেহা ॥
যদি জানি যাই তাহার ঘরে। প্রাণ দিয়া যেন আনিয়ে তারে ॥
নরহরি জানে এ অতি দায়। গোপত পিরীতে পরাণ যায় ॥২।২৭

অথাপ্তদূতীগত্যুক্ত্যাদৌ— (সুহই)

ওহে নাতি ! নিমাই সুন্দর। আজু তোরে দেখিতে জুড়ায় কলেবর ॥
নিরজনে তোমারে রাখিয়া। বুঝি কেউ কহিল সে ধনী-পাশে গিয়া ॥
সে এবে আসিব তুয়া পাশে। এ হেতু পথের পানে চাহিছ উলাসে ॥
শুভখণে মিলন হইব। নরহরিসহ দেখি আঁখি জুড়াইব ॥১।২৮

অথ সংক্ষিপ্তসম্ভোগে—　　(ধানশী)

আজু দেখি অতি উলাস তোরে।　বোল বোল নাতি ! সে কথা মোরে॥
বুঝি তুয়া সাধ সাধিলে বিধি।　মিলাইয়া দিলে দুলহ নিধি॥
নদীয়ার মাঝে সে ধনী ধনী।　পাইল এ হেন পরশমণি॥
নরহরি জানে মনেতে যাহা।　এতদিনে হইল সফল তাহা॥১।২৯

অথ স্বাপ্নসংক্ষিপ্ত-সম্ভোগে—　　(ধানশী)

ওহে নাতি ! নিমাই মনেতে অনুমানি।　স্বপনে মিলিল বুঝি সে নব রমণী॥
মনে মনে কও কথা নিশাইয়া হাসি। পুছিলে না কহ কিছু রহ লাজ বাসি॥
না পূরিল আশ এই স্বপন-বিলাসে।　না ধর ধৈরজ পুন মিলিবার আশে॥
মিলাইব নরহরি থির কর হিয়া। জুড়াইব আঁখি তোমা দোঁহা নিরখিয়া॥১।৩০

অথ সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ-রসোদ্গারে—　　(ধানশী)

আহা মরি এই নদীয়াপুরে।　এনা গুণ শুনি কে নাহি ঝুরে॥
নিরখিতে রূপ না থাকে বেথা।　তোমা হেন নাতি ! পাইব কোথা॥
আজু দেখি তোরে কেমন ভাঁতি।　ঢুলু ঢুলু আঁখি অলস অতি॥
সে রমণীমণি রঙ্গিণী সঙ্গে।　বুঝি জাগিয়াছ রজনী রঙ্গে॥
সুধাধারা পারা বিলাস তোর।　শুনাইয়া হিয়া জুড়াও মোর॥
রাখিব গোপনে কহিবে যাহা।　নরহরি একা জানিবে তাহা॥১।৩১

কিঞ্চ　　(কামোদ)

গোরাচাঁদে নিরজনে পায়া।
বৃদ্ধ নারী যত　নিজ অভিমত　দেখয়ে উলস হৈয়া॥
এনা চরিত পুরুব পারা।
চারু চাতুরীতে　রচয়ে বচন　যেন সে অমিয়া ধারা॥
তাহা শুনি সে রসিক রায়।

নারে থির হৈতে কত উঠে চিতে চকিত চৌদিগে চায় ॥
হাসি সভারে ভাসায় সুখে।
নরহরি হেন কৌতুকে বিমুখ মরয়ে মনের দুখে ॥১।৩২

ইতি তৃতীয় প্রকারে প্রথম আস্বাদঃ ॥১০৩।

অথ শ্রীকৃষ্ণস্য পূর্বরাগঃ।

শ্রীমদ্ ব্রজবিধো ধীর কিশোর রসবিগ্রহ।
প্রসীদ ময়ি গোবিন্দ রাধিকা-রতিলম্পট ॥

জয় রাধা কৃষ্ণ চৈতন্যের পরিকর। মো অজ্ঞের বাঞ্ছা পূর্ণ কর নিরন্তর ॥
গাইল ত্রিবিধ গৌরগীত পূর্বমতে। কৃষ্ণ-পূর্বরাগ এবে গাই সংক্ষেপেতে ॥
শ্রীউজ্জ্বলে পূর্বরাগ-লক্ষণ কহিল। কৃষ্ণ পূর্বরাগ তথা দিগ্ দর্শাইল ॥
দর্শন শ্রবণে পূর্বরাগ সে জন্মায়। সাক্ষাত চিত্র স্বপন-দর্শন এ ত্রয় ॥
বন্দী-দূতী-সখীমুখে গীতেতে শ্রবণ। এ চতুষ্টয়ে সে ত্রয়ে দশা দশ হন ॥
দর্শন শ্রবণ এথা যথাযোগ্য মতে। অল্পে জানাইব, ভয় পাই বাহুল্যেতে ॥
প্রথম আস্বাদে স্থূলমতে জানাইব। দর্শন শ্রবণ পাছে কিছু বিবরিব।
পূর্বক্রমমত এই অতি রসায়ন। তাহে শ্রোতাগণ আস্বাদহ অনুক্ষণ ॥
নরহরি জন্মে জন্মে করে এই আশ। স্ফুরুক অন্তরে মোর এ নব বিলাস ॥০

তত্র ভাববিতর্কে— [কাচিৎ সখী সখীং প্রত্যাহ]

বালা ধানশী—

আজু ঐছে কাহে হোয়ল কান। তেজল মুরলী মনোহর গান ॥
খসই সুবেশ না শকত সমারি। চঞ্চল চহুঁ দিশ চকিত নেহারি ॥
শ্রবণহি আন বচন নাহি ভায়। বিকশিত কমল বিপিন তঁহি ধায় ॥
চম্পক কুসুমদামে ভরু ছাতি। সোঁপই সজল নয়ন তহি মাতি ॥
খণে পুলকিত তনু অনুপম হাস। খণে খণে খোলি পরয়ে পীত বাস ॥
কৈছন রঙ্গ বুঝন নাহি যায়। ভণ ঘনশ্যাম পুছহ তুহুঁ তায় ॥১

সখী শ্রীকৃষ্ণং প্রত্যাহ—　　(সুহই)

এ নাগরবর ! বরজকিশোর । হেরইতে তোহে তরল মতি মোর ॥
ঘন ঘন চৌকি চাহি চহুঁ পাশ । কাহে তেজহ তুহুঁ ঐছে নিশ্বাস ॥
মন রহু অনত তনক নহু থেহ । কৈছে উছাহ পুলকে ভরু দেহ ॥
কহইতে মরম করহ বিশোয়াস । নরহরি অচিরে পূরব অভিলাষ ॥২

পুনঃ সুহই—

মাধব ! মরম ছিপাইতে মোয় । না বুঝলু কৌনে শিখায়ল তোয় ॥
তুয় মুখমুকুর গুপত নাহি থোই । তিলে তিলে সকল বেকত করু মোই ॥
কয়লি ছৈলপন ছুটই ন নীঠ । না কহ কাহুপৈ দেয়লি দিঠ ॥
শুনইতে ঐছে বচন ঘনশ্যাম । লহু লহু হাসি কহই সখীঠাম ॥৩

অথ দর্শনং—　　[সখীং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং]

কিয়ে মঝু দিঠ পড়ল শশিবয়না । নিমেষ নিবারি রহল দৌ নয়না ॥
দারুণ বঙ্ক বিলোকন থোর । কাল হোই হিয়ে উপজল মোর ॥
মানস রহল পয়োধর লাগি । অন্তরে রহল মনোভব জাগি ॥
শ্রবণ রহল অছু শুনইতে রাব । চলইতে চাহি চরণ নাহি যাব ॥
আশাপাশ না তেজই সঙ্গ । বিদ্যাপতি কহ প্রেমতরঙ্গ ॥১

পুনঃ ধানশী—

অলখিত হামে হেরি বিহসলি থোরি । জনু রজনি ভেলি চাঁদ উজোরি ॥
কুটিল কটাখ ছটা পড়ি গেল । মধুকর ডম্বর অম্বরে ভেল ॥
কাহার রমণী ও কে নাহি জানি । আকুল করি গেও হামারি পরাণি ॥
নীল কমলে ভ্রমর কিয়ে বারি । চমকি চললি ধনী চকিত নেহারি ॥
তে ভেল বেকত পয়োধর শোভা । কনক কমল হেরি কাহে মনোলোভা ॥
আধ লুকায়লি আধ উদাস । কুচ-কুম্ভ কহি গেও আপন আশ ॥

বিদ্যাপতি কহ নব অনুরাগ। গোপত মদন শর কাহে না লাগ ॥২

পুনঃ ধানশী—

এ সখি ! তাকর দরশে যো ভেল। সো মঝু মরমে মরমে রহি গেল ॥
কি বুঝব কতহি ভঙ্গি সঞে গোরী। অলখিত মোহে নিরখি চলু থোরি ॥
বঙ্কিম দিঠে উগারল নেহ। সরবস্ব হরল রহল শূন দেহ ॥
হোয়ল বিষম কি করব উপায়। ভণ ঘনশ্যাম মিলায়ব তায় ॥৩।৬

অথ শ্রবণং— (**শ্রীকৃষ্ণঃ প্রাহ**)

সুহই—

কবহ কি মরম করম কিয়ে লেখি। রহব কি ভরম, সরম নাহি পেখি ॥
ব্রজপতি কুলদীপক কহু মোয়। সো সব সুযশ তেজি চলু রোয় ॥
তিলে তিলে ঐছে উপজে উপচঙ্ক। দিশই দিঠে জনু ঘটল কলঙ্ক ॥
ভাবিহু বিরলে ধীরজপন রাখি। তৈখণে কৌউ কাহুসঞে ভাখি ॥
রাধানামে রমণীমণি যোই। তাকর সরিখ ভুবনে নাহি কোই ॥
শুনলু ঐছে যব্ তুয় গুণ-লেশ। তব মঝু ধিরজ ভাজি দূরদেশ ॥
করইতে করই কি ঝরই নয়ান। কহত কি কহই না রহত গেয়ান ॥
বুঝই না পারি কি হোয়ল হিয়ায়। কহ ঘনশ্যাম কি করব উপায় ॥১

পুনঃ তোড়ী—

কি মধুর নাম শ্রবণ-পুটে পৈঠত অবিচল চিত হরি নেল।
মোহিনী মন্ত্র কি অমিয় পয়োনিধি বুঝইতে সংশয় ভেল ॥

রাধা কি মধুর নারী।

ভূতলে কৌন কৈছে প্রগটায়ল ঐছন শকতি বিথারি ॥ধ্রু॥
সকরুণ দৈব বুঝলু হাম কত শত জনমে কয়লু কত যাগ ॥
তব ইহ নাম- রতন মোহে মিলল আজু সফল মঝু ভাগ ॥
ভণি ইহ বাণী মনোরথে আকুল পুলক-পূরিত প্রতি অঙ্গ।

ধরই না থেহ　　নেহ ঝরু লোচনে　　নরহরি কি বুঝব রঙ্গ ॥২।৮

ধানশী—

মাধব মধুর পিরীতিময় দেহ।　　ধনী-অনুরাগে ধরই নাহি থেহ॥
লোচন-কমলে গলয়ে জলধার।　　গদগদ বাণী ভণয়ে অনিবার॥
পেখলু কি মধুর মূরতি কিশোরী।　　শুনলু কি চরিত হরল মন মোরি॥
ঐছন ভণইতে ভেল অগেয়ান।　　ঘন ঘন নিরখয়ে দূতী বয়ান॥
উমড়ই হিয় তেজি উসসি নিশ্বাস।　　নরহরি তবহি দেয়ই আশোয়াস ॥৯

শ্রীরাধিকায়া নিকটে শ্রীকৃষ্ণস্যাপ্তদূতীগমনং—

দূতীমাহ—　হরিপ্রিয়া-প্রকরণে বক্ষ্যন্তে যাস্তু দূতিকাঃ।
অত্রাপি তা যথাযোগ্যং বিজ্ঞেয়া রসবেদিভিঃ॥ (উজ্জ্বল ২।১৭)

তত্র স্বয়ং (১) বংশী চ (২)—

আপ্তদূতী—　বীরা বৃন্দাদিরপ্যাপ্তদূতী কৃষ্ণস্য কীর্ত্তিতা।
বীরা প্রগল্ভবচনা বৃন্দা চাটূক্তিপেশলা॥ (উ ২।২০)
অস্যাসাধারণা দূত্যো বীরাদ্যাঃ কথিতা হরেঃ।
লিঙ্গিন্যস্তাস্তু বক্ষ্যন্তে যাস্তাঃ সাধারণা দ্বয়োঃ॥ (উ ২।২৩)

ধানশী—

দূতী মুদিত মন মাহ।　　কত পরবোধি থির করু নাহ॥
তৈখণে শুভখণ পাই।　　চললি যহি রহু রঙ্গিণী রাই॥
বিরচি যুগতি রুচিকারি।　　ভেটত দিঠি ভরি ঢরকই বারি॥
কানু-চরিত উহ বেরি।　　নরহরি লহু লহু কহু মুখ হেরি ॥১০

দূতী শ্রীরাধিকাং প্রত্যাহ— [তত্রাদৌ দর্শন-জনিতঃ]

তোড়ী—

শুন শুন গুণবতি রঙ্গিণি রাই।　　তোহে হেরি হিয় বিকল মাধাই॥
তহুঁ কি কহলি দিঠি অঞ্চলে তায়।　　তব ধরি আন স্বপনে নাহি ভায়॥

তুয় তনু অনুখণ করই ধিয়ান। সো সুপুরুখবর হরল গেয়ান॥
কহইতে উনমত তুয় পরসঙ্গ। কাঁপই ঘনঘন ঘন যিনি অঙ্গ॥
তেজই নিশাস না নিসরই বাত। লোচন ছলছল জল বহি যাত॥
নরহরি নিছনি ঐছে অনুরাগি। পেখহ যাই যৈছে তুয় লাগি॥১১

পুনঃ শ্রবণ-জনিতঃ— (সুহই)

এ সুবদনি! তুয় কি মধুর নাম। শুনইতে আধ অথির ঘনশ্যাম॥
ভণইতে চপল উলস নহু ছোটি। মাগই বিহিক বয়ন কত কোটি॥
বিসরল মুরলী-আলাপন রীত। পেখল তিলে তিলে ভেল বিপরীত॥
নরহরি কত পরবোধই তায়। তোহারি পরশ তছু জীবন-উপায়॥১২

অথ দশা দশ— [তত্র লালসা]

সুহই—

চম্পকদাম হেরি চিত কম্পিত লোচনে বহে অনুরাগ॥
তুয়রূপ অন্তরে জাগয়ে নিরন্তর ধনি ধনি তোহারি সোহাগ॥
বৃষভানুনন্দিনী জপয়ে রাতি দিন ভরমে না বোলয়ে আন।
লাখ লাখ ধনী কহয়ে মধুর বাণী স্বপনে না পাতয়ে কাণ॥
'রা' বোলই 'ধা' বোলই না পারই ধারা ধরি বহে লোর।
পুরুষরতনবর ধরণী লোটায়ই কো কহু আরতি ওর॥
গোবিন্দ দাস তুয় চরণে নিবেদল কানুক সকল সম্বাদ।
নিশ্চয় জানহ তুয় দুখ খণ্ডহ কেবল তুয়া পরসাদ॥১

পুনঃ সুহই—

কতশত যুবতি যাহে অনুরাগি। সো নিশি দিবস ঝুরই তুয় লাগি॥
সুন্দরি! তুয় তনু পরশ-পিয়াস। পহিরই কনক ভূষণ পীতবাস॥
চম্পক হার হরষে উর আনি। ধরইতে বিজুরি পসারই পাণি॥
কুঙ্কুম পঙ্কে লেপি সব অঙ্গ। শ্রবণে না শুনই আন পরসঙ্গ॥

ভণত নাম তুয় তনক উচারি। তেজই নিশ্বাস কি রহই নেহারি॥
করই গতাগতি যামুন-তীর। কহব কি ঘনশ্যাম নহু থির ॥২।১৪

অথোদ্বেগঃ—　　(আশাবরী)

এ ধনি ! আনে না নিরিখয়ে নয়ানে। সোপল দিঠিযুগ তুয় বিধুবয়ানে॥
কহইতে আন বচন নাহি ফুরই। তুয় তনু ভঙ্গি ভণত মন ঝুরই॥
তুয় গুণ-শ্রবণে শ্রবণযুগ ধরয়ে। নিশ্বসই নিরত চরণ নাহি পরয়ে॥
নরহরি সহ নিবসই ঘন গহনে। তিলে তিলে মোহ ইহই তুয় বিহনে ॥১

দেশী তোড়ী—

দেই দরশ অতি থোরী। তাকর সরবস্ব লেয়লি চোরি॥
এধনি রঙ্গিণি রাধে ! পৌরই সো দুখ-জলধি অগাধে ॥ধ্রু॥
তেজই উসসি নিশাস। কাঁপই ঘন ঘন ভণই ন ভাষ॥
তহি তনু শীত বিথারি। জনু জ্বর করল অধিক অধিকারি॥
মোহ ইছই ছবি ছীন। তিলে তিলে হোত ধরণীতলে লীন॥
নরহরি কহব কি রাই। ছোড়ি নিদয়পন মিলহ মাধাই ॥২।১৬

অথ জাগর্য্যে—　　(সুহই)

গহন বিরহ গহ লাগি। রজনী পোহায়ই জাগি॥
করতহি তোহারি ধিয়ান। নিঝরে ঝরই নয়ান॥
এ ধনি ! জানি কহ আন। তো বিনু বিয়াকুল কান ॥ধ্রু॥
শীতল পীত নিচোল। তোহারি ভরমে করু কোল॥
সো রস-পরশ না পাই। মুরুছি ধরণী লোটাই॥
মনমাহা মদন-তরঙ্গ। ঘনঘন মোড়ই অঙ্গ॥
কহতহি গদগদ ভাষ। না বুঝলু গোবিন্দ দাস ॥১

পুনঃ ধানশী—

এ ধনি ! কৈছে ঘটায়লি লেহ। মাধব আধ পলক নহু থেহ॥

অনুখণ দগধই দহন অনঙ্গ। নীরস বদন অবশ সব অঙ্গ ॥
জাগই নিশি দিশি উসসি নিশাসি। চহুঁ দিশ নিরখি নয়নজলে ভাসি ॥
নরহরি বচনে করহ অবধান। দেই পরশ-রস রাখহ পরাণ ॥২।১৮

অথ তানবং— (সুহই)

শুন শুন গুণবতি রাধে! মাধব বধিলে কি সাধবি সাধে ॥ধ্রু॥
চান্দা দিন হি দীনহীনা। সো পুন পালটি খেণে খেণে খীণা ॥
অঙ্গুরী বলয় পুন ফেরি। ভাঙ্গি গঢ়ায়ল বুঝি কত বেরি ॥
তোহারি চরিত নাহি জানি। বিদ্যাপতি পুন শিরে কর হানি ॥১

পুনঃ সুহই—

এ ধনি! কহই না হোই। সো তুয় লাগি বিরহে রহু রোই ॥
তিলে তিলে খীণ ভই যাত। কাজররেখ-সরিখ ভেল গাত ॥
হোয়ল বস সঞে হীন। পরশ-পিয়াসে ভ্রমত নিশি দিন ॥
নিরদরপন দূরে রাখি। বেগি মিলহ ঘনশ্যাম এ ভাখি ॥২।২০

অথ জড়িমা— (সুহই)

মুদিত নয়ানে হিয়া ভুজযুগ চাপি। শুতি রহল হরি কছু না আলাপি ॥
পরসঙ্গে কহল মু' নামহি তোরি। তব হি মেলি আঁখি রহে মুখ মোরি ॥
সুন্দরি! ইথে নাহি কহি আনছন্দ। তোহে অনুরত ভেল শ্যামর চন্দ ॥ধ্রু॥
যোই নয়ন ভঙ্গি না সহে অনঙ্গ। সোই নয়নশরে লোরতরঙ্গ ॥
যোই অধরে সদা মধুরিম হাস। সোই নিরস ভেল দীঘ নিশাস ॥
বিদ্যাপতি কহ মিছু নহি ভাখি। গোবিন্দদাস কহু তুহু সখী সাখী ॥১

পুনঃ ধানশী—

এ সুবদনি! ধনি পেখহ যাই। মুদলু দিঠি মহী লুঠই মাধাই ॥
নিশসই সঘনে মলিন মুখচন্দ। পুছইতে কছু না কহই রহু ধন্দ ॥
কি কয়লি কুটিল বিলোকনে তায়। হোত কত হি ভ্রম ভবন না ভায় ॥

নরহরি কহব কি দগধয়ে কাম। দেই পরশ-রস রাখহ শ্যাম ॥২।২২

অথ বৈয়গ্র্যং— (কেদার)

মঞ্জুল বঞ্জুল নিকুঞ্জ মন্দিরে সোঙরি সো গুণগাম।
মরম অন্তরে জপই মন্তর একলি তোহারি নাম ॥
রামা হে ! তেজহ কপট ছন্দ।
মদন-হিলোলে তো বিনু দোলত নন্দনন্দন চন্দ ॥ধ্রু॥
হিম হিমকর সলিল শীকর নিন্দই কালিন্দী তীর।
সরস চন্দন- পরশে মুরুছে সজল জলত চীর ॥
কবহু উঠত কবহু বৈঠত পন্থ হেরত তোর ॥
অমল কমল নয়নযুগল সঘনে গলয়ে লোর ॥
এতহু যতনে পুরুষরতনে চিতে নাহি বিশোয়াস।
গহনে বিরহ- দহনে দহই কহই গোবিন্দ দাস ॥১

পুনঃ কানড়া—

এ রমণীমণি ! ভণব কত যত তোহে তছু অনুরাগ।
হানি শিরে নিজ পাণি তুয় বিনু বিফল মানই ভাগ ॥
উগসি নিশসই চৌকি চহুঁ দিশ ভ্রমই দুরবল দেহ।
জপই নিশি দিশি নাম তুয় তনু- ধ্যানে ধরই ন থেহ ॥
পড়ই খসি শিখি- পিঞ্ছ মুকুট বিলুঠই খিতি না সম্ভারি।
বিসরি বংশী- আলাপ অনুখণ খেদ বচন উচারি ॥
মদন মদভর হরল লোচনে নিঝরে ঝরু জলধার।
বিরহ দহনহি দহই ঘন ঘন- শ্যাম সহই না পার ॥২।২৪

অথ ব্যাধিঃ— (**আড়ালো**)

কাঞ্চন যূথি-কুসুমময় গোরী। নিরমই মুরুতি যতন করি তোরি ॥
তুয়া অনুভাবে আলিঙ্গই তায়। সো তনু তাপে ভসম ভই যাই ॥

শুন শুন বৃষভানু-কুমারি ! তুয়া বিরহানলে জ্বলত মুরারি ॥ধ্রু॥
ঝামর ভেল নীল উতপল অঙ্গ। লোরে না হেরই নয়ন-তরঙ্গ ॥
বিগলিত মুরলী খুরলি রহু দূর। অনুখণ মদন-দহন ভরি পূর ॥
বিছুরল পিঞ্ছমুকুট পরিপাটি। সহচর মেলি মরত জীউ ফাটি ॥
জীউ রহত অব তুয়া আশোয়াস। তোহারি চরণে কহ গোবিন্দ দাস ॥১

কামোদ—

কিয়ে হিমকর-কর কিয়ে নিঝর ঝর কিয়ে কুসুমিত পরিযঙ্ক।
কিয়ে কিশলয় কিয়ে মলয় সমীরণ জ্বলত হি চন্দন পঙ্ক ॥
সুন্দরি ! কানু জীয়ে তুয়া পরসঙ্গে।
নায়রি কোরে সোঙরি তোহে মুরছই অপরূপ নয়ন-তরঙ্গে ॥ধ্রু॥
জনু নব জলধর ধরণী লোটায়ত আকুল চিকুর বিথার।
রাধানামে নয়ন ঘন বরিষয়ে আরতি কহই না পার ॥
ধনি ধনি তুঁহু ধনী রমণী-শিরোমণি কানু সে তোহারি একান্ত ॥
তুয়া পদপঙ্কজ ভালে নাহি ছোড়ত গোবিন্দদাস মতিমন্ত ॥২।২৬

অথোন্মাদঃ— (ধানশী)

সুন্দরি ! মন্দিরে থির না থাকয়ে বচনে না দেয়ই কাণ।
চীর চিকুর এক না সম্বরে কত না বুঝাব আন ॥
রমা সবহু তোর উদেশ।
বিরহে আকুল কানাই ভরমে ফিরয়ে দেশ বিদেশ ॥ধ্রু॥
স্বপন কারণ শয়ন রচই তুয়া দরশনলাগি।
নয়ান মুদই মুদল না দেই হৃদয়ে উঠই আগি ॥
খেণে নিশসই খেণে চমকই খেণে রোই খেণে গাব।
খেণে আপ ঝাঁপ কাঁপ উপজয়ে খেণেও বিবিধ ভাব ॥১

পুনঃ ধানশী— (বিদ্যাপতি-গীত)

এ ধনি কর অবধান। তো বিনে উনমত কান॥

কারণ বিনু খণে হাস। কি কহয়ে গদগদ ভাষ॥
আকুল অতি উতরোল। হা ধিক হা ধিক বোল॥
কাঁপয়ে দুরবল দেহ। ধরই না পারই কেহ॥
বিদ্যাপতি কহ ভাখি। রূপনারায়ণ সাখী॥২।২৮

অথ মোহঃ— **(পঠমঞ্জরী)**

মাধবী লতার তলে বসি। চিবুকে ঠেকনা দিয়া বাঁশী॥
তোহারি চরিত অনুমানে। যোগী যেন করয়ে ধিয়ানে॥
ওহে রাই! কি কাজ করিলা। দেখা দিয়া পরাণ বধিলা॥
যবে জলে গিয়াছিলা রাধা। হাঁচি জিঠি না পাড়িল বাধা॥
বাড়াইয়া দুখের পাথার। এবে তুমি না কর বিচার॥
জল গেলে কি করিবে বান্ধে। নিশি গেলে কি করিবে চান্দে॥
জীউ গেলে কি কাজ শরীরে। রাধাবিনে কি নন্দকুমারে॥
রাধা রাধা জপে অবিরাম। না জানি মুরুছে ঘনশ্যাম॥১

বালা ধানশী—

কি কহব রসবতী রাই। তুয়া বিনে নাহি জীয়ে মাধাই॥
নব জলধর জিতি কাঁতি। তিলে তিলে ভেল আন ভাতি॥
মদন-বিজয়ী মুখ চান্দ। সো ভেল কালিম ছান্দ॥
দূরে গেও বচন-বিভঙ্গ। নিচল হোয়ল সব অঙ্গ॥
সোঙরি নাম তুয় রোই। পড়ল ধরণীতলে সোই॥
নরহরি সহচর মেলি। নিরখি বিয়াকুল ভেলি॥২।৩০

অথ স্মৃতিঃ— **(পঠমঞ্জরী)**

এ ধনি! এ ধনি! বচন শুন। নিদান দেখিয়া আইলু পুনঃ॥
দেখিতে দেখিতে বাঢ়য়ে ব্যাধি। যত তত করি না হয় সুধি॥
সোণার বরণ হইল শ্যাম। সোঙরি সোঙরি তোহারি নাম॥

শুতল ভূতল সোঙরি রাধা। একই বচন না শুনি আধা॥
না চিনে মানুষ, নিমিষ নাই। কাঠের পুতলি রহিলা চাই॥
তুলাখানি দিল নাসিকা-কাছে। তবে সে বুঝিল শোয়াস আছে॥
আছয়ে শ্বাস না রহে জীব। বিলম্ব না সহে আমার দিব্॥
চণ্ডীদাস কহে বিরহবাধা। কেবল মরমে ঔষধ রাধা॥১॥

পুনঃ আশাবরী—

ওহে রাই! কি আর কথায়। তুয়া লাগি তেজিব জীবন শ্যামরায়॥
ধরি নিজ প্রিয়জন-পাণি। আখ্যে বহে ধারা কহে গদগদ বাণী॥
ওহে দূতী করিলা যতন। হইল নিদয় মোরে সে রাইরতন॥
করিহ উত্তরকালক্রিয়া। শুনাইহ 'রাধা' নাম নিকটে বসিয়া॥
রাইয়ের কুসুমবাটি যথা। রাখিহ আমার এই মৃত তনু তথা॥
এত কহি নারে থির হইতে। জপিয়া তোমার নাম পড়ে পৃথিবীতে॥
বারেক চাহিতে তার পানে। গলে দারুশিলা, পশু পাখী মরে প্রাণে॥
পরখিতে পাইলু নিশাস। নরহরি ভণে সে জীবনে নাহি আশ॥২।৩২

সুহই—

কানুক দশমদশা শুনি গোরী। রোই ফুকরি ধীরজপন ছোরি॥
আপন ভাগ বিফল করি মানি। মুরুছি পড়ল মহি গহি সখীপাণি॥
কো ধরু থিরজ ধনীক মুখ হেরি। দূতী উপায় বিরচিত উহ বেরি॥
দুহুঁ গলে দুহুঁক মাল লই দেল। তবহি পরস্পর চেতন ভেল॥
দুহুঁ দুহুঁ পরশ পায়ল জনু তার। ভেটল কুঞ্জে উলস ভরু গায়॥
ভণ নরহরি কিয়ে প্রেমতরঙ্গ। সুন্দরী লাজে সকুচি রহু অঙ্গ॥৩৩॥

সৈন্দবী—

আতুর মাধব পায়ল ধাম। সম্ভ্রমে জাগল মনমথ গাম॥
ধনী মুখ ঢাকি রহল এক পাশ। বাদরে শশী জনু করল গরাস॥

চতুর সখীজন ইঙ্গিত জানি। আরত নাহ ধয়ল ধনী-পাণি॥
রুঠি বলয় কিয়ে ঝনঝন বাজে। বানী কছুও না কহে ভয়লাজে॥
কত কত সখীজন কয়য়ে উপায়। ধনী মুখচন্দ কবহুঁ না দেখায়॥
রতিরস-পণ্ডিত নাগর রঙ্গী। ছাপি ধয়ল তব বেণী-ভুজঙ্গী॥
দাহিন হাতে চিবুক গহি রাখে। সম্ভ্রমে বদন-ইন্দু-রস চাখে॥
নয়ন চকোর অমৃত ভরি পিয়ে। অপরূপ দুহুঁক জীউ তব জীয়ে॥
ভুজভরি আনল কুসুম-শয়ান। জনম সফল মানল পাঁচবাণ॥
নখ-খর-অঙ্কুশে কঞ্চুক ফার। ছটছুটি ছোটই মোতিম হার॥
সঘন আলিঙ্গন নির্ভর কেলি। কহে হরিবল্লভ সব সুখ ভেলি॥৩৪॥

ধানশী—

রাইক যতনে লেই নিজ অঙ্ক। বৈঠলু কানু ললিত পরিযঙ্কে॥
অপরূপ দুহুঁকর পড়িল বিলাস। হেরইতে সহচরী পরম উলাস॥
প্রফুল্লিত তরুকুল বল্লি উজোর। উনমত ভ্রমর ভ্রমই চহুঁ ওর॥
নাচত শিখী পিকু কুহকত কীর। মঙ্গলময় ভেল কুঞ্জকুটীর॥
নরহরি ঐছে সময়ে সখীপাশ। হেরি পূরব কিয়ে হিয়-অভিলাষ॥৩৫

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীকৃষ্ণস্য পূর্ব্বরাগে
সংক্ষিপ্তসম্ভোগ-বর্ণনং নাম প্রথম আস্বাদঃ॥১॥

পুন স্তদ্ যথা—

সখী শ্রীকৃষ্ণং প্রত্যাহ—　　(আশাবরী)

ওহে কালিয়া নাগররাজ। কিছু না বুঝি তোমার কাজ॥
সদা নয়ান মুদিয়া থাকো। জানি অন্তরে কারে বা দেখো॥
খেণে পুলকে ভরিছে গা। চলি যাইতে কাঁপিছে পা॥
খেণে ছাড়িছ দীঘ নিশাস। হাসি কারে কহো মৃদুভাষ॥

কভু না দেখি এমন ধারা। তুমি হইলা পাগলপারা।
দেখি পরাণ ধরিতে নারি। বোলো কি হইল, উপায় করি॥
সখীবচনে উদাস মনে। কহে চাহি নরহরিপানে॥১

শ্রীকৃষ্ণবাক্যং— **(তোড়ী)**

থির বিজুরী- বরণ গোরী পেখিলু ঘাটের কূলে।
কানড়া ছান্দে কবরী বান্ধে নবমল্লিকার মালে॥
সখি! মরম কহিলু তোরে।
আড় নয়ানে ঈষত হাসিয়া আকুল করিল মোরে॥ধ্রু॥
ফুলের গেড়ুয়া লুফিয়া ধরয়ে সঘনে দেখায় পাশ।
উচ কুচযুগ- বসন ঘুচায় মুচুকি মুচুকি হাস॥
চরণ কমলে মল্ল তোড়ল সুন্দর যাবক-রেখা।
কহে চণ্ডীদাসে হৃদয় উল্লাসে পুন কি হইবে দেখা॥২॥

পুনঃ বরাড়ী—

একে সে সুন্দরী কনক পুতরি খঞ্জন লোচন তার।
বদন-কমলে ভ্রমরা বুলয়ে তিমির কেশের ধার॥
সই! নবীনা বালিকা সে।
দৈব উপজিল দেখিতে না পা'ল সুমতি না দিল কে॥ধ্রু॥
নজর উজোরে বরণ ছটায় ধৈরজ উঠাইল যে।
সঙ্গে কেহো নাই শুনহ সে ভাই কাহারে সুধাব কে?
দন্ত যে দ্বিজ দাড়িম্ব বীজ ওষ্ঠ যে বিম্বক শোভা।
দেখিয়া জুলুফে মদন কুলুফে মন যে হইল লোভা॥
গলায় মাল শোভিত ভাল তাম্বূল বদনে তার।
চর্বিত চর্বনে পড়িছে বদনে শোভিত হিঙ্গুলধার॥
চণ্ডীদাসে বোলে গিয়াছিল জলে আইল আপন ঘরে।

রাজার ঝিয়ারী সুন্দরী কুমারী তুমি কি করিবে তারে ॥৩

পুনঃ পটমঞ্জরী—

সখি ! তা সনে করিব লেহা ।
জনমে জনমে তার রাঙ্গা পায় সোঁপিব আপন দেহা ॥
তারে হিয়ার উপরে ধরি ।
নিরুপম হাসি- মাখা মুখখানি দেখিব নয়ান ভরি ॥
সদা পূরাব মনের আশ ।
শ্রবণ ভরিয়া শুনিব সে নব অমিয়া মধুর ভাষ ॥
এত কহি ধৈরজ-হারা ।
নরহরি-পানে হেরি নেবারিতে নারয়ে আঁখির ধারা ॥৪

দেশপাল—

সখি ! শ্যামেরে প্রবোধ দিয়া ।
মনের উলাসে রসবতী-পাশে তুরিতে কহয়ে গিয়া ॥
রাই ! কি কৈলা দারুণ কাজ ।
যমুনার জলে কি ছলে যাইয়া বধিলা রসিকরাজ ॥
তারে হানিয়া নয়ান-শরে ।
বিজুরীর পারা চমকি চলিয়া আইলা আপন ঘরে ॥
সে যে থোরি দরশন পাই ।
আহা মরি মরি করিয়া ঝুরয়ে কি আর বলিব রাই ॥
দেখ যে দশা ঘটিল তার ।
আনের কি কথা নিরখিতে দারু পাষাণ গলিয়া যায় ॥
ধনী শুনি বাঁধয়ে থেহা ।
সখীর সহিত অতি অলখিত চলয়ে নিকুঞ্জ গেহা ॥
কিবা ভঙ্গিতে গমনখানি ।

ঝুনু ঝুনু বাজে চরণে নূপুর কানু উনমত শুনি॥
শোভা নিরখি নাগররায়।
নরহরি সাথে কত মনোরথে রাইয়ের নিকটে যায়॥৫

ধানশী—

রাই নিরখি কানুর রীত। অতি উলসে উথলে চিত॥
লাজে না যায় কানুর পাশে। মুখ ঘুঘটে ঝাঁপিয়া হাসে॥
কালা পরশ করয়ে ছলে। ধনী সামায় সখীর কোলে॥
সখী কত না যতন পাই। শ্যামসুন্দরে সোঁপয়ে রাই॥
সুখে ভাসিয়া নাগররাজ। রঙ্গে বিলসে নিকুঞ্জ-মাঝ॥
আজ্ এ নব মিলন দেখি। নরহরি কি জুড়াবে আঁখি॥৬

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীকৃষ্ণস্য পূর্ব্বরাগে
সংক্ষিপ্তসম্ভোগবর্ণনং নাম
দ্বিতীয় আস্বাদঃ॥২।৪১॥
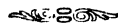
সখী শ্রীকৃষ্ণং প্রত্যাহ— (তোড়ী)

ওহে রসিক নাগর রায়। সদা পুলক দেখিয়ে গায়॥
আজু না জানি কি সুখে ভাসি। ঘন অঙ্গমোড়া দিছ হাসি॥
দু'টি নয়ান চঞ্চল হৈলো। কোথা কি নিধি দেখিলে বোলো॥
কানু শুনি সুমধুর ভাষে। ধীরে কহে নরহরি-পাশে॥১

শ্রীকৃষ্ণবাক্যং— (শ্রীরাগঃ)

তরুণী হরিণী- নয়নী রাই দেখিলু আঙ্গিনা-মাঝে।
কিবা বা দিয়া অমিয়া ছানিয়া গড়িল কোন্ বা রাজে॥
সখি! কিবা সে সুন্দর রূপ।
চাহিতে চাহিতে পশি গেল চিতে বড়ই রসের কূপ॥ধ্রু॥

সোণার কটোরি কুচযুগ গিরি কনক-মন্দর লাগে।
তাহার উপর চূড়াটি বনাইলে সে আর অধিক ভাগে॥
কেমন কারিগর বনাইলে ঘর দেখিতে না পালু তারে।
দেখিতে পাইতু শিরোপা করিতু এমন মন যে করে॥
এমন মন্দিরে শয়ন করয়ে সে যেন নাগর কে।
হৃদয়ে আছিল বেকত হইল দেখিতে না পালু সে॥
হিয়ার মালা যৌবন ডালা পসারি পসারে যেন।
চান্দ যে কাটিয়া চাকা যে করিয়া তাহে বনাইল তেন॥
অধর-সুধা প'ড়েছে মুদা দশন মুকুতা শশী।
মোর মনে হয় এ মতি করয় তাহাতে যাইয়া পশি॥
চণ্ডীদাসে কয় ও কথাটি হয় মরম কহিলে বটে।
আর কার কাছে কহ জানি পাছে তবে সে কুচ্ছাহ রটে॥২

পুনঃ আশাবরী—

মোরে যে বোলো সে বোলো সখি!

সে রূপ নিরখি নারি নেবারিতে মজিল যুগল আঁখি॥ধ্রু॥
ও না তনুখানি কেবা নিরজিল কি মধু মাখিলা তায়।
সে সৌরভরগে উনমত নাসা ভ্রমর হইয়া ধায়॥
কিবা সে ভঙ্গিতে চাহে চারিভিতে হাসিতে অমিয়া খসে।
হেন করে হিয়া চকোর হইয়া রহিয়ে উগারি পাশে॥
নরহরি জানে আনে কি বলিব প্রাণে না সহয়ে আর।
এ হেন রঙ্গিণী বিহি মিলাইলে করিয়ে গলার হার॥৩

পঞ্চম—

রাইরূপেতে মজিয়া কানু।

সে শোভা কহিতে কত উঠে চিতে ধরিতে নারয়ে তনু॥

কালাচাঁদে বিয়াকুল দেখি।
গিয়া রাইপাশে গদগদ ভাষে কহয়ে চতুর সখী ॥
ধনি! বুঝিনু গরিমা তোর।
কুলবতী কুল যা লাগি ছাড়য়ে সে তুয়া ভাবিতে ভোর ॥
তারে তুরিতে মিলহ যাই।
নরহরি কত প্রবোধয়ে তনু তিলেক সম্বিত নাই ॥৪

দেশপাল—

ধনী শুনি সে কানুর কথা।
চঞ্চল লোচনে চাহি চারি পানে চলয়ে নাগর যথা ॥
কালা মাধবীতলার তলে।
রাইরূপ চিতে ভাবিতে ভাবিতে ভাসয়ে আঁখির জলে ॥
ও না অঙ্গের সৌরভ পায়া।
উঠয়ে চমকি মেলি দুটি আঁখি দেখে অনিমিখ হৈয়া ॥
রাই আইসে করিয়া আলা।
কনক কেশর গোরোচনা জিতি থকিত বিজুরী পারা ॥
কানু, এরূপ অমিয়া পানে।
মাতি তরাতরি চলে আগুসরি কাঁপয়ে মদনবাণে ॥
হেন সময়ে সে দূতী ধায়া।
রাইরে কহে আসি ওহে শ্যামশশী দেখহ রয়াছে চায়া ॥
রাই দেখয়ে কালিয়া তনু।
দলিত অঞ্জন নীলমণি ঘন জিনিয়া কুসুমধনু ॥
দেখি ধৈরজ ধরিতে নারে।
কত না যতনে ঢাকি আঁখি মুখ রহয়ে সখীর কোরে ॥
সখী-ইঙ্গিতে গোকুলবিধু।

পরশের আশে তোষয়ে সে নব বচনে ঢালয়ে মধু ॥
ধরে ধনীর দুখানি পায়।
লাজ ভয় পরি- হরি সুবদনী বঙ্কিম নয়ানে চায় ॥
কানু হাসিয়া করিল কোরে।
মুখে মুখ দিয়া হিয়ামাঝে রাখি সফল হইলু বোলে ॥
কিবা আনন্দ উথলে আজ।
নরহরি তহুঁ রঙ্গ কি দেখিব নিকুঞ্জভবন-মাঝ ॥৫

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীকৃষ্ণস্য পূর্ব্বরাগে
সংক্ষিপ্তসম্ভোগবর্ণনং নাম তৃতীয় আস্বাদঃ ॥৩।৪৬

শ্রীকৃষ্ণং প্রতি সখীবাক্যং— (মালবশ্রী)

ওহে কালা কেনে এমন হৈলা। না জানিয়ে কারে দেখিয়া আইলা।
তিলেক ধরিতে নারহ থেহা। ভাবিতে মলিন হইল দেহা ॥
মরম কহিতে না কর লাজ। যতনে সাধিব তোমার কাজ ॥
শুনি নাগর হরষ হৈয়া। কহে নরহরি-পানেতে চায়া ॥১

শ্রীকৃষ্ণবাক্যং— (সুহই)

বেলি অসকালে দেখিল যে ভালে পথেতে যাইতেছে।
জুড়াইল কেবল নয়ন-যুগল চিনিতে নারিলু কে ?
সই ! রূপ কে চাহিতে পারে ?
অঙ্গের আভা বসনের শোভা পাসরিতে নারি তারে ॥ধ্রু॥
বাম অঙ্গুলিতে মুকুর সহিতে কনক কটোরি হাতে।
সীথায় সিন্দূর নয়নে কাজর মুকুতা শোভিত নথে ॥
নীল যে শাড়ী মোহন-কারি উছলিতে দেখি পাশ।
কি আর পরাণে সেঁপিনু চরণে দাস হইতে মনে আশ ॥
কুচযুগগিরি কনক কটোরি শোভিত হিয়ার মাঝে।

ধীরি ধীরি যায় ফিরি ফিরি চায় মন না চায় লোকলাজে ॥
কিবা সে ভঙ্গিমা কি দিব উপমা চরণ মন্থর গতি।
কোন্ ভাগ্যবানে পায়াছে কি দানে ভজিয়া সে উমাপতি ॥
চণ্ডীদাসে কয় যুবতী এ নয় বধিতে নাগর জনে।
অমিয়া আনিয়া যতন করিয়া গঢ়িলা বুঝি অনুমানে ॥২

পুনঃ গান্ধার—

পথে জড়াজড়ি দেখিলু সুন্দরী সখীর সহিতে যায়।
সকল অঙ্গ মদন তরঙ্গ হসিত বদনে চায় ॥
সখি! কেবল মোহিনী সেহ।
যদি পাই সহায় এমতি হয় তা' সনে করিয়ে লেহ ॥ধ্রু॥
নীল যে তার মুকুতা হার শোভিত দেখিয়ে ভাল।
যেন তারাগণ উদিত গগন- চান্দেরে বেঢ়িয়া জাল ॥
কুচ যে মণ্ডলী কনক কটোরি বনাইলে কেমন ধাতা।
হাসির রাশি মনের খুসি দান করিছে দাতা ॥
চণ্ডীদাসে কয় দান যে হয় কি জানি মাগিবা তায়।
যে ধন মাগিবা তাহাই পাইবা অপযশ রহি যায় ॥৩

পুনঃ আশাবরী—

মোরে কি বোলহ আর।
যশ-অপযশ প্রাণ- সরবস্ব সোঁপিনু চরণে তার ॥
হেন উপায় বোলো হে সখি!
সে চান্দ বয়ান পুন যেন দুটি নয়ান ভরিয়া দেখি ॥
তবে জীবন সফল হয়।
সে নব রমণী- মণি যদি মোরে আপন করিয়া লয় ॥

শুনি শ্যামেরে প্রবোধিয়া ।
নরহরি ছলে চলে ধনীপাশে কহয়ে উলাস হিয়া ॥৪

ধানশী—

রাই কি কাজ করিলা পথে ।
শ্যামপানে চায়া মুচুকি হাসিয়া আইলা সখীর সাথে ॥
ওগো থানিক দাঁড়াতে হয় ।
আঁখি ভরি তোমা দেখিতে না পালু ইহা কি পরাণে সয় ॥
তুমি হইয়া এমন দানী ।
হেন সুপুরুষে কেন নাহি দিলে এ তুয়া পরশমণি ॥
শুনি লাজে নতমুখী রাই ।
নরহরি কহে একি অপযশ এখনি মিলহ যাই ॥৫

দেশপাল—

সখী রাইমুখপানে চায়া ।
মনের উলাসে সাজাইয়া কত কৌতুকে চলয়ে লৈয়া ॥
কিবা শোভা কি উপমা তায় ।
অঙ্গের সৌরভ পায়া চারি পাশে ভ্রমর মাতিয়া ধায় ॥
কিবা ভঙ্গিতে গমনখানি ।
কত শত মনো- মথ মুরুছয়ে নূপুর-শবদ শুনি ॥
কুঞ্জে হইল দোঁহার দেখা ।
নরহরি ভণে প্রথম মিলনে সুখের নাহিক লেখা ॥৬

বালা ধানশী—

আজু কি নব মিলনরঙ্গ । দুহুঁ উলসে ভরল অঙ্গ ॥
ধনী চাহিয়া কানুর পানে । মুখ লুকায় কাড়িয়া সানে ॥
সখী-ইঙ্গিতে কালিয়া সোণা । কত প্রকাশে রসিকপনা ॥

নিজ জীবন সফল মানি। কুচ-কমলে ধরয়ে পাণি ॥
মুখে মুখ দেই কত ছান্দে। যেন চান্দ পরসয়ে চান্দে ॥
ধনী লাজে কহে আধ আধ। তাহা শুনিতে কত না সাধ ॥
কিবা বিলসে কালিয়া-কোলে। যেন জলদে দামিনী দোলে ॥
সখী সে শোভা সঘনে চায়। নরহরি কি হেরব তায় ॥

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীকৃষ্ণস্য পূর্ব্বরাগে
সংক্ষিপ্ত-সম্ভোগবর্ণনং নাম চতুর্থ আস্বাদঃ ॥৪।৫৩

সখী শ্রীকৃষ্ণং প্রত্যাহ— (বালা ধানশী)

মাধব সমুঝলু কাজ। কহইতে না করহ লাজ ॥
এ নিজজন পরবীণ। জানয়ে যুগতি নবীন ॥
করব তোহারি মনহিত। করহ বচনে পরতীত ॥
ঐছন শুনত মাধাই। কহে নরহরি মুখ চাই ॥১

শ্রীকৃষ্ণবাক্যং— (বালা)

কি যে দেখায়লি পটে শশিবয়না। নিমিখ নেবারি হরল দো নয়না ॥
মানস রহল পয়োধরে লাগি। অন্তরে রহলহি মনমথ জাগি ॥
শ্রবণ রহল দো না শুনলু রাব। ও রূপ চাও তহি বচন না আব ॥
করে কর পরশিতে বিহি করে বাম। তোরি চরণ ধরোঁ পূরু মঝু কাম ॥
নায়রী কয়ল হামারি রসভঙ্গ। বিদ্যাপতি ভণ নাহি তেজু সঙ্গ ॥২

পুনঃ শ্রীরাগ—

সখি ! হেরইতে বিপরীত ভেলা।

সুন্দরী দরশে মনহি রস উপজয়ে নিশবদ সো ধনী উত্তর না দেলা ॥
কনক কমলসম সো তনু সুন্দর কাঠ কঠিনসম সো তনু ভেলা।
কঞ্চুক হেরইতে বূড়ল তনু মন বিহি বর অপরূপ মুরতি গড়েলা ॥
বদনক ভাঁতি পেখিতে ভুললহি অধর হরল মন মনমথ মোরা।

তাকর নয়ন　　হেরি জনু খঞ্জন　　কুচযুগ তাকর তাহে হেরি ভোরা ॥
লহু লহু হাসনি　　অধরে মিলায়ত　　নিরস অধরবর বচন না আন ।
ভণয়ে বিদ্যাপতি　　শিবসিংহ নরপতি ইহ রস লছিমা দেবী ভাগে জান ॥৩

ধানশী—

চিত্রমুরুতি চিত্ত হরল হামারি ।　　সো কহ কৈছে রমণী সুকুমারী ॥
এ সখি ! মরম উঘারলু তোয় ।　　তা বিনু মদন-দহনে দহে মোয় ॥
ভণইতে ঐছে ভণই নাহি যাত ।　　তিলে তিলে হোত অবশ সব গাত ॥
লোচনজল ছলকই অবিরাম ।　　তহি পরবোধ দেয়ই ঘনশ্যাম ॥৪

সুহই—

মাধব ! ধর ধৈরজ পল এক ।　　সো ধনী হোয়ব নয়ন-পরতেক ॥
তা' সঞে যৈছে ঘটয়ে রসকেলি ।　　সোই উপায় রচব সখী মেলি ॥
ঐছে বচন ভণি চলু যঁহি রাই ।　　কানুক চরিত নিবেদয়ে যাই ॥
এ ধনি ! সো সুপুরুষ গুণবন্ত ।　　যাহে নিরখি মুরুছয়ে রতিকান্ত ॥
সো তুয় মুরুতি চিত্র অবলোকি ।　　মুরুছত খিতি ধৃতি রহত ন রোকি ॥
ঐছে রসিকসহ সমুচিত লেহ ।　　তাহে হেরত না রহব তুয় দেহ ॥
তুঁহু তাহে কবহি না নিরিখলি রাই ।　　কহলু বচন পরীখহ তহি যাই ॥
সুন্দরী পুছই কৈছে তছু কাঁতি ।　　সখী কহে সো মণি মরকত ভাঁতি ॥
যব্ তুঁহু দুঁহু তনু হোয়ব এক ।　　তব্ হব জলদ-বিজুরী পরতেক ॥
শুনি ধনী হাসি বসন মুখে দেল ।　　অন্তরে মনমথ অঙ্কুর ভেল ॥
হরখে চতুর সখী তবহি সিংহারি ।　　রঙ্গিণী রভসে রহই না পারি ॥
সহচরী করগহি কয়ল পয়ান ।　　নরহরি দূরে দরশায়ল কান ॥৫

ধানশী—

সুন্দরী কানু-বদন অবলোকি ।　　লোচন-বারি যতনে রহু রোকি ॥
অবিরল পুলকে বিয়াপল গাত ।　　ধৈরজ ধরত ধরই নাহি যাত ॥

সখী কর গহই কহই নহু হাসি। মাধব তর্হি লখই মুখে ভাসি॥
সুন্দরী নিয়রে মদনভরে কাঁপি। সোঁপল সখী পহুঁ উরে উর ঝাঁপি॥
চুম্বই বদন চিবুক গহি তাহ। ধনী ভয়লাজে বদন সকুচাহ॥
পহিল বিলাস এ অপরূপ রীত। নরহরি হেরি কি জুড়াব চিত॥থ

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীকৃষ্ণস্য পূর্বরাগে
সংক্ষিপ্ত সম্ভোগবর্ণনং নাম পঞ্চম আস্বাদঃ॥৫।৫৯

সখী শ্রীকৃষ্ণং প্রত্যাহ— (সুহই)

কহ কহ নাগররাজ। কৈছে লখই তোহে আজ॥
পুলক বিয়াপল গায়। লোচন চহুঁ দিশ ধায়॥
কাহুক দরশ কি ভেলি। তা সঞে করবহু মেলি॥
শুনি ঘনশ্যামে নেহারি। লহু লহু বচন উচারি॥১

শ্রীকৃষ্ণবাক্যং— (বালা)

পেখলু কামিনী করত সিংহার। স্বপনে হেরি মন হরল হামার॥ধ্রু॥
নয়নহি অঞ্জন বয়ন উজোর। কমলিনী কোরে জনু খঞ্জন জোর॥
মধুর অধরে মিলি দশনক জোতি। মাণিকে বৈঠায়ল জনু গজমোতি॥
মৃগমদ চন্দন সিন্দুরবিন্দু। রবি তেজি রাহু ধরল জনু ইন্দু॥
ভণই বিদ্যাপতি শুন বরনাহ। পায়বি সো ধনী কর উপচাহ॥২

ধানশী—

পেখলু স্বপনে যৈছে সুকুমারী। সো কি বরজে রহু বুঝই না পারি॥
কেশর বিজুরী কনকমণি জোতি। তাকর তনুরুচি সরিথ না হোতি॥
পদনখে শরদ চাঁদ মদ ভাগি। মনমথ কোটি রোয়ই পগলাগি॥
অবহুঁ ভঙ্গি হিয়ে জাগই মোর। কো অছু ঐছে করব তছু ওর॥
কো বিহি গঢ়ল কি অমিয় মিশায়। কবহুঁ না শুনলু দেখব কিয়ে তায়॥
ভণ ঘনশ্যাম বরজে রহু সোয়। তাকর দরশ ভাগ সঞে হোয়॥৩

কল্যাণ—

মাধব শুনি সখীবাত। নিশসই লোরে নয়ন ভরি যাত ॥
কহই তুলহ অতি সোয়। বুঝল বিফল ভেল মিলন না মোয় ॥
অব উহ মুরুতি ধিয়াই। তেজব দেহ, দুখ সহই না যাই ॥
নরহরি ভণ মন ভায়। ধৈরজ ধর ইথে করব উপায় ॥৪

আশাবরী—

মাধব দেই আশোয়াস। চলল চতুর সখী সুন্দরীপাশ ॥
সুন্দরী সখীক নেহারি। পুছই কুশল ইহ কহই সম্ভারি ॥
ধনি হে! পুছব কছু তোয়। উচিত বিচার কহবি তছু মোয় ॥
কাহু স্বপনে কো দেখি। সো যদি তা' বিনু জীবন উপেখি ॥
ছোড়ব জীউ শুনি এহ। করব কি উচিত উত্তর ইথে দেহ ॥
ধনী কহে তেজহ বিয়াজ। যৈছে জীয়ব উহ করব সো কাজ ॥
ঐছে কহল যব গোরী। তব সখী মধুর হাসি কহু থোরি ॥
এ বিধুমুখি! তোহে আজ। পেখল কোউ স্বপনে ব্রজমাঝ ॥
ধনী কহে কো কহ নাম। সখী কহে সো সুপুরুষ ঘনশ্যাম ॥
শুনইতে ঐছন বাত। টলমল নয়ন পুলকে ভরু গাত ॥
ধনী কহে কহ পুনবার। বরষলি কি নব অমিয় রসসার ॥
নরহরি কহে চল রাই। রাখহ জীবন তুরিতে তহি যাই ॥৫

ধানশী—

সুন্দরী চলু সখী সাথ। চলইতে পুছই প্রাণপিয় বাত ॥
ধনী খণে মনে ভয় মানি। কৈছে মিলব হাম অতি অসিয়ানী ॥
সখী সাহস উপজায়। যৈছে মিলব সব দেয়ল শিখায় ॥
তঁহি উপনীত সুকুমারী। কানু বিকল যহিঁ রহই নেহারি ॥
লোচন-পথগত ভেল। মাধব জীবন নিছনি ছুকি গেল ॥

চলল আগুসরি তাহি। ধনী রহু লাজে সখীক সহ যাহি॥
সহচরী ইঙ্গিত কেল। রাইক সমীপ শ্যাম তব গেল॥
ভণব কি উগত হিয়ায়। মানি সুকৃতি কর ধরু ধনীপায়॥
ইহ মঝু সরবস্ব ভেল। শুনি ধনী হাসি বসন মুখে দেল॥
ললিত ভঙ্গি উহ বেরি। মাধব মধুর হসই ঘন হেরি॥
চুম্বই চান্দ বয়ান। উলসে ভরল হিয় হরল গেয়ান॥
নরহরি লখব কি রঙ্গ। শুভখণে তুহুঁক মিলন তুহুঁ সঙ্গ॥৬

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীকৃষ্ণস্য পূর্বরাগে
সংক্ষিপ্ত-সম্ভোগবর্ণনং নাম ষষ্ঠ আস্বাদঃ ॥৬।৭॥

সখী শ্রীকৃষ্ণং প্রত্যাহ— (হিন্দোল)

ওহে কালা কেনে এমন দেখি। অরুণ বরণ হৈয়াছে আঁখি॥
তিল আধ থির হইতে নারো। অনুখণে মনে মনে কি করো॥
স্বপনে না শুনো বচন আন। কি কথা শুনিতে পাতহ কাণ॥
নিরজনে একা দোসরহীন। না জানি কি জপ রজনীদিন॥
ছাড়িলা মোহন মুরলী গান। বুঝিয়ে কেহো বা হরিল প্রাণ॥
শুনি নরহরি সখীর পাশে। কহে শ্যামশশী মধুর ভাষে॥১

শ্রীকৃষ্ণবাক্যং— (মোহনী)

সখি! রাধানাম কি কহিল। শুনি মন কাণ জুড়াইল॥
কত নাম আছয়ে গোকুলে। হেন হিয়া না করে আকুলে॥
ও নামে আছয়ে কি মাধুরী। শ্রবণে রহল সুধা পূরি॥
চিতে নিতে মুরুতি বিকাশ। অমিয়া-সায়রে যেন বাস॥
আঁখিতে দেখিতে করে সাধ। এ যদুনন্দন মন-ফান্দ॥২

বালা ধানশী—

'রাধা' নাম কহিতে কহিতে। কালিয়া নারয়ে থির হইতে॥
সখী-হাত মাথে ধরিয়া। কহে অতি কাতর হইয়া॥
যদি প্রাণ রাখিবারে চাও। তবে মোরে বারেক দেখাও॥
এত কহি থির নহে হিয়া। ধারা বহে নয়ান বাহিয়া॥
দেখিয়া কানুর দশা দূতী। প্রবোধিয়া চলে বেগ-গতি॥
সজল নয়ানে রাই-পাশে। নরহরি কহে মৃদুভাষে॥৩

আশাবরী—

ওহে বিনোদিনি! তুয়া নামখানি কিসে সিরজিল কে?
শুনিতে অমুনি কানু গুণমণি ভুলিল আপন দে'!
জপিতে জপিতে কত উঠে চিতে তিলেক ধৈরজ নাই।
মুখ-শ্রুতি কত অযুতে অযুত মাগয়ে বিধির ঠাঁই॥
কত না আরতি পুছে সখী প্রতি আঁখি কি দেখিব তায়।
কহিতে এ বাণী কি হইল জানি নিশ্বসি অবশ গায়॥
পড়ি ক্ষিতিতলে ভাসে দিঠিজলে বুঝি বা না জীয়ে প্রাণে।
ইথে যে উচিত করহ তুরিত দাস নরহরি ভণে॥৪

ভুপালী—

কানুর কাহিনী শুনি বিনোদিনী ধৈরজ ধরিতে নারে।
অলখিত পথে চলয়ে কুঞ্জেতে ধরি সে সখীর করে॥
দূরে রহি শ্যাম শোভা নিরখিয়া হিয়া না বাঁধয়ে থির।
পুলকিত তনু অনুপম আখ্যে ঝরয়ে আনন্দ-নীর॥
চলে আগুসরি শ্যামপানে হেরি সুন্দরী পুলক অঙ্গ।
অবনত মাথে রহে এক ভিতে অন্তরে কত না রঙ্গ॥
কহে নরহরি লাজ পরিহরি বঙ্কিম লোচনে চাহো।
বারেক পরশ রসে ভাসাইয়া আপন করিয়া লেহো॥৫

ধানশী—

রাই লাজে অবনত মাথ। দূরে তেজয়ে সখীর হাত ॥
অতি মধুর মধুর হাসি। ঝাপয়ে বসনে বদনশশী ॥
মুখে কিছু না বচন ফুরে। পুন উলটি চলয়ে দূরে ॥
শ্যাম সে নব ভঙ্গিমা হেরি। পড়ে মুরুছি ধরণী ধরি ॥
সখী কহে কি করিলা ধনি! আসি বধিলা রসিকমণি ॥
বুঝি কলঙ্ক ঘটিল রাই। মহী হইতে তোলহ যাই ॥
শুনি নিরখি কালিয়া চান্দে। রাই পড়িল প্রেমের ফান্দে ॥
লাজভয়ে তিলাঞ্জলি দিয়া। অঙ্গ পরশে পুলক হিয়া ॥
কানু কত না আনন্দভরে। ভুজ পসারি করয়ে কোরে ॥
যেন পরাণ আইল দেহে। কালা ভিজিল নবীন লেহে ॥
হিয়া হৈতে না তিলেক তেজে। রঙ্গে বিলসে কুসুমশেজে ॥
সখীসঙ্গে এ কৌতুক দেখি। নরহরি কি জুড়াবে আঁখি ॥৬

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীকৃষ্ণস্য পূর্বরাগে
সংক্ষিপ্তসম্ভোগবর্ণনং নাম সপ্তম আস্বাদঃ ॥৭।৭১

সখীং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং— (ধানশী)

সখী মোরে শুধাইলে যাহা। বিরলে কহিয়ে শুনহ তাহা ॥
ব্রজপুরে রাজার নন্দিনী। 'রাধা' নামে কে আছে রমণী ॥
ভুবনমোহন রূপ তার। চরিত কি অমিয় পাথার ॥
দূতী সাধে শুনাইলে মোরে। শুনি হিয়া কি জানি কি করে ॥
কোথা গেলে তাহারে পাইব। দেখি কি এ আঁখি জুড়াইব ॥
নরহরি কহে ভাবো কেনে। হইব যা হইয়াছে মনে ॥১

গুজ্জরী—

রাইরূপ চরিত-কাহিনী। ভাবয়ে হিয়ার মাঝে কানু গুণমণি॥
হেনই সময়ে ও না পথে। আইসে রমণীমণি সখীগণ সাথে॥
সোণারূপে কৈলে সব আলো। দূরে দেখি কহে কানু কি উদয় হইলো॥
সখী কহে সেই এ রাধিকা। দেখিতে আইল নিজ কুসুমবাটিকা॥
শুনি সে বারেক শোভা দেখি। কহিতে নারয়ে কিছু ঝরে ছুটী আঁখি॥
নরহরি পুন প্রবোধিয়া। চলে রাই নিকটে কহয়ে তায় গিয়া॥২

দেশী—

রাই একি অপরূপ দেখি।
তুয়া অদরশে র'ল বিয়াকুল দরশে পরম সুখী॥
এথা আইলা ভাল এখনে।
তুয়া বনে বসি তোহে আরাধয়ে বধিলা এমন জনে॥
শুনি চমকি কহয়ে রাই।
বোল বোল ওহে সে কথা কেমন তারে কি দেখিতে পাই॥
সখী কহয়ে দেখ'হ গিয়া।
সে যে শ্যামশশী রসিকশেখর ধরিতে নারয়ে হিয়া॥
দূতীমুখে তুয়া গুণ শুনি।
কত না যতনে দেবে মানাইল দেখিতে এ'তনুখানি॥
হৈল সফল যে কৈল সাধা।
বারেক নিরখি খিতিতলে তনু লুঠই সোঙরি রাধা॥
ইথে করো যে উচিত মনে।
ইহা শুনি শশি- মুখী সুখে ভাসি চলে সে সখীর সনে॥
দূরে দেখি সে কালিয়া চান্দে।
পুলকে পূরল তনু অনুপম পড়িল মদনফাঁদে॥

কিবা কৌতুক হিয়ার মাঝে।
সখী কর গহি রহে কানুপাশে যাইতে নারয়ে লাজে॥
শ্যাম সে রূপে নয়ান দিয়া।
নরহরি সহ চলে আগুসরি আনন্দে উথলে হিয়া॥৩

শ্রীরাগ :—

আজু সুখের নাহিক লেখা।
নিকুঞ্জভবনে রাইকানুসনে হইল প্রথম দেখা॥
কানু সখীর ইঙ্গিত পায়া।
হাসি শশিমুখী মুখের ঘুঘট ঘুচায় অঞ্চল লৈয়া॥
মুখ নিরখি কহয়ে তায়।
পাইলু জীবন জনমের মত বিকাইনু দু'খানি পায়॥
ধনী লাজে না কিছুই বোলে।
হাসি শশিমুখী ফিরাইয়া গিয়া সামায় সখীর কোলে॥
সখী করিয়া যতন অতি।
কানু হাতে হাতে সোঁপি শিখাইল কত সে রসের রীতি॥
দুঁহু বিলসে অবশ অঙ্গ।
নরহরি সখী সমীপে কি আঁখি জুড়াবে নিরখি রঙ্গ॥৪

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীকৃষ্ণস্য পূর্ব্বরাগে সংক্ষিপ্তসম্ভোগবর্ণনং নাম অষ্টম আস্বাদঃ ॥৮।৭৫

শ্রীকৃষ্ণং প্রতি সখীবাক্যং— (শ্রীরাগ)

কালা কেনে এমন হৈলা। দুটি আঁখি কাহারে সোঁপিলা॥
পুলক আনিলা কোথা হৈতে। তিলেক ধৈরজ নাই চিতে॥
সদাই কালিন্দীতীরে যাও। না জানি কি ধন তাহা পাও॥
লাজ তেজি কহ সখীঠামে। ইহা শুনি কহে ঘনশ্যামে॥১

শ্রীকৃষ্ণবাক্যং-

কনক বরণ কিয়ে দরপণ নিছনি দিয়ে যে তার।
কপালে ললিত চাঁদ যে শোভিত সিন্দুর অরুণ আর॥
সই! কিবা সে মুখের হাসি!
হিয়ার ভিতরে পাঁজর কাটিয়া মরমে রহিল পশি॥ ধ্রু॥
গলার উপরে মনিময় হার গগনমণ্ডল হেরু।
কুচযুগ গিরি কনক গাগরি উলটি পড়ল মেরু॥
উরোজে উরুতে লম্বিত কেশ হেরিয়ে সুন্দর তার॥
চরণের ফুল দেখিয়া দুকুল জলদ শোভিত ধার॥
কহে চণ্ডীদাসে বাশুলি আদেশে হেরিয়া নখের কোণে।
জনম সফলে যমুনার কূলে মিলাওল কোন জনে ২॥

পুনঃ সুহই—

সজনি! না জানি কাহার রমণী দেখিলু কালিন্দীকূলে।
ঝলমল তনু অনুপম রূপ- ছটায়ে ভুবন ভুলে॥
কত ভঙ্গি ছলে জলে প্রবেশিতে আউলায় কুন্তলভার।
কিবা শোভা যেন যেন হেমগিরি শিখরে কালিন্দী ধার॥
সখীগণ সনে সিনান করয়ে কত না কৌতুকে ভাসি।
সুচান্দ বদনে সুমধুর হাস বরিষে অমিয়া রাশি॥
উরোজ বসন ঘন ঘুচায়য়ে কিবা সে সুন্দর শোহে।
কনক কমল- কলিতে কি অলি উড়িয়া বৈঠহে লোহে॥
কিঙ্কিণীনূপুর- ধ্বনি মনোরম নাহিয়া উঠিতে তীরে।
বুঝি বিয়োগেতে আকুল কালিন্দী যাইতে নিষেধ করে॥
তেরছ হইয়া কেশ নিগাড়িতে নিগাড়ে পরাণ মোর।
সম্বরে বসন সে মাধুরী নর- হরি কি কহিতে ওর॥ ৩

কামোদ—

সখীগণ সঙ্গে যায় কত রঙ্গে যমুনা সিনান করি।
অঙ্গের সৌরভে ভ্রমরা ধাওয়ে ঝঙ্কার করয়ে ফেরি ॥
নানা আভরণ মণির কিরণ সহজে মলিন লাগে।
নবীন কিশোরী বরণ বিজুরী সদাই মনেতে জাগে ॥
সই ! সে নব রমনী কে ?
চকিত হেরিয়া জ্বলয়ে যে হিয়া ধরিতে নারিয়ে দে ॥ধ্রু ॥
পুন না হেরিলে না রহে জীবন তোমারে কহিনু দঢ় ॥
কহে চণ্ডীদাস পূরাহ লালস নাগর আতুর বড় ॥৪

সুহই—

শুনি সখী সুমধুর কথা। ঘুচিল শ্রবণ মনের বেথা ॥
সখী কহে কি কহিব শ্যাম। সে রাজনন্দিনী, রাধা নাম ॥
রাধানাম শুনি শ্যাম রায়। না জানে কি হইল হিয়ায় ॥
ধরিয়া সখীর দুই করে। কি কহয়ে কহিতে না পারে ॥
অমুনি রহয়ে তায় দেখি। নিঝরে ঝরয়ে দুটি আঁখি ॥
নরহরি যাই রাই প্রতি। কহয়ে কালিয়া-প্রেমরীতি ॥৫

দূতী শ্রীরাধিকায়াঃ সন্নিধানে শ্রীকৃষ্ণস্য লালসাদশাং প্রাহ—

বঙ্গাল—

রাই ! কি কানুর লেহা।
তুয়া নাম গুণ শুনিতে চিতে না তিলেক বাঁধয়ে থেহা ॥
তুয়া তনুখানি ধ্যান অনুখণ মন না আনত চলে।
কনক কেতকী রাখি আঁখিপাশে ভাসয়ে আঁখির জলে ॥
যমুনা হইতে আইলা যে পথে রাখিয়া চরণচিন।
সেই পথে সদা সে ধূলি ধূসর না জানে রজনি দিন।

ধনি ধনি তুয়া সোহাগ গমনে বিলম্ব উচিত নহে।
কুলবতীকুলে সুযশ ঘুষিবে দাস নরহরি কহে ॥৬

তিরোতিয়া ধানশী—

ধনী শুনিয়া কানুর রীত।
ভুলিল সকল লাজ কুলভয় উলসে আউলাল্যো চিত ॥
বেশ বিরচি চঞ্চল অতি।
সহচরী সহ গহনে চলয়ে কি নব মধুর গতি ॥
কিবা ভঙ্গিতে ঈষত চায়া।
সখীকোরে রহে সামায়া সুন্দরী শ্যামের সমীপে যায়া ॥
সখী রাইয়ে সেঁাপে শ্যামকরে।
কনক পদক- সম শ্যাম লৈয়া হিয়ার মাঝারে ধরে ॥
হিয়া উথলে কত না সুখে।
কেলি অবসানে লহু লহু বাণী শুনি সুবদনী মুখে।
নরহরি অভিলাষ মনে।
এ নব মিলন কৌতুকে আখি কি দেখিব সখীর সনে ॥৭

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীকৃষ্ণস্য পূর্ব্বরাগে সংক্ষিপ্তসম্ভোগবর্ণনং নাম নবম আস্বাদঃ ॥৯,৮২

পুনস্তদ্ যথা সখী শ্রীকৃষ্ণং প্রত্যাহ—

ধানশী—

মাধব কহ মোরে মরম বিথারি। পেখলি কহু কিয়ে রূপবতী নারী ॥
লোচন চপল পুলকে ভরু গাত। ভণইতে ভণহ ভরমময় বাত ॥
কেশর কনক নিরখি নহ থির। করহ গতাগতি যামুনতীর ॥
ঐছে না করহ শুনত ইহ বাণী। উলসে কহই গহি নরহরি পাণি ॥১

শ্রীকৃষ্ণবাক্যং— **(তোড়ী)**

এ সখি ! কি নব রমণীমণি গোরী । লোচন-কোণে করল চিতচোরি ॥
মনমথকোটি মথন-গতি ভাঁতি । ঝলকত বিজুরীপুঞ্জ জিতি কাঁতি ॥
মুখশশী শরদ চাঁদে মুরুহাত । হসইতে অমিয়সিন্ধু বহি যাত ॥
পেখলুঁ চলইতে কালিন্দীকূলে । অভিনব ভঙ্গি ভুবনে নহুঁ তুলে ॥
সখীসহ সো ধনী জলমাহা গেলি । হেম কমল জনু বিকশিত ভেলি ॥
উলসি উলসি করে ছিরকই বারি । নরহরি সো ছবি কহই না পারি ॥২

পুনঃ গান্ধার—

কামিনী করয়ে সিনান । হেরইতে হৃদয়ে হানল পাঁচ বাণ ॥
চিকুরে গলয়ে জলধার । মুখশশী ভয়ে কিয়ে রোয়ে আঁধিয়ার ॥
তিতল বসন তনুখানি । মানি এক মানস মনমথ জাগি ॥
কুচযুগ চারু চকেবা । নিজকুল মিলনে আনিকুল দেবা ॥
ইথে শঙ্কা ভুজপাশে । বাঁধি ধয়ল জনু উড়ব তরাসে ॥
কবি বিদ্যাপতি গায়ে । গুণবতী নারী পুণ্যবন্ত পায়ে ॥৩

পুনঃ গান্ধার—

যাইতে পেখলি নাহলি গোরী । কতি সঞে রূপ ধনী আনলি চোরি ॥
কেশ নিগাড়িতে বহে জলধারা । চামরে গলয়ে জনু মোতিম হারা ॥
অলক তিতল তহি ভেল অতি শোভা । অলিকুল কমলে বেঢ়ল মধুলোভা ॥
নীরে নিরঞ্জন লোচন রাতা । সিন্দূরে মণ্ডিত নীল পঙ্কজ পাতা ॥
শরদ সুচীর পয়োধর সীমা । কনক বেলে জনু পড়ি গেও হিমা ॥
তুল কি করইতে চাহে কি দেহা । অবহি ছোড়বি মুঝে তেজবি লেহা ॥
ঐছে ফেরি রস না পায়ব আর । ইথে লাগি রোই গলয়ে জলধার ॥
বিদ্যাপতি কহ শুনহ মুরারি । বসনে লাগল ভাব রূপ নেহারি ॥৪

পুনঃ সিন্ধুড়া—

আজু মঝু শুভদিন ভেলা। কামিনী পেখলুঁ সিনানক বেলা॥
চিকুরে গলয়ে জলধারা। মেঘ বরিষে জনু মোতিম হারা॥
বদন পোছল পরচুর। মাজি ধয়ল জনু কনক মুকুর॥
তে উদসল কুচজোরা। পালটি বৈঠায়ল কনক কটোরা॥
নীবিবন্ধ করল উদেশ। বিদ্যাপতি কহ মনোরথ শেষ॥৫

পুনঃ তিরোতিয়া ধানশী—

নাহি উঠল তীরে সো ধনী রাই। মঝু মুখ সুন্দরী অবনত চাই॥
একলি চললি ধনী হই আগুয়ান। উমড়ি কহয়ে সখি! করহ পয়ান॥
এ সখি! পেখলুঁ অপরূপ গোরী। বল করি' চিত চোরায়ল মোরি॥ধ্রু॥
কিয়ে ধনী রাগী বিরাগিণী হোয়। আশ নৈরাশে দগধে তনু মোয়॥
কৈছে মিলব মোহে সো ধনী অবলা। চিত নয়ন মঝু তুহুঁ তাহে রহলা॥
বিদ্যাপতি কহ শুনহ মুরারি। ধৈরজ ধরহ মিলব বরনারী॥৬

পুনঃ প্রার্থনাপূর্ব্বক-শ্রীকৃষ্ণবাক্যং— (বরাটী)

আর কবে হবে মোর শুভখণ দিন। নয়নে নেহারিতে না বাসব ভিন॥
এ সখি! এ সখি! নিবেদন তোয়। সো কি সুধামুখী মিলব মোয়॥ধ্রু॥
আধ মুর্চুকি হাসি হেরব নয়নে। সুমধুর বোল কি শুনব শ্রবণে॥
কুচযুগ পরশিতে যব যাব। করে কর বারি নয়ন পালটাব॥
চরণ পরশি মুখ করব সরস। রসাবেশে মঝু হিয় করব আলস॥
রাই রঙ্গিণী মঝু মিলব কোর। সফল জীবন তব হোয়ব মোর॥
ঐছন কাতর নাগর ভাষ। শুনি কবিরঞ্জন চলু ধনী পাশ॥৭

ধানশী—

যাহা রহু রঙ্গিণী রাই। তুরিতহি দূতী মিলল তহি যাই॥
সুন্দরী উলসিত গাত। তাকর করগহি কহু মৃদু বাত॥

কাহা সঞে আয়লি ধাই। চঞ্চল মতি গহি লখই না যাই॥
মরম ভণহ মঝু ঠাম। ঐছে বচনে কছু কহ ঘনশ্যাম॥৮

দূতী তল্লালসাদশাং প্রাহ— (সুহই)

বকুলকুঞ্জে হাম থেহ। তাহা সঞে আয়ল কহইতে এহ॥
শুন শুন রঙ্গিণী গোরী।
তুহুঁ যব কয়লি সিনান। তোহে হেরি মাধব হরল গেয়ান॥
দলিত কেশর গহি হাত। তুয় তনু কাঁতি ভরমে ভরু গাত॥
অনুখণ তোহারি ধিয়ান। তুয় বিনু বাণী ভণই নাহি আন॥
নরহরি নিরিখল তায়। তুহুঁ তছু সরবস্ব জীবন উপায়॥৯

ধানশী—

শুন শুন রঙ্গিণী রাই। তো বিনু ধৈরজ না ধরু মাধাই॥
উহ সুপুরুষ রসমেহ। তা সঞে সমুচিত তোহাঁরি সিনেহ॥
ঐছে কয়ল বহু সাধি। মনসিজ-ডোরে রমণীমন বাঁধি॥
যতনে আনল পঁহুঠাম। দরশে হরষ কছু কহ ঘনশ্যাম॥১০

দূতী শ্রীকৃষ্ণং প্রত্যাহ— (সুহই)

শুন শুন সুন্দর কানাই। তোহে সোঁপল ধনী রাই॥
কমলিনী কোমল কলেবর। তুহে সে ভুখিল মধুকর॥
সহজে করবি মধুপান। ভুলহ জনি পাঁচবাণ॥
প্রবোধি পয়োধর পরশিহ। কুঞ্জরে দিনু সরোরুহ॥
গণইতে মোতিম হার। ছলে পরশিহ কুচভার॥
না বুঝয়ে রতিরসরঙ্গ। খেণে অনুমতি খেণে ভঙ্গ॥
শিরিষ কুসুম জিনি তনু। থোরি সহবি ফুলধনু॥
বিদ্যাপতি কবি গায়। দূতীক মিনতি তুয়া পায়॥১১

শ্রীরাগ—

দূতী-নিদেশ শুনত শ্রুতি পাতি।　　মাধব মধুর হসত মুদ মাতি॥
সুন্দরী লাজ-বসনে তনু গোই।　　উলটি রহল দিঠে বঙ্ক বিনোই॥
হেরি উহ ভঙ্গি শ্যামর মেহ।　　ভুজভরি বরিষে নিয়ত নবলেহ॥
উরোজ কমলপর পরশিতে সাধ।　　উদসল ছলে কুচকঞ্চুকী আধ॥
খোলল বয়নক নীলিম সুবাস।　　জনু ঘনসঞে শশী কয়ল প্রকাশ॥
যতনে সুধারি অলক-অলি পাঁতি।　　পিবই অধরমধু মধুকর মাতি॥
ভাঙ্গি সুরতভয় ভণি মৃদু ভাষ।　　উরে উর ঝাঁপি পূরই অভিলাষ॥
কুসুমিত সেজে গঢ়ায়ল অঙ্গ।　　গায়ব কব ঘনশ্যাম এ রঙ্গ॥১২

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীকৃষ্ণস্য পূর্ব্বরাগে
সংক্ষিপ্তসম্ভোগবর্ণনং নাম দশম আস্বাদঃ॥১০।৯৪

সখী শ্রীকৃষ্ণং প্রত্যাহ—　　(সুহই)

এ ব্রজবধূকুল-কুমুদিনী-চন্দ।　　তুহুঁ মন-মোহন মনমথ ফন্দ॥
কহ কহ কাহে চপল চিত ভেল।　　কোউ কি হৃদয়রতন হরি নেল॥
অনুখণ অরুণ নয়নে ভরু নীর।　　করহ গতাগতি কালিন্দীতীর॥
শুনি ঘনশ্যাম শ্যামরসভূপ।　　কহে কি কহব নিরিখলু অপরূপ॥১

শ্রীকৃষ্ণবাক্যং—　　(ধানশ্রী)

সহচরী মেলি　　চলল বররঙ্গিণী　　কালিন্দী করই সিনান।
কাঞ্চন শিরিষ-　　কুসুম জিনি তনুরুচি　　দিনকর কিরণে মৈলান॥
সজনি! সো ধনী চিতকচোর।
চোরিক পন্থ　　ভোরি দরশায়লি　　চঞ্চল নয়নক ওর॥ধ্রু॥
কোমল চরণ　　চলই অতি মন্থর　　উতপত বালুক বেলি॥
হেরই হামারি　　সজল দিঠি পঙ্কজে　　দুহুঁ পাদুক করি নেলি॥

চিত নয়ন মঝু তুহুঁ সে চোরায়লি শূন হৃদয় অব মানি।
মনমথ পাপ দহনে তনু জারত গোবিন্দ দাস ভালে জানি॥২

পুনঃ ধানশী—

এ ধনি ! সো ধনী সহচরী মেলি। মঞ্জু গমনে যমুনাকূল গেলি॥
ঝলকত তনু কুঙ্কুম মদ হারি। পৈঠলি কালিম কালিন্দী বারি॥
পেখলু তব কি কহব ছবিলেশ। জনু ঘনে দামিনী করু পরবেশ॥
বিগলিত চিকুর মদনমীনজাল। থকিত কপোলে অলক অলিমাল॥
ছলে উছলত জল চমকত জোতি। কনক মেহ জনু বরখত মোতি॥
চাহি চপল নীল কমল বিথারি। হাসি ভণই কি অমিয় রস ঢারি॥
কতহি ভঙ্গি সঞে নাহলি গোরী। গহি সখীপাণি চলই তীরে থোরি॥
মঝু মন মোহি রহল তিহি ঠাম। ইথে কি উপায় করব ঘনশ্যাম॥৩

পুনঃ ধানশী—

করি জলকেলি আলিসঞে বালা। হেরলু পথে জনু চান্দকি মালা॥
অপরূপ রূপ নয়নে মঝু লাগি। অনুখণ মাধুরী মরমহি জাগি॥
এ সখি ! এ সখি ! মোহে হেরি রাই। বিহসি রহলি ধনী গীম মোড়াই॥ধ্রু॥
সো মুখ ঝলমল নিরমল জোতি। লোলিত নাসক বেশর মোতি॥
রঙ্গ অধরপর চরকই কাঁতি। মদনমোহন যৈছে ফাঁসক ভাঁতি॥
বঙ্কিম কেশ বিথারল পীঠে। চকিতহি মঝু মন লাগল দিঠে॥
ঐছে সুকেশিনী হাস নাহি দেখি। চিত মুরুতি কিয়ে রহলহি লেখি॥
পদনখ অঙ্গুরি যাবক শোভা। দশনখভয়ে চান্দ অরুণহু লোভা॥
সো পদকমল হৃদয়ে করি লেব। গোবিন্দদাস যব অনুমতি দেব॥৪

পুনঃ ধানশী—

যমুনা যাইতে পথে রসবতী রাই। দেখিয়া বিদরে হিয়া সোয়াথ না পাই॥
কিবা খেণে আ'লু সোই কি দেখিনু তারে। ও রূপলাবণি ধনি ! নয়ান উপরে॥

মেলিয়া দীঘল কেশ ফেলিয়া নিতম্বে। চলে বা না চলে রাই রস-অবলম্বে॥
তাহে মুখ মনোহর ঝলমল করে। কাম চামর করে পূর্ণ শশধরে॥
তাহে অতি বিরাজিত ঘর্ম্ম বিন্দু বিন্দু। মুকুতা ভূষিত যেন পূর্ণিমক ইন্দু॥
মন্দ মধুর হাস বিলাস অধরে। সেই সে সমাধি রহু মরম ভিতরে॥
ফুয়ল নীলিম বাস রহে আধ উরে। আধ গিরিমাঝে যেন নবজলধরে॥
উর আধপরে লোলে মুকুতার হারে। সুমেরু শিখরে যেন সুরধুনীধারে॥
মঝু মন রহি তহি করত সিনান। গোবিন্দ দাস কহে ইহ পরমাণ॥৫

পুনঃ বালা ধানশী—

পেখলুঁ ধনী কি পিরীতিময় দেহা। যমুনা সিনাই চললি নিজ গেহা॥
মঝুমন নয়নকোণে হরি নেলা। কৌতুকে বিহসি বসন মুখে দেলা॥
নিরত নয়ন মন রহু তছু পাশে। লাগত অবশ জগত উদাসে॥
এ ঘনশ্যাম কহল তুয়া আগে। পুন কিয়ে দরশ হোয়ব ইহ ভাগে॥৬

ধানশী—

শুনি সখী কানুক বাত। উলসে ভরল সব গাত॥
লহু লহু কহু মুখ চাই। সো অতি দুলহ মাধাই॥
যাত যমুনা হাস দেখি। কবহুঁ না কাহুক পেখি॥
দৈব সদয় তোহে ভেল। ইথে তুয় পর দিঠি দেল॥
করবহু যতনে উপায়। মিলব তুরিতে চিতে তায়॥
এত কহি চলি ধনীপাশ। নরহরি ভণে মৃদুভাষ॥৭

দূতী শ্রীরাধিকায়াঃ সন্নিধৌ শ্রীকৃষ্ণস্য লালসা-দশাং প্রাহ—

সুহই—

শুন শুন সুন্দরি গোরি! বহু অপযশ ভেল তোরি॥
করি কৌ যমুনা-সিনান। করই রতন কত দান॥
তুহুঁ সে সিনানে ভালে গেলি। সো সুপুরুষে বধ কেলি॥

সো তুয়া পরশ যব পাব । তবহি জীবন দোষ যাব ॥
তাহে সোঁপবি নিজ দেহ । সুযশ ঘুষব সব কেহ ॥
কহল মু উচিত উপায় । করহু যৈছে চিতে ভায় ॥
শুনি সখী বচন-বিলাস । হসই বদনে দেই বাস ॥
রহু সহচরীমুখ হেরি । নরহরি কহু পুনবেরি ॥৮

দূতী পুনঃ প্রাহ— (গুঞ্জরী)

এ ধনি ! কহই হাম সাঁচি । তুয় তনু-পরশ আশে রহু বাঁচি ॥
যব ধরি চকিত নেহারলি তোয় । তব ধরি রহল ধিরজপন খোই ॥
অনুখণ তুয় তনু করই ধিয়ান । চৌকি উঠই খণে মুদই নয়ান ॥
চম্পক কুসুমে ভরই নিজছাতি । কালিন্দীকূলে রহই দিনরাতি ॥
কহইতে ওর নহই অনুরাগ । ঐছে সনেহি মিলত বহুভাগ ॥
নরহরিসহ তহি করহ পয়ান । পেখহ যাই যৈছে ভেল কান ॥৯

ধানশী—

শুনি ধনী কানুক রীত । মিলইতে উলসিত চিত ॥
ধনী কর গহি সখী নেল । কুঞ্জভবনে চলি গেল ॥
রাইক নিরখি মাধাই । হরষে চলল তহি রাই ॥
হেরইতে নাগররাজ । রাইক উপজল লাজ ॥
সোঁপল সখী পহুঁ-পাণি । কানু সফল জীউ মানি ॥
বিরচই বচন সুছন্দ । চুম্বই ধনী মুখচন্দ ॥
উচ কুচপর কর ধারি । ধনী নিজ করে কর বারি ॥
উপজল কৌতুক ভূরি । নরহরি হেরব কি দূরি ॥১০

আশাবরী—

রাই-কানু প্রথম মিলনে । কিবা সুখ নিকুঞ্জভবনে ॥
সুললিত পালঙ্ক-উপরে । দুহুঁ অঙ্গ ঝলমল করে ॥

কিবা দুহুঁ শয়ন-সুষমা। দিতে নাই ভুবনে উপমা॥
নরহরি মনে এই আশ। গাই যেন এ নববিলাস॥১১

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীকৃষ্ণস্য পূর্ব্বরাগে সংক্ষিপ্তসম্ভোগবর্ণনং নাম একাদশ আস্বাদঃ॥১১।০৫

পুনস্তদ্ যথা— ধানশী

কালা এমন হৈয়াছ কেনে। হাসি অঙ্গ মোড়া দিছ খেণে॥
খেণে পুলকে ভরিছে দেহা। খেণে ধরিতে নারিছ থেহা॥
খেণে চাহিছ পথের পানে। খেণে ভাবিছ আপন মনে॥
খেণে মুদিছ নয়ান রাতা। খেণে কহি না কহিছ কথা॥
খেণে পরিছ কনকবাস। খেণে ছাড়িছ দীঘল শ্বাস॥
খেণে বিজুরী ধরিতে চাও। খেণে দু'বাহু পসারি ধাও॥
অতি অবশ হয়েছ খেণে। বোলো মরম মরমিজনে॥
ঘনশ্যাম সমাধিব কাজ। শুনি কহয়ে নাগররাজ॥১

আশাবরী—

সখি! কি বলিব তোরে।
কনক বরণী ধনী নিরখিতে না জানি কি হইল মোরে॥ধ্রু॥
মনে বিচারিলু চিনিতে নারিলু সে নব রমণী কে?
সখীর সঙ্গেতে কত না রঙ্গেতে যমুনা যাইতেছে॥
চরণে নূপুর বাজে সুমধুর কত না ভঙ্গিতে চলে।
মনে হয় গিয়া সে সময়ে হিয়া পাতিয়ে চরণতলে॥
কিবা পহিরণ নীলিম বসন তাহে কি অঙ্গের ছটা।
মনে হয় হেন ঘনমাঝে যেন থকিত দামিনী-ঘটা॥
মুখের মাধুরী করে চিত চুরি চান্দের গরব হরে।

হাসির হিলোলে কত সুধা ঢালে কে তাহে পরাণ ধরে ॥
চকিত চৌদিকে চাহি উচ কুচ কাঁচলি ঘুচায় আধা।
নরহরি রহু নিছনি সে শোভা হেরি নয় পূরিল সাধা ॥২

ভিরোভিয়া ধানশী —

সজনি ! ধনী কে বটে।

গোরোচনা গোরী নবীন কিশোরী নাহিতে দেখিলু ঘাটে ॥
কালিন্দীর তীরে বসি তার নীরে পায়ের উপরে পা।
খঞ্জন নয়ানে চাহি চারি পানে সে ধনী মাজিছে গা ॥
অঙ্গের বসন কৈরাছে আসন আউলাইয়া দিয়াছে বেণী।
কুচযুগমূলে হেমহার দোলে সুমেরু শিখরে জনি ॥
কিবা সে ডুগুলি শঙ্খ ঝলমলি সরু সরু শশিকলা।
মাজিতে উদয় শুধু সুধাময় দেখিয়া হইনু ভোলা ॥
সিনায়া উঠিতে নিতম্ব তটেতে পৈড়াছে চিকুররাশি।
কালিয়া আঁধার কনক চাঁপার শরণ লৈয়াছে আসি ॥
চলে নীল শাড়ী নিগাঁড়ি নিগাঁড়ি পরাণ সহিতে মোর।
সেই হইতে মোর মন নহে থির মনমথজ্বরে ভোর ॥
কহে চণ্ডীদাসে বাশুলী আদেশে শুনহে শ্যামর চান্দা ॥
সে যে বৃষভানু- রাজার নন্দিনী নাম বিনোদিনী রাধা ॥৩

ধানশী —

'রাধা' নাম বারেক শুনিতে। কালিয়া নারয়ে থির হৈতে ॥
কালা বোলে বোলো আরবার। 'রাধা' নাম কি সুধা-পাথার ॥
কে গড়িলে তনু অনুপাম। কে রাখিলে এ নবীন নাম ॥
মরি যেন নিছনি লইয়া। তা বিনু ধরিতে নারি হিয়া ॥
যদি হয় মনোরথ-সিধি। তবে সে সদয় জানি বিধি ॥

কালিয়া আকুল দেখি বেগে। কহে ঘনশ্যাম রাই আগে ॥৪

দূতী শ্রীরাধিকায়াঃ সন্নিধৌ শ্রীকৃষ্ণস্য লালসাং প্রাহ—

নটনারায়ণ—

রাই যমুনা-সিনানে গিয়া।

সে কালাচান্দে কি ফান্দে ফান্দাইলা অঙ্গের সৌরভ দিয়া ॥

আউলাইয়া কেশ খসাইয়া বসন মাজিলা সোণার গা।

সে শোভা দেখিতে যে হইল চিতে কহিতে না আইসে তা' ॥

কত না ভঙ্গিতে সিনাইয়া, তিল- আধ না রহিলা তীরে।

বসন নিঙাড়ি নিঙাড়িয়া প্রাণ লইয়া আইলা ঘরে ॥

নরহরি কহ কি নব লালসা শুনিতে তোমার নাম।

নয়ানের জলে ভাসে দিবানিশি নিশ্বসি আকুল শ্যাম ॥৫

সৌরাষ্ট্র—

রাই! কি আর বলিব আমি।

ভুবনমোহন কালা কানু মন- মোহিনী কেবল তুমি ॥

দেখ কালিন্দী-তীরেতে গিয়া।

সে তোহে ঝিয়ায় ধারা বহে আখো ধরিতে নারয়ে হিয়া ॥

ধনী হাসিয়া কহয়ে ধীরে।

না বুঝিয়ে রস- রীতি ইথে কহ কিরূপে ভেটিব তারে ॥

সখী কহে—না করহ লাজ।

নয়ানের কোণে তা পানে চাহিতে বুঝিবে সকল কাজ ॥

শুনি মানিয়া সখীর কথা।

পুলকিত চিত চলে অলখিত কালিয়া নাগর যথা ॥

এথা কানু মনোরথে ভোর।

শুক-মুখে শুনি রাইর গমন সুখের নাহিক ওর ॥

রাই আইসে করিয়া আলা।
বারেক নেহারি নারে থির হইতে মদনে মাতয়ে কালা॥
রাই আগে আগুসরি যায়।
মধুর মধুর হাসি হাসি ছলে কহয়ে কত না তায়॥
মোরে আপন করিয়া লেহ।
সোঁপিনু জীবন জনমের মত এ পদ-পরশ দেহ॥
ধনী লাজে না আইসে পাশে।
বসন অঞ্চলে ঝাঁপি মুখবিধু মধুর মধুর হাসে॥
কালা কত না যতন করি।
চুম্বয়ে অধর ধরি হিয়া মাঝে বিলসে পালঙ্ক পরি॥
শোভা হেরি কে ধরয়ে থেহা।
নরহরি সখী পাশে কি হেরব হেম মরকত দেহা॥৬

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীকৃষ্ণস্য পূর্ব্বরাগে
সংক্ষিপ্তসম্ভোগ-বর্ণনং নাম দ্বাদশ আস্বাদঃ ॥১২।১১১

সখী শ্রীকৃষ্ণং প্রত্যাহ— (দেশপাল)

আজু কালা কেন এমন দেখি। ছল ছল দুটি অরুণ আঁখি॥
কনক-কেতকী-কুসুম পানে। অনিমিখ হৈয়া চাহিছ কেনে॥
কারু সনে হাসি না কহ কথা। ইথে মনে বহু পাইয়ে বেথা॥
নরহরি আগে কিসের লাজ। বোলহ মরম নাগররাজ॥১

শ্রীকৃষ্ণবাক্যং— (আশাবরী)

সখি! কহিতে কি আর লাজ।
নবীন রঙ্গিণী রমণীর মণি জাগিছে হিয়ার মাঝ॥

আহা মরি পাসরা না যায়।
না জানিয়ে যেন কিরূপে কি দিয়া কেবা নিরমিল তায়॥
কিবা ভঙ্গিতে তাহার হাসি।
হরে সরবস্ব নারি নেবারিতে মরমে রহয়ে পশি॥
নরহরি কি ঘুচিবে দুখ।
লাখে লাখে আঁখি হৈলে হব সুখী দেখিব সে চান্দমুখ॥২

পুনঃ ধানশী—

বদন সুন্দর যেন শশধর উদিত গগনে হয়।
ছটার ঝলকে পরাণ চমকে তিমির পাইল ভয়॥
নয়ান চাহনি বিষের দাহনি তীখিণ তীখিণ শর।
দেখিয়া অন্তর উপজিল জর মদন পাইল ডর॥
সই! কে বলে কুচযুগ বেল।
সোণার গোলি শোভয়ে ভালি যুবা বধিবার শেল॥ধ্রু॥
আজানুলম্বিত চারু করযুগে কনক চুরি সে সাজে।
হেরিয়া মদন গেল যে সদন মুখ না তুলিল লাজে॥
মাঝা খীণবর সিংহিনী আকার নিতম্ব বিমান চাকে।
চকা-কমলে ভ্রমরা বুলয়ে চৌদিকে বেড়ল ঝাঁকে॥
অঙ্গুলির মাঝে যাবক সাজে মিহির শোভিত জনু।
চণ্ডীদাসে কয় কিবা জানি হয় লখিতে নারিনু তনু॥৩

পুনঃ ধানশী—

রমণীর মণি পেখিলু আপনি ভূষণ সহিতে গায়।
দেখিতে দেখিতে বিজুরী চমকে ধৈরজে ধৈরজ যায়॥
সই! চাহনি মোহনী থোর।
মরমে লাগিল হেরিয়া বুঝিল রূপের নাহিক ওর॥ধ্রু॥

বদন চান্দ কামের ফান্দ ঝুরিয়া ঝুরিয়া কান্দে।
কেশের আগ চুম্বয়ে চাগ (?) ফিরিয়া ফিরিয়া বান্ধে॥
বসন খসয়ে অঙ্গুলী চাপয়ে কড়ছে কড়ছ থুয়া।
দেখিয়া লোভয়ে মদন ক্ষোভয়ে কেমনে ধরিব হিয়া॥
জলের কান্ধারে কেশের আঁধারে সাপিনী লাগয়ে মোয়॥
কেমনে কামিনী আছয়ে আপনি এমন সাপিনী থোয়॥
দশন কাঁতি মুকুতা পাঁতি হাসিতে উগারে শশী।
পরাণ পুতলী হইল পাগলী মনে যে লাগিল পশি॥
শুধু যে হিয়া রহিল পড়িয়া বস্তু যে চলিল তায়।
চণ্ডীদাসে কয় ফিরি দেখা হয় তবে সে পরাণ পায়॥৪

দূতী শ্রীরাধিকায়াঃ সন্নিধৌ শ্রীকৃষ্ণস্য লালসা-দশাং প্রাহ—

গুজ্জরী—

সখী প্রবোধি কালিয়া চান্দে।
মনের উলাসে গিয়া রাই-পাশে কহয়ে মধুর ছান্দে॥
ওহে কহিতে হইল এহ।
যে জন যা বিনে না জীয়য়ে প্রাণে তা সনে কি কবে সেহ॥
শুনি কহয়ে রমণী-মণি।
তার মনোমত করিতে উচিত তবে সে জগতে ধনী॥
কহ কা সনে এমন কার।
আহা মরি যেন যার হৈল হেন নিছনি যাইয়ে তার॥
সখী কহে চায়া রাই-পানে।
শ্যামতনু যার সে রাজকুমার মজিল তোমার সনে॥
তুয়া বিনে না জানয়ে আর।
এ তুয়া মুরুতি ধ্যান দিবা রাতি কি কব লালসা তার॥

এই ধৈরজ তেজিল তায়।
হেন হয় চিতে　　তুয়া বিলম্বেতে　　পাছে বা পরাণ যায় ॥
বুঝি করহ উচিত কাজ।
কহে নরহরি　　গিয়া তরাতরি　　ভেটহ রসিকরাজ ॥৫

ধানশী—

রাই পড়িয়া পিরীতি-ফান্দে।
সহচরী সাথে　　চলে কুঞ্জপথে　　চিতে না ধৈরজ বান্ধে ॥
ধনী নিরখি নাগররায়।
না পারে চলিতে　　নারে লুকাইতে　　পুলক ভরয়ে গায় ॥
কিবা প্রথম-মিলনে সুখ।
নাগর হরষে　　পরশিতে তনু　　লাজে লুকায়ে মুখ ॥
কালা অথির মদন-ভরে।
ভুবাহু পসারি　　ধরি হিয়া মাঝে　　বৈসয়ে পালঙ্ক পরে ॥
হাসি অধরে অধর দিয়া।
জীবন সফল　　করি মানে মনে　　বারেক সে রস পিয়া ॥
কত কহয়ে কৌতুকভায।
নরহরি সখী-　　সঙ্গ কি এ রঙ্গ　　হেরি পূরাওব আশ ॥৬

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীকৃষ্ণস্য পূর্ব্বরাগে
সংক্ষিপ্তসম্ভোগ-বর্ণনং নাম ত্রয়োদশ আস্বাদঃ ॥১৩।১১৭

সখী শ্রীকৃষ্ণং প্রত্যাহ—

সুহই—

এ নটবর বর বরজকিশোর।　　তোহে নিরখি জীউ করই কি মোর ॥
অনুখণে নিরজনে করহ নিবাস।　　মোড়হ তনু ঘন তেজহ নিশ্বাস ॥

চঞ্চল চিত হেরইতে চহু ওর। চরকি পড়য়ে দউ লোচন লোর॥
ভণ ঘনশ্যামে মরম তজি লাজ। শুনি কহে কানু কহব কিয়ে আজ॥১

শ্রীকৃষ্ণবাক্যং— (ধানশী)

রতন মন্দির মাহা বৈঠলি সুন্দরী সখীসঞে রস পরথাই।
হসইতে খসয়ে কত যে মণিমোতিম দশন কিরণ অব ছাই॥
শুন সজনি! কহইতে না রহে লাজ।
সো বর নারী হামারি মন-বারণ বান্ধল কুচগিরিমাঝ॥ধ্রু॥
মঝু মুখ হেরি ভরমভরে সুন্দরী ঝাপই ঝাপল দেহা।
কুটিল কটাখ বিশিখে তনু জরজর জীবনে না বাঁধই থেহা॥
করে কর জোরি মোরি তনু-বল্লরী মোহে হেরি সখী করু কোর।
গোবিন্দ দাস ভণত নন্দনন্দন দোলিত মদনহিলোর॥২

ভূপালী—

এ সখি! হেরইতে তায়। মোহে হেরি হাসি নয়ন সকুচায়॥
শুনি সখী কহে কিয়ে ভাগ। সমুঝলু তোহে তাক অনুরাগ॥
পুন কহে কানু কি ভেল। হিয় মাহা পৈঠি সকল হরি নেল॥
অব তনু ধরই ন যাই। শুনি ঘনশ্যাম কহয়ে যাহা রাই॥৩

দূতী শ্রীরাধিকায়াঃ সন্নিধৌ শ্রীকৃষ্ণস্য লালসাদশাং প্রাহ—

তিরোতিয়া ধানশী—

ধনি ধনি রমণীজনম ধনি তোর।
সব জন কানু কানু করি ঝুরয়ে সো তুয়া ভাবে বিভোর॥ধ্রু॥
কেশ পসারি যব তুহুঁ আছলি উর পর অম্বর আধা।
সো সব হেরি কানু ভেল আকুল কহ ধনি! ইথে কি সমাধা॥
হসইতে কব তুহুঁ দশন দেখায়লি করে কর জোর হি মোর।

অলখিতে সখীকর হৃদয়ে পসারলি পুন হেরি সখি কৈলি কোর ॥
এতহু নিদেশ কহল তোহে সুন্দরি ! জানহি করহ বিধান ।
হৃদয়-পুতলি তুহুঁ সো শূন কলেবর কবি বিদ্যাপতি ভান ।৪

ধানশী—

সখীমুখে শুনি ধনি কানুক রীত । উপজল লাজ উলসে ভরু চিত ॥
রহই মধুর হাসি কহই না পার । সমুঝি চতুর সখী কয়ল শিংগার ॥
অলখিত চলু অতি শুভখণ পাই । কুঞ্জভবনে পরবেশল যাই ॥
হেরইতে কানু নয়ন করু হেট । ভণ ঘনশ্যাম অনুপ নব ভেট ।৫

তিরোতিয়া ধানশী—

যতনে আয়ল ধনী শয়নক সীম । পাওল লিখি খিতি নত রহু গীম ॥
সখী কহে পিয়াপাশে বৈঠহ রাই । কুটিল ভঙর করি হেরইছি কাই ॥
নায়রী নবীন পহিল পিয়া মেলি । অনুনয় করত যামিনী আধ গেলি ॥
করে ধরি বালাক বৈঠায়ল কোল । এক পহি কহে ধনী লহু লহু বোল ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি নায়রী রামা । অন্তরে বাহিরে ডাহিনে বামা ॥৬

সুহই—

কিয়ে কানুক নব লেহ । রাখব কাঁহা কছু না পায়ই থেহ ॥
রাই রতনমণি হার । পহিরই কণ্ঠে কি উলস অপার ॥
ঘন ঘন বিধুমুখ হেরি । চুম্বন করই কতহি শত বেরি ॥
কহে ধনী লহু লহু বাণী । শুনই সফল জনম জীউ মানি ॥
রাইক যতনে শুতাই । লাগল হিয়ে হিয়ে শুতল মাধাই ॥
মনমথ ভাঙ্গল লাজ । নরহরি হেরব কি সুখ সখীমাঝ ॥৭

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীকৃষ্ণস্য পূর্ব্বরাগে
সংক্ষিপ্তসম্ভোগবর্ণনং নাম চতুর্দশ আস্বাদঃ ॥১৪।১২৪

সখী শ্রীকৃষ্ণং প্রত্যাহ – (**ধানশী**)

মাধব বিরমহ নিয়তঁ একন্ত। ঘন ঘন চকিত নেহারহ পন্থ॥
অনুভব করল এ চরিত তোহারি। পেখলি কহুঁ নব কুলবতী নারী॥
তা সঞে উপজল নবীন সনেহ। শুনইতে কানুক উলসল দেহ॥
লাজে করল কছু অবনত মাথ। ধীরে ধীরে কহে ধরি নরহরি-হাত॥১

শ্রীকৃষ্ণবাক্যং— (**তিরোতিয়া ধানশ্রী**)

অপরূপ রূপ নব রমণীমণি। যাইতে পেখলু গজগমনী ধনী॥ধ্রু

সিংহ জিনি মাজাখানি তনু অতি কোমলিনী
কুচ শিরীফলভরে ভাঙ্গিয়া পড়য়ে জানি॥
নহুয়া-বদনী ধনী বচন কহসি হসি
অমিয়া বরিখে জনু শরদ পূর্ণিম শশী॥
কাজরে রঞ্জিত ধয়ল নয়নবর
ভ্রমর ভুলল জনু বিমল কমল পর॥ (বিদ্যাপতি) ২

পুনঃ ধানশী—

আধ বয়ন আধ লোচন আধ। দেখি এক বেরি পুনহি ভেল সাধ॥
সগরিয় দিঠি ভরি পেখিয় না ভেল। মেঘ বিজুরী যৈছে উগিলুগি গেল॥
যাইতে দেখলি নাগরী নারী। হৃদয়ে বুঝায়লি পালটি নেহারি॥
মন্থর গমনে বুঝলু অনুরাগী। তিল এক দেখলু অবহুঁ মনে জাগি॥
রূপে ভুলল আখি লগ লইগেল। তব ধরি জগ কুলশর সম ভেল॥
(বিদ্যাপতি) ৩

পুনঃ বালা—

যাইতে মিলল কলাবতী রামা। সো নাহি দেখলি দিয়ে যে উপমা॥
ধৈরজ বুঝলু সুচাতুরী নারী। অনু ভৈ কৈ গেয় কুটিল নেহারি॥

সৌরভে জানলু পদ্মিনী জাতি। অন্তরে লাগি রহল দিনরাতি ॥৪

(বিদ্যাপতি)

তিরোতিয়া ধানশী—

সুন্দরী আছলি সখীগণ সঙ্গ। চঞ্চল বিঘটয় কামিনী রঙ্গ ॥
অবনত বয়নী বিহসি রহু লাজ। ভেল অধোমুখ জনু দ্বিজরাজ ॥
দেখলি কলাবতী ভামিনী সমাজ। মনমথ জঙ ধনু রমণী বিরাজ ॥ধ্রু॥
বসনহীন তনু ভূধর হেরি। ধনী ভুজবল্লি ঝাঁপে কত বেরি ॥
অতনু পাশে দঢ় কএ দয়ে অম্বু (?) কোপে কাম জনু বাঁধয়ে শম্ভু ॥
বিহি বিধুমণ্ডল মুখশশী আনি। তৌলি তুলারে ধরয়হি অনুমানি ॥
আনন গুণ গৌরব মত ভেল। চান্দ চমকি তেহুঁ অম্বর গেল ॥৫

(বিদ্যাপতি)

পুনঃ ধানশী—

অপরূপ পেখলুঁ আয়।

কনক গিরি আয়ুধ মুখে চান্দহু গরাসে যায় ॥ধ্রু॥
ঔর পেখলু কুচযুগ মাঝে লোলিত মোতিম হার ॥
কনক মহেশ কামহু পূজল যেন সুরনদী-ধার ॥
হেরি হাসি উর অম্বরে ঝাঁপল বঙ্কিম নয়ানে সে।
উহ বিনু মোর চিত বিয়াকুল ধৈরজ না ধরে দে' ॥৬

(বিদ্যাপতি)

পুনঃ সুহই—

তাহি রহল মন লোচন রে, যাহা গেও বরনারী।
আশা লুবধ না তেজই রে, জন কৃপণক পাছে ভিখারী ॥
সহজই সুন্দর আনন রে, ভাঙ উয়ল দুহুঁ আঁখি।
চঞ্চল মধুকর মধু পিবি রে, জনু ঔরি পসারল পাখি ॥

আজু পেখলুঁ ধনী যাইতে রে, রূপে রহল মন নাই।
অঙ্গ ভঙ্গি করি গেলুহু রে, হেম কমল দরশাই॥
অতএ রহল মন মোরহু রে, কনয়া কুচগিরি গাধি।
তে অপরাধে মনোভব রে ঝাঁকি রহল মন বাঁধি॥৭
(বিদ্যাপতি)

পুনঃ সুহই—

হরি হরি অনুখণ হৃদয়ে বিষাদ। হেরইতে সো ধনী তনু মন বাদ॥ধ্রু॥
মোহে হেরি কয়লি সাঙরী সখী কোর। মন তনু জীবন চোরায়ল মোর॥
খঞ্জন লোচন ভাঙ কামান। খলবল মঝু মন হরল গেয়ান॥
কনক মুকুর সম তাকর বয়না। হেরইতে নিমিখ হরল দউ নয়না॥
করিবর-গমন চলল অতি মন্দা। কনক-বরণ তন মনসিজ-ধন্দা॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ ছবি মহিমা। রাজা শিবসিংহ জানয়ে লছিমা॥৮

পুনঃ পঠমঞ্জরী—

কহ কহ অব কিয়ে করব উপায়। চেটক করি গেও কছু না শোহায়॥
লোচন মন এ রহল তছু পাশ। লাগত মোহে সব জগত উদাস॥
বহুরি হেরব যব সো বরনারী। তবহি জীয়ব ইহ জীবন হামারি॥
মনমথ-দহনে দহই অবিরাম। কত পরবোধি রাখব ঘনশ্যাম॥৯

দূতী শ্রীরাধিকায়াঃ সন্নিধৌ শ্রীকৃষ্ণস্য লালসাদশাং প্রাহ—

গুঞ্জরী—

কানুক মুখে শুনি গদগদ ভাষ। মিলল সহচরী রাইক পাশ॥
সুন্দরী কুশল পুছই হসি থোরি। সখী কহু নয়নে নয়নযুগ জোরি॥
শুন শুন এ বৃষভানু কুমারি! তুয়া বিনু আকুল রসিক মুরারি॥
দেই দরশ তুহুঁ সরবস্ব নেলি। তিলে তিলে তাক কৈছে মতি ভেলি॥
তুয়া রূপ নিরমিয়া দেয়ই কোর। হেরইতে লোচনে গলহি লোর॥

কহই না পারই মদন হুতাশ। কতয়ে যতন করু গোবিন্দ দাস ॥১০

ধানশী—

সখীক বচনে ধনী থির করি চিত। করইতে গমন ভেল উপনীত ॥
পদ দুই চারি চলয়ে সখী মেলি। ধসধস অন্তর ধাধস ভেলি ॥
খেণে খেণে চৌকি চরণ পালটায়। খেণে কাতর দিঠে সখীমুখ চায় ॥
সখীগণ পুন পুন করে আশোয়াস। রহি রহি ধনি হিয়ে উপজে তরাস ॥
আবরি তনু অম্বরে নব গোরী। সখীকর ধরই বদনবিধু মোড়ি ॥
ঐছে নিকুঞ্জে মিলল পহুঁ পাশ। দূরে হেরই যতুনন্দন দাস ॥১১

ধানশী—

মনমথ কেলি লুবধ অতি মাধব ধয়লহি রাইক পাণি।
করে কর বারি হৃদয় অতি কম্পিত কহইতে গদগদ বাণী ॥
দেখ দেখ মাধব-কেলিবিলাস।
অতিরসে ভোরি গোরী তনু বেঢ়ল জলদ-বিজুরি জনু বাস ॥ধ্রু॥
কুচ কর পরশণে উহু উহু করি ধনী লোচনে জলভরি পুর।
দশনক ঘাতে অধর করু খণ্ডন নীবিবন্ধন করু দূর ॥
কোরহি জোরি উবরি পুন সুন্দরী চলল তেজি বর নাহ।
সহচরী ধাই বাহু ধরি সাধই ফুলভ রস-নিরবাহ ॥১২॥

কেদার—

মৃগধিনী রমণী সুরত ভয়ে কাঁপি। ঘন ঘন নীল বসনে তনু ঝাঁপি ॥
কি মধুর ধনীক ভঙ্গি উহ বেরি। মাধব উলসে ভরল হসি হেরি ॥
রসময় বচনে চতুর রসরাজ। ভাঙ্গই ধনীক সুরত ভয় লাজ ॥
সহচরী ইঙ্গিতে মধুকর কান। করু ধনী বদন-কমল-মধু পান ॥
সহচরী হরখে নিরিখে রহি দূর। হোয়ল সকল মনোরথ পূর ॥

ভণ ঘনশ্যাম সফল হব ভাগ। গায়ব কব নব মিলন-সোহাগ ॥১৩

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীকৃষ্ণস্য পূর্বরাগে
সংক্ষিপ্তসম্ভোগবর্ণনং নাম পঞ্চদশ আস্বাদঃ ॥১৫।১৩৭

পুনস্তদ্ যথা—সখী শ্রীকৃষ্ণং প্রত্যাহ— (ধানশী)

সখী হাসিয়া মধুর ভাষে। কহে বিরলে কালিয়া পাশে ॥
মোরে কি লাগি করিছ লাজ। ভাবে বুঝিনু তোমার কাজ ॥
ওহে রাজার ঝিয়ারী সেহ। তারে দেখিতে না পায়ে কেহ ॥
কহ কিরূপে দেখিলা তায়। শুনি কহয়ে নাগররায় ॥১ (নরহরি)

শ্রীকৃষ্ণবাক্যং— (তিরোতিয়া বেলোয়ার)

যব গোধুলী সময় বেলি, তব মন্দির বাহির ভেলি ॥
নবজলধরে বিজুরী রেহা দ্বন্দ্ব বাঢ়াইয়া গেলি ॥
সে যে অলপ বয়স বালা জনু গাঁথনি পহুপ মালা।
থোরি দরশনে আশ না পূরল বাঢ়ল মদন-জ্বালা ॥
কিবা গোরী কলেবর নোনা, জনু কাজরে উজোর সোণা।
কেশরী জিনিয়া মাঝারি খীণ দুলহ লোচন-কোণা ॥
চারু ঈষত হাসলি সনে মুঝে হানল নয়ান কোণে।
চিরঞ্জীবী রহু পঞ্চগৌড়েশ্বর কবি বিদ্যাপতি ভণে ॥২

পুনঃ ধানশী—

গেলি কামিনী গজহি গামিনী বিহসি পালটি নেহারি।
ইন্দ্রজালক কুসুম শায়ক কুহকী ভেল বরনারী ॥
জোরি ভুজযুগ মোরি বেঢ়ল ততহি বয়ন সুছন্দ।
দাম চম্পকে কাম পূজল যৈছে শারদ চন্দ ॥
উরহি অঞ্চল ঝাঁপি চঞ্চল আধ পয়োধর হেরি

পবন পরাভবে শরদ ঘন জনু বেকত কয়ল সুমেরি ॥
উদল কুন্তল ফুয়ল কবরী বান্ধই ভার উভার।
কোকনদ বৈছে মধুপ-শ্রেণী রাহু ভেল বাটোয়ার ॥
পুন কি দরশনে জীবন জুড়াব টুটব বিরহক জোর।
চরণে যাবক হৃদয়ে পাবক দহই সব অঙ্গ মোর ॥
কবি বিদ্যাপতি রচহ যুগতি চিত থির নাহি হোয় ॥
সে যে রমণী পরম গুণমণি পুন কি মিলব মোয় ॥৩

ধানশী—

কানু কহল বিশেষ। শুনত উলস অশেষ ॥
দূতী পরম সিয়ানী। মনহি কৌতুক ঠানি ॥
কানু হিয় করি থির। রাখি কুঞ্জকুটীর ॥
চলল গমন সুছন্দ। রচই কত পরবন্ধ ॥
তবহি সুলছন ভেলি। রাই সমীপহি গেলি ॥
হেরি ধনীমুখ জোতি। কতহি অনুভব হোতি ॥
দূতী গমন নেহারি। পুছত শুভ সুকুমারী ॥
রভসে তব ঘনশ্যাম। ভণই সুবদনী ঠাম ॥৪

দূতী শ্রীরাধিকায়াঃ সন্নিধৌ শ্রীকৃষ্ণ লালসাদশাং প্রাহ—

ধানশী—

একমন সুখী কয়লি অনুচিত থোরি দরশন দেই।
পালটি আয়লি ভঙ্গি সঞে উহ শ্যাম-সরবস্ব লেই ॥
কুঞ্জভবন মাঝার বিরমই তোকে করই ধিয়ান।
ভণত ঘন তুয় চারু চাতুরী নিঝরে ঝরই নয়ান ॥
কনক চম্পক দাম উর গহি দীরঘ নিশসি নেহারি।
ভ্রমত তুয় গতি- পন্থে অলখিত থির রহই না পারি ॥

পেখি আয়লু বিষম তিলে তিলে অব ন সহই বিয়াজ।
চল নরহরি সহিত তা সঞে মিলহ পরিহরি লাজ ॥৫

সুহই—

দূতী বচনে ধনী লহু লহু হসই। অনুমতি খণে ভয় লাজে নিশসই ॥
সহচরী কত সমুঝায়ত তব হি। সো সুপুরুখে ধনি ভেটহ অবহি ॥
তাকর লেহ জগতে জন রটই। ছুটই না কবহু ভাগসঞে ঘটই ॥
ধনি! এ সোহাগ ভাগ ধনি ধনিয়া। অনুরত তোহে শ্যাম গুণমণিয়া ॥
শুনি ধনী কানুচরিত চিত উথলে। তৈখণে বেশ রচই সখী সকলে ॥
অলখিত কুঞ্জে চলল লেই হরষে। বিধুমুখী মুদিত বরজবিধু-দরশে ॥
মাধব কমলনয়নী-মুখ কলই। পুলকিতা তনু মন দিঠিজল খলই ॥
পরশ-পিয়াসে আগুসরি রহয়ে। নরহরি তবহি ধনীক কত কহয়ে ॥৬

ধানশী—

যতনে আয়ল ধনী শয়নক সীম। পাওল খিতি লিখি নত রহু গীম ॥
অন্তরে ধসধস সজল-নয়ানী। ভয়ে নাহি ছোড়ত সহচরি-পাণি ॥
শ্রবণে শুনত যব নায়ক-ভাষ। চমকি চমকি ধনি উঠয়ে তরাস ॥
বিদ্যাপতি কহে কিয়ে রসরীত। কানুক পরশে তরই ভেল চিত ॥৭
এ ধনি! পদুমিনি! সহজই ছোটি। করে ধরইতে কত করুণা কোটি ॥
হঠ-পরিরম্ভণে নহি নহি বোল। হরিডরে হরিণী হরিহিয়ে ডোল ॥
বালি-বিলাসিনী আকুল কান। মদন কৌতুকী কত হঠ নাহি মান ॥
নয়ন-সুঅঞ্চলে চঞ্চল ভান। জাগল মনসিজ মুদিত নয়ান ॥
বিদ্যাপতি কহ ঐছন রঙ্গ। রাধা মাধব পহিলহি সঙ্গ ॥৮

ধানশী—

রঙ্গে রঙ্গিণী সঙ্গ শোহে অনঙ্গমোহন শ্যাম।
যৈছে বারিদ- বৃন্দ মণ্ডিত মঞ্জু দামিনী দাম ॥

চন্দ্রমুখী মুখ- চন্দ্রে চারু চকোর গোকুলচন্দ।
হরষে হসই সুকঞ্জ আননে ঝরত জনু মকরন্দ॥
ভূরি ভঙ্গি বিথারল লহু লহু ভণই শুনইতে ভাষ।
গোরী বচন ন থোরি উচরই অধরে গহি রহু বাস॥
লাজভয়ে কছু লোল লোচন- কোণে ঝলকই প্রীত।
রহি কি সহচরী- পাশ নরহরি হেরব ইহ নবরীত॥৯

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীকৃষ্ণস্য পূর্ব্বরাগে সংক্ষিপ্তসম্ভোগ-বর্ণনং নাম ষোড়শ আস্বাদঃ॥১৬।১৪৬

সখী শ্রীকৃষ্ণং প্রত্যাহ— (ধানশী)

এ নাগরবর বরজকিশোর ! হেরি তুয় বয়ন চয়ন (?) নাহি মোর॥
ধৈরজ কাজে দেয়লি তুহু পিঠ। না বুঝিয়ে কহু লাগায়লি দিঠ॥
ঐছে কবহি নাহি পেখিয়ে তোয়। কহইতে মরম সরম কাহে মোয়॥
ঐছে বচনে দিঠি ঢরকই বারি। নরহরি কর গহি মরম উঘারি॥১

ধানশী —

সজনি ! পেখলু অপরূপ রামা।

কনক লতা অবলম্বনে উয়ল হরিণী-হীন হিমধামা॥ধ্রু॥
নয়ন নলিনী দো অঞ্জনে রঞ্জিত ভাঙ বিভঙ্গি বিলাসা॥
চকিত চকোর জোর বিহি বাঁধল কেবল কাজর পাশা॥
গিরিবর গুরুয়া পয়োধর পরশত গীম গজমোতিম হারা।
কাম কম্বু ভরি কনক শম্ভু পরি ঢারত সুরধনী-ধারা॥
পয়সি পয়াগে যাগ শত যাগই সেই পায়ে বহু ভাগি।
বিদ্যাপতি কহ গোকুল-নায়ক গোপীজন অনুরাগী॥২

পুনঃ ধানশী—

সো অনুরাগ মুরুতি বয় থোরি। দৈব-ঘটিত দিঠি পথগত মোরি॥

তনু নব কনকলতা-সমতুল । ভূষণ ঝলকে ফুটল জনু ফুল ॥
লোচন চপল চারু গতি বঙ্ক । সরবস্ব হরই করই অতি রঙ্ক ॥
রহু ঘনশ্যাম নিছনি তবু পায় । হেরইতে বয়ন না নয়ন অঘায় ॥৩

পুনঃ তিরোতিয়া মল্লার—

শ্বাস পরশে খসু অম্বর দেখলি ধনী দেহ ।
জনু জলধরতলে চমকলি থির বিজুরী রেহ ॥
নমুয়া যুগ নয়ন রে দরশনে কত রঙ্গ ।
ব্যাধা-ডরে পৈশলি জনু শশি-শরণ কুরঙ্গ ॥
আর এক অপরূপ দেখলি কুচযুগ-অরবিন্দ ।
বিকশিত নহি কছু কারণ সো ঝামরু মুখচন্দ ॥
বিদ্যাপতি গায়ই অপরূপ রমণী ভায়ে ।
যো পুণবন্ত হোয়ই রে সো ইহ ফল পায়ে ॥৪

পুনঃ কামোদ—

সজনি ! ভাল করি পেখি না ভেল ।
মেঘমাল সঙ্গে তড়িত লতা জনু হৃদয়ে শেল দেই গেল ॥
আধ আঁচর খসি আধ বদন হসি আধ হি নয়ন-তরঙ্গ ।
আধ উরোজ হেরি আধ আঁচর ভরি তব ধরি দহয়ে অনঙ্গ ॥
একে তন গোরা কনক কটোরা অতনু কাঁচনা উপাম ।
হারে হরল মন জনু বুঝি ঐছন ফাঁস পসারল কাম ॥
দশন মুকুতা পাঁতি অধরে মিলায়ত মৃদু মৃদু কহতহি ভাষা ॥
বিদ্যাপতি কহ অতএ সে দুখ রহ হেরি হেরি না পূরল আশা ॥

পুনঃ গান্ধার—

এ সখি ! ধনী কিয়ে চেটক কেলি । ঘুঘটে বদন ঝাপি চলি গেলি ॥
লোচন মন গেও তাকর সঙ্গ । তিলে তিলে অবশ হোত মঝু অঙ্গ ॥

নিশি দিশি ঐছে করই হিয় মোর।　　কহব কি তাক তনক নহু ওর ॥
এ নরহরি ! ইথে করহি বিধান।　　এত কহি নিশবদে ঝরয়ে নয়ান ॥৬

দূতী তন্নিকটে গত্বা শ্রীকৃষ্ণস্য উদ্বেগ-দশাং প্রাহ—

সুহই—

দূতী তবহি চলু যহি নব গোরী।　　ভেটি ভণই দিঠি অবনত থোরি ॥
এ ধনি ! তুহু কিয়ে কয়লি অকাজ।　　বিনি অপরাধে বধলি রসরাজ ॥
আয়লি থোরি দরশ দেই তায়।　　ভেল উদবেগ সহই নাহি যায় ॥
তুয় বিনু স্বপনে অনত নহু চিত।　　নরহরি কতয়ে কহব উহ রীত ॥৭

সুহই—

আজু পেখলু নন্দকিশোর।

কেলিবিলাস　　সবহু অব তেজই　　অহনিশি রহত বিভোর ॥ ধ্রু ॥
যব ধরি চকিত　　বিলোকি বিপিন-তটে　　আয়লি তহি মুখ মোরি।
তব ধরি মদন-　　মোহন তনু কাননে　　লুঠই ধীরপন ছোড়ি ॥
পুন ফিরি সোই　　নয়নে যদি হেরবি　　পায়বি চেতন নাহ।
ভুজগিনা দংশি　　পুনহি যদি দংশয়ে　　তবহি সময়ে বিষ যাহ ॥
অব শুভখণ ধনী　　মণিময় ভূষণ-　　সাজে রচই অভিসার।
কহে হরিবল্লভ　　তুহু পুন বল্লব-　　কণ্ঠে লাগহ মণিহার ॥ ৮

গান্ধার—

কঞ্জনয়নী ধনী শুনি সখী বাত।　　উত্তর দেই উলসে ভরু গাত ॥
সহচরী-মরম সমঝি সুখে মাতি।　　তুরিতে সিঙ্গার কয়ল বহু ভাতি ॥
অলখিত ঘরসঞে বাহির ভেলি।　　শুভখণে কুঞ্জ-নিয়রে চলি গেলি ॥
নরহরি পহিলে মিলল যাহা শ্যাম।　　সুন্দরীগমন ভণই তিহি ঠাম ॥৯

ধানশী—

মাধব ! শুনইতে তুয় অনুরাগ।　　আয়ল গোরী বুঝলু বহু ভাগ ॥

তুহুঁ সে চপল উহ মুগধিনী নারী। আজু সুঘরপন বুঝব তোহারি॥
তৈখণে কানু আগুসরি গেল। শুভখণে তুহুঁ তুহুঁ দরশন ভেল॥
সুন্দরী লাজে সমুখ নাহি হোই। মোড়ই গীম রহই মুখ গোই॥
নব নব বচন ভণয়ে বনমালী। এ শসে কলসে কি অমিয় রস ঢালি॥
রঙ্গিণী শুনইতে রসময় বাত। লহু লহু হাসি ধরই সখীহাত॥
মাধব মধুর হাসি করি কোর। চুম্বত চাঁদ বদন রসভোর॥
কুসুমিত শেজে যতন সঞে আনি। বৈঠল রভসে পরশি পগপাণি॥
খোলই যব কুচকঞ্চুক থোরি। ভুজযুগে ঝাঁপি রহই তব গোরী॥
নরহরি কহব কি মদন-তরঙ্গ। বাঢ়ল পহিল সুরতে বহু রঙ্গ॥১০

বালাধানশী—

কিয়ে নব লেহ থেহ নাহি বাঁধ। কত শত বেরি চুম্বই মুখচাঁদ॥
মাধব মুদিত মদনমদে মাতি। শুতই মুগধিনী হিয়ে হিয় জাঁতি॥ধ্রু॥
ঝলকে বিমল দুঁহু ললিত শরীর। জলধর তড়িত রহল জনু থির॥
আজু নিকুঞ্জে কেলি অবিরাম। লোচন ভরি কি হেরব ঘনশ্যাম॥১১

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীকৃষ্ণস্য পূর্বরাগে
সংক্ষিপ্তসম্ভোগবর্ণনং নাম সপ্তদশ আস্বাদঃ॥১৭॥১৫৭

সখী শ্রীকৃষ্ণং প্রত্যাহ— (ধানশী)

মাধব! না বুঝিয়ে রীত। নিরত অনত তুয় চিত॥
চমকি চমকি চহু পাশ। হেরইতে তেজহ নিশ্বাস॥
ঘন ঘন মোড়হ অঙ্গ। ভণইতে বচন বিভঙ্গ॥
ধৈরজ না রহয়ে থোরি। মুরলি-আলাপন ছোড়ি॥
ভোজন শয়ন না ভায়। আন বচন না সুহায়॥
শুনইতে ঐছন ভাষ। কহে পহুঁ নরহরি পাশ॥ ১

শ্রীকৃষ্ণবাক্যং—　　(সুহই)

নিরমল বদন-　কমল বরমাধুরী　হেরইতে ভৈগেলু ভোর।
অলখিত রঙ্গিণী-　ভাঙ ভুজঙ্গিনী　মরমে সে দংশল মোর॥
সজনি ! যব ধরি পেখলুঁ রাই।
মদন-মহোদধি　নিমগন মঝু মন　আকুল কূল নাহি পাই॥ধ্রু॥
বঙ্কিম হাসি　বিলোকন চঞ্চল.　মঝু পরি যো দিঠি দেল।
কিয়ে অনুরাগিণী　কিয়ে বিরাগিণী　বুঝইতে সংশয় ভেল॥
মরমক বেদন　মরম হি জানয়ে　সদয় হৃদয় তহি ঠাই।
গোবিন্দদাস　কহই নিতি নৌতুন　লাগয়ে রসবতী রাই॥২

পুনঃ ধানশী—

রতন মঞ্জরী ধনী　লাবণি-সায়র　অধরহি বাঁধুলি রঙ্গ।
দশন কাঁতি কত　দামিনী ঝলকই　হসইতে অমিয় তরঙ্গ॥
সখিহে ! যাইতে পেখলুঁ রাই।
মোহে হেরি সুন্দরী,　ভরমহি চঞ্চল　চকিত চমকি চলি যাই॥ধ্রু॥
পদ দুই চারি　চলয়ে যব নায়রী　রহই নিমিখ সব জোরি।
বিষম বিশিখশরে　অন্তর জর জর　সরবস লেয়ল মোরি॥
মঝু মন গুণ যশ　ধৃতি মতি ধাধস　লেই চললি সব বালা।
গোবিন্দ দাস　কহই অব মাধব　জপতহি গুণমণিমালা॥৩

সুহই—

কানুক বিষম বিকল হিয় হেরি।　সখী পরবোধ করই বহু বেরি॥
অভিনব লেহ, থেহ নাহি মান।　রাই রাই করি বিলপই কান॥
সখী নব কুঞ্জে যতনে বিরমাই।　তুরিতে চললি যাহা বিলপয়ে রাই॥
নরহরি সহ কত যুগতি বিচারি।　কাতরে কহে ধনী বদন নেহারি॥৪

দূতী শ্রীরাধিকায়াঃ সন্নিধৌ শ্রীকৃষ্ণস্য আগর্য্যাদশাং প্রাহ—

পঞ্চমরাগঃ—

শুন শুন গুণবতী রাই। তো বিনু আকুল কানাই ॥ ধ্রু॥
সো তুয়া পরশক লাগি। ছটফটি যামিনী জাগি ॥
দহে তনু মদন হুতাশ। তেজই উতপত শ্বাস ॥
চিত পুতলী সম দেহ। মরম না সমুঝয়ে কেহ ॥
পুছিতে কহয়ে আধ ভাখি। নিঝরে ঝরয়ে দউ আঁখি ॥
জ্ঞান কহয়ে তোহে সার। করহ গমন উপচার ॥৫

ধানশী—

সুন্দরী-মরমে লাগি রহু কান। অনুখণ অন্তরে করই ধিয়ান ॥
ঐছে সময়ে শুনইতে তছু বাত। চঞ্চল চিত অতি উলসিত গাত ॥
সখীকর গহি কহে লহু লহু বাণী। হাম অবলা রতি রসে অসিয়ানী ॥
গুরুজন-ভয় অতি সঙ্কট তায়। কৈছে মিলব উহ নাগররায় ॥
শুনি সখী কহই মদন গুরু হোয়। রস-পরিপাটী শিখায়ব তোয় ॥
সাজহ তুরিতে না সহয়ে বিয়াজ। গুরুজন শয়ন কেল গৃহমাঝ ॥
সখিক বচনে ধনী শুভখণ পাই। অলখি চলু ঘন চহুঁ দিশ চাই ॥
নরহরি পহিলে সম্বাদল কান। শুনি মৃত তনু জনু পায়ল পরাণ ॥৬

শ্রীরাগ—

ধনীতনু-বরণে উজর বন কেল। কত শত চান্দ উদয় জনু ভেল ॥
হেরইতে শ্যাম আগুসরি যাত। মহি ন পরশে পগ, উলসিত গাত ॥
কিয়ে নব মিলনে প্রেমপরকাশ। রঙ্গিণী লাজে ন চললু পিয়-পাশ ॥
চঞ্চল কানু মদন-জ্বরে কাঁপি। অলখি বেণী ভুজগসঞে কাঁপি ॥
কুচ পরশত-ভয়ে মুদই দিঠ। কত ছলে পিবই অধর-রস মিঠ ॥
নাগরকোরে অবশ ধনী অঙ্গ। নরহরি ভণব কি নব নব রঙ্গ ॥৭

বালা ধানশী—

মরি মরি কিয়ে নব লেহ।　　মনমথ এক কয়ল দুহুঁ দেহ॥
কিয়ে দুহুঁ অপরূপ কেলি।　　দুহুঁ নব মনোরথ পূরণ ভেলি॥
সখীগণ প্রমোদিত ভেল।　　দুহুঁ নব ভঙ্গি নয়ন ভরি নেল॥
নরহরি ইহ অভিলাষ।　　ঐছে সময় কি রহব সখী-পাশ॥৮

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীকৃষ্ণস্য পূর্ব্বরাগে সংক্ষিপ্তসম্ভোগবর্ণনং নাম অষ্টাদশ-আস্বাদঃ॥১৮॥১৬৫

সুবলঃ শ্রীকৃষ্ণং প্রত্যাহ—　　(বালা ধানশী)

অনুখণ তোহে হেরিয়ে আকুল চিত।　　দূরে গেও মুরলী আলাপন গীত॥
মরম না কহ কাহে প্রাণ সাংঘাতি।　　তুয়া মুখ হেরি জলত মঝু ছাতি॥
মরকত জিনিয়া যো কলেবর কাঁতি।　　সো অব ঝামর কুবলয় ভাঁতি॥
হেরইতে নিরমল লোচন ওর।　　কো জানে কৈছে করয়ে হিয় মোর॥
শুনইতে ঐছন সহচর-বাণী।　　ছোড়ি নিশ্বাস উলটায়ল পাণি॥
দূর অবগাহ মরম অভিলাষ।　　সমুঝই কহ ঘনশ্যামর দাস॥১

শ্রীকৃষ্ণবাক্যং—

কালিদমন দিন-মাহ।　　কালিন্দীকূল কদম্ব কি ছাহ।
কত শত নব ব্রজবালা।　　পেখলু জনু থির বিজুরীক মালা॥
তোহে কহু সুবল! সাংঘাতি।　　তব ধরি হাম না জানি দিনরাতি॥ধ্রু
তহি ধনীমণি দুই চারি।　　তহি মনোমোহিনী রহু একু নারী।
সো রহু মঝু মনে পৈঠি।　　মনসিজ-ধূমে ঘুম নাহি দিঠি॥
অনুখণ তাহিক সমাধি।　　কো জানে কৈছন বিরহ-বিয়াধি॥
দিনে দিনে ক্ষীণ ভেল দেহা।　　গোবিন্দদাস কহ ঐছে নবলেহা॥২

পুনঃ গুর্জ্জরী—

শুন শুন সুবল! সাংঘাত।　　লখইতে ধৈরজ ধরই না জাত॥

শুনইতে তাকর নাম। হোয়ল অঙ্গ অবশ তিহি ঠাম ॥
কালিদমনে কিয়ে ভেল। সো ধনী গুণইতে কালিম কেল ॥
না পূরল লোচন-সাধ। না শুনলু শ্রবণে বচন তছু আধ ॥
ঐছে ভণত মৃদু বাণী। করু পরবোধ সুবল গহি পাণি ॥
তবহি তুরিতে ঘনশ্যাম। কানুক চরিত কহয়ে ঘনশ্যাম ॥৩

দূতী প্রাহ— **(গান্ধার)**

কতয়ে কলাবতী যুবতী সুমুরুতি নিবসতি গোকুলমাহ।
হরি অব হাসি রভসরসে কাহুক কুটিল নয়ানে নাহি চাহ ॥
সুন্দরি! অতএ করি অনুমান।
শুভখণে স্বামী- বরত তুহুঁ ছোড়লি নারী-বরত নিল কান ॥ধ্রু॥
তুয়া নিজ নাম গাম ঘন গায়ই সো এক আখর বঙ্কা।
শুনইতে রাতি রতন রতি রাতুল চমকই তোঁহারি আতঙ্কা।
তুয়া নিজ নাম গাম ঘন গাওয়ে অবেকত মুরুলি-নিশান ॥
সহচর-কোরে ভোরি তোহে ডাকয়ে গোবিন্দদাস পরমাণ ॥৪

পুনঃ ধানশী—

কত যে কহব ধনি! তোয়। তুয় গুণ শুনইতে রোয় ॥
কালিদমন-দিনে কান। তোহে হেরি হরল গেয়ান ॥
না বুঝি ঘটল কিয়ে লেহ। তিলে তিলে ভেল ক্ষীণ দেহ ॥
সো সুপুরুষ অনুরাগী। বুঝিয়ে হোয়বি বধভাগী ॥
স্বপনে অনত নহ চিত। তা সঞে সমুচিত প্রীত ॥
বেগি চলহ তিঁহি ঠাম। সুযশ ঘুষব ঘনশ্যাম ॥৫

ধানশী—

সহচরী বাত ধয়ল ধনী শ্রবণে। হৃদয়ে উলাস কহয়ে নাহি বয়নে ॥
সহচরী সমুঝল মরমক বাত। সাজায়ল ঐছে কছু লখই ন জাত ॥

শ্বেতাম্বরে তনু আবরি দেল। বাহু পকড়ি তব সঙ্গে করি নেল॥
যৈছন চান্দ গগনে চলি যাই। ঐছন কুঞ্জে উদয় ভেল রাই॥
কানু ধয়ল যাই রাইক হাত। পৈঠল সুবদনী কহে লহু বাত॥
কুচযুগ পরশে তরসে মুখ মোরি। বিদ্যাপতি কহ আনন্দ মোরি॥৬

গান্ধার—

শুভখণে পহিল মিলন দুহুঁ ভেলি। সুমধুর কুঞ্জভবনে বনকেলি॥
মাধব সরস রভসে মৃদু ভাখি। ধনীমুখ নিরখি সফল করু আঁখি॥
ঘন পরিরম্ভই উলস হিয়ায়। উপজত ছরমে ঘরম দুহুঁ গায়॥
ঐছে সময়ে নরহরি অভিলাষ। বীজনে বীজব কি রহি সখী-পাশ॥

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীকৃষ্ণস্য পূর্ব্বরাগে সংক্ষিপ্তসম্ভোগবর্ণনং নাম ঊনবিংশ আস্বাদঃ ॥১৯।১৭২
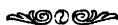
সখী শ্রীকৃষ্ণং প্রত্যাহ— **(ধানশী)**

কহ কহ নাগর ! মরমক বাত। কাহে মলিন মরকত জিতি গাত॥
সহচর সঞে না করহ পরিহাস। তেজহ ঘন ঘন বিষম নিশাস॥
হোয়ব অথির পীতপট হেরি। মরি মরি বচন ভণই বহু বেরি॥
লোচনজল না সম্হারই পার। হেরইতে জীউকি করই হামার॥
মঝু মনে ঐছে হোয়ই পরতীত। বাঁধল কোউ রমণী তুয়া চিত॥
সো ধনী কৈছে শুনব যব কাণ। নরহরি তব হি করব মনমান॥১

ততঃ শ্রীকৃষ্ণবাক্যং **(ধানশী)**

এ সখি ! অপরূপ পেখলু রামা।
কুটিল কটাখ- লাখশর-বরিষণে মন বাঁধল বিনু দামা॥ধ্রু॥
পহিল বয়স ধনী- মণি মনমোহিনী গজবর-গতি জিনি মন্দা।

কনক লতা তনু   বদন ভান জনু   উয়ল পুণমিক চন্দা ॥
কাঁচা কাঁচন   সাঁচ ভরি দৌ কুচ   চুচক মরকত-শোভা।
কমলকোরে জনু   মধুকর শুতল   তাহে রহল মনলোভা ॥
বিদ্যাপতি পদ-   মোহে উপদেশল   রাধা রসময় কন্দা।
গোবিন্দদাস কহ   কৈছন হেরব   যো হেরি লাগল ধন্দা ॥২

পুনঃ গান্ধার—

কাঞ্চন কমল   পবনে উলটায়ল   ঐছন বদন সঞ্চার
সরবস লেই   পালটি পুন বিঙ্কল   রঙ্গিণী বঙ্ক নেহার ॥
সজনি ! কো দেই দারুণ বাধা।
নয়নক সাধি   আধ নাহি পূরল   পালটি না হেরলু রাধা ॥ধ্রু॥
ঘন ঘন আঁচর   কুচগিরি কাঁচর   হসি হসি তুহি পুন হেরি ॥
জনু মঝু মন হরি   কনয়া কুম্ভ ভরি   মুহরি রাখলি কত বেরি ॥
যব মন বাঁধল   ইন্দ্রিয়গণ ফাঁপর   তাহে মিলল আন আন।
কাঠক পুতলি   তাহে মন মুরুছিত   গোবিন্দদাস পরমাণ ॥৩

পুনঃ ধানশী—

এ সখি ! যব ধরি পেখলু গোরী।   তব ধরি মোহে ধীরজ গেও ছোরি ॥
যৈছে করই হিয় কহই না যায়।   কৈছে মিলব পুন রচহ উপায় ॥
ঐছে ভণত ঝরু লোচনে বারি।   সহচরী বোধে না রহই সম্ভারি ॥
তৈখণে তুরিত চলল ঘনশ্যাম।   পদ গদ ভাষে ভণয়ে ঘনশ্যাম ॥৪॥

দূতী শ্রীরাধিকায়াঃ সন্নিধৌ শ্রীকৃষ্ণস্য জড়িমদশাং প্রাহ—
আশাবরী—

এ ধনি ! চাহি চপলদিঠি থোরি।   কয়লি কান-কর সরবস চোরি ॥
তো বিনু শয়নে স্বপনে নাহি আন।   মুদিত নয়ন দৌ করই ধিয়ান ॥

পুছত উতর নাহি, তেজই নিশ্বাস। হোয়ল নিচল জীবনে কিয়ে আশ॥
সো সুপুরুষে কি নিদয়পন রীত। নরহরি ভণয়ে মিলন-সমুচিত॥৫

পুনঃ ধানশী—

সুন্দরি ! মাধব তোহে অনুরাগি। তুহুঁ ধনি ! ঐছন ভেলি কথি লাগি॥
যব্ ধরি তো সঞে ভেল সম্ভাষ। তব ধরি সব সুখ ভেল উদাস॥
তুয়া কাহিনী বিনু না শুনয়ে আন। তুয়া গুণে বাঁধল প্রেম পরাণ॥
খণে খণে রাই বলি ছাড়য়ে নিশ্বাস। মুদল নয়ন না করয়ে পরকাশ॥
চৌদিগে উছলি উছলি পড়ু লোর। অন্তরে বেদন কে কহু ওর॥
লাখ কলাবতী আছে উহ ঠাম। স্বপনেহ কাহুক না করয়ে নাম॥
এক তুয়া করি জপয়ে পরাণ। বড়কা প্রেম বড়ই সে জান॥
বিদ্যাপতি ভণ প্রেম অগেয়ান। তনু সঞে পরবশ করয়ে পরাণ॥৬

তিরোতিয়া ধানশী—

কানুন ঐছে দশা শুনি গোরী। অন্তর তরল ধিরজ পুন ছোড়ি॥
লহু লহু বচন ভণই সখী-পাশ। কৈছে চলব হাম উপজে তরাস॥
তবহি কহই সখী কর্ম্মর চতুরাই। সো সুরসিকে ভয় না করহ রাই॥
যদি কহ কুলভয় বারব মোয়। অলখিত লেই চলব হাম তোয়॥
ধনী মৃদু হাসি বসনে মুখ গোই। তৈখন বেশ তুরিতে করু কোই॥
অব শুভ সময় কোউ কহি দেল। তব সখী করগহি গহনহি গেল॥
চলইতে পন্থে রহই পুন ঠারি। কানুক মিলব লাজ হিয়ে বাঢ়ি॥
পুন সহচরী লেই চলু সমুঝাই। নরহরি নবীন লেহ বলি যাই॥৭

সোরাট্ট—

আয়লি কুঞ্জে রমণীমণি বালা। চমকই তনু জনু বিজুরিক মালা॥
মাধব রহি তহি ধনিক-ধিয়ানে। চৌকি নূপুরধ্বনি শুনইতে কাণে॥
লখইতে হরখে আঁখিজলে ভিগই। চলত আগুসরি পদযুগ ডিগই॥

সুমুখী সেই দিঠি মাধব-বয়নে। উলসল লাজ ভরল দৌ নয়নে ॥
মাধব মদনে মাতি যব গহয়ে। তব ধনী সখিক কোরে খসি রহয়ে ॥
সখী কত যতনে সোঁপি সুখে নিরিখে। ধনী করি কোরে কানু রস বরিখে॥
অধর-কমল মধুকরসম দশই। রঙ্গিণী বসনে মুখ ঝাঁপি হসই ॥
কুসুমিত শেজে ঐছে দুহুঁ বিলসে। কব ঘনশ্যাম লখব হিয় উলসে ॥৮

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীকৃষ্ণস্য পূর্বরাগে সংক্ষিপ্তসম্ভোগবর্ণনং নাম বিংশতিতম আস্বাদঃ ॥২০।১৮০

সুবলঃ প্রাহ— **(গান্ধার)**

কহহে মরম ঘনশ্যাম সাংঘাতি। হেরইতে তোহে বিদরে মঝু ছাতি ॥
মুখবিধু অধিক মলিন ভই গেল। ঢরকই বারি অরুণ দিঠি ভেল ॥
হোয়ল খীণ মধুর মৃদু গাত। তেজহ নিশ্বাস নিয়ত নতমাথ ॥
লাজ না করহ কহল নিরধার। করব উপায় যৈছে পরকার ॥
অনুখণ যব্ সুখে রহবি বিভোর। হোয়ব সকল সখা তব্ তোর ॥
শুনইতে সুবল বদন ঘন চাহ। নরহরি করগহি কহই সুনাহ ॥১

শ্রীকৃষ্ণবাক্যং— **(ধানশী)**

তনুরুচি হিরণ কিরণ মণি কাঁতি। পহিরণ নীলবসন কত ভাঁতি ॥
এহ নেহারি কি বিজুরীক রেহা। লাজে লুকায় সঘন ঘনমেহা ॥
দেখলু সুবল বিপিনে কোন গোরী। বল করি চিত চোরায়লি মোরি ॥ধ্রু
খঞ্জনগঞ্জন লোচন জোর। যৈছে চিত্রগতি চারু চকোর ॥
হেরি হেরি অতএ করিয়ে অনুমান। খঞ্জন খঞ্জ ভেল চলই না জান ॥
চলইতে রুণুঝুনু মঞ্জীর রণই ॥ মনসিজ মন্ত্র বেকত জনু ভণই ॥
ইথে কৈছে ধৈরজ ধরবহি কান। গোবিন্দদাস এতহুঁ নাহি জান ॥২

পুনঃ কল্যাণ—

মুরুতি দামিনী মদনধামিনী বদন যামিণীকান্তরে।

তছু চবুকে মৃগমদ　বিন্দু ছন্দহি　হামারি হিয়ে বিলসন্তরে ॥
নাসা মোতিম　তৈছে তিলফুল　ঝুলত অমিয়াক বিন্দুরে ।
দিঠি রঙ্গভঙ্গিম　বহে তরঙ্গিম　জনু অনঙ্গক সিন্ধুরে ॥
গণ্ডমণ্ডল　দোলত কুণ্ডল　হামারি যে উতছু সঙ্গরে ।
নব শ্যাম ভামিনী　ভুজগ-কামিনী　নিন্দি ভাঙ বিভঙ্গরে ॥
সুন্দর সিন্দুর　বিন্দু-কোর হি　উজর বেণীবিলাস রে ।
ভুজগারি ভ্রাতর　কাল ভুজগিনী　কিয়ে করত গরাসরে ॥
কুটিল অলকক　মাল ঈষত　চলত মৃদুগতি বাতরে ।
ইহ হামারি মরমহি　পরম দারুণ　রহই কাম-করাতরে ॥
হাসি থোরহি　বদন মোরহি　চীর-আচরে ঝাঁপি রে ।
উহ নেল সরবস্ব　মৌর জোরহি　ভোর তনু অব কাঁপি রে ॥
সোই সুমধুর　অধর মধু বিনে　কান ধরই ন প্রাণরে ।
বুঝি এজন জীবন　রহত কৈছনে　সুবল ! করহ বিধানরে ॥৩

পঠমঞ্জরী—

রাই-রূপগুণ ভণইতে কান ।　গর গর অন্তর তরল পরাণ ॥
নিঝরে নয়ন ঝরু নিয়ত উদাস ।　তেজই উতপত দীরঘ নিশ্বাস ॥
বিলুঠই সুবল করে অবিরাম ।　ঘন ঘন ভণই কি হেরলু হাম ॥
তৈখণে দূতী আয়ল তহি এক ।　দেখিল অতুল প্রেম পরতেক ॥
হোয়ল বিকল শ্যামমুখ চাই ।　কত পরবোধি চলল যাহা রাই ॥
নরহরি সহ বহু বিচারি উপায় ।　ভেটল তুরিতে কহই পুন তায় ॥৪

দূতী শ্রীরাধিকায়াঃ সন্নিধৌ শ্রীকৃষ্ণস্য বৈয়গ্র্যদশাং প্রাহ—

ধানশী—

এ ধনি ! কুসুমচয়নে বনে গেলি ।　মাধবে বধি মনোরথ সিধি কেলি ॥
অমিয় কি বিথ তুয় দরশ না জান ।　শুনইতে অনুখণ দগধে পরাণ ॥

ভণইতে নাম উপজে বহু খেদ। তুহুঁ নিরদয়ী ইথে করু নিরবেদ॥
নীরজ-নয়নে নিরন্ত বহে বারি। নিশ্বসই ঘন ধৃতি ধরই না পারি॥
তিলে তিলে বিষম বুঝলু সব কাজ। সুপুরুখে মিলইতে বিফল বিয়াজ॥
তা সঞে যব বৈঠবি এক ঠাম। তব তুয় সুযশ ঘুষব ঘনশ্যাম॥৫

কল্যাণ—

কানু বিকল বিলাপ শুনি ধনী ধীরজ ধরই না পারি।
দূতী কর গহি পুছই পুন পুন নয়নে ঢরকই বারি॥
তবহি সখী সুখে ভাখি লহু লহু মিলবি যব তুহুঁ তায়।
তবহি সমুঝবি রসিকপন তছু তুহুঁ সে জীবন-উপায়॥
থোরি হসি মুখ মোরি সব তনু- বসনে রহবি অগোরি।
তোহে পরশব নাহ যব তব কোরে বৈঠবি মোরি॥
ঐছে কতহি শিখাই লেই চলু কুঞ্জে করু পরবেশ।
কঞ্জলোচনী গমন লখি ঘন- শ্যাম উলস অশেষ॥৬

ইমন—

আজু কি মধুর রঙ্গ নিধুবন- কুঞ্জে পহিল মিলাপ।
দুহুঁক দুহুঁ অব লোকি অলখিত মিটল মনমথ তাপ॥
আগুসরি নব নাহ ছলে লহু হাসি পরশত গাত।
লাজ ভয়ে ধনী চৌকি রহু পগ আধ ধরই না জাত॥
কানু কাকুতি- বচনে সহচরী যতনে ধরি ধনী-পাণি।
সোঁপি কত সমুঝাই কুসুমিত শেজ-সমীপহি আনি॥
বাহু গহি রস- মেহ মাধব, কয়ল কৌতুকে কোর।
ঐছে ললিত বিলাস নরহরি হেরি হোয়ব কি ভোর॥৭

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীকৃষ্ণস্য পূর্বরাগে সংক্ষিপ্তসম্ভোগবর্ণনং নাম একবিংশ আস্বাদঃ॥২১॥১৮৭

কশ্চিদাহ— (ধানশী)

মাধব ! মরম না কহ কাহে মোয়। কৈছে ঝুরই হিয় হেরইতে তোয় ?
ঐছে বচন শুনি তেজই নিশ্বাস। লহু লহু কহু কি কহব তুয়া-পাশ॥
থোরি বয়স রস উমগত গোরী। অচিরে কয়ল এ অচলচিত চোরি॥
এ ঘনশ্যাম সো মুরুতিনি কাই। করি কত যতন কোনে নিরমাই॥১

পুনঃ ধানশী—

যাঁহা যাঁহা নিকসয়ে তনু তনু জোতি। তাঁহা তাঁহা বিজুরি চমকময় হোতি॥
যাঁহা যাঁহা অরুণচরণে চলি চলই। তাঁহা তাঁহা স্থলথল কমল দল খলই॥
সজনি ! সো ধনী সহচরী মেলি। হামারি জীবন সঞে করতহি খেলি॥
যাঁহা যাঁহা ভঙ্গুর ভাঙ বিলোল। তাঁহা তাঁহা উছলই কালিন্দী-হিলোল॥
যাঁহা যাঁহা তরল বিলোচন পরই। তাঁহা তাঁহা নীল উতপলবন ভরই॥
যাঁহা যাঁহা হেরিয়ে মধুরিম হাস। তাঁহা তাঁহা কুন্দ-কুমুদ-পরকাশ॥
গোবিন্দ দাস কহ মুগধল কান। চীনই রাই চীনই নাহি জান॥২

পুনঃ ধানশী—

এ সখি ! ঐছে কবহি নাহি পেখি। জীবন জনম সফল করি লেখি॥
লোচনী মন রহু তাকর পাশ। তা বিনু ভেল সব জগত উদাস॥
গুণইতে তাহে কি হোয়ল বিয়াধি। লেয়লু শরণ বুঝলু তুয় সাধি॥
আন অধীন নহু কহু মোহে কোই। রচহ উপায় যৈছে সিধি হোই॥
ঐছে ভণত ভরু লোচনে বারি। তবহি চলল সখী যহি সুকুমারী॥
সুমুখী পুছই শুভ সখী পরিতোখি। তব ঘনশ্যাম ভণই কছু রোখি॥৩

দূতী শ্রীরাধিকায়াঃ সন্নিধৌ শ্রীকৃষ্ণস্য ব্যাধিদশাং প্রাহ—

পঠমঞ্জরী—

সুন্দরি ! তুহুঁ বড়ি হৃদয় পাষাণ।
তুয়া লাগি মদন- শরানলে পীড়িত জীবইতে সংশয় কান॥ধ্রু॥

বৈঠই তরুতলে পন্থ নেহারই নয়নে গলয়ে ঘন লোর।
রাই রাই করি মুখনে জপয়ে হরি তুয়াভাবে তরু দেই কোর॥
শীতল নলিনীদল তাহে মলয়ানিল আগোরে লেপই শ্যাম অঙ্গ।
চমকি চমকি হরি উঠতহি কত বেরি দাহত মদন তরঙ্গ॥
চলহ বিপিনে ধনী রমণীর শিরোমণি ভেটহ নাগর কান।
গোবিন্দ দাস কহই শুন সুন্দরি! কানু ভেল বহুত নিদান॥৪

পুনঃ আশাবরী—

তুয় দিঠি বঙ্ক বিলোকন হাস। সুমরি সুমরি ঘন তেজই নিশ্বাস॥
এ ধনি! তুহুঁ সে হোয়লি বধভাগি। মাধব মুরুছই সোই তুয় লাগি॥ধ্রু॥
ঐছে সুপুরুষ ভাগ সঙ্গে ভেটি। ধয়লি কি লাজ সুযশ গেও মেটি॥
শুনি ধনী চলইতে চঞ্চল ভেলি। তব সখী হরখে বাঁহ গহি নেলি॥
পহিল মিলন রীতি যুগতি অশেষ। যতনে শিখাই বিরচি নব বেশ॥
অলখিত লেই চললি সুকুমারী। নরহরি সখীক লেহ বলিহারি॥৫

ধানশী—

সুন্দরী বিরমি বিরমি চলি যাহি। কানুক মিলন সকুচ মন মাহি॥
লেই সুমুখী সখী পৈঠল কুঞ্জ। চমকত সুতনু রুচির রুচিপুঞ্জ॥
মাধব ধনিক নিরখি ছকি গেলি। অনুভই চাঁদ উদয় মহি ভেলি॥
মনমথ তবহি কাঁপয়ল দেহ। চলল আগুসরি জনু রসমেহ॥
কানুক নিরখি তড়িততনু রাই। সাঙরী সখীক কোরে রহু যাই॥
নাগর নয়ন সফল করি লেখি। লহু লহু হাসি কহই গতি পেখি॥
মঝু হিয় অভরণ চরণ তোহারি। ধরহ ধরণীতলে সহই না পারি॥
ভণি ইহ বাণী পাণি ধরু পায়। রঙ্গিণী হাসি কুটিল দিঠে চায়॥
সহচরী ইঙ্গিতে তবহি কিশোর। চুম্বই অধর করই ছলে কোর॥
উলসল বিপুল পুলক ভরু দেহ। গায়ব কব ঘনশ্যাম সে লেহ॥৬

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীকৃষ্ণস্য পূর্বরাগে সংক্ষিপ্তসম্ভোগবর্ণনং নাম দ্বাবিংশ আস্বাদঃ॥২২।১৯৩
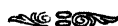
সখী শ্রীকৃষ্ণং প্রত্যাহ— (ধানশী)

কহ কহ মাধব ! মোয়। কোই মিলল কিয়ে তোয় ॥
লোচন মন গহি আন। অনুখণ ধরহ ধিয়ান ॥
ঐছে শুনত কছু থোরি। পৈঠল হিয়ে নব গোরী ॥
নরহরি কহই কি পারি। সো অতি রঙ্গিণী নারী ॥১

ধানশী—

আলি-বলিত চলি কালিন্দী বাট। তহি উপজায়ল কৌতুক ঠাট ॥
সো বররমণী মধুর তনু কাঁতি। চমকত জনু থির বিজুরিক পাঁতি ॥
মোহে হেরি শাঙরী সখী করু কোর। তখনক ভাঙ্গ লাগ হিয়ে মোর ॥
হসই সুদশন লসই অনুপাম। মরি মরি তাহে নিছনি ঘনশ্যাম ॥২

পুনঃ ধানশী—

হাসি বদনে আধ অঞ্চল দেল। অঙ্গ মোড়ি পদ দুই তিন গেল ॥
পাশ উদাসল পালটি নেহারি। তাঁহি চলল মন বাহু পসারি ॥
আজু পেখলুঁ মুই রসবতী নারী। মদন-বাণ কত গেলি উভারি ॥ধ্রু॥
কেশ বিথারল পিঠহিঁ লোল। মাথ আপপর রহল নিচোল ॥
পহিরল পুনহি ঝাড়ি নীবিবন্ধ। তব ধরি নয়নে রহল কিয়ে ধন্দ ॥
চাতুরী কতয়ে কয়ল মঝু আগে। জীউ রহল আজু বড় পুন ভাগে ॥
কহইতে কি কহব কহই না পারি। ভণয়ে বিদ্যাপতি বিদগধ নারী ॥৩

পুনঃ বরাড়ী—

যাঁহা যাঁহা পদযুগ ধরই। তাঁহা তাঁহা সরোরুহ ভরই ॥
যাঁহা যাঁহা ঝলকত অঙ্গ। তাঁহা তাঁহা বিজুরী তরঙ্গ ॥
কি হেরলু অপরূপ গোরী। পৈঠল হিয়মাহা মোরি ॥ধ্রু॥
যাঁহা যাঁহা নয়ন বিকাশ। তাঁহা তাঁহা কমল-প্রকাশ ॥
যাঁহা লহু হাস-সঞ্চার। তাঁহা তাঁহা অমিয়বিকার ॥

যাঁহা যাঁহা কুটিল কটাখ। তাহি মদন-শর লাখ॥
হেরইতে সো ধনী থোর। অব তিন ভুবন অগোর॥
পুন কিয়ে দরশন পাব। তব মোহে ইহ দুখ যাব॥
বিদ্যাপতি কহ জানি। তুয়া গুণে দেয়ব জানি॥৪

পুনঃ সুহই—

শুন শুন সজনি! কি কহব তোয়। দরশন বিনু তনু ধরণ না হোয়॥ধ্রু॥
ধীরজ লাজ সবহুঁ গেও মিট। হিয় মাহা বেধত মনমথ-কীট॥
তনু মন জীবন তাকর সাথ। এত কহি মাথে ধয়ল সখী-হাত॥
তুহুঁ বিনু কোই নাহি ইথে মোর। বুঝি লেয়লু হাম শরণহি তোর॥
কহ কবিশেখর ধীরজ রহ শ্যাম। কহি চলি আয়ল রাইক ঠাম॥৫

সখী শ্রীরাধিকায়াঃ সন্নিধৌ শ্রীকৃষ্ণস্য উন্মাদদশাং প্রাহ—

তিরোতিয়া বেলোয়ার—

শুন লো রাজার ঝি তোরে কহিতে আসিয়াছি।
কানু হেন ধন পরাণে বধিলি এ কাজ করিলি কি?
বেলি অবসানকালে কবে গিয়াছিলি নাকি জলে।
তাহারে দেখিয়া মুচুকি হাসিয়া ধরিলি সখীর গলে॥
দেখায়া বদন চাঁদে তারে ফেলালি বিষম ফান্দে।
তুরিতে আয়লি লখিতে নারিল ওই ওই বৈলা কান্দে॥
গুপত বরত সেবি তোরে বর দিল দেবা দেবী।
থোরি দরশনে আশ না পূরল ভণে বিদ্যাপতি কবি॥৬

পুনঃ ভুপালী—

নবীন সুজলধর শ্যামল দেহ। তোহে হেরি উনমত হোয়ল সেহ॥
পড়ল তুয়া দিঠে শ্যাম বয়ান। আঁচরে ঝাঁপি মুখ কয়লি পয়ান॥
সো দিঠি তাক ভেল হৃদিশেলা। না জানিয়ে কৈছে চেটক তুহুঁ কেলা॥

শুন শুন রমণী-শিরোমণি রাই। সো বর নাগরে রাখহ যাই ॥ধ্রু॥
দরশন-লালসে ধরয়ে পরাণ। তুহুঁ পুন ভোরি ভেল মনে আন ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি না কর বিলম্ব। সো রহু তোহারি দরশ-অবলম্ব ॥৭

বিহাগড়া—

সুমুখী সখী পর- বোধে মাধব- নিয়রে চলু সখী সঙ্গ ॥
অসিত বদনে অগোরি ঘন ঘন কনক দরপণ অঙ্গ ॥
বাঁধি দৃঢ় কুচ- কঞ্জ ডোরি সু নাহ পরশ-তরাস।
ঝাঁপি আঁচরে চারু বদন সম্ভারি সুমধুর হাস ॥
পৈঠি কুঞ্জ- মাঝার নাগরে নিরখি রহু দিঠি মোড়ি।
চৌকি চিত চপ- লাসি পগড়গ ভরণ শকতন থোরি ॥
তবহি বরজ- ভুজগ-রঙ্গিণী অধর দংশন লাগি।
আগে চলু রচি যুগতি মনমথ- ধুমে ধৃতিভর ভাগি ॥
কানু বিকল বিলোকি সহচরী চতুর চাতুরী ঠানি।
ভাখি রসময় বচন গহি দোঁহে সোঁপি দুহুঁ দুহুঁ পাণি ॥
ভুখিল রসিক- চকোর পিবই সো অধর অমিয় উমঙ্গ।
সফল সব অভি- লাস ভেল ঘন- শ্যাম ভণব কি রঙ্গ ॥৮

তিরোতিয়া বেলাবলী—

আজু ললিত নিকুঞ্জ মন্দির মাহ মনমথ মাতি।
রাই কানুক পহিল মিলনহি রঙ্গ কত কত ভাতি ॥
রুচির নব পরি- যঙ্ক কুসুম সু- রচিত অতি ছবি দেত।
শয়ন নিরুপম নয়ন ভরি ভরি বয়ন মাধুরী লেত ॥
চতুর সহচরী- চরিত নিরখি উলাসে পুলকিত গাত।
হসত লহু লহু পরসপর ঘন ভণত রসময় বাত ॥
ভ্রমত ভ্রমর- কদম্ব শিখী শুক শারী সুখ নহু ওর।

দাস নরহরি আশ করয়ে বিলাস হেরি হব ভোর ॥৯

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীকৃষ্ণস্য পূর্বরাগে সংক্ষিপ্তসম্ভোগবর্ণনং নাম ত্রয়োবিংশ আস্বাদঃ ॥২৩।২০২

সখী শ্রীকৃষ্ণং প্রত্যাহ— (ধানশী)

কহ মোহে মরম, সরম কাহে কান। কো অছু অনুখণ পীড়ই পরাণ ॥
আধ পলক ধৃতি ধরই না যাত। লোচন চারু চপল অকুলাত ॥
হেরইতে রীত উপজে হিয়ে মোরি ॥ পেখলি কিয়ে কৌ রঙ্গিণী গোরী ॥
ঐছে বচনে কছু পহু বাণী। নরহরি তহু সে মরম মঝু জানি ॥১

শ্রীকৃষ্ণবাক্যং— (পুরবী)

সজনি ! অপরূপ পেখলুঁ রামা।
ঔমল তরুণ তারাগণ বেঢ়ল চৌঁব চিকুর অনুপামা ॥ধ্রু॥
দশশিরঃ সুত ঐরি দুহিত পতি তাসু তিলক মুখ শোভা।
কোঁন বদন পর কীর বিরাজিত অধর বিম্বফল লোভা ॥
জলনিধিসুতা সম বচন শোহায়লি শিখর-বীজ রদপাঁতি ॥
কনকলতা পর ফললহি শীরিফল বিহি গঢ়ায়ল বহু ভাঁতি ॥
অজপহু পিতুরিপু তা সুতবাহন তাসু গমন চলু রামা ॥
সাগর-গরহ সাজি বরগামিনী জিনইতে চলু তুঁহি ধামা ॥
খগপতি জনক সুতা পতি তা রিপু তা রিপু জননী সমান।
জনু হরি-বাহন হেরইতে রহলহি কবি বিদ্যাপতি ভাণ ॥২

পুনঃ সাম গুজ্জরী—

সজনি ! অকথন কথন না যায়।
অঙল অরুণ শশিক মণ্ডল তাতর গেলি ছাপায় ॥ধ্রু॥
কদলী উপরে কেহরি পেখলুঁ কেহরি মেরু চঢ়েলা।

তহি উপরে　নিশাকর পেখলুঁ　তা পর কীর বসেলা ॥
কীর উপরে　কুরঙ্গিনী পেখলুঁ　চকিত ভ্রময়ে জনি ।
তা কর উপরে　ভঙুর পেখলুঁ　ভঙুর উপরে ফণি॥
এক চৌস্ত　ঔর পেখলুঁ　বিসশ বিনা অরবিন্দা ।
বিদ্যাপতি কহ　অবলা পেখলুঁ　যৈছন দুজক চন্দা ॥৩

পুনঃ পঠমঞ্জরী—

সখি হে ! অপরূপ পেখলুঁ সোয় ।

কনক লতায়　উয়ল কিয়ে হিমকর　ঐছন লাগল মোয় ॥
কুটিল কেশ　চঞ্চল অতি লোচন　নাসা অঁাতর ভীন ।
রাগী অধর　দশন মণি ভেটল　দুহুঁ কুচ করক কঠিন ॥
ত্রিবলীক মাঝে　পয়োনিধি বাঁধত　নাভি সরোবর সোই ।
ভারি জঘন　সঘনহি রহু ডুবরি　পর দুখে দুখিত মা হোই ॥৪

(বিদ্যাপতি)

পুনঃ ভূপালী—

আনন সহজ শোহায়ুলি রে　কি কহব দশনক জ্যোতি ।
কহইতে গোপত আতুররে　কমল উপরে গজমোতি ॥
উনত উরজভরে ভঙ্গুররে　মাঝ তরুণী তনু খীণ ।
মদন লতাগিরি উপজল রে　কি কহব দৈব অধীন ॥
কিয়ে আজু অপরূপ পেখলু রে　রমণী মনোহর বেশ ।
তা পরি ভাবিতে জীবন রে　নবম দশা পরবেশ ॥৫

(বিদ্যাপতি)

পুনঃ ধানশী—

এ সখি ! নিরুপম রঙ্গিনী গোরী ।　হেরইতে হৃদয়ে পৈঠি রহু মোরি ॥
যৈছে করই হিয় কহই না হোই ।　রহব জীবন যব ভেটব সোই ॥
অব হাম পৈঠলু শরণ তোহারি ।　ভণইতে ঐছে নয়নে ঝরু বারি ॥

তব পরবোধি চলল ঘনশ্যাম। কানুক চরিত কহই ধনীঠাম ॥৬

দূতী শ্রীরাধিকায়াঃ সন্নিধৌ শ্রীকৃষ্ণস্য মোহদশাং প্রাহ—

বেলাবলী—

সুন্দরি ! অরু কি কহব অব তোয়।

সো সুপুরুখ তুয় দরশে বিয়াকুল পরশ-পিয়াস অবধি নাহি হোয় ॥ধ্রু

তুয় তনু অনুপম মাধুরী ভণইতে উসসি উসসি নিশসই বহু বেরি।
বারি নিঝরে ঝরু অরুণিম লোচন মুদই খণে রহু চহুদিশ হেরি ॥
বিসরল সুললিত মুরলী আলাপন দূরে শিখিপিঞ্ছ পলক নহু থির।
কি বিষম নবম দশা পরবেশল বিলুঠই খিতিতলে নিচল শরীর ॥
যব তুয় নাম শ্রবণপুটে পৈঠত তবহি ঠোকি অচরজ অনুরাগি।
ভণ ঘনশ্যাম কতয়ে তুহুঁ ভাখবি ঐছে সুজনে অনুরত বড় ভাগি॥৭

পুনঃ ধানশী—

ধনি ! তুহুঁ ভালে মনমোহিনী ভেলি। পুরুখরতন-বধ দুরযশ নেলি ॥
অব সব হসব হেরি ইহ রীত। ভাগ সেঁ। ঘটয়ে তুলহ উহ প্রীত ॥
দূর কর লাজ তুরিতে চল তাঁহি। সো খিতিপতিত নিচল রহু যাঁহি ॥
কি কহব তুহুঁ তছু জীবন উপায়। জীয়ব তব যব পরশবি তায় ॥
শুনি ধনী-হৃদয় বিয়াকুল ভেল। চলইতে তৈখণে অনুমতি দেল ॥
শুভখণ জানি যতনে ঘনশ্যাম। সেই চলল ধনী কানুক ঠাম ॥৮

গুজ্জরী—

সহচরী চতুর আনি ধনী যতনে। দূরে দরশায়ে নাহি নীলরতনে ॥
মোহ নিরখি ধনী দিঠি জল খলই। হোত অবশ তনু চলত ন চলই ॥
কত কত খেদ ধন্দ ভই রয়ে। সখিক বচনে ধনী ধীরজ না গহয়ে ॥
তব সখী কোউ যুগতি অছু করই। ধরি ধনী-পাণি কানু উরে ধরই ॥
পায়ত পরশ চৌকি দিঠি ভিগয়ে। বিধুমুখী দরশ-অমিয়রসে ভিগয়ে ॥

নিরমঞ্ছই তনু যাতনা ধরণে।　　লহু লহু কহু মোহে রাখহ চরণে॥
শুনি ধনি লাজে মধুর মৃদু হসই।　　শ্যাম ভঙর সরসিজ মধু দিশই॥
কুসুমিত শেজে মদনমদে বিলসে।　　সখী সহ নরহরি হেরব কি উলসে॥৯

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীকৃষ্ণস্য পূর্ব্বরাগে
সংক্ষিপ্তসম্ভোগবর্ণনং নাম চতুর্বিংশ আস্বাদঃ ॥২৪॥২১১

সখী শ্রীকৃষ্ণং প্রত্যাহ—　　(সুহই)

এ নব নাহ! নিমিখ নহ থেহ।　　সমুঝলু তোহে ঘটল নবলেহ॥
শিশির সময় বিনু তনু ঘন কাঁপি।　　চঞ্চল নয়নযুগল জল ঝাঁপি॥
ভুবনমোহন তুহুঁ মোহন তোয়।　　ইথে অনুভব অতি অপরূপ সোয়॥
কহ কহ বিবরি শুনব অভিলাখি।　　শুনি ঘনশ্যামে নিশ্বসি মৃদু ভাখি॥১

শ্রীকৃষ্ণবাক্যং—　　(ভূপালী)

অপরূপ পেখলুঁ বালা।

ও মুখ-মুকুর　　শরদ শশিমণ্ডল　　নিরমঞ্ছন ভই গেলা॥ধ্রু॥
প্রাতর অরুণ-　　কমলদল লোচন　　তাকর মাতল ভৃঙ্গী।
দরশনে বিদগধ-　　মানস দংশয়ে　　ভুরুযুগ কাল ভুজঙ্গী॥
মাঝ কেহরি খিনী　　গুরুয়া নিতম্বিনী　　গতি বরকুঞ্জর ভাঁতি।
মনমথ সরবস্ব　　পূরি সুরতরস　　কুচযুগ হেমঘট কাঁতি॥
জিনি নবজলধর　　চারু কবরীভর　　থির বিজুরি গোরী অঙ্গ।
বিদ্যাপতি ভণ　　দূরে রহু অভরণ　　রূপ দেখি চমকে অনঙ্গ॥২

পুনঃ সুহই—

চাঁচর চিকুর কুসুম ভরি নেল।　　জনু আঁধিয়ারে নক্ষত উগি গেল॥
তাহে অধিক মুখমণ্ডল গোরা।　　পূর্ণিমিক চন্দা কয়ল উজোরা॥
তড়িত লতা সম তনু দেখলি।　　জনু দশ দিশ দৈবে লিহলি॥
মঝু মনে মনমথ রাখলি গোই।　　বিসরিতে চাহি বিসর নাহি হোই॥

দেখলু কামিনী কহন না যায়। পুন দরশন লাগি রচহ উপায়॥
উজ্জ্বল নয়নতি বয়ন সানন্দা। নীল নলিনী দৌ পূজল চন্দা॥
পীন পয়োধর রুচি উজোরি। শ্রীফল ফল নাকি কনক মুঞ্জরি॥
বিদ্যাপতি কহ ঐছে পরকার। পূরব অসীম মনোরথ মার॥৩

ধানশী—

আতুর নাহ দূতীমুখ হেরি। রচহ উপায় কহই পুন বেরি॥
দূতী সিয়ানী চলল ধনী-পাশ॥ সুন্দরী তাহে পুছই মৃদু ভাষ॥
শুনি ধনী কহই শ্রবণ গহি পাণি। পতি বিনু আন কবহি নাহি জানি॥
কৈছে পুরুখবর না করই লাজ। পরতিরী লেহ এ অনুচিত কাজ॥
সমুঝলু তুরযশ গাই ন সোয়। তুয় ইহ বচন শুনত ভয় মোয়॥
নিরমল কুল মঝু মিটব কি ধূলি। ঐছে বচন পুন ভণবি ন ভুলি॥
দূতী চলল শুনি ধনী-নিঠুরাই। কানুক নিয়রে কহল সব যাই॥
শুনি নব নাহ নিমিখ নহু থির। লোচনযুগলে অঝরে ঝরু নীর॥
নরহরি করগহি তেজই নিশ্বাস। ভণই বিরলে পুন গদগদ ভাষ॥৪

শ্রীকৃষ্ণবাক্যং— (সুহই)

এ সখি! পুন ধনী দরশন না দেল। মরমক বাত মরমে রহি গেল॥
কয়লি যতন কত মঝু সুখ লাগি। মোহে নিদয় বিধি হামহু অভাগী॥
তেজব অব এ জীবন কিয়ে কাম। ভাখবি সোই সময়ে উহ নাম॥
সো ধনী কুসুমচয়নে যহি যাহি। রাখবি যতনে হামারি তনু তাহি॥
ঐছে ভণত থির না হই হিয়ায়। যৈছে তেজব তনু করই উপায়॥
নরহরি রোই তুরিতে চলু তাহি। করি নিঠুরাই রাই রহু যাহি॥৫

দূতী শ্রীরাধিকায়াঃ সন্নিধৌ শ্রীকৃষ্ণস্য মৃত্যুদশাং প্রাহ—

পঠমঞ্জরী—

এ পদুমিনি ধনি! তুহুঁ সে গোঙারি। দূতী নিরাসলি কছু না বিচারি॥

সো সুপুরুখবর মনমথ ভূপ। জীবই কি তরুণী নিরখি তছু রূপ॥
কত শত রমণী করই কত যাগ। তবহি না ঘটই ঐছে অনুরাগ॥
তা সঞে লেহ বহুত ফলে হোই। ঐছে নিঠুরপন করই কি কোই॥
যব তুরযশ বিহি করবহি ভেট। হোয়ব তবহি তোহে তছু ভেট॥
তো বিনু মরণ-উদ্যম করু সোয়। বেগি চলহুঁ অরু কি কহব তোয়॥
শুনি ধনী লাজ ধীরজ দূরে গেল। ঝরু দিঠি বারি বিবশ তনু ভেল॥
গহি সখী-পাণি গমন করু তাঁহি। মাধবে বেঢ়ি রোয়ই সব যাঁহি॥
তেজব যবহি জীবন নব নাহ। তবহি ভেটল ভেল পরম উছাহ॥
পায়ল জীবন কান লখি গোরী। কহু লহু বচন অমিয় রস ঘোরি॥
তৈখণে ধনিক বেঢ়ল বহু লাজ। মাধব রভসে ধয়ল হিয় মাঝ॥
বিলসয়ে কুঞ্জে রমণীমণি কান। হেরি ঘনশ্যাম কি নিছব পরাণ॥৬

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীকৃষ্ণস্য পূর্ব্বরাগে
সংক্ষিপ্তসম্ভোগবর্ণনং নাম পঞ্চবিংশ আস্বাদঃ ॥২৫।২১৭

সখীং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং—　　**(ধানশী)**

সখি! কি বলিব আর তোরে। বাউল করিলে যেন মোরে॥
রাধানাম যেদিন শুনালে। সেই দিন সব হরি নিলে॥
রাধা নাম নারি পাসরিতে। সদাই জাগিয়া আছে চিতে॥
নিচয় বলিয়ে তুয়া ঠামে। কত সুধা ঝরে রাধা নামে॥
সে অতি তুলহ মনে লয়। তা' বিনে পরাণ নাই রয়॥
নরহরি যমুনার ধারে। সেদিন দেখাইলে বোল কারে॥১

সখীবাক্যং—　　**(ধানশী)**

শুনহে নাগর শ্যাম। রাধিকা তাহারি নাম॥
বৃষভানু রাজা-সুতা। কি কহিল তার কথা॥

দিবাকর নাই হেরে। পুরুষ বলিয়া তারে ॥
আছুক পুরুষ কাজ। না বৈসে নারী সমাজ ॥
ভণে কবি বিদ্যাপতি। কঠিন তাহার মতি ॥২

সুহই—

রাই-গুণ শুনি সখী-পাশে। কহে কানু গদগদ ভাষে ॥
করই উপায় কোন মতে। মোরে যেন লভয়ে তুরিতে ॥
সখী কহে কহিতে কি আর। মোরা কত কৈলু উপচার ॥
ঘনশ্যাম মনে ছিল যাহা। হইল সে কই শুন তাহা ॥৩

সখীবাক্যং— **(ধানশী)**

শুন শুন বরজ কিশোর! ইহ কৌতুক নাহি ওর ॥
যব ধরি পেখলুঁ গোরী। তব ধরি কি-হোয়ল মোরি ॥
তুয় সঞে করব মিলাপ। মঝু মনে অনুখণ জাপ ॥
নরহরি সহ ধনী-পাশ। যাই কহল মৃদুভাষ ॥৪

ধানশী—

কহইতে সো ধনী বচন না শুন। পহিল সম্ভাষে পুছয়ে নাহি পুন ॥
আন পর নাই যাই যব পাশে। আন সম্ভাষি আন পরিহাসে ॥
শুন শুন মাধব! তুহুঁ সুচতুর। কিয়ে বিধি পরসন কিয়ে প্রতিকূল ॥ধ্রু॥
লাজ লাজাই কহলু পুন বেরি যতনহি নয়নকোণে নাহি হেরি ॥
মুকুলিত উরোজ কুসুম নাহি ভেল। হেরি হেরি ভ্রমর নিরাশ ভই গেল ॥
কুবলয় কর চির চিকুর চিয়ার। কিয়ে পরখিত কিয়ে ভাব বুঝাব ॥
অপরশে আন সঞে প্রিয়সখী-সঙ্গে। জ্ঞানদাস কহ বুঝল অনঙ্গে ॥৫

পুনঃ শ্রীরাগ—

হাসি রহল করে বদন ঝাঁপাই। মধুর সম্ভাষল মধুরিম ঠাই ॥

আনদিন শ্রবণে না দেই পরথাব। আজু আপনে ধনী কাহিনী শুধাব॥
শুন শুন মাধব! উলসিত অঙ্গ। কমলিনী কয়ল তুয়া পরসঙ্গ॥ধ্রু॥
শুনইতে তৈখণে মো কম্ব চিত। কাহে কহব কে যাবে পরতীত॥
এতদিনে জানলু সিধি ভেল কাজ। দূরে গেল দুঃসহ দ্বিগুণ মঝু লাজ॥
লোচনলোর লুকায়লি গোরী। পুলক প্রচুর কয়লি ধনী চোরি॥
শুভ ভেল অশুভ গেল সব দুর। জ্ঞানদাস কহ মনোরথ পূর॥৬

পুনঃ ধানশী—

হাম যাইতে পথে ভেটলি গোরী। তুয়া পরথাব কয়লি কিছু থোরি॥
সজল নয়নে ধনী মঝু মুখ হেরি। আরতি রহল কহব পুন বেরি॥
শুন শুন মাধব! নিজ পুণ ভাগ। রাই কমলিনী তোহে এত অনুরাগ॥ধ্রু॥
পুলকি রহল তনু পুন পরসঙ্গ। নীপ-নিকরে কিয়ে পূজল অনঙ্গ॥
অধর শুকায়ল দীঘ নিশ্বাস। জনু অনুরোধে ঝাঁপল নিজবাস॥
কত কত ভাব পেখলু হাম তাই। ধনি ধনি তুহুঁ ধনী রসবতী রাই॥
ধাতা বিদগধ ঐছন সাজ। জ্ঞানদাস কহ সমুচিত কাজ॥৭

পুনঃ ধানশী—

শশিমুখি! পেখলু অপরূপ মেহ। শ্যামসুন্দর বর রসময় দেহ॥
শুনি তুয় কাহিনী করুণ নেহারি। ঘন ঘন চমকি রহলি শীতকারি॥
কি কহব মাধব! তুয় পুণভাগ। জানলু রাইক তোহে অনুরাগ॥ধ্রু॥
পুন হাম কহলু তড়িত তহি হেরি। পীতাম্বর জনু পহিরলি ঘেরি॥
পুন ধনী ঝাঁপই পুলকিত গাত। ছলবল লোরে রহলি নতমাথ॥
সলিল-ধার জনু মোতিম পাঁতি। শুনি ধনী দীঘ নিশ্বসি তনু ভাঁতি॥
বলরাম মনহি বিচারণ কেলা। প্রেম লখিমী মুরুতিমতি ভেলা॥৮

পুনঃ বরাড়ী—

পহিলহি মোহে নিরখি লহু হাস। পুন ধনী তেজলি দীঘ নিশ্বাস॥

ছলে হাম কহলু তুয়া পরসঙ্গ। থোরি মোরি মুখ ঝাঁপলি অঙ্গ॥
পরিখত যব হাম মাগত মেলানি। গাথল হার উঘারল আনি॥
নায়ক নীলমণি লেই উঘারি। শিরপর আপলি সো বরনারী॥
সো পুন হার তরল করি গাথ। যতনহি পহিরলি লেই মঝু হাত॥
তরল-নয়নী রহল শির নাই। বলরাম কই পুন কহত বুঝাই॥৯

গান্ধার—

হেরতহি করু কত আদর। পিরীতি বরিখ করু বাদর॥
পুছইতে কুশল তোহারি। মুগধিনী কহই না পারি॥
মাধব! কৌনে কহব তছু কাহিনী। রসবতী কোটি রমণী-শিরোমণি॥ধ্রু॥
জানলু আরতি ন রাই। কহল কুশল থির নাই॥
শুনি পুন শতগুণ বিকলী। কহলু বরজপতি কুশলী॥
মুরুছি পড়ই যব গোরী। কহলু কুশল তব তোরি॥
তব থির পরসন নয়না। হেরল বলরাম-বয়না॥১০

বরাটী—

কাহে কমলমুখি! ঝামরী ভেলি। পালটি আয়লি যমুনা নাহি গেলি॥
পন্থহি পুরুষ কহল ধনী থোর। রোধল কণ্ঠ থকিত রহ বোল॥
আজু সতি মাধব শুভদিন তোরি। হেরলু তোহে অনুরাগিণী গোরী॥ধ্রু॥
পুন হাম পুছলু কাহে তুহুঁ ভোরি। কৌন পুরুষ রহু পন্থ অগোরি॥
সো নাহি শকতি, কহত পুন বাত। মরকত রতন দেখায়লি হাত॥
গোপতহি অন্তরে মেটই থোর। তবহি চরকি পড়ু আঁচর ওর॥
বলরাম কহ ধনী চাতক লেহ। শুনি পহুঁ দিঠি ভেল শাঙন মেহ॥১১

ধানশী—

কি কহব কান প্রবল তুয়া ভাগ। তিলে তিলে তোহে অতুল অনুরাগ॥
সো সুবদনী ধনী নিরজনে রোই। তুয় গুণ শুনত সখিক বশ হোই॥

ঐছে বচনে পহুঁ মনোরথে ভোর। লহু লহু কহই নিরখি সখী ওর ॥
তাকর পরশ ভাগ সঞে পাব। নরহরি নিরখি কি জীবন জীয়ার ॥১২

শ্রীকৃষ্ণবাক্যং— **(পঠমঞ্জরী)**

সজনি ! শুনি মনে হোয়ল আনন্দ।

রাই সুধামুখী মোহে এত অনুরাগী মিলন করহ পরবন্ধ ॥ধ্রু॥
পরথে শুনলু হাম রূপে গুণে অনুপাম তাঁহি রহল মন লাগি।
তুহুঁ সুচতুর ধনী মোহে অনুকূল জানি যব পুন হোয় মোর ভাগি ॥
ঐছে দিবস খণ হোয়ব সুলখণ মোহে মিলবি ধনী রাই।
সো তনু পরশয়ে তাপ সব মেটায়ে তব হাম জীবন পাই ॥
ঐছন নাগর- বচন শুনি কাতর দিঠি ভেল ছলছল লোর।
কানু পরবোধি তুরিতে ধনী-পাশ হি জ্ঞানদাস চলু ভোর ॥১৩

ধানশী—

রাই নিয়রে সখী গেল। সো অতি আদর কেল ॥
পুছইতে কানুক বাত। পুলকে ভরল সব গাত ॥
সখী কহে সো নব নাহ। তুয় গুণ গুণত উছাহ ॥
তুহুঁ দুহুঁ নিরুপম মেলি। তহু শুভু সরবস্ব ভেলি ॥
সো তুয় দরশ পিয়াস। অবহি পূরব অভিলাষ ॥
গুরুজন দিঠি ভয় বারি। অলখিত নেয়ব সঙ্গারি ॥
শুনি ধনী কহে মৃদু ভাষ। কৈছে চলব পিয়-পাশ ॥
সহজহি হাম অগেয়ানী। কহইতে বচন না জানি ॥
কছু না বুঝিহু রসরীত। করহ বচনে পরতীত ॥
হাসি কহয়ে সখী তায়। দেয়ব সবহি শিখায় ॥
এত কহি বিরচই বেশ। চলইতে করু উপদেশ ॥
তুহুঁ তাহে নিরখবি থোরি। হাসি রহবি মুখ মোড়ি ॥

তোহে উহ দেয়ব দিঠ। ফেরবি তুহুঁ তহি পিঠ ॥
সো পরশব যব থোর। পৈঠবি তব মঝু কোর ॥
তোহে গোপব যব তায়। তব তুহুঁ রহবি লুকায় ॥
ভথব রসময় ভাষ। শুনি কছু হোয়বি উদাস ॥
ঐছে কতহি কহি মেল। কুঞ্জ-ভবনে চলি গেল ॥
শুভখণে ভেটল নাহ। নরহরি পরাণ উছাহ ॥১৪

গুজ্জরী—

পেখত বিধুমুখী মাধব দেহ। ভাজত লাজ যতনে ধরু থেহ ॥
হিয় মাহা উপজল উলস অশেষ। বিসরল সখিক যত উপদেশ ॥
মাধব মুদিত মদনমদে মাতি। করগহি ধনীক ধয়ল নিজ ছাতি ॥
উচ কুচ কঞ্চুকী ফুগই নিশঙ্ক। পায়লু রতন কহই হাম রঙ্ক ॥
পিয়ই সু আধ অধররস থোর। সরসিজে ভঙর হোয়ল অছু ভোর ॥
সখী নিরখত এ তুলহ রসরঙ্গ। নরহরি কহ কি রহব সখী-সঙ্গ ॥

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীকৃষ্ণস্য পূর্বরাগে
সংক্ষিপ্তসম্ভোগ-বর্ণনং নাম ষড়্বিংশ আস্বাদঃ ॥২৬।২৩২

সখী শ্রীকৃষ্ণং প্রত্যাহ—

কহ কহ মাধব ! কিয়ে হিয়ে ভেল। থোরি দিবস ভরি ধৈরজ গেল ॥
দেয়লি দিঠি কাহু অনুভব হোয়। কহইতে লাজ করহ কাহে মোয় ॥
করব জীবনপণ পূরব সে আশ। ঐছে শুনত কহু লহু লহু ভাষ ॥
এ নরহরি নিরিখলু নব নারী। কৈছন চরিত বুঝই না পারি ॥১

শ্রীকৃষ্ণবাক্যং— **(বালা ধানশী)**

হেরইতে হেরি না হেরি। পুছইতে কহই না কহ পুন বেরি ॥
চতুরী সখী সঞে বসই। রস পরিহাসে হসই না হসই ॥

পেখলুঁ ব্রজ নব নারী। তরুণিম শৈশব লখই না পারি ॥ধ্রু॥
হৃদয় নয়ন গভিরীতে। সো কিয়ে আন নহত পরতীতে ॥
ঐছন হেরইতে গোরী। হঠ সঞে পৈঠল মন মাঝা মোরী ॥
তবহি কুসুমশর জোরি। ছুটল বাণ ফুটল হিয় মোরি ॥
গোবিন্দদাস চিতে জাগ। চান্দকি লাগি সুরজ উপরাগ ॥২

পুনঃ আশাবরী—

পেখলুঁ কি মধুর মুরুতি সিংহার। কি মধুর নাম শুনলুঁ হাম তার ॥
না বুঝনু কো নিরমায়ল তায়। শৈশব তরুণিম লখই না যায় ॥
এ সখি এঁ সখি! সো সুকুমারী। পৈঠল হিয়ে হাম বিসরি না পারি ॥
না পূরব আশ দহব অব দেহ। কহ ঘনশ্যাম ছুটব কৈছে লেহ ॥৩

সখী শ্রীকৃষ্ণং প্রত্যাহ—

যব বিহি বাশি সঞে　লেহ ঘটায়ল　ধব সঞে মাধবী বাস।
আপ মুরুখপন　আপে ঘটায়ল　মধুপ কি ততহি উদাস ॥
মাধব! না কর মনোরথ-বাধ।
মাধবী মধুপ এ　কবহি ভিন নহু　সময়ে পূরব সাধ ॥ধ্রু॥
মুকুলিত হোত　যবহি মধু মাধবী　ধব রহু ভুজহি পসারি।
শ্যাম ভ্রমরবর　সো মধু পিবইতে　কৌনে বিঘিনি করু পারি ॥
মঝু উপদেশ　শ্রবণে নাহি শুনহ　করহ সুদৃঢ় বিশোয়াস ॥
যোগি-ধরম যৈছে　সময়ে সোহায়ত　কহতহি গোবিন্দ দাস ॥৪

সখীং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং— (ধানশী)

এ সখি! বিহি কি পূরায়ব সাধা। পুন কিয়ে হেরব রূপনিধি রাধা ॥
যদি পুন না মিলব সো বররামা। তব জীউ-ভার ধরব কৌন কামা ॥
তুহুঁ ভেলি দূতী-পাশ ভেল আশা। জীউ বাঁধই কিয়ে কবহুঁ উদাসা ॥
শুনি হরি-বচন দূতী অবিলম্বে। আয়লি চলি যাহা রমণীকদম্বে ॥
কহে হরিবল্লভ শুন ব্রজবালা। হরি জপয়ে তুয়া গুণমণিমালা ॥

সখীং প্রতি শ্রীরাধিকাবাক্যং— (ভূপালী)

পরিহর এ সখি ! তোহে পরণাম । হাম নাহি যায়ব সো পিয়ঠাম ॥
বচন চাতুরী হাম কছু নাহি জান । ইঙ্গিত না বুঝিয়ে না বুঝি মান ॥
সহচরী মেলি বনায়ত বেশ । বাঁধিতে না জানিয়ে আপন কেশ ॥
কভু নাহি শুনিয়ে সুরত কি বাত । কৈছনে মিলব মাধব সাথ ॥
সো বর নাগর রসিক সুজান । হাম অবলা অতি অল্প গেয়ান ॥
বিদ্যাপতি কহে কি বোলব তোয় । অবকে মিলন না সমুচিত হোয় ॥৬

ততঃ সখী শ্রীরাধিকাং প্রত্যাহ— (কানড়া)

শুন শুন মুগধিনি ! মঝু উপদেশ । হাম শিখায়ব চরিত বিশেষ ॥
পহিলহি অলক তিলক নীবি সাজ । বঙ্কিম লোচন কাজরে মাজ ।
যায়বি বসনে ঝাঁপি সব অঙ্গ । দূরে রহবি জনু বাত বিভঙ্গ ॥
সজনি ! পহিলহি নিয়ড়ে না যাবি । কুটিল নয়ানে ধনি ! মদন জাগাবি ॥
ঝাঁপবি কুচ, দরশায়বি কন্ধ । দৃঢ় করি বাঁধবি নীবিহক বন্ধ ॥
মান করবি কছু রাখবি ভাব । রাখবি রস জনু পুন পুন আব ।
ভণয়ে বিদ্যাপতি পহিলক ভাব । যো গুণবন্ত সোই ফল পাব ॥৭

তিরোতিয়া ধানশী—

রাই শুনি সখী- বাণী অন্তরে তরল মৃদুতর হাসি ।
সমুঝি সহচরী তুরিত বিরচল বেশ রস পরকাশি ॥
জানি শুভখণ গমন করু মন মানি অধিক উলাস ।
করত নব নব ভঙ্গি নিরুপম চতুর সখী চহু পাশ ॥
চলত পুন জিয় ডরত, চরণ ন ধরত কুঞ্জ মাঝার ।
পুনহি কত পর- বোধে চলু ইহ বালচরিত অপার ॥
বিপুল ঝলকত ললিত তনু শোভা কি কহই না গেল ।
নিছনি রহু ঘন- শ্যাম দুহুঁ দুহুঁ দরশ দূর সঞে ভেল ॥৮

মল্লার—

তুহুঁ জন কাননে দরশন ভেলা। চকিতহি হেরি বসন মুখে দেলা॥
দেখি মদনমদে আকুল কান। করগহি ফুয়ল রাই বয়ান॥
ভুজধরি আনল শয়নক সীম। পিবইতে অধর ফিরায়ত গীম॥
কহে কবিশেখর শুন বর কান। লাজ লাগি ধনী করত এ আন॥৯

ভূপালী—

রতিরসে চঞ্চল নাগররাজ। বালা বিলাসিনী অতি ভয় লাজ॥
না জানিয়ে আজু কৌন গতি হোই। এতহুঁ বিচারি নিচল রহু সোই॥
কত কত কাকুনি করতহি কান। উতর না দেই, শুনই দেই কাণ॥
লহু লহু কুচপর ধরু যব হাত। মনসিজ তবহুঁ করল শরঘাত॥
ভুজ বলে গলিত বসন করু অঙ্গ। উছলল কত কত ছবি কত রঙ্গ॥
হেরি হেরি মাধব পড়ি গেও ধন্দ। তৈখণে মদন বাঁধল রতি ফন্দ॥
বরতনু রহলি জানুযুগ যাঁতি। গদ গদ ভাষে মিনতি কত ভাতি॥
কুঞ্চিত ভুজ করু কঞ্চুক ঠাম। দ্বার মুদল কিয়ে মনমথ গাম॥
চতুর নাহ সব করল উঘার। দৃঢ় পরিরম্ভণ আরতি বিথার॥
তব কিয়ে মদনদেবা বর দেলা। রতিরণে ধনিক সাহস কছু ভেলা॥
নখর সুদশন ঘাত যত পরই। ঘন ঘন শীতকরি সরসবশ হই॥
কহ হরিবল্লভ পহিলহি রঙ্গ। লহু লহু সুরতে শিথিল ভেল অঙ্গ॥১০

সামগুজ্জরী—

কানু কামিনী　কুঞ্জ মন্দির　মাহ মঞ্জু বিলাস।
কেলি অলপে　সমাধি শুতল　তলপে বিপুল উলাস॥
গোরী শ্যামর　দেহ দুতি নব　ভবন ভরল অমন্দ।
করত ইহ　উজিয়ার উহ　আঁধিয়ার করু তুহুঁ দ্বন্দ॥
চতুর সহচরী-　বৃন্দ নন্দিত　নিরখি নিরুপম রঙ্গ।

পরসপর কত ভণত গোপনে পুলকময় প্রতি অঙ্গ ॥
শারী শুক পিক সরস কণ্ঠহি উমগি গুণগণ গায় ।
ঐছে কৌতুকে মাতি নরহরি নিছব জীউ কিয়ে তায় ॥১১

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীকৃষ্ণস্য পূর্বরাগে
সংক্ষিপ্তসম্ভোগবর্ণনং নাম সপ্তবিংশ আস্বাদঃ ॥২৭।২৪৩

সখীং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং— (সুহই)

এ সখি ! মরম পুছহ তুহুঁ মোয় । কহইতে লাজ কবহুঁ নহ তোয় ॥
রাধাচরিত কহল মোহে কোই । তব ধরি অন্তর ধীরজ না হোই ॥
নিশি-দিশি সোই রহল হিয়ে জাগি । পূজলু দৈবে দরশলব লাগি ॥
নরহরি গুপতে দেয়ল দরশাই । পেখলুঁ কি মধুর রঙ্গিণী রাই ॥১

শ্রীকৃষ্ণবাক্যং— (গৌরীনট)

ফুল তুলিতে ধনী আয়লি রে সঙ্গিনী সহচরী মেলি ।
বিজরী লতা জনু পেখলুঁ রে কি জানি কি ধোঁহেঁা ভেলি ॥
কৌন বিহি কয়ল সিরজন রে এ মনমোহিনী রাধা ।
রূপ নয়ন দৌ পূরল রে গেলি তিয়াস ন সাধা ॥
কাঠ কঠিন কুচ দেখইতে রে নয়ন রহল অতি গোই ॥
হাসি বিহসি মুখ কাঁহা গেলি রে গাড়ি মদনশর মোই ॥২

(বিদ্যাপতি)

পুনঃ বালা—

উপবন-বাট আকস্মিক দরশন নয়নে নয়নে ভেল মেল ।
নম্রমুখী বয়ন শশী অবনত করু হাসি তেজি হৃদয়ে রহু শেল ॥

হরি হরি কামিনী কোন্ পথে গেলা !

নিধন নিধি জনু দৈবে ঘটায়ল দিঠি ভরি পেখি না ভেলা ॥ধ্রু

চকিত নেহারি　　কলেবর ঝাঁপই　　পুন পুন বাঁধয়ে নীবি।
সম্ভ্রম অধিক　　অঙ্গ বসনাবৃত　　মৈন্দ মদন উঠে জীবি॥
কহ কবিশেখর　　মন মোর সেকত　　বর অনুসারই যোই॥
বসন হাট　　বিহি দেয়লি রে　　অরু অভিমত ভেল সোই॥৩

পুনঃ ধানশী—

সজনি! পথগতি পেখলুঁ রাধা।

তখন কি ভায়　　প্রাণপয়ে পীড়ল　　রহল কুমুদনিধি সাধা॥ধ্রু॥
নমুণ্ডা নয়ানী　　নলিনী জনু অনুপম　　বঙ্ক নেহারই থোরা।
জনু গিরি গুহমে　　খগবর বাঁধল　　দিঠি যে লুকায়ল মোরা॥
আধ বদন তহি　　বিহসি দেয়ল　　আধপে নীলিম তাহু।
কছু এক ভাগ　　বলাহক ঝাঁপল　　কছু এ গরাসল রাহু॥
কুচযুগ পিহিত　　পয়োধর অঞ্চল　　চঞ্চল তাহে কছু ভেলা।
হেম কমল জনু　　অরুণিম বঞ্চল　　শিখরে ভ্রমরা নিন্দ গেলা॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি　　শুনহ মধুর মতি　　তোহে করব কিয়ে রাধা।
হাস দরশ-রসে　　সবহুঁ বুঝায়ল　　নীল কমল দো আধা॥

পুনঃ ধানশী—

দেখলি কমলমুখী কহন না যায়।　　মন মোর হরি লেই মদন জাগায়॥
তনু অতি সুকোমল পয়োধর গোরা।　　কনক লতাপর শ্রীফল জোড়া॥
কুঞ্জর-গমনী অমিয়ারস বোলে।　　শ্রবণে সোহে গীম কুণ্ডল দোলে॥
ভাঙ কামান ধয়ল তছু আগে।　　তীখণ কটাখ মরমপর লাগে॥
নয়নক গুণ তহি বড়ই বিকারা।　　বাঁধল নাগর ও অতি গোঙারা॥
বিদ্যাপতি কবি কৌতুক গায়।　　বড় পুণ্যে রসবতী রসিক রিঝায়॥৫

সুহই—

আরত নাহ নিরখি সখী কোই।　　তুরিতে মিলল ধনী উলসিত হোই॥

নিজগতি বাত বেকত নাহি কেল। রাইক পুছই কৈছে আজ ভেল॥
পশুপতি-পূজন রহলি বিসারি। শুনি ইহ বাণী চৌকি সুকুমারী॥
তৈখণে সহচরী করি চতুরাই। বিরচি সুবেশ লেই চলু রাই॥
পহিলহি কুসুমবিপিন মধি গেল। বিকশিত কুসুম চয়ন করি নেল॥
পশুপতি-পূজনে চলব যিহি ঠাহি। মাধব ধনী দিঠি পথগতি তাহি॥
সখিক পুছই ইহ কো যুবরাজ। সখী কহে শ্যাম বিজই ব্রজমাঝ॥
সুন্দরী তবহি যতনে মন রোকি। লহু লহু কহই আলি অবলোকি॥
এ সখি! হিয়মাহা পৈঠলি চোর। ধৈরজ রতন চোরায়ল মোর॥
ভণ ঘনশ্যাম চোর পয়ে যাব। যৈছে হোয়বি তোহে তৈছে মিলাব॥৬

শ্রীরাগ—

এ সখি! তুরিতহি যাহ। পশুপতি-পূজন ভেল নিরবাহ॥
রাইক দেই পরবোধ। আয়ল কানু নিয়রে অতিমোদ॥
কানু কহই সখী হেরি। কহ কহ কৈছে আয়লি তুহুঁ ফেরি॥
সখী কহে সিধি ভেল কাজ। সমুঝবি তোহারি রসিকপন আজ॥
মিলহ কুঞ্জে নব গোরী। শুনি উলসিত ধৃতি রহল না থোরি॥
নরহরি সহ তহি গেল। শুভখণে দুহুঁ দুহুঁ দরশন ভেল॥৭॥

ধানশী—

কানু নিরখি নব রঙ্গিণী গোরী। লাজে বদনশশী বসনে আগোরি॥
উপজত অন্তরে পরাশ-তরাস। তিলেক না তেজই সহচরী-পাশ॥
মাধব ধনিক ভঙ্গি অবলোকি। মিটল ধিরজপন রহই না রোকি॥
লহু লহু বচন ভণত অতি মিঠ। শুনই সুতনু তরল ভেল দিঠ॥
তবহি মধুর হসি রভসে কিশোর। সুন্দরী কর গহি কয়লহি কোর॥
দুহুঁ কর পহিল কেলি অনুপাম। সখী ইঙ্গিতে কি হেরব ঘনশ্যাম॥৮

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীকৃষ্ণস্য পূর্বরাগে সংক্ষিপ্তসম্ভোগবর্ণনং নাম অষ্টাবিংশতিতম আস্বাদঃ॥২৮।২৫১

সখীং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং— (বালা ধানশ্রী)

এ সখি ! এ সখি ! বুঝই না পারি । কিয়ে ধনী বালা কিয়ে বরনারী ॥ধ্রু॥
রস-পরসঙ্গ শুনই সুখ পাব । রসবতী-সঙ্গ ছোড়ি নাহি যাব ॥
আধ আধ চাহি যাই পদ আধা । রস-পরসঙ্গ শুনই বহু সাধা ॥
হামরা দুইজন পথে একু মেলি । সো আনজন সঞে করু আন খেলি ॥
যব কছু পুছয়ে উতর না পাব । অধরক পাশ হাস পশিথাব ॥
ঐছন রমণী দৈব দেল সঙ্গ । বিহি উদগীম চাহি দিল ভঙ্গ ॥
উহ সে লাজবশ হামারিও লাজ । জ্ঞানদাস কহ দূরে রহু কাজ ॥১

পুনঃ ধানশী—

খেলত না খেলত লোক দেখি লাজ । হেরত না হেরত সহচরী-মাঝ ॥
বোলইতে বচন অলপ অবগাই । হাসত না হাসত মুখ মুচুকাই ॥
এ সখি এ সখি ! পেখলুঁ নারী । হেরইতে হরখি রহল যুগচারি ॥ধ্রু
উলটি উলটি চলু পদ দুই চারি । কলসে কলসে জনু অমিয়া উভারি ॥
মনমথ মন্ত্রী আগোরল বাট । চকিত চকিত পড়ু কত রসহাট ॥
কিয়ে ধনী ধাতা নিরমিল তাই । জগমাহা উপমা করই না পাই ॥
পরখে পুছলুঁ হাম তাকর নাম । জ্ঞানদাস কহ—রসিক সুজান ॥২

ধানশী—

নবীন কিশোরী　মেঘের বিজুরী　চমকি চলিয়া গেল ।
সঙ্গের সঙ্গিনী　সকম কামিনী　ততহি উদয় ভেল ॥

সই ! এমন আর দেখি নাই নারী ।

ভঙ্গিম রঙ্গিম　ঘন সে চাহনি　গলে যে মোতিম হারি ॥ধ্রু॥
অঙ্গের সৌরভে　ভ্রমরা ধায়য়ে　ঝঙ্কার করয়ে যাই ।
অঙ্গের বসন　ঘটায়ে কখন　কখন ঝাঁপয়ে তাই ॥
মনের কৌতুক　সখীর কাঁধেতে　হাত যে আরোপি রাই ।

হাসির চাহনি দেখিলু কামিনী পরাণ হারালু ভাই ॥
চরণ ভঙ্গিম অতি সুরঙ্গিম চাপটিলে জীউ মোর ।
অঙ্গুলির আগে বান্ধ যে ঝলকে পড়িছে উছলি জোর ॥
চাহে যার প্রাণে বধয়ে পরাণে দারুণ দরশি তার ।
হিয়ার ভিতরে কাটিয়া পাঁজরে বিন্ধিলে বাণ যে যার ॥
জর জর হৈয়া রহিলুঁ পড়িয়া চেতন হরিল মোর ।
চণ্ডীদাসে কয় বিয়াধি সমাধি পরশিলে হবে ভোর ॥৩

শ্রীরাগ—

সখি ! না জানি সে দিন কবে । মোরে সে তনু পরশ হবে ॥
এবে ধরিতে নারিয়ে হিয়া । কত রাখিবে প্রবোধ দিয়া ॥
সখী শুনি শ্যামের কথা । ধায়া চলিল সে ধনী যথা ॥
নরহরি সুমধুর ভাষে । কিছু কহয়ে রঙ্গিণী-পাশে ॥৪

সখী শ্রীরাধিকাং প্রত্যাহ— (ধানশী)

নাগর গুণের ধাম । জপয়ে তোহারি নাম ॥
শুনিতে তোহারি বাত । পুলকে ভরয়ে গাত ॥
অবনত করে শির । লোচনে ঝরয়ে নীর ॥
যদি বা পুছিয়ে বাণী । উলট করয়ে পাণি ॥
কহিয়ে তোহারি রীতে । আন না বুঝবি চিতে ॥
ধৈরজ নাহিক তায় । বড় চণ্ডীদাসে গায় ॥৫

পুনঃ সিন্ধুড়া—

শুন গো রমণীমণি রাই !
বিরলে বসিয়া কানু তুয়া নাম জপে গো মো পুন পুছিলুঁ তার ঠাই ॥ধ্রু॥
রাধা নাম কহি শুনি কিবা ইথে পাও হে বিরলে বোলহ মোর পাশে ।
শুনিয়া এ বাণীখানি খানিক থাকিয়া গো কহে অতি গদগদ ভাষে ॥

রাধা নামে যে ধন　পাইয়ে নাই সীমা গো　কি বলিব নামের মাধুরী ।
যে বারেক রাধা নাম　বলিবারে চায় গো।　তাহার বালাই লৈয়া মরি ॥
রাধা নাম শুনিতে　যেমন করে হিয়া গো তাহা না কহিতে আইসে মুখে ।
নরহরি জানে এই　নামের প্রভাবে গো তাহারে মিলিবে মহাসুখে ॥৬

পুনঃ সৌরাষ্ট্র—

কানুর কাহিনী শুন　শুন বিনোদিনী গো　মো যেন পুছিলুঁ তার প্রতি ।
যদি তোহে তুলহ　রমণীমণি মিলে হে　তা সনে করহ কিবা রীতি ॥
শুনি সুমধুর ভাষে　হাসিয়া কহয়ে গো　যদি হেন দিন ঘটে মোরে ।
সে দুখানি চরণ　ধরিয়া হিয়া মাঝে গো　ধোয়াইব নয়ানের নীরে ॥
পদতলে সুচারু　যাবক বিরচিয়া গো　লিখিব আপন নাম তায় ।
বিকাইব জনমে　জনমে সেই পায় গো　এ যশ জগতে যেন গায় ॥
কহিতে না পারি যত সাধ মনে আছে গো　দেখি দেখি ও রূপ-মাধুরী ।
নরহরি জানে আখি　আড় না করিব গো　রাখিব আঁখির মাঝে ভরি ॥৭

পুনঃ ধানশী—

শুন কই কানুর কাহিনী ।　সোঁপিল জীবন প্রাণ মন তনুখানি ॥
রাই ! তার উপমা কি আনে ।　শয়নে স্বপনে তোমা বিনে নাই জানে ॥
সে রাজকুমার গুণমণি ।　তার লাগি ঝুরে কত কুলের কামিনী ॥
তুয়া অনুরাগেতে বিভল ।　তা সনে ঘটিলে লেহ জীবন সফল ॥
তুয়া লাগি যে হইছে তার ।　তুরিতে দেখহ গিয়া কি বলিব আর ॥
শুনি ধনী চায় চারিভিতে ।　নরহরি ছলে লেই চলে অলথিতে ॥৮

শ্রীগান্ধার—

ধনী ললিত নিকুঞ্জ পথে ।　বেগে চলিল সখীর সাথে ॥
দূরে নিরখি গোকুলবিধু ।　লহু হাসি বরিষয়ে মধু ॥
লাজে ঝাঁপে বসনে গা ।　রহি রহি লিখে পয়ে পা ॥

কানু সে নব ভঙ্গিমা দেখি। নারে ফিরাইতে চঞ্চল আঁখি॥
মাতে মদনে না বাঁধে থেহা। পাশে যাইতে কাঁপয়ে দেহা॥
আইস আইস প্রাণপ্রিয়ে বলি। করে পরশে চরণধূলি॥
কোরে করই পসারি বাহু। যেন চাঁদে গরাসয়ে রাহু॥
নরহরি কি সখীর সঙ্গে। হেন রঙ্গ নিরখিব রঙ্গে॥৯

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীকৃষ্ণস্য পূর্ব্বরাগে
সংক্ষিপ্তসম্ভোগবর্ণনং নাম ঊনত্রিংশত্তম আস্বাদঃ ॥২৯।২৬০

পুনস্ততঃ স্বাপ্নসংক্ষিপ্তসম্ভোগপূর্ব্বকং যথা—

সখী শ্রীকৃষ্ণং প্রত্যাহ— (ধানশী)

কানু বিরলে কহ মোয়। আজু কোউ মিলল বুঝি তোয়॥
হোয়ল পুলকময় দেহ। লোচন যুগলে ঝলকে নব লেহ॥
রচহ শয়ন অনিবার। ঘটল এ অলস কবহুঁ বহু আর॥
শুনি সুমধুর মৃদু হাসি। কহ ঘন শ্যামে শ্যাম রসে ভাসি॥১

শ্রীকৃষ্ণবাক্যং— (ধানশী)

এ সখি! রজনী রহল যব থোরি। পেখলুঁ স্বপনে তবহি নব গোরী॥
আয়ল নিয়রে লাজভয় ভূরি। পরশিতে তরসি রহল কছু দূরী॥
করইতে কোরে অগোরলু তায়। সহচরী সোঁপি দেয়ল সমুঝায়॥
পিবইতে অধর কমল মকরন্দ। ভাঙল নিন্দ হোয়লু হাম ধন্দ॥
পুন মঝু নয়ন নিন্দগত ভেল। পুন ধনী স্বপনে আলিঙ্গন কেল॥
তব ধরি ধৈরজ ধরই না পারি। পৈঠি রহল হিয়ে ত্রুলহিনী নারী॥
কি মধুর রূপ বিসরি নাহি যাত। হরল শ্রবণ ভরি লহু লহু বাত॥
নাসা তছু তনুসৌরভে ভোর। কহব কি এক বদনে নহু ওর॥
তা সঞে বৈছে মিলন পুন হোয়। ঐছে উপায় রচহ কহি তোয়॥

তো বিনু সিধি না হোয়ব ইহ কাম। রাখহ জীবন কহল ঘনশ্যাম ॥২

ততঃ সখীবাক্যং— (শ্রীগান্ধার)

মাধব ! কহই না হোয়। কাহুক দিঠিপথ-গত নহু সোই ॥
তোহে সদয় বিধি ভেল। তা সঞে স্বপনে কয়ল তুহুঁ মেল ॥
বুঝলি তোহারি বহু ভাগ। তো সঞে তাক ঘটব অনুরাগ ॥
ধৈরজে সব সিধি হোয়। নরহরি নিচয় মিলায়ব তোয় ॥৩

মোহিনী—

কানু পরবোধি চলু দূতী ধনীপাশ। ভেটি নিরজনে ভণই মধুর মৃদুভাষ ॥
এ সুমুখি ! ব্রজবিধু-হৃদয়ে পশি গেলি। তাক সঞে স্বপনে তুহুঁ বসলি রসকেলি ॥
ভণত তুয় রীত উহ ধরত নাহি থেহ। লোরে ভরু নয়ন দো অবশ সব দেহ ॥
রচই ঘন শয়ন পুন সো স্বপন লাগি। তুয় মূরতি ধ্যান ধরি রজনী রহু জাগি ॥
শুনত তছু বাত মঝু মরমে কছু ভেল। তুলহ ইহ পুরুখে বিধি ধনী অধীন কেল ॥
মরি মরি কি পিরীতিময় চরিত নহু অন্ত। যৈছে রসবতী তুহুঁ তৈছে রসবন্ত ॥
তাক নব বয়স তুয় বয়স নব ভাল। সো সজল জলদ তনু তুহুঁ তড়িতমাল ॥
যব তুহুঁক বদনবিধু লখব এক ঠাম। সফল তব মানব এ জীবন ঘনশ্যাম ॥৪

আত্মপঞ্চম—

সুন্দরী শুনি দূতী-বচন চঞ্চল চিত রোকি।
লহু লহু লহু হাসি হরখে সখীমুখ অবলোকি ॥
সঙ্গিনী তব রঙ্গে বিরচি রঙ্গিণী নব বেশ।
নাহ পহিল মিলনোচিত কয়লহি উপদেশ ॥
গুরুজনদিঠি বারি বিরলে চলু লেই নব কুঞ্জ।
অলখিত লখি শ্যামে সুমুখী, কহে কিয়ে ঘনপুঞ্জ ॥
অঞ্জন সম সঞ্চরু করু লোচন-দুখ দূরি।
ভণ নরহরি পরশত হিয় হোয়ব সুখ ভূরি ॥৫

শ্রীকামোদ—

নব কঞ্জ লোচনী কুঞ্জে চলু তনু ঝাঁপি নীল নিচোল।
ঘনশ্যাম সুন্দর সুন্দরী অব- লোকি লোচন লোল ॥
লহু হাসি লহু লহু কহত মো তন বরণ তুয় তন বাস।
মঝু দেহ দূতী সঞে লেহ কাহে না পূরহ মঝু অভিলাষ ॥
ইহ ভাতি ভণি বহু পাণি পসারি কয়লহি কোর।
ঘন চুম্বে চারু ময়ঙ্ক মুখ জনু চন্দে লুবধ চকোর ॥
ধনী লাজে বদন ছিপাত ছিপই না দেত কৌতুকী কান।
দুহুঁ পহিল মিলন- বিলাস নব নব নিছই নরহরি প্রাণ ॥৬

মারু গান্ধার—

আজু নব গোরী সহ শ্যাম উলসে। মঞ্জুতর কুঞ্জতল তলপে বিলসে ॥
দুহুঁক তনু কাঁতি অতিললিত লসই। সজল জলদাভ থির তড়িতে হসই ॥
শিথিল দুহুঁ বেশ সে অশেষ সুষমা। দুহুঁ দুহুঁক লখই দিঠি ভঙ্গি অসমা ॥
ভণত দুহুঁ বচন জনু অমিয় বরষে। নরহরি কি প্রাণ ভরি পিয়ব হরষে ॥৭

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীকৃষ্ণস্য পূর্বরাগে
ত্রিংশত্তম আস্বাদঃ ॥৩০।২৬৭

অথ সংক্ষিপ্তসম্ভোগস্য রসোদ্গারঃ—

সখী শ্রীকৃষ্ণং প্রত্যাহ— (ধানশী)

বিপুল-পুলককুল-বলিত সুদেহ। অলস ভরল দিঠি ঝলকত লেহ ॥
মাধব ! কপট না কর মঝু পাশ। সো ধনী সহ কহ কৈছে বিলাস ॥ধ্রু॥
উহ নব রমণী তুহু সে নব নাহ। পহিল মিলনে সংশয় মন মাহ ॥
শুনি ইহ বচন রচই লহু হাস। হেরি ঘনশ্যামে ভণই মৃদু ভাষ ॥১

শ্রীকৃষ্ণবাক্যং— (ভুপালী)

বালা রমণী রমণে নাহি সুখ। অন্তরে মদন দ্বিগুণ দেই দুখ ॥

রস নাহি পাওল বেদন সার। গুরুয়া ভুখে জনু থোরি আহার ॥
করইতে কোরে মোড়য়ে সব অঙ্গ। মন্ত্র না শুনে জনু বাল ভুজঙ্গ ॥
সব সখী মেলি শুতায়লি পাশ। চৌকি চৌকি ধনী ছাড়য়ে নিশ্বাস ॥
তিল এক কর সখি! মুদিত নয়ান। রোগী করয়ে যৈছে ঔষধ পান ॥
তিল এক দুখ জনম ভরি সুখ। ইথে লাগি কাহে ধনি! বঙ্কিম মুখ ॥
ঐছে কহল সখী সুবদনী-পাশ। তব্ হি না বিরমই বিষম [illegible] ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুনহে মুরারি! তুহুঁ রসআগর মুগধিনী নারী ॥২

পুনঃ ধানশী—

সখি! কে কহু সো সব রঙ্গ।

মুগধিনী ধনী	মুখ নিরখিতে	বাঢ়ল রস তরঙ্গ ॥ধ্রু॥
কতেক যতনে	বচন বোলল	হাসি মিটায়ল আধ।
সে যে কুলবধূ	লহু লহু কহু	তে বহু রহল সাধ ॥
গাঢ় আলিঙ্গনে	চমকি উঠয়ে	আলসে শুতলি কোর।
জনু স্মরশর	ডরহি সুন্দরী	শরণ নেওলি মোর ॥
চিকুর চিবুক	ধঁরি চুম্বইতে	ও মুখ বেকত মোড়ি।
জনু পবনে	বিয়াকুল কমল	ভ্রমর রহু আগোরি ॥৩

(বিদ্যাপতি)

পুনঃ সুহই—

বরকৈ মৈ উর	বসন উতারল	লাজে লাজায়লি গোরী।
করে কুচ ঝাঁপি	তরসি মুগধিনী	অঙ্গ কয়ল কত মোড়ি ॥
নীবিবন্ধ ফুগইতে	করে কর ধরু ধনী	পুন বেকত কুচ জোরি।
দুয়-সমাধানে	বিকল ভেল শশিমুখী	তব হাম কোরে আগোরি ॥
কি কহব রে সখি!	হরিণীনয়নী ধনী	স্বপনে বিসুরি না হোয়।
ঐছে উপায়	করহ তুহুঁ তুরিতহি	যৈছে মিলয়ে পুন মোয় ॥৪

(বিদ্যাপতি)

পুনঃ সুহই—

কানুক ঐছে বচনে চল কোই। সুমুখী ভেটি ভণে উলসিত হোই॥
যো নিজসরবস্ব বিতরই যাক। সো নাহি ভুলি কপট করু তাক॥
মাধব দরিদে পরশ-ধন দেলি। হোয়ব সুখ কি দ্বিগুণ দুখ ভেলি॥
ভণ ঘনশ্যাম কপট তেজি রাই! পূরহ তছু মনোরথ পুন যাই॥৫

ততঃ শ্রীরাধিকাবাক্যং— **(ধানশী)**

না কর না কর সখি! মোহে পরবোধে। জীউ কি দেয়ব কানু-অনুরোধে॥
অলপ বয়স মোর কানু সে তরুণা। না তিহ্না লাজ ভয় না তিহ্না করুণা।
দেয়ল আলিঙ্গন ভুজযুগ চাপি। তৈখণে হৃদয় উঠল মঝু কাঁপি॥
লোভে নিঠুর হরি কয়লহি কেলি। কি কহব যামিনী যত দুখ দেলি॥
হঠে ভেলহু বশ হরলু গেয়ান। নীবি ফুয়ল তথি কথন কে জান॥
কাতরপণে দরশায়লু রোই। তবহি কানু উপশম নাহি হোই॥
অধর নিরস মোর কয়লহি মন্দা। রাহু গরাসি নিশিতে জনু চন্দা॥
কুচযুগে দেয়ল নখ পরিহারে। কেশরী জনু গজকুম্ভ বিদারে॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর নারি! তুঁহু অতি সুচতুরী চতুর মুরারি॥৬

পুনঃ সুহই—

হাম অতি ভীতি রহলু তনু গোই। ও রস থোর ণ তোখন হোই॥
রস নাহি ভেল কয়লু জনু সাতি। মদন লতা জনু দংশল হাতী॥
পুন কত কাকুতি কয়ল অনুকূল। তবহি পাপ হিয় তিল নাহি ভুল॥
হামারি আছিল কত পূরবকি ভাগি। উবরি আওল হাম সো ফল লাগি॥
বিদ্যাপতি কহ না করিহ খেদ। ঐছন হোয়ই পহিল সম্ভেদ॥৭

দূতী-আং প্রত্যাহ— **(ধানশী)**

এ ধনি! দোষ ছেমহ অব সোয়। অনুচিত কয়লু দেয়লু দুখ তোয়॥
তাক বিকল হিয় লখই না পারি। পুন তহি গমন উচিত সুকুমারি॥

অলখিত তোহে রাখব তছু পাশ। যো তাহে কহব শুনবি উহ ভাষ ॥
চলু ধনী হাসি রহল তিঁহি ভাঁতি। চঞ্চল কানু দরশ রসে মাতি ॥
মাধব-সমীপ দূতী তব গেলি। পুছই নাহ বিরস কাহে ভেলি ॥
দূতী কহই কি করহ ঘনশ্যাম। পায়লু লাজ কয়লি অছু কাম ॥৮

দূতী শ্রীকৃষ্ণং প্রত্যাহ— (গান্ধার)

বাঢ়াইতে প্রেম ছলে কুচযুগ ধরি তথি নথ দিলে কথি লাগি।
তুহুঁ সুপুরুষ কানু কি ফল পায়লি কাঁচা শিরীফল ভাঁগি ॥
নবীন নিতম্বিনী লেহ না জানসি বহু ছলে হাম দিলু আনি।
গোপ গোঙার তোহে কত না শিখায়ব বালা রস নাহি জানি ॥
ঐছে অধর সব পিবইতে কো কহু নিরস অধর তুথ দেলি।
দৃঢ় পরিরম্ভণে রজনী জাগায়লি দেহ দুবর ভই গেলি ॥
পুন আরে মাধব ! ভেট না পাওব ধনী যদি জীয়ে পরাণে।
দূতী-বচন শুনি কানু লাজায়ল সুকবি বিদ্যাপতি ভাণে ॥৯

ধানশী—

মাধব লহু লহু কহু মৃদু বাত। মনমথ দোষী দোষ মঝু মাথ ॥
যো কছু কয়লু উলটি নাহি আব। পরশন করব দরশ যব পাব ॥
তাকর চরণ মাথে গহি লেব। তনু মন প্রাণ সোঁপি সব দেব ॥
কহু হাম ঐছে করউ মঝু সাতি। ভুজে ভুজ বাঁধউ উরে উর জাঁতি ॥
তব কহু কোউ তুহুঁ সে অতি ঢীট। নিজ অপমান লাগি বহু মিঠ ॥
তহি অলখি তছু লতাতলে গোরী। কানুক বচনে উলস হসি থোরি ॥
তব উহ দূতী হরষ হিয় মাহ। রাই সমুখে দরশায়ল নাহ ॥
নাগর বিহসি চলল ধনী ঠাম। আজুক সুখ কি কহব ঘনশ্যাম ॥১০

গান্ধার —

কত না কৌশল কেলিমন্দিরে সখিনী কহি কিছু দেল।

জনু কদলীদলে ঘন পবন পরশলি ঐছন সুন্দরী ভেল ॥
কান্ত কর গহি কোরে করু ছল কয়ল কতয়ে নেহারি।
জনু একলি বিপিনে করিণী কেহরি রহই যে জীউ হারি ॥
মধুর মধু সম বচন কিছু কিছু কাকু গদগদ ভাখ।
নবমদন মহিপতি হরল সরবস্ব রসিক কৌতুক লাখ ॥
ইথে কি ধৈরজ হোয়ই হরি করি ধরাধর গাত।
সুখে তখন কাম পঢ়াই বৈঠহি আদরে শশিনাথ ॥১১

গান্ধার—

আজু সুললিত কেলি কৌতুকে কানু উনমত ভেল।
চন্দ্রমুখী-মুখ- মঞ্জু মাধুরী নয়ন ভরি ভরি নেল ॥
পিবই অধর- সুধা মধুর ধনী লাজে লহু লহু হাসি।
চারু চপল বিলোচনাঞ্চলে কতহি রস পরকাশি ॥
কানু তব কুচ- কঞ্জ যতনে উঘারি অরপই পাণি।
ঠেলি করে কর রঙ্গিণী ঘন ভণই নহি নহি বাণী ॥
নাহ কত অনু- রোধে উরে উর ধরই ধরত না থেহ।
কহই বনত ন রঙ্গ নরহরি নিছনি তুহুঁ নবলেহ ॥১২

ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীকৃষ্ণস্য পূর্বরাগে
সংক্ষিপ্তসম্ভোগ-রসোদ্গারে সংক্ষিপ্তসম্ভোগবর্ণনং
নাম একত্রিংশত্তম আস্বাদঃ ॥৩১।২৭৮
পূর্ব্বং ১০৩।৩৮১। শ্রীরাধিকায়াঃ৭৮৮=১১৬৯

শুন ওহে পরম বান্ধব শ্রোতাগণ !
পূর্ব্বরাগ গীত এই অতিরসায়ন ॥
ইথে ক্রমভঙ্গ যে বুঝিতে তাহা নারি।
শুধিয়া লইবে মোরে অনুগ্রহ করি ॥
মুই মহা অজ্ঞ, তাহা জানাইব কত।
এই কর, ইথে যেন হই অনুরত ॥
শ্রীগুরুবৈষ্ণবপাদপদ্ম শিরে ধরি।
পূর্ব্বরাগ সংক্ষেপে গাইল নরহরি ॥ * ১১৭০

ইতি পূর্ব্বরাগঃ

* তৎপরে মানারম্ভ।

অথ মানঃ—

সংকীর্ত্তনোল্লাসরসাল-লাস্যং লীলালসচ্চারুচন্দ্রাস্যহাস্যম্।
ভাবামৃতাব্ধৌ পরিমগ্নচিত্তং শ্রীগৌরচন্দ্রং চ ভজামি নিত্যম্॥

জয় নবদ্বীপচন্দ্র শ্রীগৌরসুন্দর। নিত্যানন্দাদ্বৈতের অভিন্ন কলেবর॥
জয় গদাধর পণ্ডিতের প্রাণধন। শ্রীবাসাদি-প্রিয় ভক্তগণের জীবন॥
জয় জয় ভুবনপাবন গুণনিধি। কৃপা করি কর মোর মনোরথসিধি॥
ওহে বিজ্ঞ শ্রোতাগণ করো অবধান। পূর্বে পূর্বরাগ গাইল, এবে গাই মান॥
পূর্বে যৈছে ত্রিবিধ গাইল গৌরগীত। তৈছে এথা পৃথক্ না গাবো রূপামৃত॥
ক্রম পূর্ব মানরস কর আস্বাদন। এথা অতি অল্পে কহি মান-বিবরণ॥
মান মুখ্য সহেতু নির্হেতু ভেদ দ্বয়। শ্রবণানুমান দৃষ্ট সহেতুতে ত্রয়॥
শ্রবণানুমানে ভেদ অনেক প্রকার। এথা না গাইব আগে হইব প্রচার॥
নির্হেতু মান মানাভাস এ সুলভ। হেতুমানভঞ্জন এ পরম দুর্লভ॥
ইথে যে প্রকার তাহা না গাইব এথা। এথা যে গাইব জানাইয়ে সেই প্রথা॥
হেতুমান শ্রবণানুমান দৃষ্ট ত্রয়। নির্হেতুমান মানভঞ্জনাদি দ্বয়॥
এই পঞ্চ গাব এ সামান্য প্রকরণে। সুখে আস্বাদহ গৌরচন্দ্র-গীতগণে॥
সামান্য প্রকারে গীতচিন্তামণি প্রায়। মনের উল্লাসে দাস নরহরি গায়॥

তত্র শ্রবণে—কামোদ *

---

* অতঃপর খণ্ডিত।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।

সংসারসার বোধপ্রদ মুদসদন শ্রীগুরো প্রেমকন্দ
শ্রীরাধাকৃষ্ণ হে হে প্রবরসময় শ্রীলচৈতন্যচন্দ্র!
শ্রীনিত্যানন্দ কামার্ব্বুদ-মদদমন শ্রীমদদ্বৈতদেব
শ্রীবাসাদি প্রমত্ত-প্রভুপরিকর ভো মাং প্রসীদ প্রসীদ ॥

শ্রীশ্রীনামামৃত-সমুদ্র

শ্রীগুরু শ্রীরাধাকৃষ্ণ চৈতন্য নিতাই। *
চরণে শরণ দেহ অদ্বৈতগোসাই ॥ ১
গদাধর শ্রীনিবাস স্বরূপ নরহরি।
পিয়াঅহ গৌর-প্রেমামৃত কৃপা করি ॥ ২
দয়ার সমুদ্র গৌরপ্রিয় হরিদাস।
মোর পাপচিত্তে কর নামের প্রকাশ ॥ ৩
শচী জগন্নাথ পদ্মা হাড়াই পণ্ডিত!
অবুধ বালকে দয়া এই সে উচিত ॥ ৪
অনুগ্রহ কর শ্রীকুবের নাভা দেবী।
তুয়া পুত্র অদ্বৈত-চরণ যেন সেবি ॥ ৫

---

* শ্রীগুরুচরণ বন্দো গৌরাঙ্গ নিতাই—মুদ্রিত পাঠ।

লক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী নিজগণসনে।
কৃপা কর নদীয়ার বিহার রহু মনে॥ ৬
বসুধা জাহ্নবা দেবী দয়া কর মোরে।
তোমার নিতাইর লীলা স্ফুরুক আমারে॥ ৭
এই কর নিত্যানন্দ-সুতা গঙ্গাদেবী।
শ্রীবসু-জাহ্নবা সহ সে চরণ সেবি॥ ৮
দীনে দয়া করহে মাধব রত্নাবতী।
তুয়া পুত্র গদাধর-পদে রহু মতি॥ ৯
মাধবি মালিনি দময়ন্তি হে শ্রীসীতা!
তোমরা বিনে গৌরাঙ্গের কে আছে রক্ষিতা॥ ১০
বাসুদেব সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ওহে।
তোমার গৌরাঙ্গ-গুণে মত্ত কর মোহে॥ ১১
শাঠীর জননি! শাঠি! নিবেদি চরণে।
শ্রীগৌর-বিমুখ জন না দেখি স্বপনে॥ ১২
শ্রীবাসের দাসী দুঃখী সুখী হৈলা তুমি।
করুণা করহ যেন সুখী হই আমি॥ ১৩
পদ্মনাভ চক্রবর্ত্তি! ভৃত্য কর তার।
গৌর-পরিকরে তারতম নাহি যার॥ ১৪
শ্রীচৈতন্যদাস বিপ্র! এই মাত্র চাই।
যে দেখে সকৃৎ গৌর, তার গুণ গাই॥ ১৫
দাস গদাধর মোরে রাখ সে চরণে।
না ভুলি গৌরাঙ্গ যেন জীবনে মরণে॥ ১৬

গোবিন্দ গরুড় কবিচন্দ্র কাশীশ্বর।
মো অধমে কর নিজ দাসের কিঙ্কর॥ ১৭
বিশ্বরূপ শ্রীঅচ্যুত বীরচন্দ্র প্রভু।
দেহ পদ-সেবা যেন না ভুলিয়ে কভু॥ ১৮
গৌরীদাস নন্দন আচার্য্য বনমালি।
এ দুঃখিরে কর নিজ নাচের কাঙ্গালী॥ ১৯
বিদ্যানিধি হলায়ুধ শ্রীরঘুনন্দন।
বারেক করহ ধনী দিয়া প্রেমধন॥ ২০
মুরারি গোবিন্দ হে মুকুন্দ বাসুঘোষ।
চরণে ধরিয়া বলি ক্ষেম মোর দোষ॥ ২১
অনন্ত ঈশ্বর ওহে মাধবেন্দ্র পুরী।
রাধাকৃষ্ণ-রসে মত্ত কর কৃপা করি॥ ২২
কেশব ভারতী কৃপা কর এই বার।
বিশ্বম্ভর বিনি যেন না জানিয়ে আর॥ ২৩
বাসুদেব দত্ত উদ্ধারণ পুরন্দর।
ত্রাণ কর, ফুকারয়ে এ দীন পামর॥ ২৪
দামোদর শ্রীকর বল্লভ সনাতন।
নিজ গুণে দেহ শুদ্ধ ভকতি-রতন॥ ২৫
গোপীনাথ আচার্য্য নৃসিংহ সিংহেশ্বর।
ঘুচাহ কুবুদ্ধি হৌক বিশুদ্ধ অন্তর॥ ২৬
ওহে শ্রীভূগর্ভ লোকনাথ এই বার।
দয়া কর—মো সম অধম নাহি আর॥ ২৭

ভাগবত মাধব আচার্য্য দয়াময় ।
এই কর প্রভুর চরিত্রে মন রয় ॥ ২৮
গৌরপ্রিয় প্রাণ ওহে রূপ সনাতন !
দেহ শক্তি করি প্রভুর চরিত্র-বর্ণন ॥ ২৯
শ্রীগোপাল ভট্ট ওহে দাস রঘুনাথ !
দন্তে তৃণ ধরি কহি—কর আত্মসাৎ ॥ ৩০
শ্রীজীব সুবুদ্ধিমিশ্র রাঘব কংসারি !
কর যে উচিত কিছু বলিতে না পারি ॥ ৩১
ওহে গৌরাঙ্গের প্রিয় শ্রীধর ঠাকুর ।
লাজ তেজি বলিয়ে দুর্গতি কর দূর ॥ ৩২
শ্রীবংশীবদন বক্রেশ্বর শিবানন্দ ।
দুঃখ ঘুচাইয়া দেহ বারেক আনন্দ ॥ ৩৩
শ্রীমধু পণ্ডিত কাশীমিশ্র গঙ্গাদাস ।
ও পদভরসা মোরে না কর নিরাশ ॥ ৩৪
কাশীনাথ হরিভট্ট বসু রামানন্দ ।
দান দেহ শ্রীগৌরচন্দ্রের পদদ্বন্দ্ব ॥ ৩৫
ওহে কর্ণপূর ! এই বলিয়ে তোমায় ।
নিরন্তর মগ্ন কর গৌরাঙ্গ-লীলায় ॥ ৩৬
শ্রীকমলাকর পিপ্‌লাই শুন হে মহেশ ।
মো অসতে ত্রাণি, যশ ঘুষিবে অশেষ ॥ ৩৭
ওহে শ্রীকমলাকান্ত নিবেদি নিশ্চয় ।
বৈষ্ণব-চরণামৃতে যেন নিষ্ঠা হয় ॥ ৩৮

ওহে ঝড়ুদাস ! এই পুনঃ পুনঃ বুলি ।
হৌক্ মোর সর্ব্বস্ব বৈষ্ণব-পদধূলি ॥ ৩৯
ওহে কালিদাস ! মোর এই বড় আশ ।
বৈষ্ণব-উচ্ছিষ্টে যেন বাড়য়ে বিশ্বাস ॥ ৪০
শ্রীজগদানন্দ কীর্ত্তনীয়া ষষ্ঠিধর ।
গৌর-গুণ গাই শক্তি দেহ নিরন্তর ॥ ৪১
প্রেমময় শ্রীমীনকেতন রামদাস ।
নিত্যানন্দ-গুণে মোর করাহ উল্লাস ॥ ৪২
শ্রীকান্ত ! ঘুচাহ মোর বিপরীত-জ্ঞান ।
অভিন্ন-চৈতন্য নিত্যানন্দ হৌক প্রাণ ॥ ৪৩
ওহে বিজ্ঞ অনুপাম ! এই কর মেন ।
গৌর-পাদপদ্ম কভু না ছাড়িয়ে যেন ॥ ৪৪
ওহে ব্রহ্মানন্দ শ্রীপরমানন্দ পুরি ।
ভক্তি-পথে সতত রাখহ চুলে ধরি ॥ ৪৫
চাপাল গোপাল রক্ষা কর এ দুর্জ্জনে ।
অপরাধ নহে যেন ভকতের স্থানে ॥ ৪৬
জগাই মাধাই দুই ভাই দয়া কর ।
অনেক জন্মের পাপ এই বার হর ॥ ৪৭
শ্রীচন্দ্রশেখর রঘুপতি উপাধ্যায় ।
এই কর সুসিদ্ধান্ত স্ফুরুক হিয়ায় ॥ ৪৮
ওহে শিখি মাহিতি ! কর মোর হিত ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-জগন্নাথে রহু প্রীত ॥ ৪৯

শ্রীনাথ তুলসী মিশ্র কালা কৃষ্ণদাস।
মোরে উদ্ধারিয়া কর মহিমা প্রকাশ ॥ ৫০
সারঙ্গ সুন্দরানন্দ গোবিন্দ উদার।
সংসার-যাতনা হইতে করহ নিস্তার ॥ ৫১
ওহে রত্নবাহু ভবানন্দ ধনঞ্জয়।
কাতরে করিলে দয়া মহিমা বাড়য় ॥ ৫২
ওহে বৃন্দাবন ! নারায়ণীর কুমার।
তোমরা থাকিতে কেন এ দশা আমার ॥ ৫৩
উদ্ধারহ যদুনাথ ঠাকুর মুরারি।
বিষয়-বিষের জ্বালা সহিতে না পারি ॥ ৫৪
ওহে প্রতাপরুদ্র রাজা মিনতি আমার।
কামক্রোধাদিক দুষ্টে করহ সংহার ॥ ৫৫
শুনহে হিরণ্য চিরঞ্জীব নারায়ণ।
নিত্যানন্দাদ্বৈত-গৌর-গুণে রহু মন ॥ ৫৬
এই কর বুদ্ধিমন্ত খান মহামতি।
শ্রীগৌরগোবিন্দ হৌক্ মোর প্রাণপতি ॥ ৫৭
হৃদয়চৈতন্য ! পূর্ণ কর মোর আশ।
গৌর-গুণ কহে যেই, তার হও দাস ॥ ৫৮
এই কর ভবানন্দ শ্রীগর্ভ শ্রীনিধি।
গৌরাঙ্গের যে যে লীলা গাই নিরবধি ॥ ৫৯
ওহে শ্রীপ্রবোধানন্দ ! নিবেদি তোমারে।
গৌর-গুণেতে বারেক মাতাহ আমারে ॥ ৬০

জগদীশ শ্রীমান্ সঞ্জয় সুদর্শন।
মোরে কেন ছাড় হইয়া পতিতপাবন ॥ ৬১
দ্বিজ হরিদাস জগন্নাথ বলরাম।
জগৎ উদ্ধার কর, মোরে কেন বাম ॥ ৬২
গৌরপ্রিয় দণ্ড-অধিকারী হরিদাস।
মোরে দণ্ড করি' অপরাধ কর নাশ ॥ ৬৩
ওহে অভিরাম ! এই কহিয়ে তোমারে।
পাষণ্ডী অসুর হৈতে রক্ষা কর মোরে ॥ ৬৪
ওহে রায় রামানন্দ রসের সাগর !
রসিক ভকত-সঙ্গ দেহ নিরন্তর ॥ ৬৫
ওহে গৌরপ্রিয় শ্রীগোবিন্দ ভক্তিরাশি।
গৌর-পাদপদ্মসেবা দেহ দিবানিশি ॥ ৬৬
গৌরপাদ-উপাধান ঠাকুর শঙ্কর।
গৌর-অঙ্গগন্ধে মত্ত কর নিরন্তর ॥ ৬৭
প্রিয় শুক্লাম্বর ওহে ! নদীয়ানিবাসী।
মোরে ঘৃণা করিলে করিবে লোকে হাসি ॥ ৬৮
নিরবধি এই কর ঠাকুর লোচন !
গৌরাঙ্গ-বিহারে যেন ডুবে মোর মন ॥ ৬৯
ওহে দেবানন্দ ! বলি ভূমিতে লোটায়া।
দেশে দেশে ফিরি যেন গোরাগুণ গাঞা ॥ ৭০
শ্রীপুরুষোত্তম রামদাস দেহ এই চাই।
গৌরগুণে মত্ত হৈয়া নাচিয়া বেড়াই ॥ ৭১

ঠাকুর মুকুন্দ এই করিতে জুয়ায়।
গৌর-গুণ যথা তথা থাকো দীনপ্রায় ॥ ৭২
ওহে শ্রীপরমেশ্বর দাস ! দেহ এই বর।
গৌরগুণ শুনি যেন কান্দি নিরন্তর ॥ ৭৩
অনন্ত আচার্য্য যদু গাঙ্গুলি মঙ্গল।
ঘুচাহ আমার এ যতেক অমঙ্গল ॥ ৭৪
এই কর শ্রীগোপালদাস সুলোচন।
রাধাকৃষ্ণ-চৈতন্য-চরিতে রহু মন ॥ ৭৫
শ্রীচৈতন্যদাস রামদাস বিষ্ণুদাস ॥
নবদ্বীপে বৃন্দাবনে দেহ মোরে বাস ॥ ৭৬
ওহে কৃষ্ণানন্দ ! কৃপা কর মো অধমে।
স্ফুরুক্ গৌরাঙ্গ-লীলা দিবানিশিক্রমে ॥ ৭৭
ওহে শুভানন্দ ! পূর্ণ কর মোর আশ।
নিশিশেষে দেখি—গৌর-শয়ন-বিলাস ॥ ৭৮
শুন সত্যরাজ ! প্রাতে গৌরগণ সনে।
স্নানাদি ভোজনরঙ্গ দেখি এ নয়নে ॥ ৭৯
ওহে শ্রীকুমুদ ! গৌরের পূর্ব্বাহ্ন-কৌতুকে।
ভক্তগৃহে ভোজনাদি দেখাহ আমাকে ॥ ৮০
দেখাহ বসন্ত ! গৌর মধ্যাহ্ন-কালেতে।
গণসহ উদ্যানে বিহরে যেনমতে ॥ ৮১
এই কর সুধানিধি কমলনয়ন !
অপরাহ্ন-কালে দেখি নদীয়া-ভ্রমণ ॥ ৮২

ওহে মনোহর ! দেখাও বিশ্বন্তরে।
নিজগৃহে সায়াহ্নেতে যেরূপে বিহরে॥ ৮৩
কৃপাকর সূর্য্যদাস, দেখি গৌরচন্দ্র।
প্রদোষে শ্রীবাস-গৃহে যেরূপ আনন্দ॥ ৮৪
এই কর রামভদ্র ! শ্রীবাস-অঙ্গনে।
নিশায় মাতিয়ে প্রভু-সহ সঙ্কীর্ত্তনে॥ ৮৫
ওহে গোপীকান্ত মিশ্র ! বলিয়ে তোমায়।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণলীলা স্ফুরাহ আমায়॥ ৮৬
রাখহে শ্রীপতি বৃন্দাবিপিন-মাঝার।
দিবানিশিক্রমে দেখি দোঁহার বিহার॥ ৮৭
দেখাহ নিশান্তে সুখ শ্রীমধুসূদন !
নিকুঞ্জে বিলাস, পুন গৃহেতে শয়ন॥ ৮৮
প্রাতঃকালে নবনী ! দেখাহ পঁহু রঙ্গ।
শয্যোত্থান-স্নান-ভোজনাদি গণ-সঙ্গ॥ ৮৯
ওহে কানু ! কৃষ্ণের পূর্ব্বাহ্নে বনগমন।
দেখাহ রাধিকা যৈছে উৎকণ্ঠিত মন॥ ৯০
শ্রীমন্ত ! দেখাহ রাধাকৃষ্ণ সখী-সঙ্গ।
মধ্যাহ্নে মিলন কুণ্ডতীরে নানা রঙ্গ॥ ৯১
দেখাহ নন্দিনী রাধা-গৃহে গতি স্থিতি।
অপরাহ্নে সখাসহ কৃষ্ণের যে রীতি॥ ৯২
সায়াহ্নে রাধিকা-রীত দেখাহ নন্দন।
যশোদা করয়ে যৈছে কৃষ্ণের লালন॥ ৯৩

যাদব ! দেখহ দোঁহার গৃহে ব্যবহার ।
প্রদোষে নিকুঞ্জে যৈছে মিলন দোঁহার ॥ ৯৪
ওহে পীতাম্বর ! নিত্য দেখাহ আমায় ।
রাসাদি বিলাস, কুঞ্জে শয়ন নিশায় ॥ ৯৫
বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ! এই নিবেদন ।
গৌরচন্দ্রের গুণগানে রহু মোর মন ॥ ৯৬
ওহে গোপীনাথ সিংহ ! এই বর চাই ।
ফাল্গুনী-পূর্ণিমা-জন্মতিথি যেন গাই ॥ ৯৭
ওহে দ্বিজ বাণীনাথ পূর' মোর আশ ।
গাও শিশুরূপ বিশ্বম্ভরের প্রকাশ ॥ ৯৮
সমর্পহ কাশীনাথ শ্রীচরণে তার ।
পিতা-মাতা ধ্বজ-বজ্র চিহ্ন দেখে যার ॥ ৯৯
দেহ কবি দত্ত শক্তি, গাই নিরন্তর ।
চোরে কৃপা যেরূপে করিলা বিশ্বম্ভর ॥ ১০০
শ্রীহরি ! গৌরাঙ্গ-রঙ্গ দেখাহ আমারে ।
ভুঞ্জয়ে নৈবেদ্য যৈছে শ্রীহরিবাসরে ॥ ১০১
শ্রীতপনমিশ্র মোরে রাখ তার পায় ।
ক্রন্দন-ছলেতে হরিনাম যে লওয়ায় ॥ ১০২
ওহে জিতামিশ্র মোর প্রভু হৌক তেহো ।
লোক-বর্জ্য হাণ্ডি-আসনে আনন্দে বৈসে যেহো ॥ ১০৩
বল্লভ চৈতন্য দাস রাখ তার সনে ।
ষষ্ঠী-পূজাদ্রব্য যে খাইল মাতা-স্থানে ॥ ১০৪

শিবানন্দ দত্তর ! রাখহ তার সাথে।
যে মুত্তিল মুরারির ভোজন-থালিতে ॥ ১০৫
ওহে শ্রীগোপাল ! তারে করাহ স্মরণ।
কুক্কুর-শাবক যেহো করিল পালন ॥ ১০৬
ওহে লক্ষ্মীনাথ ! তেহো রহু মোর মনে।
মায়ে প্রহারিয়া যেহো নারিকেল আনে ॥ ১০৭
ওহে নয়নমিশ্র ! মোরে দেহ তার সঙ্গ !
বালিকা সহিত যেহোঁ করে নানা রঙ্গ।। ১০৮
পতিত দেখিয়া দয়া করহ নন্দাই !
গৌরাঙ্গের অপার চাঞ্চল্য যেন গাই ॥ ১০৯
শ্রীউদ্ধব ! তার পদে রাখো মোর চিত।
অল্পে সর্ব্বশাস্ত্রে যেঁহো হইলা পণ্ডিত ॥ ১১০
শ্রীরঙ্গ ! দেখাহ মোরে গৌরবিধু-মুখ।
শচীমাতা যারে দেখি ভুলে সব দুখ ॥ ১১১
ওহে রঘুনাথ মিশ্র ! গাই যেন তারে।
যে বিদ্যাবিলাসে কাঁপাইল পাষণ্ডিরে ॥ ১১২
জগদীশ ! যোগ্য কর এ রঙ্গ দেখিতে।
পড়ুয়া সহিত জলকেলি জাহ্নবীতে ॥ ১১৩
শ্রীগোবিন্দানন্দ ! মোরে ভৃত্য কর তার।
ভুবনে বিদিত সর্ব্বশাস্ত্রে জয় যার ॥ ১১৪
শ্রীগোবিন্দ দত্ত মোরে সে রঙ্গ দেখাহ।
লক্ষ্মীপ্রিয়া সঙ্গে যৈছে প্রভুর বিবাহ ॥ ১১৫

পুরন্দর পণ্ডিত রাখহ তার পাশে।
বঙ্গদেশ ধন্য যেঁহো কৈল বিদ্যারসে॥ ১১৬
জগন্নাথাচার্য্য মোরে দেখাহ সে রঙ্গ।
বিষ্ণুপ্রিয়া-বিবাহ যে রূপে গৌর-সঙ্গ॥ ১১৭
বাণীনাথ বসু মোরে কর তার দাস।
বায়ুছলে প্রেমভক্তি যে করে প্রকাশ॥ ১১৮
রামাই ঈশান দেহ সে পদে সোঁপিয়া।
ভ্রমে যে আপনে মহাপণ্ডিত হইয়া॥ ১১৯
শ্রীবৈষ্ণবাচার্য্য মোরে রাখ তার পাশে।
নদীয়ার ভট্টাচার্য্য কাঁপে যার ত্রাসে॥ ১২০
শ্রীবৈষ্ণবানন্দ রাখ তারে মোর চিতে।
মায়েরে আনন্দ যেঁহো দেন নানা মতে॥ ১২১
শুনহে পরমেশ্বর দাস! দয়াময়।
দেখি যেন গৌরাঙ্গের দিগ বিজয়ি-জয়॥ ১২২
মাধব পণ্ডিত! তারে মিলাহ আমায়।
ভক্তেরে ভাণ্ডিয়া যেঁহো ফিরে নদীয়ায়॥ ১২৩
শ্রীরত্ন পণ্ডিত! ভক্তি দেহ তাঁর পায়।
ঈশ্বর পুরীরে কৃপা যে করে গয়ায়॥ ১২৪
ওহে ধ্রুবানন্দ! মোর প্রভু হৌক তেঁহো।
চিনিলেন ভক্ত সব, ব্যক্ত হৈলা যেঁহো॥ ১২৫
ওহে পুষ্পগোপাল! দেখাহ মোরে তারে।
যে বিষ্ণুখট্টায় বৈসে শ্রীবাসের ঘরে॥ ১২৬

দেখাহ করুণা করি শ্রীকণ্ঠাভরণ ।
নিত্যানন্দ-সঙ্গে বিশ্বম্ভরের মিলন ॥ ১২৭
ভাগবত দাস ! তারে দেখাহ আমায় ।
যারে দেখে ষড়্ভুজ শ্রীনিত্যানন্দরায় ॥ ১২৮
শ্রীহর্ষ ! করহ মোরে তার অনুচর ।
যার বিশ্ব-অঙ্গ দেখে অদ্বৈত ঈশ্বর ॥ ১২৯
ওহে রঘুমিশ্র ! দেহ সে পদযুগল ।
নিত্যানন্দ দিল যারে শ্রীহল মূষল ॥ ১৩০
ওহে ভগবানাচার্য্য ! এই যেন গাই ।
যেরূপে পাইল প্রেম জগাই মাধাই ॥ ১৩১
রামানন্দ ! দেখাহ যা' দেখে শচীমায় ।
শ্যাম-শুক্লরূপ গৌর-নিত্যানন্দ রায় ॥ ১৩২
ওহে রুদ্র ! গাই যেন মহাপরকাশ ।
সাত প্রহরিয়া-ভাবে ঐশ্বর্য্য-বিলাস ॥ ১৩৩
ভগবান্ পণ্ডিত ! গাওয়াও অনুক্ষণ ।
নগরে নগরে যৈছে প্রভুর কীর্ত্তন ॥ ১৩৪
শ্রীগোপালাচার্য্য ! এই গাই অনিবার ।
কাজির দমন আর কীর্ত্তন-বিহার ॥ ১৩৫
দামোদর দাস ! সে চরণে রাখ মোরে ।
যে বরাহ-রূপে তত্ত্ব কহে মুরারিরে ॥ ১৩৬
পণ্ডিত জগদানন্দ ! দেহ সে চরণ ।
মুরারির স্কন্ধে যে করিল আরোহণ ॥ ১৩৭

ওহে বিষ্ণুদাসাচার্য্য গাই সে চরিত।
শুক্লাম্বর-তণ্ডুল খাইতে যার প্রীত ॥ ১৩৮
ওহে ভোলানাথ দাস ! রাখ সেই সঙ্গে।
যেঁহো আম্রফল ভক্তে খাওয়াইল রঙ্গে ॥ ১৩৯
বনমালী বিশ্বাস ! দেখাহ রঙ্গ তার।
ভক্ত-বস্ত্র হরিয়া কৌতুক অতি যার ॥ ১৪০
ওহে ভবনাথ কর ! দেহ সে চরণ।
রুক্মিণীর বেশে নাচি' যে পিয়াইল স্তন ॥ ১৪১
ওহে গঙ্গামন্ত্রী ! তেঁহো স্ফুরুক অন্তরে।
যে প্রিয় মুকুন্দে দণ্ড-অনুগ্রহ করে ॥ ১৪২
অনন্ত দাস ! যশ গাই যেন তার।
দ্বার দিয়া নিশায় কীর্ত্তন-রঙ্গ যার ॥ ১৪৩
দেহ মোরে শক্তি ওহে হাজরা বিষ্ণাই।
নিত্যানন্দাদ্বৈতের কলহ যেন গাই ॥ ১৪৪
হে বিজয় ! প্রাণ হৌক্ সে শচী-পরাণ।
বৈষ্ণবাপরাধ যে করিল সাবধান ॥ ১৪৫
কৃপা করি দেহ বাচস্পতি নারায়ণ।
স্তুতি করি, যে বর পাইল ভক্তগণ ॥ ১৪৬
দেখাহ সে রঙ্গ মোরে পণ্ডিত শ্রীমান্।
হরিদাসে কৃপা, শ্রীধরের জল পান ॥ ১৪৭
ভাগবতী দেবানন্দ ! দেখাহ সে রঙ্গ।
নিশান্তে গঙ্গায় জলকেলি ভক্ত-সঙ্গ ॥ ১৪৮

বিজয় পণ্ডিত ! মোর প্রাণ হৌক্ সে।
অদ্বৈতে করিয়া দণ্ড লজ্জা পায় যে ॥ ১৪৯
দেখাওহ রঙ্গবাটী শ্রীচৈতন্য দাস।
অদ্বৈতের ঘরে যৈছে ভোজন-বিলাস ॥ ১৫০
আমারে জানাহ কৃপা করিয়া কংসারি।
রাম কৃষ্ণ যে দুই প্রভু জানিলা মুরারি ॥ ১৫১
শ্রীআচার্য্যরত্ন ! মোরে কৃপা করু সে।
মৃতপুত্র মুখে তত্ত্ব বাখানয়ে যে ॥ ১৫২
ওহে জগন্নাথ তীর্থ ! তার গুণ গাই।
যে পড়ে' গঙ্গায় ক্রোধে, ধরিলা নিতাই ॥ ১৫৩
মুরারি মাহাতি ! গুণ গাই যেন তার।
নারায়ণী—অবশেষ-পাত্র হইলা যার ॥ ১৫৪
মুরারি পণ্ডিত ! কৃপা করহ আমায়।
অশেষ গৌরাঙ্গ-লীলা দেখি নদীয়ায় ॥ ১৫৫
শ্রীঅনন্তাচার্য্য ! চিত্তে চিন্তি এই আশ।
বিষ্ণুপ্রিয়াসহ গৌরচন্দ্রের বিলাস ॥ ১৫৬
অনুগ্রহ করি' এই কর কলানিধি।
নদীয়া-বিহার সুখে গাই নিরবধি ॥ ১৫৭
শ্রীহস্তিগোপাল ! রঙ্গ দেখাহ তাহার।
শ্যামরূপ অন্তরে, বাহিরে গৌর যার ॥ ১৫৮
অকিঞ্চন দাস ! কৃপা করহ অশেষ।
দেখি যেন শ্রীগৌরচন্দ্রের ভাবাবেশ ॥ ১৫৯

প্রেমী কৃষ্ণদাস ! সমর্পহ তার পায়।
যে রাধিকাপ্রেমে ভাসি জগত ভাসায় ॥ ১৬০
দেখাহ মাধব পট্টনায়ক ! তাহারে।
যে রাধিকা-ঋণ কভু শোধিতে না পারে ॥ ১৬১
শ্রীসুগ্রীব মিশ্র ! তারে দেহ' সমর্পিয়া।
যার গৌর বর্ণ রাধা-মাধুরী ভাবিয়া ॥ ১৬২
অনুভবানন্দ ! কৃপা করহ আপুনি।
গাই যেন গৌর অবতার-শিরোমণি ॥ ১৬৩
বাসুদেব তীর্থ ! মনে রহু সে চরিত।
জীবে কৃপা লাগি যার বেশ বিপরীত ॥ ১৬৪
দেখাহ মুরারি বিপ্র ! গৌরাঙ্গ-বিলাস।
দক্ষিণাদি ভ্রমি' বৃন্দাবন-ক্ষেত্র-বাস ॥ ১৬৫
এই কর কূর্মবাসী শ্রীকূর্ম ঠাকুর।
দক্ষিণ ভ্রমণ-লীলা গাইয়ে প্রভুর ॥ ১৬৬
তুলসী পড়িছা ! মগ্ন কর সে লীলায়।
ব্রহ্মা শিব শেষ যার অন্ত নাহি পায় ॥ ১৬৭
রামানন্দ মঙ্গরাজ, কানাই খুঁটিয়া।
ধন্য কর' ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম দিয়া ॥ ১৬৮
জগন্নাথ পড়িছা ! এ মিনতি আমার।
ভাসি যেন গৌর-লীলাসমুদ্র-মাঝার ॥ ১৬৯
এই গাই শ্রীপরমানন্দ মহাপাত্র।
গৌরচন্দ্র নদীয়া না ছাড়ে তিলমাত্র ॥ ১৭০

জগন্নাথ মাহাতি ! সে স্থানে রহু আশ ।
যথা যথা গৌরভক্তগণের বিলাস ॥ ১৭১
কাশীনাথ মাহাতি ! জুড়াহ মোর আঁখি।
যাঁহা যাঁহা দৃষ্টি যায় গৌরময় দেখি ॥ ১৭২
ওহে রামচন্দ্র কবিরাজ ! করো' হিত।
নিরন্তর গাই যেন কৃষ্ণের চরিত ॥ ১৭৩
এই কর জগন্নাথ কর ! প্রেমরাশি।
কৃষ্ণ-জন্ম-উৎসব গাইয়া সুখে ভাসি ॥ ১৭৪
চক্রপাণি আচার্য্য ! সে পদে দেহ রতি।
যেঁহো সে পূতনা বধি, দিল মাতৃগতি ॥ ১৭৫
কামদেব ! দেহ মোরে সে পদে সোঁপিয়া।
শকট ভাঙ্গিল যেহোঁ শয়নে থাকিয়া ॥ ১৭৬
রাখহ চৈতন্যদাস ! তার ভক্ত-সঙ্গ।
তৃণাবর্ত্ত বধি' যে করিল নানারঙ্গ ॥ ১৭৭
শুনহে জাঙ্গলি ! এই গাই অনুক্ষণ।
জননী বান্ধয়ে কৃষ্ণে—হাসে গোপীগণ ॥ ১৭৮
দুর্ল্লভ বিশ্বাস ! মোরে সুখী করু' সে।
দামবন্ধে থাকি' দুই বৃক্ষে ভাঙ্গে যে ॥ ১৭৯
ওহে শ্যামদাসাচার্য্য ! স্ফুরাহ আমারে।
ধান্য দিয়া ফল কৃষ্ণ কিনে যে প্রকারে ॥ ১৮০
ওহে জ্ঞানদাস ! এই গাই নিরন্তর।
শ্রীকৃষ্ণের অশেষ চাঞ্চল্য মনোহর ॥ ১৮১

লোকনাথ রাজেন্দ্র ! তোমারে এই চাই ।
বক-বৎস-অঘাসুর-বধ যেন গাই ॥ ১৮২
ওহে জনার্দ্দন দাস ! ঘুচাও মনের দুঃখ ।
ধেনুক-প্রলম্ব-বধ শুনি, পাই সুখ ॥ ১৮৩
দেখাহ আমারে ওহে শ্রীহরিচরণ !
গোপ-পরিত্রাণ, দাবাগ্নি-কালিয়দমন ॥ ১৮৪
ওহে কামা ভট্ট ! গাই নন্দের মোক্ষণ ।
ব্রতি-কন্যা-প্রিয়-চীরগণহরণ ॥ ১৮৫
নারায়ণদাস ! মোর স্ফুরাহ অন্তরে ।
যজ্ঞপত্নীগণ যৈছে ভেটিল কৃষ্ণেরে ॥ ১৮৬
ওহে রাম সেন ! সঙ্গী করহ তাহার ।
গোবর্ধন ধরি' সুখ বাড়িল যাহার ॥ ১৮৭
দেবানন্দ দাস ! মোরে রাখ তার পাশে ।
ইন্দ্র-যজ্ঞ ভঙ্গ যে করিল অনায়াসে ॥ ১৮৮
হরিহরানন্দ ! মোরে করাহ দর্শন ।
গোবিন্দাভিষেক যৈছে কৈল দেবগণ ॥ ১৮৯
শ্রীমান্ ঠক্কুর ! তারে দেখাহ আমারে ।
যে বনভোজন-ছলে মোহিল ব্রহ্মারে ॥ ১৯০
রাখহ শ্রীনাথ চক্রবর্তি ! তার সনে ।
মহারাস-লীলা যে করিল বৃন্দাবনে ॥ ১৯১
শ্রীহোড় গোপাল মোর প্রভু হোক্ সে ।
শঙ্খচূড়-অরিষ্ট-কেশিরে বধে' যে ॥ ১৯২

নর্ত্তক গোপাল তৃপ্ত কর মোর আঁখি।
সখীসহ শ্রীরাধাগোবিন্দ-লীলা দেখি॥ ১৯৩
ওহে বাণীনাথ পট্টনায়ক! প্রবীণ।
গাই যেন ব্রজলীলা যে নিত্য নবীন॥ ১৯৪
শ্রীপুরুষোত্তম তীর্থ! এই নিবেদন।
মথুরা-দ্বারকাদি লীলায় রহু মন॥ ১৯৫
চিদানন্দ! করুণা করহ কৃষ্ণ পাই।
ব্রজ না ছাড়েন কভু, এই যেন গাই॥১৯৬
উপেন্দ্র আশ্রম! মোরে রাখ তার পাশে।
পিতা মাতা সখা সখী সভে যে সন্তোষে॥ ১৯৭
শ্রীআনন্দ পুরী! প্রাণনাথ হৌক্ সে।
নিরন্তর বৃন্দাবনে বিলসয়ে যে॥ ১৯৮
শ্রীবদনানন্দ হে! আনন্দ দেহ দান।
বহির্ম্মুখ জনের জ্বালায় জ্বলে প্রাণ॥ ১৯৯
ভাস্কর ঠাকুর! এই করহ নির্দ্ধার।
কৃষ্ণে যে বিমুখ, মুখ না দেখিয়ে তার॥ ২০০
শ্রীগোবিন্দ পূজারী চৈতন্যদাস ওহে।
কৃষ্ণনাম লয়ে যে সে সঙ্গী করু মোহে॥ ২০১
পূজারি গোঁসাই দাস! করাহ দর্শন।
শ্রীগোবিন্দ-গোপীনাথ-মদনমোহন॥ ২০২
গোঁসাই গোবিন্দ! কহি, চরণে ধরিয়া
শ্রীগোবিন্দ-পাদপদ্মে দেহ সমর্পিয়া॥ ২০৩

গৌরিদাস প্রিয় মিতু শ্রীচান্দ হালদার !
কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ সঙ্গ ঘুচাহ আমার ॥ ২০৪
ওহে রঘুনাথ ! মুই কাটো তার মাথা।
যে না মানে কৃষ্ণের বিগ্রহ, কৃষ্ণকথা ॥ ২০৫
রত্নাকর ! তারে মুই করোঁ খণ্ড খণ্ড।
গৌর-কৃষ্ণে ভেদ-বুদ্ধি করে যে পাষণ্ড ॥ ২০৬
এই নিবেদিয়ে সত্যানন্দ হে ভারতী !
গৌরকৃষ্ণ-দ্বেষির মস্তকে মারোঁ লাথি ॥ ২০৭
ওহে কাশীবাসী শ্রীশেখর দ্বিজরাজ !
যে প্রভু' নিন্দয়ে তার মুণ্ডে পড়ু' বাজ ॥ ২০৮
রঘুনাথ পুরী ! কুম্ভীপাকে পড়ু' সে।
গৌরকৃষ্ণ-লীলায় কুতর্ক করে যে ॥ ২০৯
ওহে রামতীর্থ ! এই বিজ্ঞপ্তি আমার।
গৌরকৃষ্ণে রতি যেন হয় সভাকার ॥ ২১০
দামোদর পুরী ! কৃপা করহ বিদিত।
প্রভু-সম প্রভুর শ্রীধামে হৌক প্রীত ॥ ২১১
রাঘব পুরী হে ! তার হৌক সর্বনাশ।
নবদ্বীপ-ভূমে যার নাহিক বিশ্বাস ॥ ২১২
হে নৃসিংহ পুরী ! সে যাউক ছারেখারে।
বৃন্দাবন-ভূমে প্রীত যে জনা না করে ॥ ২১৩
এই কর গৌর-প্রিয় তৈর্থিক ব্রাহ্মণ !
নবদ্বীপে গণসহ দেখি বৃন্দাবন ॥ ২১৪

মাধবেন্দ্র-শিষ্য গৌরপ্রিয় দ্বিজবর !
মথুরা-মণ্ডলে বাস দেহ নিরন্তর ॥ ২১৫
সহিতে না পারি, শক্তি দেহ বিপ্রদাস !
বিমত আচরে যে, তাহার করোঁ নাশ ॥ ২১৬
নৃসিংহচৈতন্য দাস ! এই নিবেদিয়ে।
সংকীর্ত্তন-দ্বেষি-পাষণ্ডীরে সংহারিয়ে ॥ ২১৭
হে লঘুকেশব ! অগ্নি জ্বালো তার মুখে।
দারু-শিলা-স্বর্ণাদি-শ্রীমূর্ত্তি যে না দেখে ॥ ২১৮
ব্রহ্মানন্দ স্বরূপ ! করি এ নিবেদন।
অনন্ত শ্রবণে শুনি প্রভুর বর্ণন ॥ ২১৯
কবিরাজ মিশ্র ! কবি বর্ণিবেক যাহা।
পুনঃ পুনঃ জন্ম লৈয়া শুনি যেন তাহা ॥ ২২০
শ্রীমুকুন্দানন্দ চক্রবর্ত্তি ! এই চাই।
দোষ ছাড়ি বৈষ্ণবের গুণ যেন গাই ॥ ২২১
ওহে মহানন্দ ! মুখ না দেখাহ তার।
বৈষ্ণবেতে জাতি-বুদ্ধি করয়ে যে ছার ॥২২২
শ্রীমুকুন্দ কবিরাজ ! কর এই হিত।
হবে যে বৈষ্ণব, তার পদে রহু চিত ॥২২৩
শ্রীরাজীব ! তার সঙ্গ ঘুচাহ তুরিতে।
যে পাপীর জল-বুদ্ধি শ্রীচরণামৃতে ॥ ২২৪
বড়ু জগন্নাথ ! দণ্ড করাহ তৎকাল।
গুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি করে যে চণ্ডাল ॥ ২২৫

ভাতুয়া গোপাল হে! করাহ তারে নষ্ট।
গুরু-পদে রতি খর্ব্ব করায় যে দুষ্ট॥ ২২৬
গীতাপাঠী বিপ্র! কৃপা কর এ মূর্খেরে।
ভক্তিগ্রন্থ-পাঠে নিষ্ঠায় দেখি সে প্রভুরে॥ ২২৭
বাসুদেব বিপ্র! দেহ-দর্প কর দূর।
ঘৃণা নহু, জীবে দয়া হউক প্রচুর॥ ২২৮
শ্রীপ্রবোধানন্দ-জ্যেষ্ঠ ত্রিমল্ল বেঙ্কট!
কৃপা কর মোরে, মুই বিষয়-লম্পট॥ ২২৯
ওহে শ্রীপুরুষোত্তম গালিম! বিখ্যাত।
মো অধমে বারেক করহ দৃষ্টিপাত॥ ২৩০
ওহে নীলাম্বর! এই নিবেদি চরণে।
বৈষ্ণবের নিন্দা যেন না শুনি শ্রবণে॥ ২৩১
ওহে বৈদ্য কৃষ্ণদাস! করুণা-নিধান।
পরনিন্দা-রত মুই, মোরে কর ত্রাণ॥ ২৩২
ওহে রাঢ়দেশী কৃষ্ণদাস! সুখময়।
পরনিন্দুকের সঙ্গ ঘুচাহ নিশ্চয়॥ ২৩৩
বিষ্ণুপুরী কৃষ্ণানন্দ পুরী! মহাধীর।
কৃপা করি শোধ' মোর এ পাপ শরীর॥ ২৩৪
ওহে শ্রীজানকীনাথ বিপ্র! দেহ বর।
ঘুচুক কুতর্ক, শঠ কপট অন্তর॥ ২৩৫
ওহে বৈদ্য রঘুনাথ! এ যশ তোমার।
কামক্রোধাদিক রোগ ঘুচাহ আমার॥ ২৩৬

ওহে শ্রীভারতী ব্রহ্মানন্দ ! এই চাই।
নির্মৎসর হৈয়া যেন গোরা-গুণ গাই ॥ ২৩৭
কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারি ! নিবেদি চরণে।
বিষয়ির মুখ যেন না দেখি স্বপনে ॥ ২৩৮
শ্রীপরমানন্দ উপাধ্যায় ! কহি ওহে।
বিষয়ী অসৎ যেন নাহি পশে মোহে ॥ ২৩৯
শ্রীহৃদয়ানন্দ ! এই কর সুনিশ্চয়।
বিষয়ির সঙ্গে সঙ্গ যেন নাহি হয় ॥ ২৪০
শ্রীনকুল ব্রহ্মচারি ! এই নিবেদন।
বিষয়ির অন্ন যেন না করি ভক্ষণ ॥ ২৪১
ওহে সাদিপুরিয়া গোপাল ! কর দণ্ড।
ঘুচাহ আমার এই অন্তর-পাষণ্ড ॥ ২৪২
রক্ষা কর নারায়ণ ! বলিয়ে তোমারে।
যোষিৎরাক্ষসী গ্রাস করিল আমারে ॥ ২৪৩
কৃপা কর পুরুষোত্তম ব্রহ্মচারি !
করিনু কুক্রিয়া বহু, কহিতে না পারি ॥ ২৪৪
শুনহে গোকুল ! কাম মোহিল আমায়।
নারী-পদাঘাত সদা খাই খরপ্রায় ॥ ২৪৫
এই কর শ্রীপরমানন্দ অবধূত।
মোরে যেন প্রহার না করে যমদূত ॥ ২৪৬
লোকনাথ পণ্ডিত ! ঘুচাহ এ কুরীত।
ক্রোধে বশ হই সদা, করো বিপরীত ॥ ২৪৭

শ্রীহরিচন্দন! এই মিনতি আমার।
কখনো না করে যেন ক্রোধে অধিকার ॥ ২৪৮
ভাগবতাচার্য! কৃপা কর, জানি মর্ম।
লোভাক্রান্ত হৈয়া ছাড়িনু নিজ ধর্ম ॥ ২৪৯
ওহে কাষ্ঠকাটা জগন্নাথ মহাশয়!
মোর কর্ম্মবন্ধ দৃঢ় কাটহ নিশ্চয় ॥ ২৫০
শ্রীবল্লভ ভট্ট! দণ্ড করহ আপুনি।
অহঙ্কারে মত্ত মুই, আপনা না চিনি ॥ ২৫১
শ্রীনকড়ি দাস! কত কর বিপরীত।
মো' হেন ভণ্ডেরে দণ্ড করিতে উচিত ॥ ২৫২
রামচন্দ্র পুরী! এই করহ সর্বথা।
শ্রদ্ধাহীন জনে না কহিয়ে কৃষ্ণকথা ॥ ২৫৩
ওহে শ্রীলক্ষ্মণাচার্য্য! এই মাত্র চাই।
অপ্রসাদি দ্রব্য যেন ভুলিয়া না খাই ॥ ২৫৪
ওহে সনাতন দাস! এ বর মাগিয়ে।
কর্ম্মান্ন * বিষয়-বিষ যেন না ভুঞ্জিয়ে ॥ ২৫৫ * কর্ম্মার্থ
নিত্যানন্দপ্রিয় হে পরমেশ্বর দাস!
মোরে না লাগুক জ্ঞান-কর্মের বাতাস ॥ ২৫৬
কৃপা করি এই কর ঠাকুর নন্দন!
সদা যেন ভক্তি-অঙ্গ করিয়ে যাজন ॥ ২৫৭
সদাশিব কবিরাজ! মোর বাক্য ধর।
প্রাণিমাত্রে উদ্বেগ না দিয়ে'—এই কর ॥ ২৫৮

এই কর শ্রীমকরধ্বজ ! দয়াবান্ ।
কায়মনোবাক্যে করি সভায় সম্মান ॥ ২৫৯
ওহে যোগেশ্বর ! এই বলিয়ে নির্দ্ধার ।
প্রাণ দিয়া করি যেন পর-উপকার ॥ ২৬০
শ্রীপরমানন্দ গুপ্ত ! শুন মোর বাণী ।
স্তুতি-নিন্দা দুঃখ-সুখ তুল্য যেন জানি ॥ ২৬১
ওহে শুভানন্দ বিপ্র ! নিবেদি তোমায় ।
পর-তিরস্কার যেন সহি' তরুপ্রায় ॥ ২৬২
শ্রীচন্দনেশ্বর ! কৃপা করহ প্রচার ।
অন্যদেবে রতি যেন না হয় আমার ॥ ২৬৩
ওহে বিশ্বেশ্বরাচার্য্য ! মোরে কর রক্ষা ।
যেন না ভুলিয়া কভু করি মুখাপেক্ষা ॥ ২৬৪
এই চাই বিদ্যাবাচস্পতি মহাভাগ ।
গুরু-কৃষ্ণ-বৈষ্ণব-দ্বেষির সঙ্গত্যাগ ॥ ২৬৫
শিশু কৃষ্ণদাস ! কৃষ্ণদাস কবিরাজ !
রক্ষা কর এ বার—করিনু দুষ্ট কাজ ॥ ২৬৬
ওহে শ্রীঅনন্ত ! এই করুণা করহ ।
গৌর-নিত্যানন্দ-গুণ গাই গণ-সহ ॥ ২৬৭
ওহে রঘুনাথ-প্রিয় শ্রীবিঠ্ঠলনাথ ।
গোবিন্দ হে ! দেহ বাস গৌরগণ-সাথ ॥ ২৬৮
রাঘব গোঁসাই ! রাধাকুণ্ড-সেবা দিয়া ।
রাখহ নিকটে, মুই নিপট দুখিয়া ॥ ২৬৯
ওহে শ্রীনিবাস ! নরোত্তম ! শ্যামানন্দ !
গণ-সহ কর কৃপা মুই অতি মন্দ ॥ ২৭০

শ্রীজীবগোস্বামি-প্রিয় ভট্ট গদাধর !
স্ফুরাহ শ্রীভাগবত-অর্থ মনোহর ॥ ২৭১
শ্রীবিজুলি খান ! নিজ সঙ্গিগণ-সনে ।
কৃপা কর, বৈরাগ্য জন্মুক মোর মনে ॥ ২৭২
ওহে গৌরপ্রিয় গোপ ! তাহা চাই আমি ।
গোরস পিয়াই যে রতন পাইলে তুমি ॥ ২৭৩
কি নারী পুরুষ যত নদীয়া-নিবাসী ।
কৃপা কর, পাই যেন নদীয়ার শশী ॥ ২৭৪
ওহে ব্রজবাসিগণ ! এই নিবেদিয়ে ।
সখী-সহ যেন রাধাগোবিন্দ পাইয়ে ॥ ২৭৫
ওহে নবদ্বীপ-অনুগত যত জন ।
কৃপা কর—নদীয়া ধিয়াই অনুক্ষণ ॥ ২৭৬
এই কর'—বৃন্দাবন-অনুগত যত ।
বৃন্দাবন-ধ্যান যেন করি অবিরত ॥ ২৭৭
ঠাকুর বৈষ্ণবগণ ! প্রার্থনা করিয়ে ।
যেন এই নামামৃত-সমুদ্রে ভাসিয়ে ॥ ২৭৮
পুন নির্বেদিয়ে মুই যে করিনু গ্রন্থন ।
যে শুনে, শুনায়, তারে দেহ প্রেমধন ॥ ২৭৯
মোরে অজ্ঞ দেখি সভে হইবে সন্তোষ ।
আগে পাছে নাম ইথে না লইহ দোষ ॥ ২৮০
সভে মোর প্রভু—মুই সভাকার দাস ।
করুণা করিয়া পূর্ণ কর অভিলাষ ॥ ২৮১
আক কি বলিব—গৌর-প্রিয় পরিবার ।
নরহরি অনাথের কেহো নাহি আর ॥২৮২

ইতি শ্রীমন্নামামৃত-সমুদ্র সম্পূর্ণ ॥

——ঃ*ঃ——